

مشکوٰۃِ نصیحا

میشکاتُل ماساَبیت

ہادیس سِنکلن ایتھاسےِ شرطِ عپہار

میشکات شریف

۱

আল্লামা ওলীউকীল আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব-আল-উমরী আত তাবরিয়ী

مشکوٰۃ مضا

میشکات اول ماساہی

ہدیہ س سانکلن ایتھا سے ر شرطی تپہار

میشکات شریف

۱

مُل : آلاما و لیڈن آب اندھا
مُہامیڈ ایونے آب دھا
آل-ختمیں آل-عمری آت - تا بری یہ رہ
آن باد : مالکا نا ا. ب. ا. م. ا. خالک مہمدا ر

ام. ام (فاست کس) ; ام. ا (رائے بیجا ن)

آذونیک پ्रکاشنی
ٹاکا

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৮

আঃ এঃ ৪১৮

২য় প্রকাশ (আধু. ১ম প্রকাশ)

জনপ্রিয় আউয়াল ১৪৩৩

বৈশাখ ১৪১৯

এগ্রিল ২০১২

বিনিময় : ২৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 1st Volume. Translated by Mawlana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.

25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 280.00 Only.

ମିଶକାତୁଳ ମାସାବୀହ

ଆଜିରଙ୍କ

‘ମିଶକାତୁଳ ମାସାବୀହ’ ସଂକଳନଟି ପ୍ରିୟନବୀ, ଶେଷନବୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବୀ ମୁହାମ୍ମାଦୁର ରାସ୍‌ଲୁଦ୍ଦାହ ସାହାତ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାହାମେର ମୁଖନିଃସ୍ତ ଅମୀଯ ବାଣୀ ହାଦୀସେର ଅନ୍ୟତଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳନ । ଏ ସଂକଳନମେ ‘ସିହାହ ସିଭାହ’ ତଥା ବୁଧାଗ୍ନି, ମୁସଲିମ, ଆବୁ ଦ୍ୱାଉଦ, ମାସାଈ, ଇବନେ ହାଜାହ ଓ ଜାମେ’ ତିରମିଦୀସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ହାଦୀସ ପ୍ରଷ୍ଟେର ପାଇଁ ସବ ହାଦୀସହ ସନ୍ନିବେଶିତ ହରେଇ ।

ଏ ସଂକଳନ ପ୍ରଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଇମାମ ମୁହିଉସ ସୁନ୍ନାହ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ମୁହାମ୍ମାଦ ହୋସାଇନ ଇବନେ ମାସଉଡୁଲ କାରା ବାଗାବୀର ‘ମାସାବୀହସ ସୁନ୍ନାହ’ ପ୍ରଷ୍ଟେର ବର୍ଧିତ କଲେବର । ଏତେ ରହେଇ ହୁଏ ହାଜାର ହାଦୀସ । ଆର ‘ମାସାବୀହସ ସୁନ୍ନାହ’ ଆଛେ ଚାର ହାଜାର ଚାର ଶତ ଚୌତ୍ରିପତି ହାଦୀସ ।

ମୋଟକଥା, ‘ମିଶକାତୁଳ ମାସାବୀହ’ ତଥା ମିଶକାତ ଶଶୀକ ହାଦୀସେର ଏକଟି ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ବିରାଟ ସଂକଳନ । ଗୋଟା ମୁସଲିମ ବିଶେ ଏ ସଂକଳନଟି ବହୁଭାବେ ସମାଦୃତ । ମୁସଲିମ ଜାହାନେର ସକଳ ଇସଲାମୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ‘ମିଶକାତୁଳ ମାସାବୀହ’ ପାଠ୍ୟଭୂତ ।

ଆମ୍ବାହର ହାଜାର ଶୋକର । ତିନି ଆମାକେ ତାର ଦୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସଂଘାମେର ସାଥେ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ୟ କରାରେହେନ । ଏ ସଂଘାମେର ସାଥେ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ୟ ନା ହଲେ ଦୀନକେ ଆଜ ବାନ୍ତବେ ଯେଭାବେ ବୁଝେଛି, ତଥୁ ମାଦରାସାୟ ପଡ଼େ, କାହିଁଲ ହାଦୀସ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତା ବୁଝାତେ ପାରିନି । ତବେ ମାଦରାସାୟ ପାଠ୍ୟଭୂତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଆମାର ଦୀନ ଇସଲାମକେ ବୁଝାର କେତେ ସହାରକ ହରେଇ ଅବଶ୍ୟାଇ । ଆର ଏ ବୁଝାତେ ପାରାର ମଧ୍ୟ ଦିର୍ଯ୍ୟ କୁରାଅନ ଓ ହାଦୀସ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚର୍ଚା କରାର କତୋ ଯେ ପ୍ରୋଜନ ଏଦେଶେ, ତାଓ ଉପଲକ୍ଷ କରେଛି । ଏ ପ୍ରୋଜନକେ ସାମନେ ରେଖେ ୧୯୭୧ ମେନର ଦୁଃଖ କାରାଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦେର କାଜେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଦୀସ ସଂକଳନ “ରାହେ ଆମଲ”-ଏର ମାଧ୍ୟମେ । ଏରପର ଆମାର ରାଚିତ “ଶିକଳ ପରା ଦିନଗୁଲୋ” ସହ ଚାରଟି ମୌଳିକ ପ୍ରଷ୍ଟ ଓ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସହ ୧୦/୧୨ଟି ପ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ କରି ।

ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଷ୍ଟଖାଲି ଅନୁବାଦେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେଛି । ମାନବୀ ଦୂର୍ବଲତା ଓ ସୀମାବନ୍ଧତାର କାରଣେ ଏରପରଓ ଝୁଟି-ବିଚ୍ଛୁତି ଥେକେ ଯେତେ ପାରେ । ସହଦୟ ପାଠକ ଦୟା କରେ ଏସବ ଝୁଟି ନିର୍ଦେଶ କରିଲେ ସଂଶୋଧନେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଇଲୋ । ମୁସଲିମ ମିଳାତ ଏର ଥେକେ ଉପକୃତ ହଲେଇ ଆମାଦେର ସକଳେମ ଶ୍ରୀ ସାର୍ଵକ ହବେ ଇନଶାଆମାହ ।

—ଅନୁବାଦକ



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা প্রথম খণ্ড কিছু বিজ্ঞে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিষ্ণে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মইনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সংযোগ প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সকল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, ধোঁপল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ এষ্ট বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাতীস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রথ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, ইস্কার, গবেষক, অনুবাদক জনাব আওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিস্ত্রাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উভয় প্রতিফল দান করুন।

—আমীন

আপডেটকৃত সংস্করণ সম্পর্কে (About This Updated Edition)

এই নতুন v2 সংস্করণে আপনার পাঠ অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও গতিশীল করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার (সহজ নেভিগেশন) যুক্ত করা হয়েছে।

১. ক্লিকযোগ্য সূচীপত্র (Clickable Table of Contents):

- বইটির সূচীপত্র {Table of Contents}  অংশে এখন  ক্লিকযোগ্য হাইপারলিংক যুক্ত করা হয়েছে।
- পাঠকরা সূচীপত্রের যেকোনো অধ্যায় বা বিষয়ের নামের উপর ক্লিক করলেই সরাসরি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারবেন।

২. দ্রুত নেভিগেশন (Quick Navigation):

- প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরের বাম কোণে একটি “Index 

এর ফলে বইটি পড়া ও প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজে পাওয়া এখন আরও সহজ ও দ্রুত হয়েছে। আমরা আশা করি এই আপডেট আপনার পাঠ অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।



এই সংস্করণটির বিন্যাস ও হাইপারলিংক সংযোজন করেছেন -

icsbook.info

সূচীপত্র

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ ৮

হাদীসের পরিচয় ১০

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ১১

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার ১৮

মিশকাতুল মাসাবীহ সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩

নিয়াতের গুরুত্ব ২৫

কিতাবুল ঈমান

ঈমান ২৯

কাফের ও মুমিন কে? ২৯

ঈমান ও কুফরের ফলাফল ৩০

দীন ও শরীআত ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের ভিত্তিমূল পাঁচটি ৩৬

ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৩৭

মুমিন ও মুসলিমের অর্থ ৩৮

ভালোবাসার সোপান ৩৯

ঈমানের স্বাদ ৪০

ইসলামই নাজাতের উপায় ৪১

দ্বিশুণ পুরষ্কার ৪২

কাফিরের সাথে যুদ্ধের হৃকুম ৪৩

মুসলমান কে? ৪৫

জাল্লাতে যাবার আমল ৪৬

পরিপূর্ণ জীবন ৪৬

ইসলামের ফরযসমূহ ৪৭

মোবাল্লেগের মর্যাদা ৪৮

নারীদের প্রতি নবী (স)-এর নির্দেশ ৫১

বিদ্রোহ করা মানুষের সাজে না ৫৩

কাল-কে মন্দ বলা নিষেধ ৫৪

আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৫৪
 দোষখ হতে মুক্তি ৫৬
 মুক্তি নির্ভর করে কিসের উপর ৫৭
 ইসলাম প্রহণের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় ৫৯

ছত্তীয় পরিচ্ছেদ

আরকানে দীন ৬০
 পরিপূর্ণ ঈমান ৬২
 সর্বোচ্চম আমল কি? ৬৩
 সত্যিকার মুমিন কে? ৬৩
 আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিরস্থায়ী নাজাতের উপায় ৬৫
 তাওহীদের গুরুত্ব ৬৫
 জান্নাত-জাহান্নাম অবধারিত ৬৫
 তাওহীদের আকীদায় অটলদের জন্য জান্নাতের সুভ সংবাদ ৬৬
 গোটা বিশ্বে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌছার ভবিষ্যত্বাণী ৭০
 জান্নাতের চাবি ৭১
 নেক কাজের পূরকার ৭২
 ঈমানের আলামত ৭২
 ঈমান ও ইসলামের কথা ৭৩
 ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণকারী জান্নাতী ৭৪
 (১) কর্বীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর আলামত ৭৫
 সবচেয়ে বড় গুনাহ ৭৫
 মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও মিথ্যা শপথ ৭৬
 নিকৃষ্টতম গুনাহ করার সময় ঈমান বাকী থাকে না ৭৭
 মুনাফিকের আলামত ৭৯
 চারটি কথা মুনাফিক বানায় ৮০
 তিনটি কথা ঈমানের ভিত্তি ৮২
 দশটি কথার ওয়সিয়াত ৮৩
 (২) ওয়সওয়াসা ৮৫
 ওয়াসওয়াসার ক্ষমা ৮৫
 প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি শয়তান ও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে ৮৭

জন্মের সময়ই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায় ৮৮
 স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শয়তান তার খুশীমতো কাজ করে ৮৯
 আরব উপদ্বীপে তাওহীদের মজবুত ভিত্তি ৯০
 নিজের মধ্যে নেক কাজের সাড়া পেলে ৯১
 ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানকে থুথু মারো ৯২
 শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে ৯৩
 নামাযের সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসা ৯৩
 সন্দেহমুক্ত মনে নামায পড়ো ৯৪
 (৩) তাকদীরের উপর ঈমান ৯৫
 (৪) কবরের আযাব ১৩১
 (৫) কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়িয়ে ধরা ১৪৭

কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯১
 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২০৩
 তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২২৩

কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা)

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৪৩
 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৫২
 তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫৩
 ১. যে কারণে উজু করা ফরয হয় ২৫৭
 ২. পায়খানা-পেশাবের নিয়ম ২৭১
 ৩. মিসওয়াক করা ২৯২
 ৪. উজুর নিয়ম-কানুন ২৯৯
 ৫. গোসল ৩১৮
 ৬. নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ৩২৯
 ৭. পানির বিধান ৩৪০
 ৮. অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন ৩৪৮
 ৯. মোজার উপর মসেহ করা ৩৫৯
 ১০. তাইয়াস্থুম ৩৬৪
 ১১. গোসলের সুন্নাত নিয়ম ৩৭১
 ১২. হায়েয ৩৭৫
 ১৩. রক্তপ্রদর রোগিনী ৩৮২

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পদ্ধা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তুতি, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধৰ্মনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধৰ্মনী প্রতিনিয়ত তাজা তঙ্গ শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আয়ীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ : “ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া” (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وَهِيَ مَتْلُوءٌ) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হবল আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وَهِيَ غَيْر مَتْلُوءٌ) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্বতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলক্ষ্মি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচলিতভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলক্ষ্মি করতে পারতো না।

আধিকারী নবী ও রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পথা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মংজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসগুলি যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَيْ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর ওহী” (সূরা নাজ্ম : ৩, ৪)।

وَكُوْنَ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَعَطَنَا مِنْهُ
الْوَتِينَ .

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কষ্টনালী ছিন্ন করে ফেলতাম” (সূরা আল-হাক্কা : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “রহুল কুদুস (জিবরাইল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিয়িক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আযুক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে কোন আগীই মরতে পারে না” (বায়হাকী, শারহস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাইল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্থরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। “জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَنَّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো” (সূরা হাশর ৪-৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুল্লাহুন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাংপর্য জানা যায় এবং তাঁর হৃকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حدیث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফর্কীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদিসগণ-এর সংগে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর শুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ভৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও নীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنّة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পথ্য ও নীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজির ব্যক্তিত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুখায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুখায়।

আছার (أَقْتَلُهُ) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ভৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ভৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ভৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উস্লে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় ‘মাতৃকৃফ হাদীস’।

ইলমে হাদীসের ক্রিপ্তপয় পরিভাষা

সাহাবী ৪ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঝ ৫ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঝ বলে।

মুহাদ্দিস ৬ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ৭ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شیخ) বলে।

শায়খায়ন ৮ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ৯ যিনি সনদ ও মতনের সমষ্ট বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হজ্জাত ১০ একইভাবে যিনি তিনি লক্ষ হাদীস আয়ত করেছেন তাকে হজ্জাত (حجّة) বলে।

হাকেম ১১ যিনি সমষ্ট হাদীস আয়ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ১২ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوي) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রহ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে (سنن) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফু : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রহ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওক্ফু : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওক্ফু (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (أقرانا)।

মাকতৃ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঞ্জ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতৃ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও ‘তালীক’ বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরপ বল ‘তালীক’ রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুস্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুস্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খে (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে ‘তাদলীস’ বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুয়তারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুয়তারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনোরূপ সমর্থন সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مُدْرَاج، অক্ষিণি) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (إِدْرَاج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এছারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দৃষ্টিগোচর নয়।

মুভাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণস্মপে রাখিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুভাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল : যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে ‘হাদীসে মুদাল’ (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রাখিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (نقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهـ) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারফ (المعروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুভাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত্ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রিয়মুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাবত্তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

ষষ্ঠঃ ৪ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর শুণসম্পন্ন নন, তাকে ষষ্ঠফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই ষষ্ঠফ নয়।

মাওদু : ৫ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদু (موضوع) হাদীস বলে। এরপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরক : ৬ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরক (متروك) হাদীস বলে। এরপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিতাজ্য।

মুবহাম : ৭ যে হাদীসের রাবীর উন্নমনপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : ৮ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এক অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : ৯ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল্ল আহাদ (أخبار الأحاد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহুর : ১০ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহুর (مشهور) হাদীস বলে।

আয়ীয় : ১১ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আয়ীয় (عزير) বলে।

গরীব : ১২ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : ১৩ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে (يَهْمَنَ اللَّهُ)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (اللهى) বা রববানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুতাফাক আলায়হ : ১৪ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুতাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ৪ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বৃক্ত করে তাকে আদালত (عِدَالَة) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্য পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণাবিত্ব ব্যক্তিকে আদিল বলে।

ঘাবত ৫ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে ঘাবত (ضَبْط) বলে।

ছিকাহ ৬ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও ঘাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (مُقْتَدٍ), সাবিত (مُبْتَدٍ) বা সাবাত (بُتْبُت) বলে।

হাদীস প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ ৭ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামে ১ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সংক্ষি, শক্রদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশ্বালা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও পর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (جَامِعًا) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিয়ী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ২ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সংজ্ঞিত করা হয় তাকে সুনান (السَّنْ) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিয়ী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ৩ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (الْمَسَنِد) বা আল-মাসানীদ (الْمَسَانِيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম ৪ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المَعْجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উন্নীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (**المستدرك**) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (**رسالة**) বা জুয় (জো) বলে।

সিহাহ সিন্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিন্তা (**الصحاب ستة**) বলা হয়। কিন্তু কতক বিনিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়ান্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিন্তাৰ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন (**صحيحيں**) বলে।

সুনানে আরবাআ : সিহাহ সিন্তাৰ অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (**سنن أربعة**) বলে।

হাদীসেৱ কিতাবসমূহেৰ স্তৱ বিভাগ : হাদীসেৱ কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তৱ বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাৰ 'হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে একল পাঁচ স্তৱে ভাগ কৰেছেন।

প্ৰথম স্তৱ : এ স্তৱেৱ কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তৱেৱ কিতাব মাত্র তিনটি : "মুওয়ান্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শৱীফ' ও 'মুসলিম শৱীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবেৱ সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতকৰণে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তৱ : এ স্তৱেৱ কিতাবসমূহ প্ৰথম স্তৱেৱ খুব কাছাকাছি। এ স্তৱেৱ কিতাবে সাধাৰণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যদিক হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিয়ী এ স্তৱেৱই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এৰ মতে মুসলনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তৱে শামিল কৰা যেতে পাৱে। এই দুই স্তৱেৱ কিতাবেৱ উপৱেষ্ঠ সকল মায়হাবেৱ ফকীহগণ নিৰ্ভৰ কৰে থাকেন।

তৃতীয় স্তৱ : এ স্তৱেৱ কিতাবে সহীহ, হাসান, যষ্টিফ, মাঝক ও মুনকার সকল রূকমেৱ হাদীসই রয়েছে। মুসলনাদ আবী ইয়ালা, মুসলনাদ আবদুৱ রাজ্জাক, বাযহাকী, তাহাবী ও তাবাৰানীৰ (র)-ৰ কিতাবসমূহ এ স্তৱেৱই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণেৱ যাচাই-বাচাই ব্যৱিত এ সকল কিতাবেৱ হাদীস গ্ৰহণ কৰা যেতে পাৱে না।

চতুর্থ স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যদ্দেশ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিবানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছারের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদানী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর : উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যক্তীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।’

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সৎকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যদ্দেশ।’

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাম্মদ দিহলাবীর মতে “সিহাহ সিতা”, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যক্তীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুয়ায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
২. সহীহ ইবনে হিবান—আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিবান (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারাদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা : হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাথলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোন্তৰে (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুভাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাখাব কানযিল উচ্চালে’ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উচ্চাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাঁচ সের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিজিনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিতায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুক্তাফাক আলাইছি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (إِنَّمَا الْأَعْسَالُ بِالْتِيَاتِ) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চৰ্চাকাৰীৰ জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন :

لَضِرِّ اللَّهِ أَمْرًا سَمِعَ مَقَاتِلِيْ فَحَفِظْهَا وَوَاعَاهَا وَأَدَّهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا.

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি” (তিরমিয়ী, ৪ৰ্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দিবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে” (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও” (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়” (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর শুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্মি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উচ্চাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুষ্টিকা এবং (৩) হাদীস মুখ্যত করে স্থৃতির ভাষারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্দন আরবদের শ্রবণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্থৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। শ্রবণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখ্যত করে নিতেন। তদানিন্দন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্থৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখ্যত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখ্যত করা হতো” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উচ্চাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারম্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আবাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শুন্ত হাদীসগুলো পরম্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখ্যত শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখ্য হয়ে যেতো” (আল-মাজমাউয়-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি” (দারিয়ী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্ধশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সেখনী শক্তির সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্ধশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ডিস্টি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাঞ্চক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلِيُمْحِهُ .

“তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে” (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে একপ বিভাগ্নির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্বরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য প্রাপ্ত করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন : আমার হাদীস কঠস্তু করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো” (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু উন্নতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগারিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংশের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন :

أَكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ .

“তুমি লিখে রাখো। সেই সক্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বাযহাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উন্মেষি” (উল্মুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন :

إِسْتَعْنُ بِيَمِّينِكَ وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ.

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন” (তিরমিয়ী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিয়ী, মুসনাদে আহমদ)।

হাসান ইবনে মুনাবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাঞ্জলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদুরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রাখিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যক্তিত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাঞ্জলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বাযানিল ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হৃদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশারিকদের সাথে যে সক্ষি করেন, বিভিন্ন সমষ্টিয়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কৃপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসকর্পে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী'সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বত্ত্ব লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতুবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিজি সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিজি হাদীস শিক্ষা করেন। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুল মুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কায়ি ওরাইহ, মাসরুক, মাকতুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখজি প্রমুখ প্রবীণ তাবিজিগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইস্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইস্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিজিগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিজি বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিজিনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিজিন ও তাবে তাবিজিনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিজিনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপ্রাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আয়ীফ (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগ্রহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দায়িশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাঞ্জুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চৰ্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আচার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামে সুফিয়ান সাউরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওয়াঙ্গি, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্থ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু উস্তা তিরমিয়ী, আবু দাউদ সিজিতানী, নাসাই ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রহ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিউ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনামু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিবান, সহীহ ইবনে খুয়ায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসাম্বাফাত তাহবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনামুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাস্তা, মাসাবীহস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ খি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদৰ্থে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বৎসর পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাষার আয়াদের নিকট পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

মিশকাতুল মাসাবীহ সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মিশকাতুল মাসাবীহর সংকলকের নাম ‘মুহাম্মদ’। কেউ কেউ মাহমুদ বলেছেন। লকব ‘অলীউদ্দিন’, পিতার নাম আবদুল্লাহ, বংশগত উপাধি ‘উমারী’ ও “খ্তীব তাবরিজী” হিসাবে খ্যাত। একক্রে নামটি হলো ‘আল্লামা অলীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খ্তীব আল-উমারী আত-তাবরিজী (র)।

তাঁর সময়ে তিনি অত্যন্ত বড় মানের আলেম, উন্নত মানের মুহাদ্দিস, মাযহাব ও বালাগাতের ইমাম, জুহদ ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক, উন্নত চরিত্র, রংচশীল ও মর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় বড় শায়খ, ওস্তাদ ও

মুহাদ্দিসদের কাছে দীনের তালিম নিয়েছেন। আবার তৎকালীন অনেক মেধাবী ছাত্রও তাঁর কাছে দীনের তালীম গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মুবারক শাহ সাদী তাদের অন্যতম।

‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ হাদীসের সংকলনটি, যা মিশকাত শরীফ নামে খ্যাত, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এটি মুসলিম বিষ্ণে সর্বজন স্থীকৃত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব। মিশকাত শরীফের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণই হলো এর অসংখ্য অনুবাদ ও শরাহ বা ব্যাখ্যার কিতাব এবং পাদটীকা। মিশকাত শরীফের প্রথম ব্যাখ্যার কিতাব হলো আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাইয়েবা (র)-এর ‘আল-কাশেফ আন হাকায়েকিস সুনান’। দ্বিতীয় হলো হযরত আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন বুখারী (র)-এর “শারহে মিশকাত”। তৃতীয় হলো শেখ আবদুল আজীজ আবহারী (র)-র “মিনহাজুল মিশকাত”। চতুর্থ হলো হযরত নূরুল্লাহ আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আরুবী, মোল্লা আলী কারী বলে খ্যাত-এর “মিরকাত শরহে মিশকাত”। পঞ্চম, শেখ শিহাবুদ্দীন আবুল আকবাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে যুহাশেমীর (র) “শরহে মিশকাত”। ষষ্ঠ, সাইয়েদ শরীফ আলা ইবনে যারহানীর (র) “হাশিয়ায়ে মিশকাত”। সপ্তম, শেখ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনে আল-মুজান্দিদ আলফে সানীর (র) “হাশিয়ায়ে মিশকাত”। অষ্টম, আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলী ওরফে ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর “হিদায়াতুর রুআত ইলা তাবারিজীল মাসাৰীহ”। নবম, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবীর (র) “তানকীহ” (আরবী) ও দশম, তাঁরই “আশিআতুল লুমআত (ফার্সি)। একাদশ, মাওলানা ইদরিস কান্দেহলবীর (র) “আত-তালীকুস সাবীহ”। দ্বাদশ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রাহমানা মুবারকপুরীর “মিরাআতুল মাফাতিহ”। ত্রয়োদশ, শায়খ আবদুন নবী ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ শাতিবীর (র) “আয়িকাতুন নুয়াত শারহে মিশকাত”। চতুর্দশ, সাইয়েদ মুহাম্মাদ আবুল মাজদ মাহবুবে আলম আহমাদাবাদীর “জিনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত”। পঞ্চদশ, আল্লামা নবাব কুতুবুদ্দীন খান দেহলবীর মাজাহেরে হক। ষোড়শ, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র)-র তরজমা মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড।

মিশকাতুল মাসাৰীহের সংকলক খতীব তাবরিজীর মৃত্যুর সন-তারিখ জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি ৭৩৭ হিজরী সনের পরে মৃত্যুবরণ করেন। কেননা তিনি ৭৩৭ হিজরী সনের রম্যান মাসের জুমাবারে এই কিতাব সংকলনের কাজ শেষ করেন। কাজেই এর পরই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, আল্লামা তাবরিজী ৭৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নিয়তের শুল্ক

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَنَّمَا لَامِرَى مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . متفق عليه

১। হযরত ওমর ইবনুল খাতাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন : নিয়তের উপরই কাজের ফল নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরাত করবে, তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের জন্য অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হিজরাত করবে তার হিজরাত দুনিয়া লাভ অথবা রমণী লাভের জন্য গণ্য হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কিতাবের প্রথমেই নিয়ত সম্পর্কিত হাদীস আনা হয়েছে, মানুষ যেনো যে কোন কাজের সূচনায় তার অভিপ্রায় সংশোধন করে নিতে পারে।

মানুষকে সংশোধন ও ঠিক করার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি খুবই শুল্কবহ। ‘নিয়ত’ শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকল্প। নিয়তের ব্যাপারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, নেক কাজের জন্য সাওয়াব ও পুরক্ষার পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে কাজটি করার নিয়তের উপর। যদি ‘নিয়ত’ সঠিক হয় সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি ‘নিয়ত’ সঠিক ও ভালো উদ্দেশ্য না হয় সাওয়াব বা পুরক্ষার পাওয়া যাবে না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমল বা কাজ যতো ভালো ও উন্নত মানেরই হোক না কেনো, যদি আমলকারী আল্লাহর সম্মুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকে তাহলে আব্দিরাতে এই কাজের কোন মূল্য পাওয়া যাবে না।

এই সত্য কথাটাকে হিজরাতের দ্রষ্টান্ত দিয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেখো হিজরাত কতো বড়ো সওয়াবের কাজ। কিন্তু হিজরাতকারীর হিজরাতের অভিপ্রায় যদি সঠিক না হয়, এ কাজ করার পেছনে যদি আল্লাহর সম্মতি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয়, তাহলে আখিরাতের জীবনে সে সওয়াব তো পাবেই না, বরং উল্টো ধোকাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা আছে।

‘নেক নিয়তে’ কাজ করে ব্যর্থ হলেও এর জন্য পুরস্কার বা সওয়াব রয়েছে। আর ‘খারাপ নিয়তে’ কাজ করে বিফল হলেও এর জন্য শাস্তি রয়েছে। নিরপরাধ লোককে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও শাস্তি অপরিহার্য। তাই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এমন কতক সাহাবাকেও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসে বসে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এই হাদীসে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। মহিলাটি তাকে হিজরাত করে মদীনায় আসার শর্ত জুড়ে দিলে সে তা মেনে নিলো। তাই সে মদীনায় হিজরাত করে চলে যায় ও মহিলাকে বিয়ে করে। এই ব্যক্তি এই হিজরাতের সওয়াব পাবে না। কারণ হিজরাত করার ব্যাপারে তার নিয়ত ছিলো এই মহিলাকে বিয়ে করা। আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য কুরআনে আছে :

وَمَا أَرْأَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينُ هُنَّفَاءٌ وَيُقِيمُونَ الصُّلُوةَ
وَيَؤْتُونَ الزُّكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ه

“একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবিটি চিত্তে ইবাদত করতে, দীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নিরবেদিত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিলো। এটাই সঠিক দীন” (সূরা বায়িয়না ৪৫)।

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا هَذِهِ
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ قَاتِلُوكُمْ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ ه (নসা : ১৪৫ - ১৪৬)

“মুনাফিকরা দোষখের সর্বনিম্ন স্তরে হবে এবং তাদের জন্য আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা অনুত্তাপ করে নিজেদের জীবনকে সংশোধন

করে, আর আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের ধীনকে নিষ্ক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অক্তিম করেছে তারাই মুমিনদের সঙ্গে থাকবে” (সূরা নিসা : ১৪৫)।

আর এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ أَنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ه (انعام - ١٦٢ - ١٦٣)

“আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ সম্মতই আল্লাহ রক্তুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম” (সূরা আনআম : ১৬২-৬৩)।

কুরআনের এসব আয়াতের মর্মবাণীই হলো : মানুষের সকল কাজ-কাম ও গোটা জীবন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হওয়া উচিত। উল্লেখিত হাদীস ও কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতের লক্ষ্য তাই।

كتابُ الْإِيمَانِ

(ঈমান)

وَالْعَصْرَةِ إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ هُوَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصُّلْحَتِ

“কালের শপথ! মানবজাতি নিঃসন্দেহে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে” (সূরা আসর)।

এই আয়তে ঈমান এনেছে কথা বলা হয়েছে। ঈমানদার ও নেক আমলকারী ছাড়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে।

এই ঈমান সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্য আয়াত আছে। কোন ব্যাপারে কিভাবে ঈমান আনতে হবে, কি কি কাজ ঈমানের জন্য সাহায্যকারী আর কি কি কাজ ঈমানের বিপরীত, কুফরী ও মুনাফেকী, এ বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়তে রয়েছে। তাই হাদীসগুলো তারাই ব্যাখ্যা।

ঈমান : ঈমান অর্থ বিশ্বাস, আস্ত্রা ও প্রত্যয়, মনে-প্রাণে সত্য বলে জানা। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ—আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাব-সমূহ, রাসূলগণ, তাকদীর ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইসলাম : ইসলাম আরবী শব্দ। এর মূল হলো ‘সালমুন’ অর্থাৎ শান্তি। ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছায় কারো আনুগত্য করা। আপনি ছাড়া কারো বিধি-নিষেধের সামনে মাথা নত করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম হলো আল্লাহর আনুগত্য শিরোধার্য করা। জীবনে সব ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মনে চলা। আল্লাহর আনুগত্যের প্রাথমিক প্রমাণ হলো কলেমা, মুখে ও মনে স্বীকার করা, নামায কায়েম করা, রোয়া রাখা, হজ্জ করা, যাকাত আদায় করা। তাই ঈমান হলো আল্লাহ ও উপরোক্তবিষয়ের উপর অন্তরে বিশ্বাস, আস্ত্রা ও দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা। আর ইসলাম হলো, ঈমানের প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ যেসব কাজ করতে বলেছেন তা বাহ্যত করে দেখানো। যাদের মনের মুকুরে আল্লাহ এবং এসব জিনিসের উপর আস্ত্রা ও বিশ্বাস নেই তারাই কাফের।

কাফের ও মুমিন কে

যে লোক অন্তরে বিশ্বাস করে না, মুখেও ঘোষণা দেয় না সে সরাসরি কাফের।

যে লোক অন্তরে বিশ্বাস করে না কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সুবিধা-সুযোগ ভোগ করার জন্য মুখে ঘোষণা দেয় সে লোক গোপন কাফের ও খাটি মুনাফিক। দেশের আইনে সে মুসলিম গণ্য হলেও আল্লাহর নিকট কাফের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে, মুখেও ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু তদন্তুয়ায়ী আমল করে না সে ফাসিক মুমিন।

আর যে ব্যক্তি শুধু অন্তরে ঈমান পোষণ করে মুখে ঘোষণা করেনি, আমলও করেনি, তার বিচারভাব আল্লাহর হাতে।

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে, মুখে ঈমানের ঘোষণাও দিয়েছে, সাথে সাথে আমলও করেছে সে-ই পূর্ণ মুমিন।

ঈমান ও কুফরের ফলাফল

পূর্ণ মুমিন জান্নাতে যাবেন, চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবেন। অপরপক্ষে কাফির ও মুনাফিকরা বিচারের প্রথম দিন থেকেই জাহান্নামে যাবে। অনাদি কাল পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। মুনাফিকদের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও কঠিন হবে।

ফাসিক মুমিনগণ প্রথমত জাহান্নামে গেলেও নির্দিষ্ট মেয়াদের সাজা ভোগের পর মুক্তি পেয়ে অথবা কারো সুপারিশে মেয়াদের পূর্বেই মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে বিনা শাস্তিতেও জান্নাত দিতে পারেন। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।

ইহসান : শব্দটি আরবী। অর্থ হলো (১) অন্যের উপকার করা, উত্তম ও সুন্দরভাবে কোন কাজ সমাপন করা। শরীয়াতের পরিভাষায় ইহসান বলা হয় গভীর মনোনিবেশ ও ঐকান্তিকতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী করা।

ইহসানের দুই সোপান। প্রথম সোপান হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করা যেনো সে আল্লাহকে দেখতে, মনের অবস্থা এমন হলেই ইবাদতে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়। মানুষ আল্লাহর প্রেমে ভুবে যায়। সুফীবাদের ভাষায় একে মুশাহাদা বা ইন্সেগ্রাক বলা হয়।

যদি আল্লাহকে দেখার এ স্তরে পৌছতে না পারে তাহলে অন্তত ভাবতে হবে, আমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ আমাকে দেখতে পান। মনের এই অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় মানের দিক দিয়ে কম হলেও এতেও তন্মুগ্রতা ও নিবিষ্টতা না এসে পারে না। বাদ্য যখন হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করে স্বয়ং আল্লাহ তাকে দেখছেন তিনি তার কাজ দেখছেন, নিবিষ্টচিত্ত না হয়ে থাকতে পারে না। সুফী পরিভাষায় এ অবস্থার নাম হলো মুরাকাবা। ইহসানের এটা হলো দ্বিতীয় সোপান। সম্মানিত সুফিয়ায়ে কিরামগণ বলেন, ইহসানহীন ইবাদত আঘাহীন শরীরের মতো। তাদের নিকট এই ইহসানের অপর নাম ‘হজুরে কলব’। ইবাদত-বন্দেগীতে এই ঐকান্তিকতা নিবিষ্টতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য পরবর্তী হাদীসে ইহসান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইবাদত : ইবাদত হলো, আত্মসমর্পণ। কারো কাছে বিনয় ও ন্যূনতা প্রকাশ করা। কারো প্রভৃতি মেনে নিয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করা। শরীয়তে আল্লাহ এর সীমারেখা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁরই কাছে বিনয় প্রকাশ করে তাঁর হৃকুম পালন করার নামই ইবাদত।

ইবাদতেরও সোপান তিনটি। নিম্নতম সোপান : শুধু বাহ্যিক হৃকুম-আহকাম পালনের মাধ্যমে দায়িত্ব শেষ করা। এই কাজ করার আর প্রয়োজন না পড়া।

মাধ্যম সোপান হলো : ইবাদতের সকল শর্ত-শরায়েত ও নিয়ম-নীতি পালন করে আল্লাহর নিকট অসীম সওয়াব লাভ করার কারণ হওয়া।

সর্বশেষ সোপান হলো : ইবাদতে মুশাহাদা বা ইসতেগরাক সৃষ্টি হওয়া। শেষ দুই সোপানকেই ইহসান বলা হয়েছে।

দীন ও শরীয়ত : দীন হচ্ছে আল্লাহর নবী-রাসূলগণের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণরাজি এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান পোষণ করা। আল্লাহর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া। সব মনগড়া পথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কিতাবসমূহের নির্ধারিত পথকেই সত্য বলে উপলব্ধি করা। আল্লাহর রাসূলগণের আনুগত্য করা। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁদেরই অনুসরণ করা। ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে শরীক করা যেতে পারে না। এই ঈমান ও ইবাদতের নাম দীন। সকল নবী-রাসূলের দীন ছিলো একই।

আর শরীয়ত হলো—ইবাদতের পদ্ধতি। সামাজিক রীতিনীতি, পারম্পরিক জ্ঞান দেন, সম্পর্ক রক্ষা করার বিধান, হালাল-হারাম, জায়েয়-নাজায়েয় ইত্যাদি শরীয়তের মধ্যে শামিল। এক এক নবীর শরীয়ত এক এক রকম ছিলো। আল্লাহ বিভিন্ন জাতির অবস্থা-ব্যবস্থা বিবেচনা করে নিজ নবীর মাধ্যমে বিভিন্ন শরীয়ত প্রেরণ করেছিলেন। যাতে প্রত্যেক জাতিকে আলাদা আলাদা করে সদাচরণ, সভ্যতা, ন্যায়নীতি ও চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে আইনের আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে তোলা যায়। মানুষকে তৈরি করে তোলার এই কাজটি সম্পূর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা হ্যরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠালেন সেই বৃহত্তর বিধান দিয়ে যার প্রত্যেকটি ধারা তামাম দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য। তখন দীন তো সেই একই থাকলো যা আগের নবীরা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের সব শরীয়তই বাতিল হয়ে গেলো। এর পরিবর্তে কায়েম হলো এমন এক শরীয়ত যাতে মানুষের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, পারম্পরিক আদান-প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং হালাল-হারামের সীমা সবই একসাথে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲ - عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضٌ

الثَّيَابُ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ اثْرُ السُّفْرِ وَلَا يَعْرَفُهُ مَنْ أَحَدْ
 حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَدَ رُكْبَتِيهِ إِلَى رُكْبَتِيهِ
 وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى قَخْدَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدًا أَخْبَرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ
 أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقْيِيمُ الصُّلُوةِ وَتَؤْتِي
 الْزَّكُوْةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَجْعَجُّ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ
 فَعَجَبْتَنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبَرْنِيْ عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ
 وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌ قَالَ صَدَقْتَ
 قَالَ فَأَخْبَرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنِ السَّائِلِ قَالَ
 فَأَخْبَرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلَدَّ الْأَمَةُ رَبَّتِهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَّةَ الْعَرَاءَ
 الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوِلُونَ فِي الْبَيْنَانِ قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ
 لِيْ يَا عُمَرُ أَتَذَرِيْ مِنِ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِرِينُ
 أَنْكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينُكُمْ – روایت مسلم و رواه ابو هریرة مع اختلاف وفيه وأذ
 رأیت الحفاة العراء الصم البكم ملوك الأرض في خمس لا يعلمهم إلا
 الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة ونزل العين. الآية . متفق عليه

২। হ্যরত ওমর ইবনুল খাত্বাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক
 ব্যক্তি দরবারে আঞ্চলিক করলেন। ধৰ্মবে সাদা তার পোশাক। চুল তাঁর কুচকুচে
 কালো। না ছিলো তার মধ্যে সফর করে আসার কোন আলাদত, আর না আমাদের
 কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। এসেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের নিকট বসে পড়লেন। হজুরের হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে দিলেন।
 তাঁর দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ। আমাকে ইসলাম
 সম্পর্কে কিছু বলুন অর্থাৎ ইসলাম কি? উভয়ের হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 বললেন, “ইসলাম হচ্ছে—তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,
 মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায করবে, রময়ান
 মাসের রোয়া রাখবে এবং পথ পাড়ি দেবার বা রাহা খরচের সামর্থ্য থাকলে

বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে।” আগন্তুক বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন।” আমরা বিস্মিত হলাম, তিনি একদিকে রাসূলকে প্রশ্ন করছেন, আবার অপরদিকে রাসূলের বক্তব্যকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করছেন। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, ঈমান হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং আখরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এ ছাড়া জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায়ই হচ্ছে অর্থাৎ তাকদীরের ভাল-মন্দ। একথার উপরও বিশ্বাস করা। উত্তর শুনে আগন্তুক বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন।” অতঃপর তিনি আবার নিবেদন করলেন, “আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।” হজুর বললেন, ইহসান হচ্ছে, “তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাকে না-ও দেখো, তিনি তোমাকে অবশ্য দেখছেন।” আগন্তুক এবার বললেন, “আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন।” জবাবে হজুর বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে বেশী কিছু জানেন না।” আগন্তুক বললেন, “তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।” হজুর বললেন, “কিয়ামতের নিদর্শন হলো, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, তুমি আরো দেখতে পাবে—খালি পায়ের উলঙ্গ কাঙ্গাল-রাখালরা বড় বড় অটোলিকার গর্ব ও অহংকার করবে।” ওমর (রা) বললেন, অতঃপর আগন্তুক চলে গেলেন। আর আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে হজুর আমাকে বললেন, ওমর! প্রশ্নকারী কে চিনতে পেরেছো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, “ইনি জিবরীল আমীন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেবার জন্য এসেছেন” (মুসলিম)।

সামান্য শব্দের পরিবর্তনে এই হাদীসটি হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে, যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর এবং মূক ও বধিরগণকে অর্থাৎ অযোগ্য লোকদেরকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। সেই পাঁচটি বিষয় কিয়ামতের আলামতের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এরপর তিনি প্রমাণ হিসাবে কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ৪ অর্থাৎ “আল্লাহ উন্ধে علم الساعَة وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ الْخَ” আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কে ভালো জানেন কবে কিয়ামত হবে? কিভাবে হবে? বৃষ্টি তিনি বর্ণিয়ে থাকেন... (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসের প্রশ্নকারী ছিলেন হ্যরত জিবরীল (আ)। তাই হাদীসটিকে ‘হাদীসে জিবরীল’ বলে। এটি হজুরের সাথে জিবরীল আমীনের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জিবরীল (আ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম ও ঈমানের হাকীকত, দীনের বুনিয়াদী কথাগুলোর কাঠামো হজুরের মুখ দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে দীনের মূল ভিত্তির কথা বলা হয়েছে বলে এ হাদীসকে উম্মুস সুন্নাহ বা উম্মুল আহাদীসও বলা হয়।

হাদীসে প্রথমে ঈমান ও ইসলামের হাকীকত তুলে ধরা হয়েছে। এর দ্বারা ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যও সুল্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈমানের সম্পর্ক হলো বাতেন অর্থাৎ মনের বিশ্বাস ও ইতেকাদের সাথে। আর ইসলামের সম্পর্ক হলো জাহের অর্থাৎ প্রকাশ আমলের সাথে, শারীরিক কাজকর্ম ও আনুগত্যের সাথে।

(১) আল্লাহকে মানার অর্থ হলো, আল্লাহর জাত ও সিফাত বরহক বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। ইবাদত পাবার একমাত্র অধিকার তাঁর। তিনি ছাড়া আর কোন মাঝুদ নেই। নেই তাঁর কোন শরীকও।

(২) ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এ কথা বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতারা আল্লাহর এক সৃষ্টি। এই ফেরেশতারা পরিত্র নূরের শরীরের। তাঁরা সব সময় আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর হকুম মানায় মশঁগুল।

(৩) কিতাব মানার অর্থ হলো—এই বিশ্বাস ও ইতেকাদ পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে ও কালে তাঁর নবী-রাসূলদের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা সবই আল্লাহর পাক কালাম। এসব কিতাব তাঁর হকুম-আহকাম ও ফরমান-এর সমষ্টি। এসব কিতাবের সংখ্যা এক শত চারখানা। এর মধ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। এই চারটির মধ্যে আবার কুরআন হলো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৪) রাসূলদের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এ কথার উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা পোষণ করা যে, প্রথম নবী হ্যরত আদম আলাইহিসসালাম হতে শুরু করে খাতামুনবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর সবচেয়ে সত্যবাদী, প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বান্দাহ। এন্দেরকে তিনি যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতির নিকট পাঠিয়েছেন। আল্লাহর হকুম অন্যায়ী ও হিদায়াত-মুতাবিক দুনিয়াবাসীকে সত্যবাদিতা ও নাজাতের পথে পরিচালনা করাই ছিলো তাঁদের কাজ। নেক ও কল্যাণের দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করাই ছিলো মূল তাঁদের কর্তব্য। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল নবী-রাসূলদের নেতা ও শেষ নবী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কোন নির্দিষ্ট এলাকা, কোন বিশেষ জাতি ও কোন নির্দিষ্ট কালের সাথে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং অনাদি কালের দীন “ইসলাম” গোটা দুনিয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করার জন্য তিনি নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই দীন ও তাঁর শরীয়ত বিদ্যমান থাকবে।

(৫) আখিরাত অর্থ হলো—ওই সময় যা মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ও এর পর বিচার ফয়সালা হয়ে যাবার পর যার হানে চলে যাওয়া। আখিরাত সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব জিনিসের উপর ঈমান আনা জরুরী তা হলো :

(এক) একদিন আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত ও এর ভিতর যা আছে তা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ দিনটিকে বলে কিয়ামত।

(দুই) তাদের সবাইকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করে এক জায়গায় হাজির করা হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় হশের।

(তিনি) সকল মানুষ তাদের দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করেছে, তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।

(চার) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-মন্দ কাজের হিসাব ও পরিমাপ নিবেন। আল্লাহর হিসাবে যার নেক কাজের পরিমাণ বদ কাজ অপেক্ষা বেশী হবে, তাকে ঘাফ করে দেবেন। আর যার বদ কাজ অপেক্ষা বেশী হবে তার উপর্যুক্ত শান্তি বিধান করবেন।

(পাঁচ) আল্লাহর কাছে যারা মার্জনা লাভ করবে, তারা জালাতে চলে যাবে। আর যাদের শান্তি বিধান করা হবে তারা জাহানামে প্রবেশ করবে এবং যার যার স্থানে তারা চির দিন থাকবে।

(ছয়) তাকদীরের উপর বিশ্বাস আনার অর্থ হলো—এ সত্যকে অস্ত্রান বদনে ও হষ্টচিত্তে মেনে নেয়া যে, এ দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে তার সব কিছুই বিধিলিপি অনুযায়ীই স্ব-স্ব সময়ে হচ্ছে। চাই সে কাজটি নেক হোক কি বদ। আল্লাহর তা জানা আছে এবং তাকদীরে এই কাজ রোজে আজল হতেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, বালাই অসহায় ও বাধ্য। তাকদীরের লেখক আল্লাহ মানুষকে ‘ইচ্ছাক্ষি’ দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও খারাপের ফলাফল বর্ণনা করে দিয়ে তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন কোন কাজটি সে করবে তা বাছাই করে নিতে। যে কাজ করার ইচ্ছা করবে সে কাজটি করার শক্তিই আল্লাহ তাকে যোগাবেন। এই ‘ইচ্ছা’ ব্যবহার করা রোজে আজল অনুযায়ী হবে।

হাদীসে চারটি ফরজ ইবাদতের কথা ও বলা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের বেলায়ই এই ইবাদতগুলো ফরজ। এর মধ্যে নামায-রোয়া শারীরিক ইবাদত। প্রত্যেক বয়স্ক ও সচেতন মুসলমান ও মুমিনকেই এই ইবাদতগুলো করতে হবে। অবশিষ্ট দু'টি ফরজ ইবাদত অর্থাৎ যাকাত ও হজ্জ আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদতের সম্পর্ক হলো সম্পদশালী মুমিন মুসলমানের সাথে। পরিমাণ ঘতো সম্পদ হলে যাকাত আদায় করতে হবে। সকল প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচপত্রের পর অন্যায়ে যাতায়াতসহ হজ্জের সকল খরচ বহন করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে হজ্জ সমাপন করতে হবে। হজ্জ অবশ্য শারীরিক ইবাদতও।

এই হাদীসে কিয়ামতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এমন আলামত দেখা দিলে বুঝতে হবে কিয়ামত নিকটবর্তী। এই জগত তার অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে।

প্রথম আলামত হিসাবে বলা হয়েছে, “দাসী তার” প্রভু বা মনিবকে প্রসব করবে।” এর এক অর্থ হলো গোলামীর যুগ ও গোলামীর চর্চা বেড়ে যাবে। মানুষ বেশী দাসদাসী রাখবে। এসব বাদী হতে সন্তানাদি জন্ম নিবে। এরপর এসব

সন্তানাদি বড় হয়ে ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হবে। এরা না জেনে অজ্ঞাতে নিজেদের মাকে দাসীর মতো খরিদ করবে। নিজের সেবায় নিয়োজিত করবে। এর আর এক অর্থ হতে পারে—যখন সমাজে মানুষ বিপর্যাপ্তি হয়ে যাবে তখন নর-নারী উভয়ই নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে ডুবে যাবে। মানবিক নীতিমালা ভঙ্গ করে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ফলে অবৈধ সন্তান এত বেশী জন্মাবলম্বন করবে যারা তাদের মাতা-পিতার কোন পরিচয় খুঁজে পাবে না। এরপর এসব সন্তান বড় হয়ে অজ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিজেদের মাদেরকে দাসী ও চাকরানী বানাবে। তখন বুবাবে কিয়ামত নিকটবর্তী।

দ্বিতীয় আলামত হলো নাঙ্গা পা ও নাঙ্গা গা, কাঙ্গাল ও ফকির, বকরীর পাল চরাবার রাখাল রাষ্ট্র ক্ষমতা ও আলীশান ঘরবাড়ী ও বালাখানার মালিক হবে। অর্ধাং উচ্চ বংশীয় মার্যাদাসম্পন্ন মানুষ বিরাট বিপুবের শিকার হয়ে গরীব ও কপর্দকহীন হয়ে পেরেশান অবস্থায় ঘূরবে। সমাজে কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের থাকবে না। অপরদিকে যেসব লোক কাল পর্যন্ত বংশমর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন ছিল, এরূপ অখ্যাত কুখ্যাত বংশ-পরিচয়হীন অশিক্ষিত, চরিত্রহীন নীতি-নৈতিকতাহীন ছোট লোক রাজনৈতিক কূট-কোশলের দ্বারা সংঘটিত বিপুবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে। মিথ্যা ছল-চাতুরী, জোচুরি, কালোবাজারী মুনাফাখোরীর মাধ্যমে ধন-সম্পদের পাহাড়ের মালিক হবে। সমাজের মানসম্মানের অধিকারী লোকেরা তাদের হাতে খেলার ক্রীড়নক হবে, হবে লাঞ্ছিত।

ইসলামের ভিত্তিমূল পাঁচটি

٣ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنْيَ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصُّلُوْجَ وَأَيْتَاءِ الرِّزْكَوْهُ وَالْحَجَّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ
متفق عليه

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি নিহিত। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাদ্দাহ ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রম্যান মাসের রোয়া রাখা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইসলামের দৃষ্টান্ত দালানের সাথে দেয়া যেতে পারে। যেভাবে একটি সুউচ্চ দালান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিচে ভিত্তিমূলের কলাম

বা পিলার না থাকে। ঠিক একইভাবে ইসলামেরও পাঁচটি বুনিয়াদী পিলার বা কলাম আছে। এই পাঁচটি জিনিস ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইসলামের অস্তিত্ব তার মধ্যে আছে প্রমাণ দিতে পারে না। এই হাদীসে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তিমূলের স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো : তৌহিদ ও রিসালাতের আকীদা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রময়ান মাসের রোয়া। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বানাতে ও রাখতে চায় তাকে অবশ্যই নিজের আকীদা, চিন্তা, আমল ও আখলাকী যিন্দিগীর ভিত্তি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্ভিত করতে হবে। এরপর এই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দরজা, জানালা, আস্তর, চুনকামসহ যতো কারুকার্য করবে, ততই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ঠিক একইভাবে ইসলামের এই পাঁচটি বুনিয়াদী স্তম্ভ ঠিক হলে ওয়াজিব, সুন্নতও নফল ইবাদত, মোয়ামালাত, চারিত্রিক শুণাবলী, আমানতদারী, ওয়াদা পালন ইত্যাদি শুণাবলী ইসলামের শীর্ষবৃদ্ধি করবে। সৌরভ ও গৌরব বাড়াবে। গোটা দুনিয়ায় সুখ্যাতি ছড়াবে। সারা বিশ্বকে ইসলাম প্রভাবিত করবে।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمَانُ
بِضْعُ وَسِبْعَوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ
الطَّرِيقِ وَالْحَيَاةُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ . متفق عليه.

৪। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের সত্ত্বাটিরও অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এ বাক্য সাধারণ শাখা হলো, কষ্টদায়ক কোন জিনিসকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি শাখা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ঈমানের স্তর বিন্যাস ও শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ওইসব কাজ, যা নিয়ে ঈমান ও ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অন্য এক হাদীসে ঈমানের শাখা-প্রশাখা ঘাটেরও অধিক বলা হয়েছে। এখানে ঈমানের দুই প্রান্ত সীমার কথা বলা হয়েছে।

সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান শাখার কথা বলা হয়েছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। এ কথাটি মনে-প্রাণে-মুখে বলা ও স্বীকার করাই হলো মূল ঈমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর জাত ও সিফাত বরহক। তিনি সবসময় আছেন। সব সময় থাকবেন। বাকী থাকা, চিরদিন থাকা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার আর সব ধর্মস হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহর রাসূল, কিতাব, ফেরেশতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও

ভালো ধারণা রাখা। আবিৰাতেৰ উপৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰা। মৃত্যুৰ পৱ কৰবৈ গুনাহগুরদেৱ শান্তি ও নেক বান্দাদেৱ পুৱক্ষাৰ প্ৰদান কৰা হবে।

আৱ ইমানেৰ নিম্ব প্ৰাণ্ত হলো পথথাট হতে মানুষকে কষ্ট ও দুঃখ দিতে পাৰে এমন কষ্টদায়ক জিনিস উঠিয়ে দূৰে ফেলে দেয়। যেমন কাঁটা, পাথৰ, পা পিছলিয়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পাৱে যেমন কলা, কাঁঠাল আম ইত্যাদি ফলেৱ ছোলা ইত্যাদি ধৰনেৰ জিনিস।

এই দুই প্ৰাণ্তসীমাৰ মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লজ্জাশীলতাও ইমানেৰ অংশ। অৰ্থাৎ লজ্জা মুমিনেৰ একটি ভূষণ। এই ভূষণ যাৱ মধ্যে আছে তিনি অনেক গুনাহ হতে বেঁচে থাকেন। অপৱদিকে অনেক গুণবলী তাৱ মধ্যে সৃষ্টি হয়ে।

মুমিন ও মুসলিমেৰ অৰ্থ

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَىَ اللَّهُ عَنْهُ . هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمُ قَالَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

৫। হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে আমৰ (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কৱেছেন : কামিল মুসলমান ওই ব্যক্তি, যাৱ হাত ও মুখ (-এৱ কষ্ট) হতে অন্য মুসলমান নিৱাপন থাকে। আৱ আসল মুহাজিৱ হলো ওই ব্যক্তি যে ওই সব কাজ ত্যাগ কৱেছে যেসব কাজ কৱতে আল্লাহ নিষেধ কৱেছেন। এই শব্দগুলো বুখারীৰ। আৱ মুসলিম এই শব্দে বৰ্ণনা কৱেছেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেৱ কৱলো, মুসলমানদেৱ মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, যাৱ মুখ ও হাতেৱ অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানগণ হিফাজতে থাকে।

ব্যাখ্যা : হাদীসেৰ দু'টি অংশ। প্ৰথমাংশে বলা হয়েছে যে, শুধু কলেমা পড়ে ও কিছু সুনিৰ্দিষ্ট আমল ও আৱকান পালন কৱে পূৰ্ণ মুসলমান হওয়া যায় না, বৱং ইসলামী শৱীয়ত তাৱ অনুসূয়ীদেৱ কাছে এমন একটি পৰিৱৰ্ণ জীবন দাবি কৱে যাৱ মধ্যে পূৰ্ণ ইমানদাৰ হ্বাৱ সাথে সাথে মানবতাৱ সব গুণেৰ সমাবেশ ঘটবে। মুসলিম ব্যক্তিৰ দ্বাৱা কেউ অনাহত ক্ষতিগ্ৰস্ত হবে না। দুঃখ-কষ্ট পাৰে না। কাউকে বকাবকা কৱবে না। অন্যায়ভাৱে কাউকে মাৱবে না, বৱং মানুষকে ভালবাসবে, ইজ্জত কৱবে। আমানতদাৱী ও ওয়াদা রক্ষা কৱবে। নৈতিকতাৱ বিকাশ ঘটাবে।

সমবেদনা দেখাবে। মানুষ একজন মুসলমানকে সবদিক দিয়ে নিরাপদ মনে করবে। হাত আর মুখ উল্লেখ করার কারণ হলো, সাধারণত এই দুটি জিনিসই মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে সত্যিকারের মুহাজিরের সঙ্গে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহাজির তো বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিজের ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদ, আচীয়-স্বজন ও পরিজন ছেড়ে দারূল ইসলামে চলে যায়। এটা সর্বোচ্চ কোরবানী। এই হাদীস হতে বুঝা যায় এছাড়াও আরো এক প্রকার হিজরত বা মুহাজির আছে। আল্লাহ যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, মুমিন সেসব কাজ করা ছেড়ে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রবৃত্তির তাড়না ছেড়ে দিয়ে পবিত্র জীবন অবলম্বন করে সত্যিকারের মুহাজির আখ্যায়িত হবার যোগ্য হয়।

ভালোবাসার সৌপান

٦ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .
متفق عليه.

৬। হয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে বেশী প্রিয় না হবো (বুখারী ও মুসলিম)।

* ব্যাখ্যা : “ভালোবাসা” একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার। পিতা সন্তানকে, সন্তান পিতাকে ভালোবাসে। প্রকৃতির এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে কারো বুদ্ধিবৃত্তিক কোন কিছু অথবা বাইরের কোন চাপের প্রশ্নই আসে না।

আর এক প্রকার ভালোবাসা হলো যৌক্তিক ও আদর্শিক। আদর্শিক ভালোবাসার সাথে রক্ত, বর্ণ বা বংশের কোন সম্পর্ক থাকে না। আদর্শিক ভালোবাসা হলো : নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল ভালোবাসা। এই ভালোবাসার জন্য মানুষ যে কোনরূপ ত্যাগস্থীকার, এমনকি জীবন দান করতেও দিধাবোধ করে না। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ভালোবাসার হাজারো নজীর আছে। আজো এই নজীর স্থাপন করে যাচ্ছে শত শত হাজার হাজার মুসলমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শের জুলন্ত প্রতীক। চিরঙ্গীব এই আদর্শ। এই আদর্শের জন্য দুনিয়ার যে কোন ভালোবাসা বিসর্জন দিতেও মুমিনরা প্রস্তুত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে পর্যন্ত আমি অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ সব পার্থিব ভালোবাসা হতে বেশী প্রিয় না হবে, কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। শক্রপক্ষের নিজের

সন্তানকেও মুমিন পিতা ছেড়ে দেয় না। তখন আদর্শের ভালোবাসা বড় হয়ে দাঢ়ায়। একথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে কুরআন পাকে :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ . وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا .

“যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলে তারা আধিরাতে ওই সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদের আল্লাহ পূরক্ষৃত করেছেন। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক মানুষেরা। এরা খুবই উত্তম সাথী” (সূরা নিসা : ৬৯)।

ঈমানের স্বাদ

٧ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ
بِهِنَ حَلَوَةً الْأَيْمَانَ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَا مَنَّ سُواهُمَا وَمَنْ
أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَكْرِهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفَّرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ
مِنْهُ كَمَا يَكْرِهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ . متفق عليه.

৭। হ্যৱত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে ঈমানের সঠিক স্বাদ আস্বাদন করেছে। প্রথমত তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা বেশী হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কুফরীর অঙ্ককার হতে বের হয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর আবার কুফরীর অঙ্ককারে ফিরে যাওয়াকে এত খারাপ মনে করে যেমন মনে করে আগুনে নিষ্কিঞ্চ হওয়াকে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : পরিপূর্ণ ঈমানের দাবি হলো-মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা এমনভাবে প্রোঢ়িত হবে যে, এই ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন ভালোবাসা তার কাছে কিছুই না। সব তুচ্ছ। ঠিক একইভাবে মুমিন যদি কাউকে ভালোবাসে, তবে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও রাজী-ঘৃণী করার জন্য ভালোবাসে, কোন পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। আবার কাউকে যদি ঘৃণা করে ও কারো সাথে শক্ততা ঘোষণা করে তবে তাও আল্লাহর জন্যই করে। অর্থাৎ আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী কেউ চললে সে তাকে ভালোবাসে। আর যে আল্লাহর হৃকুমের বিপরীত চলে তাকে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ঘৃণা করে ও খারাপ জানে। এসবই ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

٨ - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْأَيْمَانِ مَنْ رُضِيَ بِاللَّهِ رِبِّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا . رواه مسلم

৮। হযরত আব্রাস ইবনে আবদুল মোতালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের পরওয়ারদিগার, ইসলামকে নিজের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের রাসূল হিসাবে ঘেনে নিয়ে আনন্দিত, সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্থাদন করেছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার ঝুঁঝুবিয়াত, তাঁর জাত ও সিফাতের উপর ঈমান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নবুয়াতের উপর ইয়াকিন ও ইতেকাদ, দীন ও শরীয়তের সঠিকতা ও সত্যতার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আহকামের অনুসরণ, এমনভাবে হতে হবে যেনো হৃদয় মন উল্ল্লিঙ্গিত উৎসাহিত হয়ে উঠে। কোন চাপ অনুভব না করে। বিরক্তির কগামাত্ত্বও এতে থাকবে না। কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেলে মন যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠে, তেমনি আল্লাহ, রাসূল ও দীন প্রাপ্তির জন্য মন তৎপৰ ও উৎফুল্ল হয়ে যাবে।

ইসলামই নাজাতের উপায়

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . رواه مسلم

৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে সকার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম। যে কোন ব্যক্তিই চাই ইয়াহুদী হোক কি খ্স্টান, আমার রিসালাত ও নবুয়াতের খবর পাবে ও আমার আনীত শরীয়তের উপর ঈমান না এনেই যারা যাবে সে জাহানার্মী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যে জাতির কাছে কোন রাসূল এসেছেন তাদেরকেই ‘উম্মাত’ বলা হয়েছে। যেসব লোক নবীর দাওয়াত করুল করেছেন তারা ‘উম্মাতে ইজাবত’। আর যারা করুল করেননি তারা ‘উম্মাতে দাওয়াত’। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই তাঁর উম্মাত। মুসলমানগণ উম্মাতে ইজাবত আর অমুসলিমগণ উম্মাতে দাওয়াত।

তাই ছজুর সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম এই হাদীসে ‘উম্মাত’ বলেছেন গোটা মানবজাতিকে ।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম । এই ধর্মের আনুগত্যের সীমায় আসা বিশ্বের সকলের জন্যই বিশেষভাবে জরুরী । ইসলাম আলাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত এমন একটি আন্তর্জাতিক জীবনবিধান, যার অনুসরণ করা দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক । এইভাবে মুহাম্মাদ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মামের রিসালাত ও নবুয়াত বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক । প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির জন্য তাঁর রিসালাতের উপর ঈমান আনা তাঁর শরীয়তের উপর আমল করা একই ধরনের ফরজ । চাই সে যে জাতি যে কোন দেশ ও যে প্রেণীরই লোক হোক না কেনো ।

এই হাদীসে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে । কারণ এই দুই জাতি একটা দীন ও শরীয়তের খলীফা ছিলো, তাদের আসমানী কিতাব ছিলো । এই কিতাব অনুসরণ করে চলার উপর তাদের নাজাত ছিলো নির্ভরশীল । এইজন্যই তাদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মামের আগমনের পর আর এই কিতাবের হকুমও ওই নবীদের শরীয়ত বহাল থাকছে না । তাই এই নবীর আনীত কিতাব ও শরীয়ত অনুসারে তাদেরকে আমল করে হবে । তাদের কেউ যদি এই নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব ও আনীত ব্যবস্থার উপর ঈমান না এনে মারা যায় তাহলে তাকে জাহানামে যেতে হবে ।

দ্বিতীয় পুরক্ষার ।

۱ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرٌ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنَ بِنْ بَيْبَيْهِ وَأَمْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الصَّلِيلُ إِذَا أَدْعَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْمَةٌ يَطْأَهَا فَادْبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرٌ । متفق عليه

১০ । হ্যরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াত্তুল আনহ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম ইরশাদ করেছেন । তিনি ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় পুরক্ষার রয়েছে । (এক) যে আহলি কিতাব নিজের নবীর উপর ঈমান এনেছে আবার মুহাম্মাদ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মামের উপরও ঈমান এনেছে । (দুই) যে ক্রীতদাস যথাযথভাবে আল্লাহর হক আদায় করেছে আবার নিজের মনিবের হকও আদায় করেছে । (তিনি) যার অধীনে ক্রীতদাসী ছিলো, সে তার সাথে সহবাস

করেছে, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আয়াদ করে দিয়ে নিজে বিয়ে করেছে, তার জন্য দুই শুণ পুরস্কার রয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই তিনি প্রকার লোককে সুখবর দেয়াই হলো নবী করীমের এই বাণীর উদ্দেশ্য। এরা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। প্রথম প্রকার ব্যক্তি হলো ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতি। তারা তাদের নবী হ্যরত মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছে। এরপর তাদের মধ্য থেকে যারা শেষ নবীর আগমনের পর তাঁর উপরও ঈমান এনে এ দীনকে নিজের দীন ও এ নবীকেও নিজের নবী মেনে নিয়ে এই নবীর শরীয়তের উপর আমল করেছে। দুই নবীর উপর ঈমান আনার কারণে এদের সওয়াব দ্বিগুণ হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ক্রীতদাস। যে ক্রীতদাস নিজের দুনিয়ার মালিকের দেয়া সব কাজ সুচারুরূপে করে দেয়, কোন কাজে এটি বিচ্ছুরিত ঘটায় না, ঠিক একইভাবে তার মূল মালিক আল্লাহর সকল হকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান পালন করে চলে। নিজের দুনিয়ার মালিকের সব কাজ করার পরই সত্যিকারের মালিক আল্লাহর সব ধরনের গোলামী সুচারুরূপে করে। আল্লাহর এই বান্দাহ দ্বিগুণ পুরস্কারের মালিক হবে। এভাবে সাধারণ চাকর-বাকরও মনিবের কাজ-কাম করে মূল মনিব আল্লাহর হকুম-আহকাম আদায় করবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলো ক্রীতদাসীর সাথে ভালো আচরণকারী ব্যক্তি। এই ব্যক্তি বিধান অনুযায়ী তাকে শুধু ভোগই করেনি, তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছে। আদব আখলাক শিখিয়েছে। এরপর তাকে মুক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে বিয়ে করে দাম্পত্য অধিকার দিয়েছে। এই সদাচরণের জন্য আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন।

কাফিরের সাথে যুদ্ধের হকুম

۱۱ - وَعَنِّبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَّ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكُورَةَ فَإِذَا فَعَلُوْمَا ذَلِكَ عَصَمُوْمَا مِنِّيْ دَمَاهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .
متفق عليه إلا أن مُسلمًا لم يذكر إلا بحق الإسلام .

১১। হ্যরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে আল্লাহর তরফ থেকে হকুম দেয়া হয়েছে দীনের শক্তিদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য যতোক্ষণ তারা একথা স্বীকার ও সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মারুদ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর নামায পড়বে ও যাকাত আদায় করবে। এসব কাজ করলে তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করলো। তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ কোন শাস্তি পাবার যোগ্য হলে সে দণ্ড তার উপর কার্যকর হবে। এরপর তার বাতিনী ব্যাপারের হিসাব ও বিচার আল্লাহর হাতে (বুখারী ও মুসলিম)। তবে মুসলিম শরীফে ‘ইসলামের বিধান অনুযায়ী’ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়নি।

ব্যাখ্যা : এ দুনিয়ার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। এ দুনিয়ায় বসবাস করার অধিকার একমাত্র তারই যে এই দুনিয়ার প্রকৃত মালিকের হৃকুম মেনে চলে। তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদের আনুগত্য করে চলে। নবী-রাসূলদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর হৃকুমে দুনিয়া পরিচালনা করা। এখানে তাঁর হৃকুমের বিপরীত কারো হৃকুম চলতে পারে না। যারা আল্লাহর হৃকুম ও তাঁর বিধানের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করবে, এই হাদীসে নবী (সা) বলছেন, আল্লাহ তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হৃকুম দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত এরা দীনের পথে ফিরে না আসবে তাদের এই অধিকার পাবার দুইটি পথ। একটি হয় ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করবে। সেভাবে জীবনযাপন করবে। নামায কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। ইসলামের অন্যান্য ফরায়েজ সমাপন করবে। আর যদি ইসলামের সীমায় প্রবেশ করতে না চায়, অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ আছে, তারা ‘জিয়া কর’ আদায় করে জিঞ্চী হিসাবে মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, যারা ঈমান এনে ইসলামের পরিসীমায় প্রবেশ করবে অথবা ‘জিয়া’ আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। ইসলামের আইন অনুযায়ী তাদের মানবিক, সামাজিক, নাগরিক অধিকারসহ সব অধিকার হিফাজত করবে রাষ্ট্র। কিন্তু এরপর কোন বেআইনী কাজ বা সামাজিক অপরাধ করলে, সে মুসলমান হোক আর জিঞ্চী হোক, রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তার সাজা হবে। যেমন অন্যান্যভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে, যেনা-ব্যভিচার করলে, চুরি করলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবে।

হাদীসে একথাও বুঝানো হয়েছে যে, শরীয়তের আইন জারী করার ব্যাপারে বাহ্যিক বা প্রকাশ্য দিকের বিচার হবে। আর অপ্রকাশ্য জিনিসের ব্যাপারে বিচার ফয়সালার মালিক আল্লাহ। মানুষের বা রাষ্ট্রের এখানে করার কিছুই নেই।

এই হাদীসে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথা ও বলা হয়েছে। যারা এ দু’টি কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। নামায কায়েম না করা ও যাকাত আদায় না করার তিনটি কারণ থাকতে পারে। (১) নামায ও যাকাতের ফরজিয়াত অস্বীকার করা। এরা কাফির। ইসলামী রাষ্ট্রে ফরজ অস্বীকারকারীরা হত্যার যোগ্য। (২) নামায ও যাকাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। এরাও কাফির। দীন

বা শরীয়তের কোন কাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীও হত্যার যোগ্য অপরাধী। (৩) অলসতার কারণে যদি নামায ছেড়ে দেয় তাকেও হত্যা করতে হবে বলে ইমাম শাফেয়ীসহ কতিপয় ইমামের মত। ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) এই ধরনের ব্যক্তিকে জেলে আটক করে কঠোর শাস্তির বিধান করতে বলেছেন। এতে হয় সে তওবা করবে অথবা ওখানে মারা যাবে।

মুসলমান কে?

١٢ - وَعَنْ أَنْسِ إِنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى
صَلَوَتَنَا وَأَسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذَمَّةُ اللَّهِ
وَذَمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذَمَّتِهِ - رواه البخاري

১২। ইহরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলা কাবার দিকে মুখ ফিরায়, আমাদের জবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে লোক মুসলমান। তার জানমাল ইজ্জত আবরু আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা ও নিরাপত্তায় রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে, তোমরা তার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : প্রকৃত ঈমান হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সংজ্ঞানযায়ী ইকরার বিল লিসান, তাসদিক বিল জিনান, আমল বিল আরকান অর্থাৎ মুখের স্বীকৃতি, মনের বিশ্বাস ও ইসলামের আরকানগুলো বাস্তবে কার্যকর করাকে ঈমান বলে। তারপরও মানুষের ঈমানের প্রমাণ হৃদয় চিরে দেখা যায় না। বাহ্যত নামায-রোয়ার মতো আমলগুলো বাস্তবে আদায় করলেই একজন লোককে মুমিন ও মুসলমান বলা যায়। তাই আল্লাহর প্রিয় রাসূল এই হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী বিধান অনুযায়ী আমরা যেভাবে নামায পড়ি, সেভাবে নামায আদায় করে। আমরা যে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ি সে ব্যক্তিও ওদিকে ফিরে নামায পড়ে, আমরা যে পশু জবেহ করি সে পশুর গোশত খায় তাহলে তাকে মুসলমান বলতে হবে। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সকল ওয়াদা ও নিরাপত্তা সে পাবে। তাকে অমুসলমান মনে করার বাহ্যত কোন উপায় নেই। গায়েবের মালিক আল্লাহ। গায়েবের বিচারও তাঁরই হাতে নিবন্ধ। এই বাহ্যিক আমলগুলোই মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী নির্দশন।

কারণ আহলি কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টনরা মুসলমানদের কিবলা ‘কাবা শরীফের’ দিকে ফিরে নামায পড়ে না। মুসলমানদের জবেহ করা জস্তু-জানোয়ারের গোশত খায় না। তাই তাদের সাথে কোন খারাপ আচরণ, অশোভন কাজ করা যাবে না, বরং শরীয়তের অনুমোদিত সব অধিকার তারা ভোগ করতে পারবে।

জান্নাতে যাবার আমল

۱۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَلِّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقْتِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوَبَةَ وَتَؤْدِي الزَّكُورَةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ثُلَّاً وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى رَجْلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَيَنْظُرْ إِلَى هَذَا . متفق عليه

১৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইবাদত করো, কাউকে তাঁর শরীক করো না, ফরয নামায পড়বে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রম্যান মাসের রোয়া রাখবে। একথা শুনে শোকটি বললো, ওই সভার কসম, ঘাঁর হাতে আমার জীবন। আমি এর চেয়ে বেশীও করবো না, কমও করবো না। ওই ব্যক্তিটি চলে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ যদি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করে খুশী হতে চায়, সে যেনো এই ব্যক্তিকে দেখে নেয় (বুধাবী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সম্ভবত তখনো হজ্জসহ অন্যান্য ফরয়ের নির্দেশ আসেনী। দেহাতী ব্যক্তি কলেমা পড়ে আগেই মুসলমান হয়েছিলেন বলেই জান্নাতে যাবার কাজের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বেশী ও কম না করার অর্থ হলো, হজ্জের নির্দেশ শিরোধার্য। এই নির্দেশিত আমল এই ব্যক্তি হবহ পালন করবে। এসব আমলকারীরা জান্নাতে যাবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিটি দেখলে একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখা হবে বলে ঘোষণা করেছেন।

পরিপূর্ণ জীবন

۱۴ - وَعَنْ سُفِّيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقْفَيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِيْ فِي إِسْلَامِ قَوْلًا لَا إِسْلَامَ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَقِيْ رِوَايَةُ غَيْرِكَ قَالَ قُلْ امْتَثِ باللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ . رواه مسلم

১৪। হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন

একটি কথা বলে দিন, যা আপনার পরে আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আর এক বর্ণনায় আছে, “আপনি ছাড়া অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার অযোগ্য না পড়ে”। হজ্জুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর এই ঘোষণায় অবিচল থাকবে” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্ধাং ঘোষণা দিয়ে এই ঘোষণার উপর অটল থাকা খুবই কঠিন কাজ। এটা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তী জীবনের প্রথম দিকের কথা। এ সময় ঈমান আনার ঘোষণাকারীদের উপর অমানুষিক ঝুলুম নির্যাতন চালাতো মুশরিকরা। তাই নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান আনার পর এই ঈমানের উপর যে কোন নির্যাতনের সামনে অবিচল থাকো। ভীত হয়ো না, মজবুত থাকা।

ইসলামের ক্ষমতাসমূহ

١٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَانِيرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوْيَ صَوْنِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىٰ غَيْرِهِنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا تَطْرُؤُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَيَّابَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىٰ غَيْرِهِنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا تَطْرُؤُ فَقَالَ وَذَكْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّكْرُ فَقَالَ هَلْ عَلَىٰ غَيْرِهِنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا تَطْرُؤُ فَقَالَ قَادِبَرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِنْدُ عَلَىٰ هَذَا لَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ .

متفق عليه -

১৫। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নজদের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, যার মাথার চুল ছিলো আলুধালু। আমরা তার কান ফিস ফিস শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু বেশ দূরে থাকার কারণে সে কি বলছে, বুঝতে পারছিলাম না। শেষে সে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছে পৌঁছে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিন-রাতের পাঁচ বেলা নামাযের কথা

বললেন। তখন সে লোকটি বললো, এ ছাড়া কি আর কোন নামায আমার উপর ফরয়? তিনি বললেন, না। তবে তুমি নফল নামায পড়তে পারো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রম্যান মাসের রোয়া রাখবে। ওই ব্যক্তি বললো, এ ছাড়া কি আর কোন রোয়া আমার উপর ফরয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তবে ইচ্ছা করলে নফল রোয়া রাখতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। সেই লোকটি আবার বললো, এছাড়া কি আর কোন সদকা আমার উপর ফরয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নফল সদকা দেয়ার সুযোগ আছে। তারপর লোকটি এই কথা বলতে বলতে চলে গেলো, আমি এর থেকে বেশীও করবো না আবার কমও করবো না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি লোকটি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে নাজাত পেয়ে গেলো ও সফল হলো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটিতে উপরে বর্ণিত একটি হাদীসের ঘটো তখনো পর্যন্ত এ ফরযগুলোর হুকুম হয়েছিলো। বেতরের নামায, দুই ঈদের নামায ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। ওই ব্যক্তি, ‘আমি বেশীও করবো না কমও করবো না’ এই ওয়াদা করেছিলো। হতে পারে এই ব্যক্তি কোন জায়গা হতে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলো ইসলাম সম্পর্কে জানতে। হজুরের জবাব শুনার পর সেই ব্যক্তি বললো, আমি যা শিখলায় ও জানলায় তাই আমার কাওয়কে শুনাবো ও শিখাবো। এর চেয়ে বেশীও করবো না কমও করবো না।

মোবাত্তেগের মর্যাদা

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا آتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقْوَمٍ أَوْ مِنَ الرَّفِدِ قَالُوا رَبِيعَةً قَالَ مَرْجِعًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَرَابًا وَلَا نَدَامَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارَ مُضَرَّ فَمُرِنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ تُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَأَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَائِلُهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَأَمْرَهُمْ بِارْبَعَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا لِإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصُّلُوةِ وَإِيتَاءُ الزُّكُوْرِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنِمِ الْخَمْسَ

وَنَهَا هُمْ عَنِ الْحَنْتَمْ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالسُّرْفَتِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ
وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ . متفق عليه ولفظه للبخاري .

১৬। হ্যবত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা বা এরা কোন গোত্রের লোক? লোকেরা জবাব দিলো, এরা রাবিয়া গোত্রের লোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুভাগমন! (যেহেতু তোমরা নিজের ইচ্ছায় এসেছো) তোমরা দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত হবে না, আবিরাতেও লাঞ্ছিত হবে না। প্রতিনিধি দল আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ও আমাদের মধ্যে কাফির যুদ্ধবাজ, মুদার বৎশ প্রতিবন্ধক থাকায় হারাম মাসগুলো ছাড়া আপনার খিদমতে উপস্থিত হতে পারিনা। তাই আপনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী এমন কিছু হকুম বলে দিন যা আমরা মেনে চলবো এবং যাদেরকে দেশে রেখে এসেছি তাদেরকেও মেনে চলার জন্য অবহিত করবো, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। এর সাথে সাথে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানপাত্র সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চারটি কাজ করার নির্দেশ দিলেন আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ কি, তা কি তোমরা জানো? তারা বললো, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর একত্রের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। (২) নিয়মিত নামায কায়েম করবে। (৩) যাকাত দিবে।। (৪) রমায়ান মাসে রোয়া রাখবে। (এই চারটি কাজ ছাড়াও) গনীয়াতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেবার হকুম দিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি (মদের) পানপাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। এগুলো হলো : হানতাম-নিকেল করা পাত্র, দুর্বা-কদুর খোল, নাকীর-গাছের পাত্রবিশেষ, মোজাফফাত-তৈলাক্ত পাত্র। তিনি আরো বললেন, এসব কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। যাদের দেশে ছেড়ে এসেছো তাদেরও এসব ব্যাপারে অবহিত করবে (বুখারী-মুসলিম, মূলপাঠ বুখারীর)।

ব্যাখ্যা : ‘ঈমান’ ইসলামের অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে এই হাদীসে। হজ্জ তখনো ফরয হয়নি অথবা ‘মুদার’ গোত্রের শত্রুতার কারণে তাদের পক্ষে হজ্জ করা সম্ভব হবে না বলে এখানে হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। মুক্তা-মদীনার বাইরেও ইসলামের দাওয়াত পৌছে গেলে বিভিন্ন জায়গা হতে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি দল আসতো। এরা আবার এই দাওয়াত দেশে গিয়ে প্রচার করতো।

আবদুল কায়েস গোত্রের এসব লোকজনও প্রতিনিধি পর্যায়ের ছিলো। এদের নেতা ছিলো আবদুল কায়েস। তার নামেই এই দলের নাম হয়েছিলো “আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল”। এরা ছিলো বাহরাইনের লোক। ছজুরের দরবারে দুই দুইবার এসেছিলো। প্রথমবার ‘মৰক্কা বিজয়ের’ আগে ৫ম হিজরীতে। তাদের সংখ্যা ছিলো ‘তিনি’ কি ‘চার’। দ্বিতীয়বার এসেছিলো ৮ম/৯ম হিজরীতে। সংখ্যা ছিলো চলিশ।

যে চারটি জিনিস সম্পর্কে এদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিলো, তা ছিলো বিশেষ ধরনের ভাও। এগুলোতে শরাব তৈরী করা হতো এবং রাখা হতো। এসময় মদ হারাম হয়ে গিয়েছিলো। তাই এগুলোর ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এসব দেখলে মনের কথা মনে না উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মন ইসলামের উপর সুদৃঢ় হলে এই হৃকুম আর ছিলো না। এই হৃকুম রাহিত হয়ে গেছে।

١٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِطِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةً مِنْ أَصْحَابِهِ بَايْعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرُقُوا وَلَا تَزِنُوا وَلَا تَفْتَلُوا أُولَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُمُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايْعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ۝ متفق عليه

১৭। হ্যরত ওয়াদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম একদল সাহাবা বেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আমার হাতে এ কথার শপথ গ্রহণ করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শুরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না। বুবেশ্বনে কারো বিরুদ্ধে (যেনার) যিথ্যা অপবাদ দিবে না। শরীয়ত অনুযায়ী যে হৃকুম দেবো তার সাথে নাফরমানী করবে না। তোমাদের যারা এই ওয়াদা পূরণ করতে পারবে তার পুরক্ষার আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি শিরক ছাড়া অন্য কোন গুনাহ করবে এবং দুনিয়ায় যদি এর শাস্তি সে পেয়ে থাকে তাহলে এই সাজা তার গুনাহ মাফ হবার কাফকারা হয়ে যাবে। আর যদি তার কোন গুনাহের কাজের উপর আল্লাহ পর্দা ফেলে দেন অর্থাৎ ধরা না পড়ে, আর তাই দুনিয়ায় এর কোন সাজা না হয়ে থাকে, তাহলে একাজ আল্লাহ রহমতের উপর নির্ভর করবে। হতে পারে তিনি আবিরাতেও তা মাফ করে দিবেন অথবা আয়াবও দিতে পারেন। বর্ণনাকৰী বলেন, আমরা এইসব শর্ত

অনুযায়ী নবী সাল্লাহুসল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হলো, সাজা ও পুরক্ষার দেয়া আল্লাহ তাআলার নিজস্ব ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যদি তিনি কারো গুনাহখাতা মাফ করে দেন তাহলে এটা হবে তাঁর দান ও মহানুভবতা। আর যদি তিনি কাউকে অপরাধের শাস্তি দেন তাহলে এটা হবে পরিপূর্ণ ইনসাফগার হবার প্রমাণ। তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন।

নারীদের প্রতি নবী সাল্লাহুসল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ

١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلِّي فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيشْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نُقْصَانَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَدْهَبَ لِلْبَرْجُلِ الْحَازِمِ مِنْ أَحْدُكُنَّ قُلْنَ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلِيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلِّي قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانَ عَقْلِهَا قَالَ أَلِيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصْلِي وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلِّي قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا - متفق عليه

১৮। হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুসল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর অথবা কোরবানীর ঈদের নামায আদায় করার জন্য ঈদগাহে গেলেন। এসময়ে তিনি নারীদের সমাবেশেও গেলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে রমণীর দল! তোমরা সদকা-খয়রাত করো। কারণ তোমাদের অধিকাংশকে আমি দোষখে দেখতে পেয়েছি।” (একথা শুনে) তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? নবী সাল্লাহুসল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বেশী অভিসম্পাত করো এবং নিজ স্বার্থীদের নাফরমানী করো, তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। বুদ্ধি ও জ্ঞানে দুর্বল হবার পরও ঝঁশিয়ার ও সচেতন পুরুষদের বেওকুফ বানিয়ে দেবার জন্য তোমাদের চেয়ে বেশী পারঙ্গম আমি আর কাউকে দেখিনি। (একথা শুনে) নারীরা আরয় করলো, হে আল্লাহর রাসূল! বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের কি ত্বুটি আছে? নবী সাল্লাহুসল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের

সাক্ষীর অর্ধেক নয়ঃ রমণীকূল বললো, হঁ এরকমঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণ হলো মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতা । আর মেয়েরা মাসিক ঝর্ণ অবস্থায় নামায পড়তে পারে না ও রোগ রাখতে পারে না, ব্যাপারটা এমন নয় কি? তারা জবাব দিলেন, হঁ তা-ই । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো তোমাদের দীনের ব্যাপারে ত্রুটি (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা পুরুষদের সাথে মসজিদে নামায বা ঈদের নামায আদায় করতে যেতেন । এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ওখানে তারা শুনতে পেতেন না । তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়াতের হুকুম-আহকাম শুনাবার জন্য তাদের ওখানে গিয়েছেন এবং এ কথাগুলো শুনিয়েছেন ।

মেয়েরা দুই-একজন একত্র হলেই একে অপরের গীবত করা, ভালো মন্দ কথা বলা, অভিসম্পাত করা শুরু করে দেয় । সময়ের বেশীর ভাগই এভাবে তারা অপচয় করে । স্বামী স্ত্রীর সুখ-শান্তি ও তাকে ভুগ্ন রাখার জন্য যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাক না কেনো, স্ত্রী এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না । তারা স্বামীর হুকুম বরদারীও অনেক সময় করে না । এতে ওদের দুনিয়া-পরিকাল দুটোই নষ্ট হয়ে যায় । এইজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ছঁশিয়ার করে দিয়েছেন । এসব কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলে দিয়েছেন । এসব কারণে আল্লাহর আয়াবে দশ্মিতৃত হবার সম্ভাবনা জানিয়ে দিয়েছেন । দোষখে নারীদের সংখ্যা বেশী হবে । তাই তাদেরকে বেশী বেশী দান-খয়রাত করার জন্যও হেদায়াত দিলেন ।

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের বুদ্ধি কম বলেছেন । এ কথা বলে তিনি তাদের ছোট করেননি বা করতে চাননি, বরং প্রকৃতিগতভাবে সৃতির ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল একথাটা বুঝাতে চেয়েছেন । আসলে মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নারীদেরকে শারীরিক, স্বভাবগত ও দীনের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন ।

আধুনিক প্রাণ বিজ্ঞানে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে । বিজ্ঞান বলে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তারতম্য তাদের মন্তিক্ষের তারতম্যের উপর নির্ভর করে । একজন বোকা লোকের মন্তিক্ষের ওজনের চেয়ে একজন অতি বুদ্ধিমান লোকের মন্তিক্ষের ওজন অনেক বেশী । ঠিক একইভাবে নারীদের মন্তিক্ষের ওজনও পুরুষের মন্তিক্ষের ওজনের চেয়ে কম ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা মসজিদে ও ঈদগাহে যেতেন এবং এক জায়গা বা এক স্থানে তারা একত্র হয়ে নামায পড়তেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নারীদের ঘর্যে বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জার প্রবণতা বেড়ে গেলে খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য মেয়েদের মসজিদে গিয়ে নামায ও ঈদগাহে যাওয়া অপছন্দ করা হয়েছে । অতঃপর মুসলমানগণ একেই সঙ্গত বলে মনে করেছেন ।

বিদ্রোহ করা মানুষের সাজেনা

١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي أَبْنُ أَدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ ذَلِكَ فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيمَانِي فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَلَيْسَ أَوْلُ الْخَلْقِ بِإِهْوَنَ عَلَى مِنْ أَعَادَتِهِ وَأَمَا شَتَمَهُ إِيمَانِي فَقَوْلُهُ أَتَخْذَ اللَّهَ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي كُفُواً أَحَدٌ . وَفِي رِوَايَةِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَا شَتَمَهُ إِيمَانِي فَقَوْلُهُ لِيْ وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَخْذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا .

-رواه البخاري-

১৯। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী বানাছে। এটা তাদের উচি�ৎ নয়। সে আমার ব্যাপারে খারাপ কথা বলছে অথচ এটাও তাদের জন্য সমীচীন নয়। তাদের আমাকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো-তারা বলে, যেতাবে আল্লাহ আমাকে প্রথম (এ দুনিয়ায়) সৃষ্টি করেছেন ঠিক ওইতাবে আল্লাহ আমাকে (আধিরাতে) অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেন না। অথচ আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথম বার অপেক্ষা কঠিন নয়। আর তাদের আমার ব্যাপারে বদনাম করার অর্থ হলো, তারা বলে, আল্লাহ নিজের পুত্র বানিয়েছেন, অথচ আমি একা ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেইনি আমিও কারো জন্ম নই, আর না কেউ আমার সমকক্ষ।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুসের বর্ণনায় আছে, আর তাদের আমাকে মন্দ বলার অর্থ হলো : তারা বলে, আল্লাহর পুত্র আছে, অথচ আমি কাউকে আমার স্তৰী ও পুত্র বানানো হতে পরিত্ব (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : যারা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না মানুষ মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে, ঠিক একই ধরনে যারা আল্লাহর পুত্র আছে বলে মনে করে, যেমন ঈসায়ীরা বলে, 'হ্যরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র অথবা ইয়াহুদীরা বলে, 'ওজাইর' আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এটাই হলো আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী মনে করা। আল্লাহর জাতের উপর অপবাদ রটনা করা। আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামত হবে। মৃত্যুর পরে আবার মানুষ জীবিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু তারা একথা বিশ্বাস করে না। একথা বলার দ্বারা তারা আল্লাহ 'সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা' হবার কথা অবিশ্বাস করে, আল্লাহকে মিথ্যাবাদী মনে

করছে। অথচ এই কাজ আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। “নাই” থেকে কাউকে সৃষ্টি করে তার মৃত্যুর পর আবার তাকে সৃষ্টি করা অতি সহজ কাজ।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বদনাম রটনা করার অর্থ হলো, তারা আল্লাহর স্তুতি-সন্তান আছে বলে দাবী করে। অথচ বারবার আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে বলছেন, তিনি বেনিয়াজ। অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো ওরসজাত নন। আর কাউকে তিনি জন্মও দেননি। তারপরও তারা এই মিথ্যা অপবাদ আল্লাহর ব্যাপারে রটনা করছে।

কাল-কে মন্দ বলা নিষেধ

۲۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْذِنِي أَبْنُ أَدَمَ بِسُبِ الدَّهْرِ وَأَنَا أَدَمُ بِيَدِي الْأَمْرِ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - متفق عليه

২০। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, তারা কালকে গালি দেয়, অথচ কাল কিছুই না। সব কাজই আমি করি। সব কাজই আমার নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের আবর্তন আমার হকুমেই সংঘটিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মূর্খ লোকেরা অনেক সময় বিপদ-মুসিবতে পড়লে ‘কাল’ বা ‘সময়’কে গোলমন্দ করে। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন সময় ও কালই তাকে এ বিপদে ফেলেছে। তারা বলে, ‘কাল খারাপ হয়ে গেছে’। কলিকাল এসে গেছে ইত্যাদি। অথচ এভাবে কথা বলা মারাত্মক ভুল। কারণ কাল বা সময়ের কাছে তো কোন ক্ষমতা নেই। মূল হস্তক্ষেপকারী হলেন আল্লাহ। রাত-দিনের আবর্তনসহ সব কাজই তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। তাই কালকে গালি দিলে এই গালি আল্লাহকে দেয়া হয়। কারণ কাল কিছুই করে না, করেন আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

۲۱۔ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذِي يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ - متفق عليه

২১। হ্যরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কষ্টদায়ক কোন কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহর চেয়ে বেশী আর কারো নেই। লোকেরা তার

সত্তান আছে বলে দাবি করে। এরপরও তিনি মানুষের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাদেরকে দান করেন রিজিক (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আল্লাহ তামাম মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা। সকল মানুষের রিযিকদাতা। তাঁর হাতেই দুনিয়ার সব কিছু নিহিত। এরপরও আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ অমূলক কথাবার্তা বললে তিনি রেগে গিয়ে দুনিয়া খানখান করে ফেলেন না। কারো রিযিক বক্ষ করে দেন না। কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁর চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই।

٢٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمَارٍ لَيْسَ بِيَنِي وَبِيَنِهِ أَلَا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذٌ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَانْ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِفْلَا أَبْشِرْ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَبَتَّكُلُوا - متفق عليه

২২। হ্যরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে বাহনের উপর ছজুরের পেছনে বসা ছিলাম। আমার আর তাঁর মধ্যে হাওদার পেছন দিকের হেলানো কাঠ ব্যতীত আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি বুললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর বান্দাদের, আল্লাহর উপর কি হক তা কি তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হলো, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, কাউকে তাঁর শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তাদেরে শান্তি না দেয়া। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভ সংবাদ কি আমি মানুষদের শুনিয়ে দিব না। তিনি বললেন, লোকদের এই শুভ সংবাদ শুনিয়ে দিও না। কারণ তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানলো, তাঁর উলুহিয়াত, রবুবিয়াতের উপর ঈমান আনলো, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে কাউকে শরীক করলো না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলো, তার উপর দোয়খের আঙ্গন চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। যতো শুনাহুথাতা বদ আমলই সে করে থাকুক না কেনো। এর অর্থ হলো বদ আমল ও বদ কাজের সাজা ভোগ

করে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা কোন উসীলায় ক্ষমালাভ করে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

দোষখ হতে মুক্তি

٢٣ - وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَادًا رَدِيقَةً عَلَى الرَّحْلِ
قَالَ يَا مَعَادًا قَالَ لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدِيْكَ قَالَ
يَا مَعَادًا قَالَ لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ قَالَ يَا مَعَادًا قَالَ لَبِيكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَدِيقًا مَنْ قَلْبُهُ أَحَدٌ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا لَأَخْبُرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا فَاقْبِرْ بِهَا مَعَادًا عِنْدَ
مَوْتِهِ تَائِمًا - متفق عليه

২৩। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর পেছনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বসা ছিলেন। তিনি বললেন, হে মুয়ায! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল! হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, হে মুয়ায! মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তৃতীয়বার আবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুয়ায। মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বললেন, আমি উপস্থিত। এইভাবে তিনবার মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে বলার পর তিনি বললেন, আল্লাহর যে বাল্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল", তার উপর আল্লাহ জাহানামের আগুন হারাম করে দেবেন। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভ সংবাদ কি আমি মানুষদেরকে শুনিয়ে দেবো? তারা এখবর শুনলে খুশী হয়ে যাবে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, শুনিও না। কারণ তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। পরে মুত্যুর পূর্বে হ্যরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাদীস গোপন করার শুনাই হতে বাঁচার জন্য এই হাদীসটি প্রকাশ করে গিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বারবার উদ্দেশ্য করে কথা বলার কারণ হলো তার দৃষ্টি নিবন্ধ করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে কথাটা বলা হবে তা যেনো মন-মগজে বসে যায়। বিষয়ের শুরুত্বের কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে কথাটি শুনার জন্য তিনি মুয়াযকে তিনবার সঙ্ঘোধন করে তৈরি করে নিয়েছেন। তারপর কথাটি বলেছেন। কেউ যদি সত্য ও নিখুঁত

ମନେ ସାଙ୍କ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ, “ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ି କୋଣ ଇଲାହ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମାଦ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ
ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଜ୍ଞାହର ରାଶ୍ତ୍ର”, ତାର ଉପର ଜାହାନାମେର ଆଶୁନ ହାରାମ । ତବେ
ପ୍ରଥ୍ମ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୀକ୍ରାନ୍ତିକି ଆଶୁନ ହାରାମ ହବାର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି
ଦ୍ୱାମେର ସଂତ୍ତତା ପ୍ରମାଣେର ଅଳ୍ପ ଦୀନ ଓ ଶରୀଯାତରେ ହକ୍କମ ପୁରାପୁରିଭାବେ ମାନନ୍ତେ ହବେ ।
ଶାହାନାତେର ଦାବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ଫରସ କାଜ ଆଦାୟ କରାର ପ୍ରୟୋଜନ ତା ଆଦାୟ
କରନ୍ତେ ହବେ । ତାରପରିହି ଆଜ୍ଞାହର ଫୟଲ ଓ କରମେ ଜାହାନାମେର ଆଶୁନ ତାର ଉପର
ହାରାମ ହବେ ।

এ কারণেই মুঘায় রাদিল্লাহু আনহ এ শুভ সংবাদ মানুষকে জানাতে চাইলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাকে বারণ করলেন। কারণ তখন মানুষ এর উপরই নির্ভর করবে, আমল করা হেতু দেবে। মূলকথা তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস মানুষকে অনাদি অনন্ত কালের জাহানামের আশুন থেকে নাজাত দিবে। কাফির মুশরিকরা যেভাবে অনাদি কালের জাহানাম ভোগ করবে, ঈমানুদ্ধারণা তেমন ভোগ করবে না। শরীয়তে মুহাম্মাদী মোতাবেক অন্যান্য ফারায়েয় আদায় না করলে শান্তি ভোগ করতে হবে। তবে চিরকাল নয়। শান্তির মেয়াদ পার হলে জান্মাতে প্রবেশ করবে।

ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଭର କରେ କିମ୍ବେଳ ଉପର

٤٤ - وَعَنْ أَبِي ذِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ تَوْبَةً أَبْيَضَ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيقظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ قَالَ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ قُلْتُ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ قَالَ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ قُلْتُ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ قَالَ وَكَانَ زَنْسَى وَكَانَ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَبِي ذِرٍ وَكَانَ أَبُو ذِرٍ إِذَا حَدَثَ بِهَذَا قَالَ وَكَانَ رَغْمَ أَنْفُ أَبِي ذِرٍ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

‘২৪শ’ হয়েরত আবু যার শিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একজনের) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। উপস্থিতি একটি সাদা কাপড় পায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি ফেরত চলে আলাম। তারপর আবার তাঁর খিদমতে গোলাম। সেই সময় তিনি জেগে ছিলেন। তিনি (আলামক দেখে) বললেন, যে ব্যক্তি ধাঁটি মনে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বললো অরু এই বিকাশের উপর তার ঘৃণ্য হলো সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আবু আলাম, সে চুরি ও ব্যভিচার (এর মতো বড় শুনাহ) করে থাকলেও তাহলে সম্মান্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে চুরি ও ব্যভিচার করে

থাকলেও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, চুরি ও ব্যভিচার করার পরও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, চুরি ও ব্যভিচার করার পরও। আমি আবার (তৃতীয়বার) আরয করলাম, চুরি ও ব্যভিচার করার মতো গুনাহ করার পরও। তিনি একই জবাব দিলেন, চুরি ও যিনি করার পরও এবং আবু যার যতো অপসন্দই করে থাকুক। বর্ণনাকারী বলেন, যখনই আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহ এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন (গর্ব করে) এই শেষ বাক্যটি ‘আবু যার যতো অপসন্দই করক’ অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

ব্যাখ্যা : জান্নাতে যাবার জন্য শর্ত হলো ঈমান। নির্ধৃত ও নির্ভেজাল বিশ্বাস আল্লাহর উপর। এই অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকার পর যদি কোন লোক গুনাহ করিবা করে এরপর তাওবা করার আগেই মারা যায় তাহলে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ, আল্লাহ তাকে অনাদি অনন্ত কালের জন্য জাহানামে ফেলে রাখবেন না। নির্দিষ্ট সময় জাহানাম বাসের পর আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের এটাই মত।

হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহর নিকট এত বড় গুনাহ করার পরও ওই ব্যক্তির জান্নাতে যাবার কথা খুবই বিশ্বয়কর বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার প্রশ্নটি করেছেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারবার বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহর রহমাত ও মাগফিরাত এতো প্রশংস্ত যে, খালিস নিয়তে অবিচল আস্থা সহকারে ঈমান আনলে আল্লাহ অবশ্যে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٢٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عَبْسَيْ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمْتَهِ وَكَلْمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحُ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَقْلِ - متفق عليه

২৫। উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ দেবে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং ইসা আলাইহিস সালামও আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহর বানীর (বিবি মরিয়মের) ছেলে ও তার কলেমা, যাঁকে তিনি মরিয়মের দিকে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত ‘রহিঃ’, আর জান্নাত ও জাহানাম সত্য”, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবেন, তার আমল যা-ই হোক (বুধারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘তাঁর বান্দা ও রাসূল’ বলার পরপর হ্যরত ঈসার উপর ঈমান আনার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে এই হাদীসে। ইয়াহুদীরা হ্যরত ঈসাকে আল্লাহর রাসূল বলে মনেই করে না। তদুপরি তার মাতার উপর মিথ্যা অভিযোগ ও তোহমত দিয়ে থাকে। ওদিকে খৃষ্টানরা তাকে বলে আল্লাহর পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই ঘতের প্রতিবাদ করে বলেন, ঈসা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁর মাতা মরিয়মও অত্যন্ত পুতৎপুরিত সতী-সার্কী নারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মানুষ জন্মানের ব্যতিক্রম নিয়মে পিতা ছাড়া কেবল ‘কুন ফাইয়াকুন’ হকুমের মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে কুন প্রবেশ করিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে ‘কালেমাতুল্লাহ’ ও ‘রাসূলাহ’ বলা হয়ে থাকে। তাই তিনি আল্লাহর পুত্র নন, আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর বান্দী ও বিবি মরিয়মের পুত্র।

ইসলাম প্রহ্লের মাধ্যমে শুনাই মাক হয়

٢٦ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبْسُطْ يَمِينَكَ فَلَأْبَيَعُكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبضَتْ يَدِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطْ مَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِيْ قَالَ إِمَّا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْاسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ . رواه مسلم والحدیثان المرویان عن أبي هريرة قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبير ردايني سند ذكرهما في باب الرياء والكبر ان شاء الله تعالى .

২৬। হ্যৱত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হায়ির হয়ে আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে ইসলাম প্রচণ্ডের বাইয়াত করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আমার হাত টেনে নিলাম। হজ্জুর তখন (বিশ্বিত হয়ে) বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি আরয় করলাম, আমার কিছু শর্ত আছে। হজ্জুর বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমি চাই আমার উইসব শুনাই মাফ করে দেয়া হোক যা আমি ইসলাম প্রচণ্ড করার আগে করেছি। হজ্জুর বললেন, আমর! তুমি কি জানো না 'ইসলাম প্রচণ্ড' ওই সব শুনাই মাফ করে দেয় যা এর আগে করা হয়েছে। হিজরত

ওই সকল গুনাহ মাফ করে দেয় যা হিজরত করার আগে করা হয়েছে। হজ্জ ওই সব গুনাহ মিটিয়ে দেয় যা হজ্জের আগে করা হয়েছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম গ্রহণ করার আগের কোন গুনাহ ইসলাম গ্রহণ করার পর আর থাকবে না, সব মাফ হয়ে যাবে। তা যতো বড় গুনাহ-ই হোক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাফ হয়ে যাবে গুনাহ। বান্দাহর কোন 'হক' যেমন ঝণ, আমানাত, ধার, বেচা-কেনার ব্যাপার কোন দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করার পরও বাকী থাকবে। ইলাম গ্রহণের পরও এসব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের মতো এই দৌলত প্রাণ্তির পরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কেউ কোন গুনাহ করে ফেললে তা মাফ করে নেবার জন্য, এ হাদীসে হজ্জ ও হিজরত করার মতো দুইটি আমলের কথা বলা হয়েছে। এ দুটো আমল সঠিকভাবে করলে আল্লাহর হক সম্পর্কিত সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরকানে দীন

٢٧ - عَنْ مُعَاذِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَأَنْهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بَهْ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَؤْتِي الزَّكُوَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجُجُ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّا أَدْلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَاحُهُ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ الْلَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَجَافِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى يَلْغَى يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ إِنَّا أَدْلُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَخْبَرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ قُلْتُ بَلِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفْ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤْخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكَلْتَكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكَبِّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَارِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنَّتِهِمْ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة

୨୭ । ହ୍ୟରତ ମୁୟାୟ ଇବନେ ଜାବାଲ ରାଦିଆଲ୍ଲାହ୍ ଆନହ୍ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ଆରଯ କରଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସ୍ତୁ । ଆମାକେ ଏମନ କିଛୁ ଆମଲେର କଥା ବଲେ ଦିନ, ଯା ଆମାକେ ଜାନାତେ ନିଯେ ଯାବେ ଏବଂ ଦୋଯିଥେର ଆଶ୍ଵନ ଥେକେ ବୀଚାବେ । ତିନି ବଲେନ, ତୁମି ଅବଶ୍ୟଇ ଏକଟି ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେ । କିନ୍ତୁ ଯାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ଆସାନ କରେ ଦେନ, ତାର ଜନ୍ୟ ଏଟା ଖୁବଇ ସହଜ । ତାରପର ତିନି ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ବନ୍ଦେଗୀ କରୋ, କାଉକେ ତାଁର ସାଥେ ଶରୀକ କରୋ ନା, ନିୟମିତ ନାମାୟ କାଯେମ କରବେ, ଯାକାତ ଦେବେ, ରମଜାନ ମାସେର ରୋଧୀ ରାଖବେ ଏବଂ ହଙ୍ଗ ପାଲନ କରବେ । ଏରପର ତିନି ବଲେନ, ହେ ମୁୟାୟ! ତୋମାକେ କି ଆମି କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଲେର ଦରଓୟାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛିଯେ ଦେବୋ ନା? (ତାହଲୋ ଶ୍ଵନୋ) ରୋଧୀ ଏମନ ଏକଟି ଢାଳ, ଯା ଶୁନାହ୍ ହତେ ରକ୍ଷା କରେ, ଜାହାନାମେର ଆଶ୍ଵନ ହତେ ବୀଚାଯ । ଆର ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଖରଚ କରଲେ ଶୁନାହ୍ ଏମନଭାବେ ମିଟେ ଯାଯ ଯେମନ ପାନି ଆଶ୍ଵନ ନିଭିଯେ ଦେଯ । ଏଭାବେ ରାତେ (ତାହାଜ୍ଞୁଦେର) ନାମାୟ ପଡ଼ଲେ ଶୁନାହ୍ ଖତମ ହେଁ ଯାଯ । ଏରପର ତିନି ଏଇ ଆୟାତ ତିଲାଓୟାତ କରଲେନ : “ସାଲେହ ମୁମିନଦେର ପାଁଜର ବିଛାନା ଥେକେ ପୃଥକ ଥାକେ ନିଜେଦେର ପରଓୟାରଦିଗାରକେ ଆଶା-ନିରାଶାର ସ୍ଵରେ ଡାକତେ ଥାକେ । ଯେ ସମ୍ପଦ ଆମି ତାଦେରକେ ଦିଯେଛି ତା ଥେକେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଖରଚ କରେ । କୋନ ମାନୁଷଇ ଜାନେନା, ଏଇ ସାଲେହ ମୁମିନଦେର ଚୋଥ ଠାଣା କରାର ଜନ୍ୟ କି ଜିନିସ ଲୁକିଯେ ରାଖା ହେଁଯେଛେ । ଏଟା ହଲୋ ତାଦେର କରା ନେକ ଆମଲେର ପୁରକ୍ଷାର” (ସୂରା ସାଜଦା : ୧୬ : ୧୭) । ଏରପର ହଜ୍ରୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ, ତୋମାକେ କି ଆମି ଏ ଦୀନେର ଶିର, ଏର ଖୁଟି ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ବଲେ ଦେବୋ ନା? ଆମି ଆରଯ କରଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସ୍ତୁ । ଅବଶ୍ୟଇ ବଲେ ଦିନ । ହଜ୍ରୁର ବଲେନ, ଏଇ ଦୀନେର ଶିର ହଲୋ ଇସଲାମ, ଖୁଟି ହଲୋ ନାମାୟ, ଆର ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ହଲୋ ଜିହାଦ । ଏରପର ତିନି ବଲେନ, ତୋମାକେ କି ଆମି ଏସବ ଜିନିସେର ମୂଳ ବଲେ ଦେବୋ ନା? ଆମି ନିବେଦନ କରଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ । ଅବଶ୍ୟଇ ବଲେ ଦିନ । ହଜ୍ରୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ତାଁର ଜିହବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ବଲେନ, ଏଟାକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ରାଖୋ । ଆମି ଆରଯ କରଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସ୍ତୁ! ଆମାଦେର ମୁଖ ଦିଯେ ଯେସବ କଥା ବେରିଯେ ଆସେ ଏସବ ସମ୍ପର୍କେ କି ଆମାଦେର ଜ୍ବାବଦିହି କରତେ ହେବେ? ହଜ୍ରୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ, ହେ ମୁୟାୟ! ତୋମାର ଯା ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋକ, (ଜେନେ ରେଖୋ) ମାନୁଷକେ ମୁଖେର ଉପର ଉପ୍ତୁଡ଼ କରେ ଟେନେ ନିଯେ ଜାହାନାମେ ନିକ୍ଷେପ କରାର କାରଣ ହେବେ ଏଇ ମୁଖ ଥେକେ ବେରିଯେ ଆସା ଥାରାପ କଥା (ଆହମାଦ, ତିରମିଯୀ, ଇବନେ ମାଜା) ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା : ଏଇ ହାଦୀସେ ଦୀନେର ଏକଟି କାଠାମୋ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଁଯେଛେ । କୋନ ଦେହ ବେଁଚେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଯେମନ ମାଥା ହଲୋ ମୂଳ ଅଂଶ । ମାଥା ନା ଥାକଲେ ଦେହ ବେଁଚେ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ଠିକ ତେମନି ଦୀନେର ଜନ୍ୟ ତାଓହୀଦ ଓ ରିସାଲାତେର ଆକୀଦା ହଲୋ ମାଥାର ମତୋ । ଏସବ ଥାକବେ ନା ତାହଲେ ଦୀନଓ ଥାକବେ ନା । ତାରପର କୋନ ଜିନିସେର ଶାରୀରିକ କାଠାମୋ ଠିକ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଯେମନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନ, ତେମନି ଦୀନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଲୋ ନାମାୟ । ନାମାୟଇ ହଲୋ ବୁନିଯାଦୀ ଶକ୍ତି ଯା ଦୀନେର

অস্তিত্ব কায়েম রাখে। নামায়ই একজন মানুষ মুমিন হবার প্রথম পরিচয়। ঠিক একইভাবে শারীরিক অস্তিত্বকে গৌরবময় ও মর্যাদাবান করে তোলার জন্য যেমন কোন পার্থক্য সূচক মানদণ্ড প্রয়োজন, ঠিক তেমনি দীনকে শৌর্যবীৰ্য ও গৌরবময় করে তোলার জন্য প্রয়োজন ‘জিহাদ’। জিহাদ হলো দীনের জন্য সামগ্ৰিক প্ৰোত্থাম। দীনে এই জিহাদ না থাকলে দীন হয়ে যাবে একটি শূন্য খাঁচার মতো।

হাদীসের শেষাংশে মুখ্য সংক্ষেপ হিদায়াত দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুখ্য সংযত রেখে কথা বলার হিদায়াত দিয়েছেন তিনি। দীন-দুনিয়াৰ উন্নতি অঞ্চলিত নিৰ্ভৰ করে মুখ্য সংযত রাখাৰ উপর। মুখ্য ধৰে কোন বাজে কথা, অৰ্থহীন কথা, হালকা কথা, গীবত, মিথ্যা কথা, অপবাদসহ কোন ধৰনেৰ দৃষ্টণীয় কথা বেৰ হয়ে আসা অপৰাধ। এসব কথা দোয়াখেৰ আগন্তনেৰ আঘাবে নিষ্কেপ কৰে দেবে। এই মুখেৰ ভালো কথা, নেক কথাৰ গুণে মানুষ জান্নাতে প্ৰবেশ কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। তাই হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ্য সংযত রাখাৰ নিৰ্দেশ দিয়েছেন।

পৱিপূৰ্ণ ঈমান

٢٨ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَ
لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى اللَّهَ مَمْنَعَ اللَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ - رواه ابو
داود ورواه الترمذى عن معاذ بن انس مع تقديره وتاخيره فيه فقد
اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ .

. ২৮। হয়ৱত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (কাউকে) ভালোবাসলে আল্লাহৰ জন্যই তা কৱবে। দান-খয়রাত কৱলেও তা আল্লাহৰ জন্যই কৱবে। আবাৰ দান-খয়রাত হতে বিৱত থাকলেও তা আল্লাহৰ জন্যই থাকবে। তাহলে সে ঈমান পূৰ্ণ কৱেছে (আবু দাউদ)। তিৱমিয়ী এই হাদীসকে শব্দেৰ কিছু আগপৰ কৱে মুআজ ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে বৰ্ণনা কৱেছেন। এতে বৰ্ণিত হয়েছে, ‘সে তাৰ ঈমান পৱিপূৰ্ণ কৱে নিয়েছে।’

ব্যাৰ্থ্যা : এই হাদীসে পৱিপূৰ্ণ ঈমানদারেৰ পৱিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুমেৰ সব কাজই আল্লাহৰ সম্মুষ্টি ও রাজী-খুশীৰ জন্য হওয়া উচিত, কোন হীন স্বার্থ সিদ্ধি, প্ৰদৰ্শনী, আবেগেৰ বশবৰ্তী হয়ে কৱা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে, যদি কাউকে ভালোবাসো অধৰা যদি কাউকে খাৱাপ জানো ও শতুতা পোষণ কৱো তাহলে তা যেনো নিজেৰ কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উক্কারেৰ জন্য না হয়। কেউ ভালো কাজ কৱছে, এইজন্য আল্লাহৰ ওয়াত্তে তাকে ভালোবাসতে হবে। কেউ খাৱাপ কাজ কৱছে যা আল্লাহৰ নিকট ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয়। তাই তাকে আল্লাহৰ

জন্য ঘৃণা করা ও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। ঠিক এজন্যই একজন মুমিন আর একজন মুমিনকে ভালোবাসে, এইজন্যই মুমিনদের পরম্পরের মধ্যে শিশাচালা প্রাচীরের মত আটুট সম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার ফাসিক, কাফির ও মূরতাদের সাথে শত্রুতা হয়। তাকে ঘৃণা করে। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ভালোবাসে না। এভাবে দান করবে আল্লাহকে খুশী করার জন্য যেসব খাতে আল্লাহ খরচ করতে বলেছেন। আর যেসব জায়গায় খরচ করা গুরুতর, যে খরচে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না সেসব জায়গায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে না। এরাই প্রকৃত ও পূর্ণ ইমানদার।

সর্বোত্তম আমল কি

٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذِرَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ - رواه أبو داود

২৯। হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (বাতেনী) আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মর্যাদা হলো ওই আমলের যে আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসে, আবার আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : মানুষের মধ্যে যদি এতটুকু বোধশক্তি থাকে, আবেগ থাকে পুত পবিত্র, তাহলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হবে। স্বার্থের উর্জে থাকবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা হবে সব কাজের উদ্দেশ্য। তাই এ প্রবণতাকে উত্তম আমল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সত্ত্বিকার মুমিন কে

٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلْطَنُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمْنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ - رواه الترمذى والنسانى وزاد البىهقى فى شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب .

৩০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কামিল ও সত্যবাদী) মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে (অন্য) মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর (পাকা ও সত্যবাদী) মুমিন ওই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ

মনে করে (তিরমিয়ী-নাসায়ী ।) ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে ফাদালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে যে বর্ণনা করেছেন তাতে এই শব্দগুলোও আছে : “এবং প্রকৃত মুজাহিদ হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইত্তাআত ও ইবাদতে নিজের নফসের সাথে ‘জিহাদ’ করলো । আর প্রকৃত মুহাজির ওই ব্যক্তি যে সকল গুনাহর কাজ ছেড়ে দিলো ।

ব্যাখ্যা : সত্যিকারের মুমিন হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহর সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানুষ, নিজের জন্য নিরাপদ নিরপেক্ষ শান্তিদায়ক মনে করে । মানুষ তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, তার দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না । আমানত ও দিয়ানত নষ্ট হবে না ইনসাফ লংঘিত হবে না, মাল সম্পদ নষ্ট হবে না । জীবন ও মান-ইচ্ছাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । সে কোন সন্ত্রাস ও ভয়-ভীতির কারণ হবে না ।

এভাবে সত্যিকারের মুজাহিদ সেই ব্যক্তি নয় যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে, বরং সত্যিকারের মুজাহিদ হলো ওই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে, নফসে আশ্মারার সাথে জেহাদ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে । আল্লাহর পথে বড় বড় কোরবানী পেশ করে ।

ঠিক একইভাবে ওই ব্যক্তি সত্যিকারের মুহাজির নয় যে এক স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, বরং মুহাজির সত্যিকারে ওই ব্যক্তি যে গুনাহর জীবন ত্যাগ করে নেককারের জীবন অবলম্বন করে । মুনকার কাজ ছেড়ে দিয়ে মারফত কাজ করে ।

আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনের উরুত্ব

٣١ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَلَمَّا خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ - رواه البيهقي في
شعب الایمان

৩১। হ্যুরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন খুতবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই । যার মধ্যে ওয়াদা পালন নেই তার মধ্যে দীন নেই (বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান) ।

ব্যাখ্যা : আমানত-দিয়ানাত, ওয়াদা পালন হলো মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, উন্নত মানের গুণাবলী । এসব বিশেষ করে মুমিনের বড় গুণ । প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটা খুবই প্রয়োজন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকেই এর গুরুত্ব অনুমেয় । তিনি যখনই কোন বক্তব্য পেশ করতেন, আমানত-দিয়ানাত, ওয়াদা পালন বিষয়ে নিসিহত করতেন ।

চিরস্থায়ী নাজাতের উপায়

٣٢ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ - رواه مسلم

৩২। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সত্য ঘনে সাক্ষ্য দান করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ (তাঁর রহম ও করমে) তার উপর দোষধের আগুন হারাম করে দেবেন (মুসলিম)।

তাওহীদের শুরুত্ব

٣٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৩৩। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই (পাকাপোজ) ইতেকাদের উপর মৃত্যুবরণ করেছে যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই”, সে জান্নাতী (মুসলিম)।

জান্নাত ও জাহানাম অবধারিত

٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُنَّتَانِ مُؤْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُؤْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৩৪। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'টি কথা (জান্নাত ও জাহানামকে) অপরিহার্য করে। একজন সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'টি কথা কি? (উন্নরে) তিনি বললেন, প্রথম কথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মারা গেলো সে জাহানামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قَعْدًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِنَا فَابْتَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْطِعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقَمْنَا فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْغَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اتَّبَعْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبْنَى النِّجَارِ فَدَرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعُ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَشَرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَاءْكَ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنِ أَظْهَرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقْطِعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الشَّعْلُ وَهُؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَأَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ أَذْهَبْ بِنَعْلِيْ هَاتِينِ فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوْلَ مَنْ لَقِيَتُ عُمَرَ فَقَالَ مَا هَتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيَتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدِيَيْ فَخَرَرْتُ لَاسْتِنِيْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْهَشْتُ بِالْبَكَاءِ وَرَكِبَنِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيَتُ عُمَرَ فَأَخْبَرَتُهُ بِالذِي بَعْثَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدِيَيْ ضَرِبَةً خَرَرْتُ لَاسْتِنِيْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا

فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا
تَفْعَلْ فَإِنَّى أَخْشَى أَنْ يَتُكَلَّلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِمُونَ - رواه مسلم

۳۵ । হযরত আবু হোরাইরা রাসূলাল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, (একদিন) আমারা কয়েকজন সাহাবী রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসা ছিলাম । আমাদের সাথে আবু বকর ও ওমর (রা)-ও ছিলেন । হঠাৎ হজুর আমাদের মধ্যে থেকে উঠে বাইরে কোথায়ও চলে গেলেন । (অনেক সময় পর্যন্ত তিনি ফিরে না এলে) আমরা চিন্তাক্ষণ্ট হয়ে পড়লাম । কোথায়ও আমাদের অবর্তমানে কোন শত্রুর হাতে পড়ে তো আবার কোন বিপদে পতিত হলেন কি না । এ চিন্তায় আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম । তাই আমি উঠে দাঢ়ালাম । যেহেতু আমিই প্রথম ভীত হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমি সকলের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হয়ে পড়লাম । খুঁজতে খুঁজতে আমি নাজ্জার গোত্রের এক আনসারীর বাগানের কাছে গিয়ে পৌছলাম (ভেবেছিলাম তিনি এখানে থাকবেন) । ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আমি বাগানের চারদিকে দরজা খুঁজতে লাগলাম । কিন্তু (উদ্ধিগ্রাম ও উৎকঠার জন্য) দরজা নজরে পড়েছিলো না । হঠাৎ একটি নালা দেখতে পেলাম, যা বাইরের কৃপ হতে বাগানের ভিতরের দিকে প্রবেশ করেছে । আমি জড়োসড়ো হয়ে নালাতে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে পৌছলাম । তিনি (এভাবে আমাকে অকস্মাত তাঁর সামনে দেখে বিস্ময়ে) বললেন, আবু হোরাইরা, তুমি (এখানে)! আমি আরয করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ । তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন । হঠাৎ উঠে চলে এলেন । অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে ফিরে আসতে না দেখে আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম । আমাদের অনুপস্থিতিতে (আল্লাহ না করুন) আপনি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন কি না । সকলের আগে আমি ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম । তাই আপনার খোঁজে বের হয়ে এই বাগান পর্যন্ত এলাম । (বাগানের দরজা খুঁজে পাচ্ছিলাম না) তাই শিয়ালের মতো জড়োসড়ো হয়ে (এই নালা দিয়ে বাগানের) ভিতরে প্রবেশ করি । অন্যান্যরাও আমার পেছনে পেছনে আসছে বোধ হয় । (এসব কথা শনে) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পায়ের জুতা আমার হাতে দিলেন । বললেন, হে আবু হোরাইরা! আমার জুতাজোড়া সাথে নিয়ে যাও! (যেনে লোকেরা বুঝতে পারে তুমি আমার কাছে এসে পৌছেছো) আর বাগানের বাইরে যাদের তুমি পাবে তারা সত্য

মনে ও মজবুত আকীদা সহকাৰে এই সাক্ষ্য দিবে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই”, তাদেৱ তুমি জান্নাতেৱ শুভ সংবাদ দিয়ে দাও। হ্যৱত আবু হোৱাইরা (রা) বলেন, হজুৱেৱ এই পয়গাম নিয়ে আমি বাইৱে এলে সকলেৱ আগে হ্যৱত ওমৱেৱ সাথে আমাৱ দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস কৱলেন, আবু হোৱাইরা! এই জুতাজোড়া কাৰ? আমি বললাম, এই জুতাজোড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৱ। তিনি এই জুতাজোড়া চিহ্ন হিসাবে আমাৱ কাছে দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তিকে সত্য মনে ঘজবুত আকীদাৰ সাথে সাক্ষ্য দিতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ ছাড়া আৱ কোন ইলাহ নেই, তাকে যেনো আমি জান্নাতেৱ শুভ সংবাদ দেই। এ কথা শুনেই ওমৱ এতো জোৱে আমাৱ বুকে থাপ্পড় মাৱলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। এৱপৰ ওমৱ আমাৱে বললেন, ফিৱে যাও। তাই আমি রাসূলেৱ কাছে ফিৱে এলাম। তখন আমি ঢুকৱে ঢুকৱে কাঁদছিলাম। আমাৱ মনে ওমৱেৱ ভয় ছিলো। পিছে ফিৱে দেখি ওমৱ আমাৱ সাথে সাথে। সব শুনে হজুৱ জিজ্ঞেস কৱলেন, এমন কৱলে কেনো হে ওমৱ? ওমৱ বললেন, হজুৱ! আপনাৱ জন্য আমাৱ মা-বাপ কোৱাবান হোক। আপনি আপনাৱ জুতাজোড়া সহকাৰে আবু হোৱায়ৱাকে পাঠিয়েছেন এ বলে, যে ব্যক্তি অস্তৱেৱ সাথে স্থিৱ বিশ্বাস নিয়ে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া আৱ কোন ইলাহ নেই, তাকে যেনো সে জান্নাতেৱ শুভ সংবাদ দেয়। হজুৱ বললেন, হাঁ। ওমৱ বললেন, (হজুৱ দয়া কৱে) একল বলবেন না। আমাৱ ভয় হয় (একথা শুনে) পাছে লোকেৱা এৱ উপৱ ভৱসা কৱে ‘আমল’ কৱা ছেড়ে দিবে। সুতৰাং তাদেৱ আমল কৱতে দিন। এ কথা শুনে হজুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আছা! তাদেৱ আমল কৱতে দাও (মুসলিম)।

ব্যাৰ্খ্যা : মুহাম্মাদুৱ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতেৱ ভাণ্ডাৱ। তাই তিনি এসময়ে আবু হোৱাইরাকে এ শুভ সংবাদ দেবাৱ জন্য বলে পাঠিয়েছিলেন। অথচ এৱ আগেৱ ২১নং হাদীসে হ্যৱত মুআয়েৱ এক প্ৰশ্নেৱ উত্তৱে হজুৱ স্বয়ং এসব শুভ সংবাদ মানুষকে না দিতে তাঁকে বলে দিয়েছিলেন। তাহলে মানুষ আমল ছেড়ে দিবে। হ্যৱত ওমৱ রাদিয়াল্লাহু আনহু একথাটি এখানে শ্বৰণ কৱিয়ে দিলে হজুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমৰ্থন কৱলেন। এ ঘোষণা স্থগিত রাখতে বলে দিলেন আবু হোৱায়ৱাকে।

٣٦ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَقَاتِلِ الْجَنَّةِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَرَاهَ احْمَدَ

৩৬। হ্যৱত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাৱে বললেন, জান্নাতেৱ চাবি হলো “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই” বলে সাক্ষ্য দেয়া (আহমাদ)।

٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوقَىٰ حَرَنُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَّرَّ عَلَىٰ عُمَرَ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَأَشْتَكَىٰ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِيهِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ سَلَّمًا عَلَىٰ جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا حَمَلْتَ عَلَىٰ أَنْ لَا تَرُدَّ عَلَىٰ أَخِيكَ عُمَرَ سَلَامَةً قُلْتَ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بْلَىٰ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعِرْتُ أَنِّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَمْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَفَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٍ فَقُلْتُ أَجَلْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوْقَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نُسَأَلَهُ عَنْ نَجَاهَةِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَفَمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بَأْبَىٰ أَنْتَ وَأَمِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاهَةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِيلَ مِنِّي الْكَلِمَةِ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَىٰ عَمِّي فَرَدَهَا فَهِيَ لَهُ نَجَاهَةٌ - رواه احمد

۳۷ । ہے رات وسماں را دیوالا ہاں آنہ ہتے برجیت । تینی بلئے، ہجور سا گلا گلا ہاں آلا ایھی او یاسا گلامے رے ایسٹیکا لے رے پر کی چو سانکھک سا ہاوا اتے بے شی شوکا ہتے ہے پڈلے ن یے، تا دے رے کارو رے کارو رے آشکا دے کھا دی لے، تارا نا ساندھ-سانچے نی پتیت ہے یا نان । ہے رات وسماں بلئے، آمی و ادے رے اک جن چلایا । آمی بسے چلایا । آما رے پاش دی یے و مر رے چلے گلے ن । تینی آما کے سالا یا کر لے ن، کی سو (بے ہال اب سڑا ر جنے) آمی تیرے پا ہی نی، و مر رے آما رے پاش دی یے کخن گی یہ چنے و کخن سالا یا دی یہ چنے । اے ابی یوگ و مر رے آب رے بکر رے کا چے دا یہ رے کر لے ن । تارا دو یون آما رے کا چے اے لے ن । آما دے رے سکل کے سالا یا دی لے ن । ہے رات آب رے بکر رے آما کے جی ڈیس کر لے ن، توما رے تائی و مر رے سالا یا رے جوا ب کے نے دی لے نا؟ آمی ب ل لام، نا । اے من تے ہتے پا رے نا (و مر رے آما رے کا چے اسے چنے و سالا یا دی یہ چنے آر آمی جوا ب دے ہی نی) । و مر رے را دیوالا ہاں آنہ ہلے ن، آگلا ہر کسی । تائی ہے یا ن । تو یہ آما رے سالا یا رے جوا ب دا ڈونی । ہے رات وسماں بلئے، آمی ب ل لام، آگلا ہر کسی، آمی موتے ب روکتے پا رے نا ہی کخن آپنی آما رے کا چ دی یے گی یہ چنے و آما کے سالا یا کر رے چنے । آب رے بکر رے را دیوالا ہاں آنہ ہلے ن، وسماں ساتھی ہے

বলেছে। (কিন্তু মনে হচ্ছে) ওমর যে তোমার কাছ দিয়ে গিয়েছে ও তোমাকে সালাম দিয়েছে কোন বিশেষ কারণে তুমি তা টের পাওনি ও সালামের জবাব দাওনি। তখন আমি বললাম, হাঁ হতে পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যাপারটা কি? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁকে একটি বিষয় (মনের খটকা) হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে রাখতে পারিনি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, (চিন্তার কারণ নেই) আমি হজুরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে রেখেছি। (একথা শনে) আমি আবু বকরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এধরনের কাজের আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর হ্যরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি হজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়টি হতে বাঁচার উপায় কি? হজুর উন্নত দিলেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে ওই কলেমা গ্রহণ করলো, যা আমি আমার চাচা আবু তালিবকে পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা-ই হলো এর জন্য নাজাতের জামিন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদেরই এই মর্যাদা ও বরকত। যে ব্যক্তি অকপটে অনাবিল মনে এই কলেমা মজবুত আকিদার সাথে কবুল করেছে, এই কলেমার সকল দাবী আদায় করে দীনের ফারায়েয়ের উপর আমল করেছে তার জন্য এই কলেমা নাজাতের উপায় হবে। এর দ্বারা মনে উপস্থিত সকল “ওয়াসওয়াসা”, সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যাবে। হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু “এ বিষয়টি” দ্বারা এই ওয়াসওয়াসা বা মনের খটকার প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। যাক আসল কথা হলো, মনের খটকা, সন্দেহ, সংশয় দূর করার উপায় হলো কলেমা।

গোটা বিশ্বে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌছার ভবিষ্যদ্বাণী

٣٨ - وَعَنِ الْمُقَدَّادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَذَرٌ وَلَا وَبَرٌ أَدْخِلُهُ اللَّهُ كَلْمَةً إِلَاسْلَامَ بِعَزَّ
عَزِيزٍ وَذَلِيلٍ ذَلِيلٍ أَمَا يُعَزِّزُهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذْلِلُهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا
قُلْتُ فَبَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ . رواه احمد

৩৮। হ্যরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, এই জমিনে কোন ঘর, চাই মাটির হোক অথবা পশমের হোক (তাঁবু), বাকী থাকবে না, যে ঘরে ইসলামের কলেমা আল্লাহ পৌছিয়ে দেবেন না। সমানীর ঘরে সমানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌছাবেন। যারা এই কলেমাকে আনন্দ চিন্তে ও সত্য দিলে গ্রহণ করবে,

তাদের আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান ও গৌরবময় করবেন, আর এই কলেমার নিশানবরদার বানাবেন। আর যারা হষ্টচিত্তে ঘৃহণ করবে না, তাদের আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করবেন এবং এরা এই কলেমার প্রতি আনুগত্যশীল হবার জন্য বাধ্য হবে। (এই কথা শুনে) আমি বললাম, তাহলে তো চারিদিকে আল্লাহরই দীন (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : জমিন অর্থাৎ জাজিরাতুল আরবে মাটির ঘর অথবা তাঁর বলতে গোটা জাজিরাতুল আরবের শহরের-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে এক দীন ইসলামেরই গৌরব ছড়াবে। সকলেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় ঘৃহণ করবে। যারা ইসলাম ঘৃহণ করবে না স্বেচ্ছায়, তারাও এ দীনের অধীনে বসবাস করতে বাধ্য হবে। লাঞ্ছিত হবে তাদের জীবন। ইসলামী রাষ্ট্রকে জিজিয়া কর দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হবে তারা।

“এই যমীনে” অর্থ জাজিরাতুল আরব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে গোটা বিশ্বও ধরা যায়। কারণ ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দিয়েছেন এই কলেমার। আর দুনিয়ায় শেষ অবস্থায় গোটা বিশ্ব ইসলাম একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই “এই যমীনে” অর্থ গোটা বিশ্ব হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

জানাতের চাবি

٣٩ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ قِيلَ لَهُ أَلِّيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ
بَلِّيْ وَلَكِنْ لَيْسَ مَفْتَاحًا إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانُ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتْحٌ لَكَ
وَلَا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ - رواه البخاري في ترجمة الباب

৩৯। হ্যরত ওয়াহব ইবনে মুনাবিহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে জিজেস করা হলো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কি জানাতের চাবি নয়! ওয়াহব বললেন, হঁ, কিন্তু চাবির মধ্যে দাঁত থাকতে হবে অবশ্যই। তুম যদি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে আসো তাহলে (জানাতের দরজা) তোমার জন্য খুলে যাবে, আর তা না হলে তোমার জন্য (জানাত) খোলা হবে না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হ্যরত ওয়াহব (র) নিজের সকল ওয়াজ-নসিহতের মজলিসে আমলের শুরুত্ত্বের উপর জোর দিতেন। মানুষকে আমল করতে বলতে থাকতেন। কোন ব্যক্তি রাসূলের উক্তি “যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাকে জানাতের শুভ সংবাদ দিও” স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি শুধু আমলের উপর জোর দেন। অথচ আল্লাহর রাসূল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে জানাতের চাবি আখ্যায়িত করেছেন। এই কথা শুনে ওয়াহব ইবনে মুনাবিহ বলেছেন, নিঃসন্দেহে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ জানাতের চাবি। কিন্তু মনে রাখতে হবে,

চাবিতে দাঁত না থাকলে তালা খোলা যাবে না। দাঁতওয়ালা চাবিই তালা খুলতে পারে। মানুষের আমল হলো চাবির দাঁত। কাজেই আধিরাতের জগতে দাঁতবিহীন চাবি নিয়ে এলে জান্নাতের দরজা খোলা যাবে না। দাঁতসহ চাবি নিয়ে আসতে হবে। এইজন্যই কুরআন পাক ঈমান আনার সাথে আমলে সালেহ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই আমলে সালেহ-ই হলো চাবির দাঁত। চাবি হলো কলেম।

নেক কাজের পুরস্কার

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَخْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ امْثَالِهَا إِلَى
سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ - مُتَفَقِّ
عَلَيْهِ

৪০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমদের কেউ যখন উত্তমভাবে (সত্য মনে ও ইখলাসের সাথে) মুসলমান হয়, তখন তার প্রত্যেক সৎকাজে দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত (সওয়ার তার আমলনামায়) লেখা হয়। আর তার অসৎ কাজে এক গুণই (গুনাহ) তার আমলনামায় লেখা হয় আল্লাহর দরবারে পৌছা পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ঈমানের আলামত

٤١ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
الْأَيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرْتُكَ حَسَنَتْكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتْكَ فَإِنَّ مُؤْمِنًا قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَمَا الْأِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَدَعْهُ - رواه أحمد

৪১। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান (নিরাপত্তার আলামত) কি? হজুর বললেন, নেক কাজ করলে ভালো লাগলে ও খারাপ কাজে মন খারাপ হলে তুমি বুঝবে তুমি ঈমানদার। সেই লোকটি আবার জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহের আলামত কি? উত্তরে হজুর বললেন, যখন কোন কাজ তোমার মনে খটকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে তখন মনে করবে এটা গুনাহের কাজ, তাই একাজ করবে না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : রাসূলকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিলো ঈমানের পরিচয় জানা ও বুঝা। ঈমান আছে কিভাবে বুঝবে। তাই হজুর বুঝিয়ে দিলেন, খারাপ কাজ ও আল্লাহর

নিষিদ্ধ কাজ করলে মনে খারাপ লাগে, জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয় তখন বুঝতে হবে ঈমান আছে। ঈমান আছে বলেই মন খারাপ লাগছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ হলো মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যা সে জানে না শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একাজ ঠিক কি বেঠিক। এসব সন্দেহজনক ব্যাপারে ভালো কোনটা জানার উপায় কি? এ ব্যাপারে হজুরের উত্তর ছিলো মুমিনের কল্ব পাক পবিত্র। কাজেই কোন খারাপ বা গুনাহের কাজ করলেই তার মনে খটকা লাগে, অস্তির বেকরার হয়ে যায়। তখনই বুঝবে এ কাজ করা ঠিক নয়। সাথে সাথে এমন কাজ ছেড়ে দেবে। কখনো এ কাজ করবে না।

ঈমান ও ইসলামের কথা

٤٢ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مُعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرْ وَعَبْدُ فَقُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ فَقُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاجَةُ قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خُلُقُ حَسَنٍ قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ الْصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوتِ قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رِبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ قَائِمُ الْجَهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقِرَ جَوَادَهُ وَأَهْرِيقَ دَمَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ الْلَّيلِ الْأُخْرِ . رواه احمد

৪২। হ্যরত আব্দুর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের দাওয়াতের প্রথম যুগে এ দীনে আপনার সাথে আর কে কে ছিলেন? হজুর বললেন, একজন আযাদ ব্যক্তি (আবু বকর) ও একজন গোলাম (বেলাল)। আমি আবার বললাম, ইসলামের আলামত কি? তিনি উত্তর দিলেন, পবিত্র কথাবার্তা বলা ও আহার করানো। আমি আরজ করলাম, ঈমানের কথা কি কি? হজুর বললেন, ছবর ও দানশীলতা বা ঔদার্য। আমি বললাম, কোন মুসলমান ভালো। হজুর বললেন, যার ভাষা ও হাতের কষ্ট থেকে অন্য মুসলমান হিফাজত থাকে। আমি জিজেস করলাম, ঈমানে ভালো জিনিস কি? হজুর বললেন, উত্তম চরিত্র। আমি জিজাসা করলাম, নামাযে কি জিনিস উত্তম? হজুর বললেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি বললাম, কোন হিজরত ভালো? হজুর বললেন, তুমি এমন কাজ ছেড়ে দিবে যাতে তোমার পরওয়ারদিগার অসম্ভুষ্ট হন।

আমি বললাম, জিহাদে উত্তম কি জিনিস? হজুর বললেন, ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুক্তে মারা যায় এবং সেও শহীদ হয়। আমি বললাম, সবচেয়ে উত্তম কোন সময়? তিনি জবাবে বললেন, শেষার্ধ রজনীর শেষাংশ (আহমাদ)।

ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণকারী জানাতী

٤٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَصْلِي الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفرَانَ لَهُ قُلْتُ أَفَلَا أَبْشِرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوا - رواه احمد

৪৩। হযরত মুআয় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, পাঁচ বেলা নামায পড়ে এবং রমযানের রোয়া রেখে আল্লাহর নিকট পৌছেছে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এই শুভ খবর মানুষকে শুনিয়ে দেবো? হজুর বললেন, না, তাদের নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও ও তাদের আমল করতে দাও (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই মাফ করে দেয়ার অর্থ ছোট গুনাহ মাফ করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায়, একথাও আশা করা যেতে পারে, বড় বড় গুনাহও মাফ করে দিতে পারেন। তবে গুনাহ কবিরার শান্তির মেয়াদ শেষ হলেই মাফ ও জান্নাত প্রবেশের যোগ্য হবে।

٤٤ - وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ اللَّهَ وَتَبْغِضَ لَهُ وَتَعْمَلَ لِسَائِنَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ -

رواہ احمد

৪৪। হযরত মুআয় ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমানের উত্তম কথাগুলো কি? হজুর বললেন, কাউকে তুমি ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। আর শক্রতা করলে তাও আল্লাহর জন্যই করবে। তুমি খালিস মনে নিজের জবানকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এছাড়া আর কি আছে? হজুর বললেন, অন্যদের জন্যও ওই জিনিস পসন্দ করো যা নিজের জন্য করো। আর যে জিনিস নিজের জন্য অপসন্দ করো তা অপরের জন্যও অপসন্দ করো (আহমাদ)।

•

بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَيْهِمَاتِ النِّفَاقِ

(কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর আলামত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবচেয়ে বড় গুনাহ

٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُ اللَّهَ نَدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةً أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْتَنُونَ الْآيَةَ - متفق عليه

৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাল্লাম বললেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা। তারপর সেই ব্যক্তি জিজেস করলেন, এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটা? হজুর জবাব দিলেন, তোমার সত্তান তোমার সাথে খাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। আবার জিজেস করলেন, তারপর কোনটা? হজুর বললেন, তোমার প্রতিবেশীর দ্বারা সাথে যেনা করা। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ বলেন, এর সমর্থনে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন : “তারাই আল্লাহর খাস বান্দা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ ডাকে না, যাদের হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তাদের নাহক হত্যা করে না, ব্যভিচারে লিঙ্গ হয় না...” (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে তিনটি কাজকে বড় গুনাহ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ কাজগুলো নৈতিক ও মানবতার দিক দিয়েও খুব গর্হিত। শরীয়াত এসব গুনাহকে কবিরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। কবিরা গুনাহকারীরা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

প্রথম বড় গুনাহ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। শরীক করার অর্থ হলো-জাতে, সিফাতে ও ইবাদাতে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা। এটা বড় শিরক, বড় জুলুম। কুরআনে আছে “শিরক করা বড় জুলুম”।

দ্বিতীয়, আল্লাহর আইন ও বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। চাই নিজ সন্তান হোক বা অন্য কেউ। ভরণ-পোষণের ভয়ে হোক অথবা অন্য কোন কারণে। কোন অবস্থাতেই শরীয়তের কারণ ছাড়া কোন মানুষকে, এমনকি অমুসলিম হলেও, হত্যা করা যাবে না।

তৃতীয়, কারো সাথে ব্যভিচার করাও বড় গুনাহ। চাই প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে হোক বা অন্য কারো সাথে, বিবাহিতার সাথে হোক অথবা অবিবাহিতার সাথে, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিষ্টায়, সর্ব অবস্থায় এ গার্হিত কাজ মহাপাপ।

মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও মিথ্যা শপথ

٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الْأَشْرَكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَقِيَ روَايَةِ أَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَذْلُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ - متفق عليه

৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা কসম করা বড় গুনাহ (বুখারী)। আনাসের বর্ণনায় মিথ্যা শপথের স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাও আছে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের সাথে সাথে মাতা-পিতার অবাধ্য না হবার নির্দেশও রয়েছে। ‘উক্ত’ বলা হয় কষ্ট দেয়াকে। অর্থাৎ অবাধ্য হওয়া যাবে না, এমনকি তাদের কষ্ট হয় এমন কথা ও কাজও তাদের সাথে করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাধ্য থাকতে হবে। মাতা-পিতা যদি কাফেরও হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে তাদের কোন কুফরী নির্দেশ মানা যাবে না। “ওয়াবিল-ওয়ালেদাইনে ইহসান”-এর ব্যাখ্যায় ইহসান বা সন্তানের মধ্যে তিনটি জিনিস দেখানো হয়েছে। (১) তাদের কোন রকম দুঃখ-কষ্ট দেয়া যাবে না। মুখের খারাপ কথাবার্তা দিয়েও নয়, হাতে মারপিট করেও নয়। (২) যতটুকু সন্তুষ্ট শারীরিক পরিশ্রমে, ধনসম্পদ খরচ করে তাদের দেখতে হবে। তাদের খিদমত করতে হবে। (৩) তারা যখন যা চায় ও যা করতে বলে, শরীয়তের সীমা লংঘিত না হলে তাদের হকুম মানতে হবে। কোন কাজে ডাকলে সাথে সাথে তাদের কাছে যেতে হবে। তা না হলে এটা হবে কবিরা গুনাহ।

এখানে হাদীসে “গুম্বুস” বলা হয়েছে। আর তা হলো মিথ্য কসম করা। এর সম্পর্ক অতীতের সাথে। অর্থাৎ যিখ্যা কসম করে বলবে, ‘আমি অমুক কাজটি করিনি, অথচ সে কাজটি করেছে। এটাও কবিরা গুনাহ।

٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَبَيْوَا السَّبْعَ الْمُؤْيَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَوَا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتَمِّ وَالْتَّوْلِيِّ يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ الْغَافِلَاتِ - متفق عليه

৪৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোকসকল! সাতটি ধর্মসাম্মত জিনিস হতে বেঁচে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই সাতটি জিনিস কি? ছজুর বললেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। (২) কাউকে যাদু করা। (৩) আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া। (৬) জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা। (৭) সতী-সাধ্বী ঈমানদার মহিলার বিরণক্ষে ব্যভিচারের বদনাম রটনা করা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা ও প্রকাশ্য সমর্থিত জিনিসগুলোকে মানা, মুখে স্বীকার করা, আরোপিত ফারায়েয়ের উপর আমল করাও ঈমানের অংশ। আর এসব প্রকাশ্য সমর্থিত কোন একটি জিনিসকে অস্বীকার করা কুফরী। এসব জিনিসের কোন একটিকে অস্বীকার করে বাকীগুলোকে মানলেও সে কুফরীই করলো। তাছাড়া ওলামায়ে কিরাম ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কুফরী শুধু কথার সাথেই সম্পর্কিত নয়, কাজ-কর্মেও কুফরীর প্রমাণ হতে পারে। কাজেই এই হাদীসে বর্ণিত ধর্মসাম্মত সাতটি জিনিস থেকে মুসলমানকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে গুনাহ করীরা হবে। আল্লাহ মাফ না করলে এসব কাজের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজগুলোকে ধর্মসাম্মত কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

নিঃকৃষ্টতম গুনাহ করার সময় ঈমান বাকী থাকে না

٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ النَّسَارِي حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ

فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَايَاكُمْ أَيَاكُمْ - متفق عليه وفي رواية ابن عباسٍ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عَكْرَمَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورٌ إِلَيْمَانٌ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

৪৮। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যিনাকারী যখন যিনা করে তখন তার ঈমান বাকী থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পান করে তখন তার ঈমান বাকী থাকে না। ডাকাত ও ছিনতাইকারী মানুষের চোখের সামনে প্রকাশে যখন ডাকাতি ও ছিনতাই করে, তার ঈমান থাকে না। এভাবে গণিষাতের মাল খিয়ানতকারী যখন খিয়ানত করে, তার ঈমান থাকে না। সাবধান! তোমরা এসব শুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকো (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে আবুসের বর্ণনায় একথা ও আছে, হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে সময়ও তার ঈমান থাকে না। হ্যরত ইকরিম (র) বলেন, আমি ইবনে আবুস রাদিআল্লাহু 'আনহু থেকে এই বর্ণনা শুনার পর জিজেস করলাম, ঈমান তার থেকে কিভাবে পৃথক করে নেয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে (একথা বলে) তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো পরম্পরের মধ্যে চুকিয়ে আবার পৃথক করে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, যদি সে তঙ্গো করে তাহলে ঈমান আবার তার মধ্যে ফিরে আসে, একথা বলে আবার তিনি দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরম্পর চুকিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, (এই হাদীসের অর্থ হলো) ওই ব্যক্তি (শুনাহ করার সময়) কামেল মুমিন থাকে না। তার থেকে ঈমানের আলো দূর হয়ে যায় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : মুমিনের 'কল' খুবই পাক-পবিত্র ভাষার। এতে শুধু ঈমানের নূরই স্থান পায়। ঈমানের পরিপন্থী কোন জিনিস এই পবিত্র ভাষারে স্থান পায় না। ঈমানের আলো তা বরদাশত করতে পারে না। শয়তানের দুর্দমনীয় প্ররোচনায় কোন মুমিন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে এই ধরনের শুনাহে লিঙ্গ হলে পবিত্র কলবে ঈমানের নূর বসে থাকতে পারে না, যেমনটি এই শুনাহর কাজ করার আগে ছিলো। ঈমানের এই চলে যাওয়া ও ফিরে আসার স্বরূপটি হ্যরত ইকরিমার এক প্রশ্নের জবাবে হ্যরত ইবনে আবুস রাদিআল্লাহু 'আনহু দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরম্পর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ঈমান কিভাবে 'কলবে' থাকে, আবার

আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিয়ে দুই হাত আলাদা করে ঈমান কিভাবে দূর হয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এসব শুনাহগার ওই সময় পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না।

মুনাফিকের আলামত

٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّهُ
الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ زَادَ مُسْلِمًّا وَأَنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَ أَذَا
حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمَنَ حَانَ .

৪৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, চাই সে নামায পড়ুক ও রোয়া রাখুক এবং মুসলমান হবার দাবী করুক। এরপর বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেন : (১) সে যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে, তা ভঙ্গ করবে এবং (৩) যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, তার খিয়ানত করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ঈমান ও কুফরীর মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন রকম আছে, ঠিক তেমনি মুনাফেকেরও বিভিন্ন রকম আছে। এক রকম মুনাফেকী হলো ইতেকাদী মুনাফেকী। প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো প্রকৃত মুনাফেকী। এরা প্রকাশ্যে তাওহীদ, রিসালাত, ফেরেশতা, হাশর-নশরের উপর ঈমান রাখার দাবী করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এসবে পুরাপূরী অবিশ্বাস করে। এই নিফাক হজুরের সময় মদীনায় ছিলো। এরা কাফেরের চেয়েও অধিম। এদের শাস্তি ও কাফেরের চেয়ে বেশী। কুরআনে এসব মুনাফিকের উল্লেখ আছে। দোষখে এরা কাফেরদের নীচে থাকবে।

আর এক রকম মুনাফেকী হলো, যেসব লোকের মধ্যে মুনাফিকদের অভ্যাস, রেওয়াজ, চাল-চলন ও পদ্ধতি পাওয়া যায় তাদেরও মুনাফিক বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এদের অধিকাংশ কথাবার্তা এমন যা মানুষের নৈতিক ও আমলী জীবনকে কল্পিত করে দেয়, যা ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, আমানত ও দিয়ানতের বিপরীত। তাই ঈমান ও ইসলামের সাথে এদের কোন মিল নেই। মুসলমানদের জীবনে পতন এলে তারা এসব পদ্ধতির অবমূল্যায়ন করে, যা মুনাফেকদের অভ্যাস ছিলো। তাই শরীয়ত প্রণেতা মুনাফেকের আর এক ধরন নামকরণ করেছেন। আর তা হলো আমলী মুনাফেকী। এই হাদীসে এই শেষের ধরনটি বুঝিয়েছেন। উন্নত চরিত্রের মুমিন হবার জন্য এসব ক্রটি দূর করার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ দিয়েছেন।

ଚାରଟି କଥା ମୂନାଫିକ ବାନାଯ

୫୦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَّنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا حَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِمْنَ خَانَ وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه

୫୦ । ହୃଦୟର ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍�ଲାହ ଇବନେ ଆମର ରାଦିଆଲ୍‌ଗ୍ଲାହ 'ଆନହ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ସାଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍‌ଗ୍ଲାମ ବଲେଛେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଚାରଟି ଜିନିସ ପାଓଯା ଯାବେ ମେ ନିରେଟ ମୁନାଫେକ । ଆର ଯାର ମଧ୍ୟେ ଏ ଚାରଟିର ଏକଟି ଜିନିସ ପାଓଯା ଯାବେ ତାର ମଧ୍ୟେ ମୁନାଫେକେର ଏକଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେ ଏଟା ପରିତ୍ୟାଗ ନା କରବେ । ଆର ଏହି ଚାରଟି ଜିନିସ ହଲୋ ୪ (୧) ତାର କାହେ ଆମାନତ ରାଖା ହଲେ ମେ ଥିଯାନତ କରେ, (୨) ଯଥନ କଥା ବଲେ, ମିଥ୍ୟା ବଲେ, (୩) ଯଥନ ଓୟାଦୀ କରେ, ଭଙ୍ଗ କରେ ଏବଂ (୪) ଯଥନ ଝାଗଡ଼ା କରେ ଗାଲିଗାଲାଜ କରେ ।

୫୧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً -

ରୋହ ମୁସଲିମ

୫୧ । ହୃଦୟର ଇବନେ ଓମର ରାଦିଆଲ୍‌ଗ୍ଲାହ 'ଆନହ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ସାଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍‌ଗ୍ଲାମ ବଲେଛେନ, ମୁନାଫେକେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓଇ ବକରୀର ମତୋ ଯା ଦୁଇ ବକରୀର ପାଲେର ମଧ୍ୟେ ନରେର ଖୋଜେ ଏକବାର ଏହି ପାଲେ ଝୁକେ ଆର ଏକବାର ଓଇ ପାଲେ ଝୁକେ (ମୁସଲିମ) ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂରିଛେଦ

୫୨ - عَنْ صَفுوْنَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقْلِبْ نَبِيًّا أَنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَنْ تِسْعَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرُقُوا وَلَا تَرْتَبُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِرَبِّيِّ إِلَى

ذی سُلْطَانِ لِيَقْتُلُهُ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَّوَا وَلَا تَنْفَذُوا مُحْصَنَةً وَلَا
تُولُوا لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرِّزْحُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةُ الْيَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السُّبْتِ
قَالَ فَقَبِيلًا يَدِيهِ وَرَجْلِيهِ وَقَالَا نَشْهُدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبَعُونِيَ
قَالَا إِنَّ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَسُولَهُ أَنْ لَا يَرَأَلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيًّا وَإِنَّا نَخَافُ
إِنْ تَبْعَنَا كَمَا تَقْتَلَنَا الْيَهُودُ - رواه الترمذى وابو داود والنسائى

۵۲ । হ্যরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী তার সাথীকে বললো, এসো, এই নবীর কাছে যাই । তার সাথী বললো, তাকে নবী বলো না । কারণ সে যদি তা শনে (যে, ইয়াহুদীরা তাকে নবী মানে) তাহলে সে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়বে । যাক তারা দুইজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো এবং তাঁকে নয়টি স্পষ্ট হকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (১) তোমরা কাউকে আল্লাহর শরীক বানাবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) যেনা করবে না, (৪) যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, (৫) নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করবার জন্য (মিথ্যা অভিযোগ এনে) আদালতের সম্মতীন করবে না, (৬) যাদু করবে না, (৭) সূদ খাবে না, (৮) সতী-সার্কী নারীর উপর যেনার মিথ্যা অভিযোগ আনবে না এবং (৯) যুক্তের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসবে না । আর হে ইয়াহুদীরা ! তোমাদের জন্য বিশেষ করে হকুম হলো, শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর হকুমের সীমা লংঘন না করা । বর্ণনাকারী বলেন, (এই কথা শনে) উভয় ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাতে-পায়ে চুমু দিলো এবং বললো, আমরা সাক্ষ দিছি, সত্যি সত্যি আপনি আল্লাহর নবী । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার অনুগামী হতে তোমাদের বাধা কিসের ? তারা বললো, সত্যি কথা হলো দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, তার বংশে যেনো সব সময় নবী জন্মহণ করেন । তাই আমরা ভয় করি, যদি আমরা আপনার অনুসারী হই তাহলে ইয়াহুদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসাঈ) ।

৩. ব্যাখ্যা : এই দুই ইয়াহুদী যে নয়টি স্পষ্ট হকুমের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছিলো সেগুলো হয়তো এই নয়টি ব্যাপার ছিলো যা তিনি তাদেরকে শনিয়েছেন অথবা তারা মুসা আলাইহিস সালামের নয়টি মুজেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলো । কিন্তু এসব মুজেয়ার কথা কুরআন মজিদে বিশদভাবে উল্লেখ আছে । তিনি নয়টি জরুরী বিষয়ে তাদের বললেন । অথবা তাদের প্রশ্নের নয়টি জিনিসের কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে নতুন

করে এই নয়টি জিনিস বলে দিয়েছেন। ওইগুলো খুবই মশहুর হবার কারণে বর্ণনাকারী এখানে বর্ণনা করেননি। এরপর নয়টি কথা দ্বারা বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই ইয়াহুদীকে সঞ্চাহের দিন অর্থাৎ শনিবারের হকুমের ব্যাপারে সীমা লংঘন না করার জন্য বলেছিলেন, তাৰ ব্যাখ্যা হলো : প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ সঞ্চাহে একটি দিন ইবাদত-বন্দেগীৰ জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। ইয়াহুদী জাতিৰ জন্য এই দিন ধার্য ছিলো শনিবার। তাদেৱ হকুম দেয়া হয়েছিলো এদিন আল্লাহৰ ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকতে। এই জাতি বড় শিকারপ্রিয় ছিলো। তাই তাদেৱ এ দিন শিকার কৰতে নিষেধ কৰে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাৰা শিকার-প্রিয়তাৰ তাড়নায় এই হকুমেৰ গুৰুত্ব রক্ষা কৰতে পাৱেনি। মাছ শিকার ইত্যাদি তাৰা এই দিনে কৰতে শুক্র কৱলো। বাৰবাৰ হঁশিয়াৰ কৰার পৱও তাৰা এই অপকৰ্ম হতে বিৱত থাকতে পাৱেনি। অবশেষে আল্লাহ তাদেৱ ঘিৰে ধৱলেন। তাই এই দুই ইয়াহুদীকে এই দিন সম্পর্কে বিশেষভাৱে হঁশিয়াৰ কৰে দিলেন। তাৰা যেনো এই দিনেৰ ব্যাপারে আল্লাহৰ যে হকুম আছে তা লংঘন না কৰে।

তিনটি কথা ঈমানেৰ ভিত্তি

٥٣ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثٌ مِّنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُّذْبَغَنِيَ اللَّهُ أَنِّي أَنْ يُقَاتِلَ أَخْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدُّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْزُ جَاهِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ - رواه

ابو داود

৫৩। হয়ৰত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কথা ঈমানেৰ মূল ভিত্তি। (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইলাল্লাহ স্বীকার কৰে নেবে তাৰ উপৰ হস্তক্ষেপ কৱা থেকে বিৱত থাকতে হবে। কোন গুলাহৰ কাৰণে তুমি তাকে কাফেৱ বলো না। কোন আমলেৱ কাৰণে তুমি তাকে ইসলাম থেকে খারিজ কৱো না (যে পৰ্যন্ত স্পষ্ট কোন কুফৰী কাজ সে না কৱে)। (২) আৱ যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে নবী কৰে পাঠিয়েছেন সেদিন থেকে জেহাদ, (কিয়ামত পৰ্যন্ত) এই জিহাদ জারী থাকবে, যাৰত না এই উশ্মাতেৱ শেষ দিকেৱ লোকেৱা দাঙ্গালেৱ সাথে যুৰ্জ কৱবে। কোন জালিম বাদশাহৰ বেইনসাফী অথবা কোন আদেল বাদশাহৰ ইনসাফ এই জিহাদকে বজা কৰতে পাৱবে না। (৩) তাকদীৱেৱ উপৰ ঈমান।

ব্যাখ্যা : কোন মুসলমানকে কাফির বলা নিষেধ এ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হলো। কোন অমুসলিমকে যেমন মুসলমান বলা যাবে না, সে যতো ভালো কাজই করুক না কেনো, ঠিক একইভাবে কোন মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না, সে যতো খারাপ কাজই করুক না কেনো। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুফরী আকিদার ঘোষণা না দেবে। কোন গুনাহর কারণে তাকে কাফের বলবে না।

এই হাদীসে মুনাফেকদের একটি ভাস্ত ধারণারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুনাফেকরা মনে করতো, ইসলামী রাষ্ট্র মাত্র কয়েক দিনের। রাসূলের পর জিহাদ বক্ষ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ত্রুট্যতও খতম হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের এই ধারণা ভুল। বরং কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারী থাকবে। কোন সময়েই জিহাদ বক্ষ হবার নয় (আহমাদ)।

٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ الْعَبْدَ خَرَجَ مِنْهُ الْأَيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظَّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْأَيْمَانُ - رواه الترمذى وابو داود

৫৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বাদ্দাহ যখন যেনা করে তখন তার অস্তর থেকে ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর ছায়ার মতো লটকিয়ে থাকে। যখন সে এই গুনাহর কাজ থেকে অবসর হয় তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

দশটি কথার উসিয়াত

٥٥ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَنْ قُتِلَتْ وَحْرَقَتْ وَلَا تَعْقَنْ وَالدَّيْكَ وَأَنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَشْرُكَنَ صَلْوَةً مُّكْتُوبَةً مُّتَعَمِّدًا فَإِنْ مَنْ تَرَكَ صَلْوَةً مُّكْتُوبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذَمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرِينَ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَأَيْكَ وَالْمَغْصِبَةِ فَإِنْ بِالْمَغْصِبَةِ حَلَ سَخْطُ اللَّهِ وَأَيْكَ وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ

فِيهِمْ قَاتِلُتْ وَأَنْفَقْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طُولِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبَأْ
وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ - رواه احمد

৫৫। হ্যরত মুআয় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন। তিনি বলেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। (২) পিতা-মাতার নাফরমানী করবে না, যদিও মাতা-পিতা তোমাকে তোমার পরিবার হতে বের করে দেয় বা তোমার ধন সম্পদ ত্যাগ করার হুকুম দেয়। (৩) স্বেচ্ছায় কোন ফরয নামায ছেড়ে দিয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেন। (৪) মদ খাবে না। কারণ মদ সকল অশুলিতার মূল। (৫) আল্লাহর নাফরমানী ও শুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ নাফরমানী করলে আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনো পলায়ন করবে না, সাথের লোক মরে গেলেও। (৭) মানুষের মধ্যে মৃত্যু (বালার মতো) ছড়িয়ে পড়লে আর তুমি তখন ওখানে বিদ্যমান থাকলে, ওখান থেকে ভেগে যেও না। (৮) শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবারের জন্য খরচ করবে। (৯) পরিবারের লোকদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেবার জন্য শাসন করা চিল্ডনিবে না। (১০) আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তাদেরকে ভয় দেখাতে থাকবে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : শিরক একটি বড় শুনাহ। খারাপের দিক দিয়ে শিরক কতো খারাপ ও পরকালের দিক দিয়েও শিরক কতো বড়ো ধৰ্মসাম্বক ব্যাপার তা বুঝা যায়, বারবার হাদীসে এর থেকে ফিরে থাকার তাকিদ থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত মুআয়কে বলেছেন, ‘তোমার জীবন সংহারের অথবা আগুনে পুড়িয়ে মারার আশংকা থাকলেও তুমি তাওহীদের ব্যাপারে নিজের বন্ধুমূল আকীদা হতে এক বিন্দুও সরে যাবে না। মাতাপিতার আদেশ ও ফরমাবরদারীকেও শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই হাদীসে। কালামে পাকে আল্লাহ নিজেও এ ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন। শুরুত্ব বুঝাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা-বাপ যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যাবার অথবা তোমার ধন-সম্পদের দাবী প্রত্যাহার করার কথাও বলে তাহলে তাও করবে, তবুও তাদের কথা অমান্য করবে না। তবে হারাম কাজের নির্দেশ দিলে সন্তানগণ তা মানতে বাধ্য নয়। এভাবে এই হাদীসে ফরয নামাযের শুরুত্ব, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তে গেলে, জীবন গেলেও যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার কথা বলা হয়েছে। কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে ওখান থেকে ভেগে যেতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এটা একটা ইতেকাদী ব্যাপার। বালা-মসিবত ছড়িয়ে পড়লে লোকেরা ভয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ওই জায়গা হতে

পালাতে থাকে। আল্লাহর হকুম ছাড়া কিছু হয় না। তাকদীরে যা আছে তা-ই হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন জায়গায় ওইরূপ মহামূর্তী ছড়িয়ে পড়লে, বাইরে থেকে ওখানে যেতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

٥٦ - وَعَنْ حُذِيفَةَ قَالَ أَنَّمَا النَّفَاقُ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ - رواه البخاري

৫৬। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নেফাকের হকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন হয় তা কুফরী হবে অথবা ঈমানদারী হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কোন কোন কল্যাণের দিক চিন্তা করে তিনি মুনাফেকদের মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। তাদের শত্রুতা, চক্রান্তকে এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু এখন সে হকুম অবশিষ্ট নেই। এখন যদি কোন নামে মুসলমানের মধ্যে মুনাফেকী প্রকাশ পায়, কোন নামধারী মুসলমান, ইসলামের ও মুসলমানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ আছে বলে প্রকাশ পায় তাহলে তাদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাহার প্রকাশে ‘মুঘিন নয়’ ঘোষণা দিতে হবে। বরং তারা ‘মুনাফেক’, ‘কাফের’ ও ‘মুরতাদ’, সাধারণ মুসলমানকে একথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সাথে মুরতাদের আচরণ করতে হবে।

(٢) بَابُ الْوَسْوَسَةِ (ওয়াস ওয়াসা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াসওয়াসার ক্ষমা

٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَوَّزُ عَنْ أَمْتِنِي مَا وَسْوَسْتَ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَشَكَّلْ مِنْ عَلَيْهِ

৫৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার

উচ্চাতের মনে উথিত ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ-সংশয় মাফ করে দেন, যতক্ষণ না তারা তা বাস্তবে আমল করে অথবা তা আলোচনা করে (বুখারী ও মুসলিম)।

৫৮ - وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ أَنَا نَجَدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَعَاطِنَا أَحَدُنَا أَنْ يُتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ أَوْقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْأَيْمَانِ . رواه مسلم

৫৮। আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবা তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে আরব করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাঝে মাঝে আমাদের মনে এমন কিছু কথা (ওয়াসওয়াসা) উথিত হয়, যা মুখে উচ্চারণ করাও আমরা ভয়ংকর মনে করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সত্য তোমরা কি তা এমন গুরুতর বলে মনে করো? সাহাবারা বললেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো স্পষ্ট ঈমান (মুসলিম)।

৫৯ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ قَلِيلَتَعِدُ بِاللَّهِ وَلِيَنْتَهِ - متفق عليه

৫৯। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান আসে এবং বলে, অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করেছে, অমুক জিনিসকে সৃষ্টি করেছে, এমনকি সে বলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেলে তার উচিত আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং এই ধারণা থেকে বিরত থাকা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : শয়তান মালউল মানুষের রূহানী উন্নতির পথে বড় বাধা ও শত্রুতা পোষণকারী। তাদের মূলনীতিই হলো আল্লাহর যাত ও সিফাতের ব্যাপারে ঈমান পোষণকারীদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দেয়। তারা এই কৌশলের মাধ্যমে মানুষের নেক আমলেও বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। শয়তান মানুষকে নানাভাবে শয়তানী কাজে উক্তিয়ে দেয়, ওয়াসওয়াসার উদ্দেক করে, চিন্তাধারায় বিভাসি ছড়ায়। যাদের মন-মগজে ও চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর যাত ও সিফাতের উপর বদ্ধমূল ঈমান গেড়ে বসেছে তারা শয়তানের ধোকাবাজি ও ওয়াসওয়াসায় বিভাস হয় না, বরং এই সন্দেহ সৃষ্টির পাঁয়তারা দেখলেই এসব শয়তানের কাজ বলে

বুঝতে পারে। সাথে সাথে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকে। আল্লাহর রাসূল এইসব অবস্থায় আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবার হিদায়াত করেছেন। মানুষকে শয়তানের ওয়াসওয়াসার ব্যাপারেও এই একই নির্দেশ।

٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَأُ النَّاسُ
يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ
ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيَقُولُ أَمْنَتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - متفق عليه

৬০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ সব সময় পরম্পর জিঞ্চাসাবাদ করতে থাকে, এসব মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? অতএব যে ব্যক্তির মনে এই ধরনের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় সে যেনো বলে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : শয়তানের সৃষ্টি ওয়াসওয়াসা হতে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মন-মগজে আল্লাহ সম্পর্কে শয়তান এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করবে। আল্লাহ সব সময় আছেন। সব সময় তিনি থাকবেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, বরং সমস্ত জগত ও জগতের সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এভাবে ঈমানের ঘোষণা দিলে শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি শয়তান ও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে

٦١ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
قَالُوا وَأَيَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيَايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا
يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ - رواه مسلم

৬১। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে একটি জিন শয়তান ও একজন ফেরেশতা সাথী হিসাবে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার

সাথেও? তিনি বললেন, আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে জিন শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার অনুগত হয়ে আমাকে কল্যাণের পরামর্শই দেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্মকথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই মোয়াক্কেল থাকে। এর থেকে একজন ফেরেশতা। এই ফেরেশতা মানুষকে কল্যাণের পথ বলে দেয়। বিভ্রান্তি ও ওয়াসওয়াসার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষকে নেক কাজের নির্দেশনা দেয়। তার দিলে ভালো চিন্তার উদ্দেশ্য করে।

আর একজন হলো শয়তান। শয়তান সব সময় মানুষকে ধোকা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। খারাপ পথের নির্দেশনা দেয়। গুনাহ ও অকল্যাণের পথে ধাবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট করে। এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬২ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْأَنْسَانِ مَجْرَى الدُّمِ - متفق عليه

৬২। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শয়তান মানুষের মধ্যে এমনভাবে দৌড়ানোড়ি করে যেমন রংগের মধ্যে রং প্রবাহিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ শয়তান মানুষকে ধোকায় ফেলতে ও বিভ্রান্ত করতে পূর্ণ শক্তি রাখে। এমনকি শয়তান ভালো মানুষের ছন্দোবরণে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কল্যাণের ও নেকীর পথে চলতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মানুষের রংগে চুকে চুকে মানুষের মন-মানসিকতাকে কলুষিত করে তোলার প্রাণপন চেষ্ট করে।

জন্মের সময়ই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায়

৬৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمْسِهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَنْ شَيْطَانٌ غَيْرُ مَرِيمَ وَابْنِهَا . متفق عليه

৬৩। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বলি আদমের এমন কোন সন্তান নেই যার জন্মের সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে না। আর এজনই বাক্ষা চিত্কার দিয়ে উঠে। কেবল বিবি মরিয়ম ও তার পুত্র (ইসা আ) ব্যতীত (তাদের শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ শয়তানের স্পর্শ করার অর্থ হলো, জন্মের সময় শয়তান সদ্যজাত শিশুকে নিজের আঙুল দিয়ে সজোরে আঘাত করে। এই শয়তানী কাজের শিকার হয়ে শিশু ব্যথায় কেঁদে উঠে। শুধু হযরত মরিয়ম ও তাঁর সন্তান হযরত ইসা আলাইহিস সালাম শয়তানের এই শয়তানী কাজ থেকে পরিদ্রাশ পেয়েছিলেন। হযরত মরিয়মের মা নিজের ও সন্তানদের জন্য দোয়া করেছিলেন শয়তান থেকে হিফাজতে থাকার জন্য। এর ফলেই মা ও বেটা এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান। হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য হলো জন্মের সাথে সাথেই শয়তান মানুষের পেছনে লেগে যায় তাকে বিভাস্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য। কাজেই এই জাতশত্রু হতে মানুষকে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাতে হবে।

**٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِبَاحَ الْمَوْلُودِ
حِينَ يَقْعُ نَزْغَةً مِنَ الشَّيْطَانِ - متفق عليه**

৬৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জন্মের সময় বাচ্চা কাঁদে এইজন্য যে, শয়তান তাকে খোঁচা মারে।

স্বামী-ঝীর মধ্যে শয়তান তার খুশীমতো কাজ করে

**٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْلِيسَ
يَضْعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَاهُ يَفْتَنُونَ النَّاسَ فَإِذَا هُمْ مِنْهُ مَنْزَلَةً
أَعْظَمُهُمْ فَتَنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَّا وَكَذَّا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا
قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ
فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْزِمُهُ - رواه مسلم**

৬৫। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইবলিস সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। এরপর ওখান থেকে তার বাহিনী মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারিদিকে প্রেরিত হয়। বাহিনীর সেই শয়তানই তার সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ, যে শয়তান মানুষকে বেশী ফিতনায় লিঙ্গ করতে পারে। এদের একজন ফিরে এসে বলে, আমি অমুক অমুক ফেতনার সৃষ্টি করেছি। এর জবাবে ইবলিস বলে, তুমি কিছুই করতে পারনি। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর এদের আরেকজন আসে আর বলে, আমি এক দম্পত্তির

মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কথা শুনে ইবলিস তাকে নিজের কাছে বসায় আর বলে, তুমি ভালো কাজ করেছো। হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে ইয়, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকটে বসায়'-এর স্থলে "ইবলিস তাকে সঙ্গী বানায়" বলেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর অর্থ তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদের জের ধরে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে তার অলঙ্ক্ষে তার মুখ দিয়ে এমন শব্দ বেরিয়ে আসবে যার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। তালাক হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর উপরে হারাম হয়ে যায়। শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, স্বামী অজ্ঞতার কারণে এখনো তাকে হালাল মনে করবে। নিজের স্ত্রী মনে করে তার সাথে সহবাস করবে। এভাবে সে মানুষকে দিয়ে হারাম কাজ করাতে থাকবে।

আরব উপর্যুক্তে তাওহীদের মজবুত ভিত্তি

٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ الْمُصْلِحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّ فِي التُّخْرِيشِ بَيْنَهُمْ -

রواه مسلم

৬৬। হয়রত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাজিরাতুল আরবের মুসল্মানদের ইবাদত লাভের ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ছড়াবার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : জাজিরাতুল আরবের মুসলমানদের মনে ঈমান ও ইসলামের শিকড় বেশ মজবুত হয়ে গেছে। তাওহীদের কলেমা এখানকার মানুষের মন-ঘর্গজে এমনভাবে বসে গেছে যে, এখানে শিরক-বিদআতের চর্চা আর কেউ করাতে পারবে না। এই ব্যাপারে শয়তানও নিরাশ হয়ে পড়েছে। এদের দিয়ে শিরকের কাজ করানো যাবে না। অবশ্য তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে, তুলিয়ে। শয়তানী কাজে লিঙ্গ করতে পারবে। বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা ছড়াতে পারবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٦٧ - عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنِّيْ أَحَدَثُ نَفْسِيْ بِالشَّيْءٍ لَأَنَّ أَكُونَ حُمَّمَةً أَحَبُّ إِلَيْيَ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ - رواه أبو داود

৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হায়ির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মধ্যে এমন কুধারণা পাই যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে আগুনে জুলে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশী প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শোকর যে, আল্লাহ (তোমার) এ ধারণাকে ওয়াসওয়াসায় সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : শয়তান এই সাহাবীর মনে হয়তো কোন বড় গুনাহর কাজের খেয়াল জগ্রত করে দিয়ে থাকবে। তাই তার মনে ঈমানের কারণে বড় অস্ত্রিতা দেখা দিয়েছিলো। তিনি দ্রুত রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অস্ত্রির হবার প্রয়োজন নেই। এটা তো আল্লাহর বড় মেহেরবানী। তোমার মধ্যে ঈমানের অনুভূতি ও সচেতনতা জেগে উঠেছে। তোমার মন এই কুধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়াসওয়াসার সীমা অতিক্রম করে কোন গুনাহর কাজ করেনি। মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে, যতক্ষণ সেই কাজ করা না হবে, তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

নিজের মধ্যে নেক কাজের সাড়া পেলে শোকর করো। ওয়াসওয়াসার সময় আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

٦٨ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّا بَأْنَى آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّا قَامَ لَمَّا الشَّيْطَانُ فَإِيَّاعًا بِالشَّرِّ
وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّا الْمَلَكُ فَإِيَّاعًا بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ
ذَلِكَ فَلَيَعْلَمَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلِيَحْمَدَ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلَيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ الشَّيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ - رواه
الترمذى وقال هذا حديث غريب .

৬৮। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপরই শয়তানের একটি অবতরণস্থল আছে। একইভাবে ফেরেশতারও একটি অবতরণস্থল আছে। শয়তানের অবতরণস্থল হলো, সে মানুষকে খারাপ কাজের দিকে উঞ্চানি দেয়, আর সত্যকে মিথ্যা বানায়। ফেরেশতাদের অবতরণস্থল হলো, তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে উৎসাহিত করে, আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ফেরেশতাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অবস্থা নিজের মধ্যে পায়, তাকে

বুঝতে হবে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনা পায় সে যেনো অভিশঙ্গ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তারপর তিনি এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াত তিলওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং বেহায়াপনায় লিঙ্গ হতে নির্দেশ দেয়” (সূরা বাকারা : ২৬৮)। এই হাদীসটি তিরমিয়ী নকল করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি গুরীব।

ব্যাখ্যা : ফেরেশতারা উৎসাহিত করে অর্থ হলো - তারা নেক ও কল্যাণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পুরুষার পাবার আশা যোগায়। মানুষের বিবেচনায় একথা জাগিয়ে তোলে যে, আল্লাহর সত্য দীনই মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির যিষ্মাদার। আল্লাহর রাসূল যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এতেই মানবজাতির দুনিয়া ও আধিরাতের মুক্তি নিহিত। নিজের কামিয়াবীর প্রত্যাশী হলে খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকো এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হও।

শয়তানের উৎসাহিত করার মর্ম হলো, তারা মানুষকে সব সময় আল্লাহর পথকে কঠিন করে দেখায়, স্বার্থ সিদ্ধির শয়তানী পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে। শয়তানী ‘ওয়াসওয়াসার’ মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আধিরাতসহ মূল ইতেকাদী জিনিসের উপর সন্ধিক্ষণ করে তোলে। নেক কাজকে ক্ষতিকর রূপ দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরে। আর বদ কাজকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে লাভালাভের উজ্জল দিক তুলে ধরে এদিকে ওদিকে এগুবার জন্য টানতে থাকে।

ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানকে ধূধূ মারো এবং আল্লাহর আশ্রয় চাও

٦٩ - وَعَنْ لِبِيْسِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرَأُ
النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَإِذَا قَاتَلُوا
ذَلِكَ فَقَوْلُوا إِنَّ اللَّهَ أَحَدُ اللَّهِ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
ثُمَّ لِيَتَفَلَّ عنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلِيَسْتَعْدِ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - رواه أبو
داود وَسَنَدُكُرْ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ فِي بَابِ حُطْبَةِ يَوْمِ النُّحْرِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى .

৬৯। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) অশ্র করতে থাকবে। সর্বশেষ জিজেস করবে, সমস্ত

মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে তোমারা বলবে : আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাউকে জন্ম দিয়েছেন আর না কেউ তার জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তারপর নিজের বাম দিকে থু থু মারো। শয়তান মরদুদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও (আবু দাউদ)। মিশকাতের লেখক বলেন, ওমর ইবন আহওয়াসের বর্ণনা যা মাসাবীহর লেখক এখানে নকল করেছেন, আমি একে খুতবাতে ইয়াওমুন-নাহার অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে।

٧. عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَّ يَرِحَ النَّاسُ
يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ .
رواه البخاري ولمسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما
كذا كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل .

৭০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মানুষেরা পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে (অর্থাৎ শয়তানী ওয়াসওয়াসায় তাদের মনে এমন খেয়াল সৃষ্টি হয়) যে, প্রত্যেক জিনিসকে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে মহান আল্লাহ রববুল আলায়ানকে কে সৃষ্টি করেছে (বুধারী)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন : আপনার উপরের লোকেরা (যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে বাঁচার জন্য হঁশিয়ার না থাকে তাহলে প্রথমে এরূপ বলবে) যে, এটা কি? আর এটা কিভাবে হলো? অর্থাৎ মাখলুকাতের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও খোজ-খবর নিবে। অতঃপর একথা বলবে, সকল জিনিসকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে?

নামাযের সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসা

٧١ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلْوَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يُلْبِسُهَا عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْبَرٌ فَإِذَا أَخْسَسْتَهُ فَتَعْوِذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
وَأَنْفَلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَادْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّيْ - رواه مسلم

৭১। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নামায ও আমার কিরায়াতের মধ্যে শয়তান আড় হয়ে দাঁড়ায়। সে আমার মনে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এগুলো হলো ওই শয়তান যাকে ‘খিনজাব’ বলা হয়। তোমার (মনে) এমন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হলে তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয চাইবে, আর বাঁদিকে তিনবার খুপু নিষ্কেপ করবে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ অনুযায়ী আমি এরূপ করেছি। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহসংশয় হতে হিফায়ত করেছেন।

সন্দেহমুক্ত মনে নামায পড়ো

৭২ - وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ أَنِّي أَهُمْ فِي صَلَوتِنِي
فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَى لَهُ أَمْضَ فِي صَلَوتِكَ فَأَنِّي لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنِّكَ
حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتَمْتَ صَلَوتِيْ - رواه مالك .

৭২। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তার কাছে এক লোক আরয করলো, নামাযে আমার মনে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এতে আমার বড় কষ্ট হয়। তিনি বললেন, এ ধরনের খেয়ালের প্রতি ড্রুক্ষেপ করো না, নিজের নামায পুরা করো। কারণ সে (শয়তান) তোমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে না, যাবত না তুমি তোমার নামায থেকে অবসর হয়ে বলবে, আমি আমার নামায পুরা করতে পারলাম না (মালেক)।

ব্যাখ্যা : ঈমানের প্রমাণ হলো ইবাদত। আর নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। এইজন্যই শয়তান নামাযে মুমিনের মনে নানা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে দিয়ে নামায নষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে। নানা খটকা নামাযে সৃষ্টি করে। একমনে একধ্যানে যেনো নামায পড়তে না পারে, সেজন্য নামাযীকে ধোকায ফেলবার সাধনা করে। নামাযের নিয়ত বাঁধলেই ঘন-মগজে গোটা দুনিয়ার নানা খেয়াল এক এক করে তার মনে জাগিয়ে দেয়। যে কথা কোন সময় মনে উঠে না সে কথা মনে উঠিয়ে দেয়। বাজারের যে হিসাব মিলাতে পারে না তা নামাযে শয়তান মিলিয়ে দেয়। কোন সময় মনে হয় নামায পূর্ণ হয়নি, এক রাকয়াত কি দুই রাকয়াত ছুটে গেছে। কোন সময় আবার শয়তান বলে দেয়, নামায শুন্দ হয়নি। অমুক রোকন

ছুটে গেছে। কিরায়াতে অমুক আয়াত বাদ পড়েছে। এমনকি কোন কোন সময় অতি মোগাকীর ভান করে বলে, তোমার তো মন নামাযে হায়ির ছিলো না। এই নামাযে কি হবে? আবার পড়ো।

এসব ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ দূর করার একমাত্র উপায় হলো, এসব কথার প্রতি মাঝই লক্ষ্য আরোপ না করা। শয়তানকে বলা, তুই দূর হয়ে যা। আমি নামায না পড়লে তোর ক্ষতি কি? তুই তো তাই চাস। ভুক্ষেপ করলেই বিপদ।

(۳) بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقُدْرَ

(তাকদীরের উপর ইমান)

তাকদীরের উপর ইমান আনা ফরয। ইমানদার বলে দাবি করার জন্য তাকদীরের উপর ইমান আনা জরুরী। মানুষের সকল আমল চাই ভালো হোক বা মন্দ হোক, তার সৃষ্টির পূর্বেই লাওহে মাহফুজে লিখা আছে। মানুষ যে কাজই করুক তা আল্লাহর জ্ঞাতেই হয়। আল্লার মানুষকে প্রথমেই ভালো-মন্দ ও এর ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন পথ সে অবলম্বন করবে তা তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভালো কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে ভালো কাজে শক্তি যোগাবেন। আর খারাপ করার ইচ্ছা করলে সে কাজ করার শক্তি ও আল্লাহ তাকে দেবেন।

মনে রাখতে হবে, তাকদীরের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তার কাজে লাগাবার কোন অবকাশ নেই। এটা আল্লাহ তাআলার এমন এক রহস্য যা মানবীয় বিচার বৃদ্ধি বা গবেষণা এর দ্বারাদ্বাটেন করতে পারবে না। কোন ফেরেশতাও এ ব্যাপারে কিছু জানে না। না কোন নবী-রাসূল তাকদীরের রহস্য সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও গবেষণা করা জায়েয নয়, খোজ-খবর নেয়া, অনুসন্ধান করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকদীরের উপর বিশ্বাস বা ইতেকাদ রাখাই কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের গ্যারান্টি। আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়া সৃষ্টি করে এর অধিবাসীদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগকে নেক আমল করার প্রেক্ষিতে তিনি জান্নাত ও জান্নাতের সকল নেয়ামাত দান করবেন। এটা শুধু তাঁর ফয়ল ও করম। আর দ্বিতীয় ভাগকে বদ আমল করার কারণে জাহান্নামে নিষ্কেপ করবেন। এটাই হলো অবিকল আদল ও ইনসাফ।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহ ‘আনহর নিকট ‘কাজা ও কদর’ (তাকদীর) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলো। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এতো এক দীর্ঘ পথ। এ পথে চলো না। সেই ব্যক্তি আবার এই প্রশ্ন করলে হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহ ‘আনহর বললেন, এটা গভীর দরিয়া। এতো নেমো না। এরপরও এ ব্যক্তি

এ সম্পর্কে আবার জিজেস করলো । হয়রত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালার এক রহস্য । এক তেদ । এটা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন । তোমাদেরকে জানতে দেননি । তাই এ ব্যাপারে কিছু জানাজানি করার জন্য চিন্তা, অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজি করো না ।

তাই পরকালীন মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন ও ইতেকাদ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তার উপর আমল করো । নতুনা নিজের বুদ্ধির তীর চালনা করে প্রকৃতপক্ষে ভাস্ত পথে চলে যাবে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاقِ قَبْلَ أَنْ يُخْلِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ - رواه مسلم

৭৩ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন । তিনি আরো বলেছেন, (সেই সময়) আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিলো (মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে । এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়নি, বরং দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির অনেক আগে সকলের তাকদীর লাওহে মাহফুজে লিখে দেয়া হয়েছে ।

٧٤. وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ حَتَّىِ الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ - رواه مسلم

৭৪ । হয়রত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসই তাকদীর অনুযায়ী হয়, এমনকি বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতাও (মুসলিম) ।

٧٥ - وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَاجَ أَدْمَ وَمُوسَىٰ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَعَجَّ أَدْمُ مُوسَىٰ قَالَ أَنْتَ أَدْمُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطَ

النَّاسَ بِخَطِيبِكَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ أَدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أصْنَفْتَ اللَّهُ
بِرْسَائِتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تَبْيَانٌ كُلُّ شَيْءٍ وَقَرِئَكَ نَجِيًّا فِيْكُمْ
وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ أَدَمُ
فَهَلْ وَجَدْتُ فِيهَا وَعْصِيًّا أَدَمَ رَبِّهِ فَغَوِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفْتَلَمُونِي عَلَى أَنْ
عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ أَدَمَ مُوسَى - رواہ مسلم

۷۵ । هয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আলমে আরওয়াহে) হয়রত আদম ও হয়রত মুসা (আ) পরম্পর তাঁদের রবের সামনে তর্ক-বিতর্কে লিঙ্গ হলেন । এ তর্কে হয়রত আদম (আ) মুসার উপর বিজয়ী হলেন । হয়রত মুসা বললেন, আপনি ওই আদম, যাঁকে আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে তৈরী করেছেন । আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকেছেন । ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন । আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন । এরপর আপনার ভুলের কারণে আপনি মানবজাতিকে যমীনে নামিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আপনি যদি এ ভুল না করতেন তাহলে আপনাকে যমীনে নামিয়ে দেয়া হতো না । আর আপনার আওলাদদেরকেও এখানে আসতে হতো না, বরং তারা জান্নাতে থাকতো) । আদম (আ) জ্বাবে বললেন, তুমি ওই মুসা যাঁকে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহর সাথে পরম্পর কথা বলার মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করেছেন । তোমাকে তাওরাত দান করেছেন, যাতে সব কিছু লিখা ছিলো । এরপর তোমার সাথে গোপন কথা বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন । তুমি কি জানো আল্লাহ আমার সৃষ্টির কত বছর আগে তাওরাত লিখে রেখেছিলেন? মুসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে । আদম (আ) বললেন, তুমি কি তাওরাতে এ শব্দগুলো লিখিত পাওনি যে, আদম তাঁর রবের নাফরমানী করেছে এবং পথভ্রান্ত হয়েছে? মুসা (আ) জ্বাব দিলেন, হঁ, পেয়েছি । আদম (আ) বললেন, তারপর তুমি আমাকে আমার আমলের জন্য দোষারোপ করছো কেনো, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছিলেন । হ্যনুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দলিল দ্বারা আদম (আ) মুসার উপর জয়ী হলেন (মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : হয়রত আদম (আ) হয়রত মুসার নিকট যে দলিল পেশ করেছেন তার অর্থ এই ছিল না যে, আল্লাহ আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে লিখে দিয়েছিলেন, আমি শয়তানের প্রচোচনার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে খোদার হকুমের নাফরমানী করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভোগ করবো । তাই এতে আমার নিজের এখতিয়ার নেই । বরং

এর অর্থ হলো, এটা আমার তাকদীরে লিখা ছিলো। তাই এই কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এটা হবার ছিলো। কাজেই আমি এভাবে অভিযোগের টাগেটি হতে পারি না। আল্লামা তুরপুশতী বলেছেন, এর অর্থ হলো, যেহেতু আল্লাহ এই গোমরাহী আমার ভাগে আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন। তাই এটা সময় মতো ঘটবে। যখন সময় এসে পৌছেছে তখন এটা না ঘটা কিভাবে সম্ভব ছিলো? তুমি তো আমার বাহ্যিক আমলের কথা জানো, তাই আমার উপরে এই অভিযোগ আনছো। কিন্তু আসল ব্যাপার আমার তাকদীরের লিখার কথা তুমি এড়িয়ে গেছো।

٧٦ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدْكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُظْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ أَيْنَهُ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجْلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَفَقَيْهِ أَوْ سَعْيَهُ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ قَوْالِذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَنَّ أَحَدْكُمْ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَذْرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدْكُمْ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَذْرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬। হ্যরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্য হয় এভাবে যে, (থৃথমে) তার শুক্র মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। আবার তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট রক্ষণিতের রূপ ধারণ করে থাকে। তারপর আবার চল্লিশ দিন পরই মাংসপিণ্ডরূপ ধারণ করে থাকে। তারপর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখে দেবার জন্য পাঠান। সেই ফেরেশতা তার (১) আমল, (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযিক ও (৪) তার সৌভাগ্যবাণ বা দুর্ভাগ্য হবার বিষয়টি আল্লাহর হস্তে তার তাকদীরে লিখে দেন, তারপর তার মধ্যে কুহ ফুকে দেন। ওই যাতে পাকের কসম যিনি ছাড়া আর কোন মারুদ নেই! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থাকে। তখন

ତାକଦୀରେର ଲିଖା ତାର ସାମନେ ଆସେ । ଆର ସେ ଦୋୟଥୀଦେର କାଜ କରତେ ଥାକେ ଏବଂ ଦୋୟଥେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତୋମାଦେର କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋୟଥୀଦେର ମତୋ ଆମଳ କରତେ ଥାକେ, ଏମନକି ତାର ଓ ଦୋୟଥେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ହାତେର ଦୂରତ୍ତ ଥାକବେ । ତାର ତାକଦୀରେର ଲେଖା ସାମନେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଜାଗ୍ରାତୀଦେର କାଜ କରତେ ଥାକେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରାତେ ପ୍ରବେଶ କରେ (ବୁଝାରୀ ଓ ମୁସଲିମ) ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା : ଏହି ହାଦୀସେ ମାନୁଷେର ଜନ୍ମେର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଆଦ୍ଵାହର କୁଦରତ ସମ୍ପର୍କେ ବଲା ହେଁଛେ । କୁରାଅନ ମାଜୀଦେଓ ମାଯେର ପେଟେ ଶୁରୁକୀଟ ପ୍ରବେଶେର ପର ତା କିଭାବେ କ୍ରମାଗତଭାବେ ବାଡ଼ତେ ବାଡ଼ତେ ଏକଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନୁଷେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଯ ତାର ବର୍ଣନା ଆଛେ (ଦେଖୁନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲ-ମୂରିନୂ, ୧୨-୧୬ ଆୟାତ) । ଏହି ହାଦୀସ ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର କୁରାଅନୀ ବର୍ଣନାର ପରିପୂରକ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନୁଷେର ରୂପ ଧାରଣେର ପର ଏକଜନ ଫେରେଶତା ଏହି ମାନୁଷଟି, (୧) ଦୁନିଆର ଜୀବନେ କି କି କରବେ, (୨) ତାର ମୃତ୍ୟୁ କୋଥାଯ କିଭାବେ ହେବେ, (୩) ଦୁନିଆଯ ତାର ରିଯିକ କି ହେବେ, (୪) ସେ ନେକ ଲୋକ ହେବେ ନା ବଦ ଲୋକ ହେବେ, ଏହି ଚାରଟି ଜିନିସ ଲିଖେ ଦେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାକଦୀର ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କରେ ଦେବେନ । ତାରପରଇ ଆଦ୍ଵାହ ତାର ମଧ୍ୟେ ରୂହ ବା ଜୀବନ ଦାନ କରବେନ । ତାର ଜୀବନ କିଭାବେ ପରିଚାଲିତ ହେବେ, ସେ କି କାଜ ଦୁନିଆଯ କରାର ଇଚ୍ଛା କରବେ ଆଦ୍ଵାହର ଗାୟେବେର ଜ୍ଞାନ ଦିଯେ ତା ତାର ତାକଦୀରେ ଲିଖେ ଦିବେନ ।

ମାନୁଷ ଭାଲୋ ପଥ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଖାରାପ ପଥେ ଚଲେ ଯାଯ ଏମନ ଘଟନା ଖୁବଇ ବିରିଲ । ବରଂ ଆଦ୍ଵାହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହମତେ ଖାରାପ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖାରାପ ଓ ଘୃଣିତ ପଥ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଭାଲୋ ଓ କଲ୍ୟାଣେର ଦିକେ ଚଲେ ଆସେ । ଏହି ହାଦୀସ ଏହି ଦିକେଓ ଇଶାରା କରେଛେ । ଚିରଦିନେର ନାଜାତ ବା ଆଯାବ ନିର୍ଭର କରବେ ତାର ଶେଷ ଆମଲେର ଉପର । କେଉ ଯଦି ଗୋଟା ଜୀବନ ଶିରକେ ଓ କୁଫରୀର ଗୁନାହ ଓ ବଦକାଜେ ଦୁରେ ଥାକେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନେ ଏସେ ଖୌଟି ମନେ ସକଳ ଗୁନାହ ଓ ବଦକାଜ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଁ ତତ୍ତ୍ଵା କରେ ଓ କଲ୍ୟାଣେର ଦିକେ ଫିରେ ଆସେ ଏବଂ ଆଦ୍ଵାହର ଅନୁଗତ ବାନ୍ଦା ହୁଁ ଯାଯ ତାହଲେ ତାର ‘ଖାତେମା ବିଲ ଖାଯର’ ହଲୋ । ସେ ମୁକ୍ତି ପେଯେ ଯାବେ ।

ଠିକ ଏର ବିପରୀତ କୋନ ଲୋକ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ନେକ ଆମଳ କରେ, କଲ୍ୟାଣ କର କାଜ କରେ ଓ ଆଦ୍ଵାହ ଓ ଆଦ୍ଵାହର ରାସ୍ତେର ଫରମାବରଦାରୀ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ କାଟିଯେ ଦେଯ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନେ ଏସେ ଶୟତାନୀ ଓ ଯାସଓଯାସାୟ ଗୋମରାହୀର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲୋ । ବଦ ଆମଳ ଦ୍ୱାରା ‘ଖାତେମା ବିଶ-ଶାରର’ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଶେଷ କରିଲୋ, ଆଦ୍ଵାହର ଓ ରାସ୍ତେର ନାଫରମାନୀ ଦିଯେ, ତାହଲେ ସାରା ଜୀବନେର ନେକ କାଜେର ପରା ତାର ଭାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବେ ନା, ବରଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆୟାବେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବେ । ଯାରା ଜୀବନେର କୋନ ଅଂଶେ ନାଫରମାନୀ, ଶିରକ୍, ବିଦ୍ୟାତା ଓ ଗୁନାହର କାଜେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଲୋ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନପାତ କରେଛେ ତାରା ତୋ ଚିରଦିନ ଜାହାନାମେର ଆଗ୍ନି ଜୁଲତେ ଥାକବେ ।

٧٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْعَبْدَ لِيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ
الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوْاْتِمِ - متفق عليه

৭৭। হযরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দাহ জাহান্নামীদের আমল করবে অথচ সে জান্নাতী। আবার কেউ জান্নাতীদের আমল করবে অথচ সে জাহান্নামী। কারণ (নাজাত ও আযাব) নির্ভর করে শেষ আমলের (আমল বিল খাওয়াতিম) উপর (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসও আগের হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। পূর্বের আমলের হিসাবে বিচার হবে না, বরং শেষ আমলের ভিত্তিতেই নাজাত ও আযাবের ফয়সালা ঘোষণা হবে। তাই মানুষের উচিং জীবনের শেষ নিঃশ্঵াস পর্যন্ত প্রতি ক্ষণ আল্লাহর হৃকুমের নিরিখে জীবন পরিচালনা করা। সে তো জানে না তার সেই শেষ মুহূর্তটি কখন আসবে।

٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَّازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْبٌ لِهِذَا
عَصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ فَقَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
يَا عَائِشَةَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَخَلَقَ
لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ - رواه مسلم

৭৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারীর বাচ্চার জানায়ার নামায পড়াবার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হলো। (এ সময়) আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই বাচ্চার কি খোশনসীব। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার একটি চড়ুই পাখী। সে তো কোন খারাপ কাজ করেনি। আর না সে কোন খারাপ কাজ করার সীমায় পৌঁছেছে। (এ কথা শনে) হ্যুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে না হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো, আবার দোজখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, জান্নাত ও জাহানামে যাবার জন্য নেক বা বদ আমল কোন কারণ হবে না, বরং তা তাকদীরের উপর নির্ভর করবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রোজে আয়ল থেকে জান্নাত লিখে রেখেছেন, চাই তারা নেক আমল করে থাকুক বা না থাকুক। ঠিক এইভাবে আর এক জনগোষ্ঠীকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা নিশ্চিত দোয়াখে যাবে। তাদের আমল বদ হোক বা না হোক। তাই হাদীসে উল্লেখিত এই ছেলে যদি জাহানামের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই জাহানামে যাবে। যদিও এখনো তার বদ আমল করার বয়স হয়নি। তবে আল্লাহ নিরপরাধীকে শাস্তি দেন না।

কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস, আর আলেমদের সর্বসমর্পিত মত হলো, মুসলমান বাচ্চা যদি কম বয়সে মারা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সে জান্নাতী হবে, এমনকি কাফির-মুশরিকের কম বয়সের বাচ্চারাও জান্নাতী হবে।

তাই এই দুই হাদীসের মর্মের বৈপরিত্যের মিল হলো, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই বাচ্চাটির জান্নাতী হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে কথা বলেছিলেন। এইজন্য হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই নিশ্চিত করে কথা বলাকে নিরঙ্গসাহিত করার জন্য এ কথা বলেছেন। এতো নিশ্চিতভাবে গায়েবের কথা বলা কোন মানুষের জন্য ঠিক নয়। এর আর একটি জবাব এও হতে পারে যে, হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদের জান্নাতী হবার ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে জানার আগে একথা বলেছিলেন। সঠিক খবর আল্লাহ জানেন।

٧٩ - وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدُ الْأَوْقَدْ كُتِبَ مَقْعِدَةً مِنَ النَّارِ وَمَقْعِدَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْكُلُ عَلَىٰ كَتَابِنَا وَتَذَعُّعُ الْعَمَلِ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٍ لَمَّا خُلِقَ لَهُ أَمًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّعَادَةِ فَسَيِّسِرُ لِعَمَلِ السُّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشُّقَّاوةِ فَسَيِّسِرُ لِعَمَلِ الشُّقَّاوةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْتَقَ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى إِلَيْهِ - متفق عليه

৭৯। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের স্থান আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কিংবা জাহানামে লিখে দিয়েছেন (অর্থাৎ কে জান্নাতী ও কে জাহানামী তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে)। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের বিধিলিপির উপর নির্ভর করে 'আমল করা' ছেড়ে দেবো না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (না তা করবে না, বরং) আমল করতে থাকে। কারণ যে ব্যক্তিকে যে জিনিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে

কাজ তার জন্য করা সহজ করে দেয়া হবে। অতএব যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য তাওফিক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য হবে তাকে আল্লাহ দুর্ভাগ্যের কাজ ('বদ আমল') করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। এরপর ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (সময় ও অর্থ) দিলো, আল্লাহকে ভয় করলো, সত্য কথাকে (দীনকে) সত্য জানলো, তার জন্য আমি তার পথকে (জান্নাত) সহজ করে দেই” (সূরা আল-লাইল : ৫-১০)। আয়াতের শেষ পর্যন্ত তিনি পড়লেন) (বুখারী মুসলিম)

ব্যাখ্যা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জবাবের অর্থই হলো, তোমারা তোমাদের বিধিলিপির (তাকদীরের) উপর নির্ভর করে আমল করা ছেড়ে দেবে না। কারণ জান্নাত-জাহান্নাম আগ থেকেই আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন অর্থাৎ যিনি জান্নাতী হবেন তিনি তাকদীর অনুযায়ী জান্নাতে যাবার আমল করবেন। ওই কাজই তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। আর যে জাহান্নামী হবে সেও তার বিধিলিপি অনুযায়ী জাহান্নামের কাজ করবে। জাহান্নামে যাবার জন্য যে কাজ, তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমল করা ছেড়ে দেবে না।

٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظًّا مِنَ الزِّنَا أَدْرِكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَةٌ فَرَبِّنَا الْعَيْنُ النَّظرُ وَزَنَّا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ مُسْتَقِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مُحَالَةٌ الْعَيْنُ النَّظرُ وَالْأَذْنَانُ زَنَاهُمَا الْأَسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زَنَاهَا الْخُطْبَى وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ .

৮০। হ্যরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে তার জন্য যেনার যতটুকু অংশ লিখে রেখেছেন, ততটুকু নিশ্চয়ই সে করবে। চোখের যেনা হলো তাকানো। মুখের যেনা হলো (কোন বেগানা মহিলার সাথে) যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা। আর মন চায় ও প্রত্যাশা করে। লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, বনি আদমের তাকদীরে যেনার যতটুকু অংশ লিখে দেয়া হয়েছে ততটুকু সে

অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যেনা (বেগানার প্রতি) তাকানো। কানের যেনা হলো (বেগানার সাথে) যৌন উদ্বীপক কথা বার্তা শনা। মুখের যেনা হলো (বেগানার সাথে) আবেগ উদ্বীপক কথাবার্তা বলা। হাতের যেনা হলো বেগানা নারীকে (খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা আর পায়ের যেনা হলো বদকাজের দিকে অগ্রসর হওয়া। দিলের যেনা হলো চাওয়া ও আকাঙ্ক্ষা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

ব্যাখ্যা : শুণ্ঠ অঙ্গের ব্যবহারই হলো প্রকৃত ‘ব্যভিচার’ বা ‘যেনা’। এ কাজটা হয়ে গেলেই সব সত্যে পরিণত হয়ে গেলো, আর না হলে মিথ্যায় পরিণত হলো। শরীরতের পরিভাষায় লজ্জাস্থানের প্রকৃত ব্যবহারের আগের পদক্ষেপগুলোকেও প্রকৃতিগতভাবে যেনা হিসাবেই ধরা হয় যে কাজগুলো প্রকৃত যেনার দিকে অগ্রসর হবার বিভিন্ন সহায়ক ধাপ। এ কাজগুলো হতে থাকলেই মূল কাজ করা সহজ হয়ে যায়। এই কাজগুলো হতে না পারার জন্যই প্রতিবন্ধক হিসাবে আল্লাহ পর্দার ব্যবহা করে দিয়েছেন। যেনো কোন সূচনাই সূচিত হতে না পারে। এ যুগের কিছু সুবিধাবাদী ও ভোগবাদী মানুষ মনের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে পর্দাকে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করে। এটা নির্জন একটা মিথ্যা দাবী। পজেটিভ-নেগেটিভ একত্র হলে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবেই। উদার ও পবিত্র মনের তথাকথিত অনেক দাবীদার সমাজ নেতাদের ঘর সংসার ভাঙ্গার কাহিনীও সব দেশে, বিশেষ করে এদেশে আছে।

٨١ - وَعَنْ عُمَرَ كَبِيرٍ أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مُزَيْنَةَ قَالَ أَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدُحُونَ فِيهِ أَشَىٰ ؟ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضِيَ فِيهِمْ مِنْ قَدْرِ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يَسْتَفْلُونَ بِهِ مَا أَتَاهُمْ بِهِ تَبِعُهُمْ وَتَبَتَّعَ الْعُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضِيَ فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّهَا فَآلَهُمْ هَا فُجُورُهَا وَتَنْقُوهَا - رواه

مسلم

৮১। হ্যরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মুহাইনা গোত্রের দুই লোক হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হায়ির হয়ে আরয় করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, (দুনিয়াতে) মানুষ যেসব আমল (ভালো-মন্দ) করছে এবং আমল করার চেষ্টায় লেগে আছে তা কি পূর্বেই তাদের জন্য তাকদীরে লিখে রাখা হয়েছিল, নাকি পরে তাদের নবী যখন তাদের নিকট শরীয়ত নিয়ে এসেছেন ও তাদের নিকট দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তখন তারা তা করছে? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন : না, বৰং আগেই তাদের জন্য তাকদীরে এসব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ও ঠিক করে রাখা হয়েছে। এ কথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “শপথ মানুমের এবং তাঁর যিনি তাকে সুন্দরভাবে বানিয়েছেন এবং তাকে ভালো ও মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন” (সূরা আল-লাইল : ৭-৮) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আমাদেরকে বলে দিন এ দুনিয়ায় মানুষ যে আমল করে, ভালো হোক কি মন্দ, তা কি তা-ই যা আগে থেকেই তাকদীরে লেখা হয়ে গিয়েছিলো। এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে অথবা আজল থেকে তার তাকদীরে ছিল না, বৰং এখন আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল আসার পর তার উপর আল্লাহর অবতীর্ণ হৃকুম অনুযায়ী তা বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। হজুর জবাব দিলেন, এসব আমল রোজে আজল থেকেই বালার তকদীরে লিখে দেয়া হয়েছিলো। সে অনুযায়ী যার যার সময়ে তা সংঘটিত হয়ে চলছে।

٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيْ رَجُلٌ شَابٌ وَأَنَا أَحَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنْتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَرْوَجُ بِهِ النِّسَاءَ كَانَهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْأَخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلْمُ بِمَا أَنْتَ لَاقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ . رواه

البخاري

৮২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন যুবক মানুষ। আমি আমার ব্যাপারে ব্যাডিচারে লিঙ্গ হবার আশংকা করছি। কোন নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক) সংগতিও আমার নেই। আবু হোরাইরা যেনে খোজা বা খাসী হবার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। আবু হোরাইরা বলেন, একথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামুশ থাকলেন। আমি আবারও একই প্রশ্ন করলাম। এবারও তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার আর করলাম, এবারও খামুশ থাকলেন তিনি। আমি চতুর্দশবার প্রশ্ন করলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হোরাইরা! তোমার জন্য যা ঘটবার ছিলো (আগ থেকেই তোমার ভাগ্যে লেখা) হয়ে গিয়েছে। কলম শুকিয়ে গিয়েছে। এখন তোমার খুশী। খোজাও হ'তে পারো। আবার এ ইচ্ছা ছেড়েও দিতে পারো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের সারমর্ম হলো, তিনি আবু হোরাইরাকে একাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাকদীরে যা লিখা হয়েছে তা-ই হবে। খারাপ কাজ তোমার দ্বারা সংঘটিত হওয়া তাকদীরে নির্ধারিত না হয়ে থাকলে, তুমি বিয়ে না করলেও গোনাহে লিঙ্গ হবে না। আল্লাহ হিফাজত করবেন। আর গুনাহ হতে বাঁচার জন্য খাশী হয়ে গেলেও গুনাহ করা ভাগ্যে থাকলে গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। এর থেকে বাঁচার উপায় নেই। খাশী হবে না।

٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ
يُصْرَفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مُصْرِفَ
الْقُلُوبَ صَرَفْ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ - رواه مسلم

৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমস্ত দিলসমূহ আল্লাহর কুদরতী আঙ্গুলসমূহের দুটি আঙ্গুলের মধ্যে একটি মানুষের দিলের মতো অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা দিলকে ওলট-পালট করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে দিলসমূহের আবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের দিলগুলোকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সমস্ত শক্তি আল্লাহর, একথা বুঝানোই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। তিনি সব কাজই করতে পারেন, এমনকি মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রকও তিনি। আল্লাহ তাআলার আঙ্গুল এখানে প্রতীকী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি তো মানবীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে পরিত্ব। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো সব অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তিনি যে দিকে চান মানুষের অন্তরকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কোন অন্তরকে গুনাহ দিকে, আবার কোন অন্তরকে গুনাহ, বিআন্তি ও বিদ্রোহ থেকে বের করে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَإِبْرَوَاهُ يَهُودَانِهُ أَوْ يُنَصَّارَانِهُ أَوْ يُمَجَّسَانِهُ
كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمِيعًا هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ ثُمَّ يَقُولُ
فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ -
متفق عليه

৮৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের (সত্য গ্রহণে প্রকৃতির নিয়মের) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। এরপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়, যেভাবে একটি চতুর্ষিংহ জন্ম একটি পরিপূর্ণ চতুর্ষিংহ জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা এতে কোন কমতি দেখতে পাও? তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

فَطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمَ

“এটা আল্লাহর ফিতরাত, যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই” (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টি করেছেন তার স্বাভাবিক ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর। আর এই প্রকৃতি হলো প্রকৃতির নিয়মে সত্য ও সঠিক পথ গ্রহণ। তাই যখনই কোন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে এই ফিতরাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে ধীরে ধীরে যতো বড় হতে থাকে, পরিবেশের প্রভাব তার উপর পড়তে পারে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আস্তীয়-স্বজন, যাদের সাহচর্যে সে বড় হয়, সাহচর্য পায়, তাদেরকে সে অনুসরণ করতে থাকে। অতএব যে সন্তান ইয়াহুদী, নাসারা কিংবা মাজুসীর (অগ্নিপূজক) ঘরে জন্ম নেয় সে তার ঘনিষ্ঠদের সাথে থাকতে থাকতে ওইরূপ হয়ে যায়। ইয়াহুদীর ছেলে ইয়াহুদী হয়। নাসারা বা খৃষ্টানের ছেলে খৃষ্টান হয়। অগ্নিপূজকের ছেলে অগ্নিপূজক হয়। আবার মুসলমানের ছেলে মুসলমান হয়। আমরা দেখতে পাই, ছোট বাচ্চারা তাদের মাতা-পিতার কিংবা ভাই-বোনের দেখাদেখি ধর্মীয় কাজের অনুসরণ করে। মুসলমানের সন্তানেরা নামায পড়ে, রোয়া রাখে। এভাবে মাতা-পিতা যে মতের ও পথের হয় বাচ্চারা ধীরে ধীরে সে পথের পথিক হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাচ্চাদের জন্ম ইসলামের ফিতরাতের উপর হয়। পরে বড় হয়ে মাতা-পিতার অনুসরণে কেউ ইয়াহুদী, কেউ খৃষ্টান ও কেউ অগ্নিপূজক হয়। তাই বাচ্চাদেরকে ছোটকাল থেকেই ফিতরাতের উপর সত্যের পথে গড়ে তুলতে হবে, যাতে বড় হয়ে অন্য কারো সাহচর্য পেয়ে থারাপ হতে না পারে।

٨٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ فَقَالَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَنَّامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَّامَ يَخْفِضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُ يُرْقَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سَبْحَاتٍ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى بَصَرَهُ مِنْ خَلْقِهِ - رواه مسلم

৮৫। হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়সহ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। (১) তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কখনো ঘুমান না। (২) ঘুম যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়ি-পাল্লা উচু-নিচু করেন (আমলের মান প্রভৃতি নির্ধারিত করে থাকেন)। (৪) (বান্দার) রাতের আমল দিনের আমলের আগে আবার দিনের আমল রাতের আমলের আগেই তার কাছে পৌছানো হয়। (৫) (তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে) পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি এই পর্দা সরিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর যাতে পাকের নূর সৃষ্টি জগতের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সব কিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “দাঁড়িপাল্লা উচু নিচু করার” অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে দেন। তাকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেন। আবার কাউকে অভাবে অনটনে ফেলেন। এভাবে আল্লাহ কোন কোন নেক বান্দাকে নেক আমলের বদৌলতে মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। আবার তার কোন গুনাহগার বান্দাকে তার কর্মফলের দরশন লাভ্যিত ও বর্ণিত করেন।

দিনের আমলের আগে রাতের আমল ও রাতের আমলের আগে দিনের আমল অর্থ হলো - বান্দা যে আমলই করুক এবং যখনই করুক সাথে সাথে তা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। রেকর্ড হয়ে যায়। ভালো আমলের ফল ভালো হয়। বদ আমলের ফল সাজা ও আযাবের উপযোগী হয়।

٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ مَلَائِيْلَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةُ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ وَبَيْدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ - متفق عليه وفي رواية لمسلم بِمِنْ اللَّهِ مَلَائِيْلَا وَقَالَ أَبْنُ نُعَيْرٍ مَلَانُ سَحَاءُ لَا يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

৮৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলার হাত (ভাণ্ডার) সদাসর্বদা পরিপূর্ণ। দিন রাত সব সময় খরচ করেও এই ভাণ্ডার কমাতে পারা যাবে না। তোমরা কি দেখছো না, যখন থেকে তিনি এই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই কত না দান তিনি করে আসছেন। অথচ তাঁর ভাণ্ডারে যা ছিলো তা-ই আছে, তার থেকে কিছু মাত্র কমেনি। (সৃষ্টির আগে) তার আরশ পানির উপর ছিলো। তাঁর হাতেই রয়েছে দাঁড়ি-পাল্লা। তিনি এই দাঁড়ি-পাল্লাকে উচু বা নিচু করেন (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ডান

হাত সদা পরিপূর্ণ । আৱ ইবনে নুমাইর (র)-এৰ বৰ্ণনায় আছে, আল্লাহৰ হাত পরিপূর্ণ, দাতা দিনৱাত খৰচ কৱাৰ পৱও এতে কোন কমতি আসে না ।

**٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ سُلَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ
الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ - متفق عليه**

৮৭ । হয়ৱত আবু হোৱাইরা (রা) হতে বৰ্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশৱিকদেৱ শিষ্ট সন্তানদেৱ সম্পর্কে জিজেস কৱা হয়েছিলো (মৃত্যুৰ পৱ তাৱা জানাতে যাবে না জাহানামে) । জবাবে হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন, (বেঁচে থাকলে) তাৱা কি আমল কৱতো (বুখারী ও মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : এ ব্যাপারে হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ চূড়ান্ত জবাব হলো, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন তাৱা কোথায় যাবে? তাৱা যদি এত কম বয়সে মৃত্যুবৰণ না কৱতো, বৱং জীবিত থাকতো ও বড় হতো তাহলে তাৱা যে আমল কৱতো সে হিসাবেই তাদেৱ ফলাফল দেয়া হতো । এটা পরিপূর্ণভাৱে আল্লাহৰ ব্যাপার । মানুষ এৱ কোন সমাধান দিতে পাৱে না ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**٨٨ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ قَالَ مَا أَكْتُبْ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدْرَ
فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ - رواه الترمذى و قال هذا حديث
غَرِيبٌ اسناداً .**

৮৮ । হয়ৱত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতে বৰ্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সৰ্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি কৱেছিলেন তা ছিলো কলম । তাৱপৰ তিনি কলমকে বললেন, লিখো! কলম বললো, কি লিখবো? আল্লাহ বললেন, তাকদীৰ সম্পর্কে লিখো । অতএব কলম যা ছিলো ও যা ভবিষ্যতে হবে সব কিছুই লিখে নিলো । তিৱমিয়ী এই হাদীসটি বৰ্ণনা কৱেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি সনদেৱ দিক থেকে গৱীৰ ।

ব্যাখ্যা : কলম যখন লিখছিলো তখন সবই ভবিষ্যত কাল ছিলো । হাদীছে বলা হয়েছে, “যা ছিলো” এই শব্দটি হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৱ নিজেৰ কালেৱ তুলনায় বলেছেন ।

٨٩ - وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
وَإِذَا أَخَذَ رِبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ الْآيَةُ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ
مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرَيْرَةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ
أَهْلُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرَيْرَةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ
لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ بِعَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ فَقِيمِ الْعَدْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخَلُهُ
بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ
عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخَلُهُ بِهِ النَّارَ - رواه مالك والترمذى
وابو داود

৮৯। হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুলখাতাব (রা)-কে এই আয়াত : “যখন আপনার রব আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন” (সূরা আরাফ : ১৭৩) (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) সম্পর্কে জিজেস করা হলো। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি শুনেছি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতে। তিনি উভয়ে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন কুদরতের ডান হাত দ্বারা তাঁর পিঠ মুছে দিলেন। তথা হতে তাঁর (ভবিষ্যতের) একদল সন্তান বের করলেন। তারপর বললেন, এসবকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতেরই কাজ করবে। আবার তিনি আদম (আ)-এর পিঠে হাত বুলালেন। তথা হতে তাঁর আর একদল সন্তান বের করলেন ও বললেন, এদেরকে আমি জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহানামেরই কাজ করবে। একজন সাহাবা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাই হয় তাহলে আমলের আর প্রয়োজন কি? জবাবে ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। ঠিক এভাবে আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহানামের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে

জাহান্নামীদের কাজ করে মৃত্যুবরণ করে, এই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান (মুওয়ান্তা মালেক, তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই ওয়াদা ও অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ-এ নেয়া হয়েছে। অন্যান্য হাদীসেও এ কথা আছে। ‘আজল থেকে আবাদ পর্যন্ত’ অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় যতো মানুষ সৃষ্টি হবে তাঁর কুদরতে সবাইকে একত্র করে জানবুদ্ধি সব দিয়ে সকলের থেকে আল্লাহর রক্ষাবিয়াত ও উলুহিয়াতের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

এখানে কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, আদম সন্তানের পিঠ হতে, আর হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ হতে। বাহ্যত এতে বিরোধ বা অমিল দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমে আদমের সন্তানদেরকে আদমের পিঠ হতে, এরপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ হতে বের করেছিলেন।

٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِيهِ كِتَابًا أَتَدْرُونَ مَا هَذَا كِتَابًا قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا تُخْبِرُنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ أَبَائِهِمْ وَقَبَائِلَهُمْ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَىٰ أَخْرَهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنَقْصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شَيْأَهُ هَذَا كِتَابٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ أَبَائِهِمْ وَقَبَائِلَهُمْ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَىٰ أَخْرَهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنَقْصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَقِيمُ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنْ صَاحِبُ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمَلَ أَيُّ عَمَلٍ وَإِنْ صَاحِبُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمَلَ أَيُّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيهِ فَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رِبُّكُمْ مِّنِ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السُّعِيرِ - وَرَاه التَّرمذِي

৯০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে দুইটি কিতাব নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এই কিতাবদ্বয় কিসের?

আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটি সম্পর্কে বলেন, আমার ডান হাতে যে কিতাবটি আছে এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জান্নাতী মানুষের নাম, তাদের পিতার নাম ও বংশ-গোত্রের নাম রয়েছে। তারপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এতে আর কখনো (কোন নাম) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাঁ হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জাহানামীর নাম আছে। এতে তাদের বাপ-দাদাদের নাম আছে তাদের বংশ-গোত্রের নামও আছে। এরপর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই এতে (আর কোন নাম কখনো) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এই বর্ণনা শুনার পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আগ থেকেই এইসব ব্যাপার নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে (যে, জান্নাত ও জাহানামের ব্যাপারটি) বিধিলিপির (তাকদীর) উপর নির্ভরশীল, তাহলে আর আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (দীন-শরীয়ত অনুযায়ী নিজেদের আমল আখলাক) ভালোভাবে মজবুত করো। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো। কারণ জান্নাতবাসীদের পরিসমাপ্তি জান্নাত পাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। দুনিয়ার (জীবনে চাই সে) যা-ই করুক। আর জাহানামবাসীদের পরিসমাপ্তি জাহানামে যাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। তার (জীবনের) আমল যা-ই হোক। তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দু'টিকে পেছনের দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের রব বান্দাদের ব্যাপারে আগ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন। একদল জান্নাতী, আর একদল জাহানামী (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস থেকে মনে হচ্ছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাস্তবেই দুইটি কিতাব ছিলো যা তিনি উপস্থিত সাহাবাদেরকে দেখিয়েও ছিলেন, কিন্তু এই দুইটি কিতাবে লিখিত যে বিষয়বস্তু ছিলো তা দেখাননি। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হজুরের হাতে কোন কিতাব ছিলো না, বরং দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি এভাবে কথা বলেছেন। যাতে ব্যাপারটি সাহাবায়ে কিরামের মনে বসে যায়।

٩١ - وَعَنْ أَبِي خَرَّامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقَى
نُسْتَرْقِبِيهَا وَدَوْاً، نُتَدَأْوِيهَا وَتَقَاءَ نَتَقِبِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ
هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة

৯১। আবু খিয়ামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাকের দরবারে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রোগমুক্তির জন্য যেসব তত্ত্বমন্ত্র পাঠ করি বা ঔষধ ব্যবহার করে থাকি অথবা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, এসব কি তাকদীরকে রদ করতে পারে? ইজুর জবাব দিলেন, এসব কাজও তাকদীরের লিখা অনুযায়ী হয়ে থাকে (আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : রোগ-শোক যেভাবে তাকদীরের ব্যাপার, ঠিক একইভাবে রোগের চিকিৎসা ও রোগমুক্তির জন্য গৃহীত অন্যান্য উপায় অবলম্বনও তাকদীরের অংশ। অর্থাৎ যেভাবে কোন ব্যক্তির তাকদীরে কোন রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট লিখে দেয়া হয়েছে, ঠিক এভাবেই এই রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট অযুক্ত সময়ের অযুক্ত ঔষধ ব্যবহারে ভালো হয়ে যাবে কি হবে না একথাও তাকদীরে লিখে দেয়া আছে। ভালো হয়ে যাওয়া তাকদীরে লিখা থাকলে ভালো হয়ে যাবে। আর ভালো না হওয়া লিখা থাকলে ভালো হবে না। হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে চিকিৎসা করা অথবা নিজের আত্মরক্ষার জন্য বাইরের কোন উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা তাকদীরের লিখার বিরোধী নয়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের জন্য কর্মীবাহিনী যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে তাও বিধিসম্মত।

٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنَّنَ نَتَنَازَعَ فِي الْقُدْرِ فَغَصَبَ حَتَّى اخْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَمَا فُقِيَ فِي وَجْتِنَبِهِ حَبُ الرِّمَانِ فَقَالَ أَبِهِذَا أَمْرِتُمْ ۚ بِهَذَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ أَنْمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا أَلْمِرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ ۔ روأه الترمذى وروأه ابن ماجة نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۔

৯২। হয়রত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলাম। এ সময় ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন। তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো তাঁর চেহারা মোবারকে আনারের রস নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি (এ ব্যাপারে বাগড়া-ফাসাদ করার জন্য) ইকুম দেয়া হয়েছে, আর এ জন্য কি তোমাদের নিকট আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? জেনে রাখো! তোমাদের আগে অনেক লোক এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিঙ্গ হয়ে ধ্রংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, আবারও আমি কসম দিয়ে বলছি, সাবধান!

তোমরা এ বিষয় নিয়ে কখনো বিতর্ক করবে না (তিরমিয়ী)। ইবনে মাজাও এ অর্থের একটি হাদীস আমর ইবনে শো'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতা, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : সাহাবারা পরম্পর তাকদীরের ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলেন। এ ব্যাপারে তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না। তাদের কেউ বলছিলেন, সকল জিনিস যদি তাকদীরের লিখা অনুযায়ী ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সওয়াব ও আযাবের ব্যবস্থা কেনো। এ ধরনের ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলেন। তাদেরে বুঝিয়ে বলে দিলেন, এটা তাকদীরের ব্যাপর। আল্লাহর এক রহস্য, আল্লাহর এক ভেদ, যে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। কাজেই এসব ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণার সুযোগ নেই। তা করতে গেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে এসব ব্যাপারে লিঙ্গ থাকার জন্য দুনিয়ায় রাস্তা করে পাঠানো হয়নি। তাকদীরের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করাও তোমাদের কাজ নয়। আমাকে নবী করে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর হকুম-আহকাম অনুযায়ী চালানো, আল্লাহর নির্দ্বারিত ফরজ আদায় করা তোমাদের কাজ। তাকদীরের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি তোমরা করো না। এর উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট।

٩٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى
قَدْرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَرْزُ
وَالْخَيْثُ وَالْطَّيْبُ - رواه احمد والترمذى وابو داود

৯৩। হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে নিয়েছিলেন। তাই আদম-সন্তানগণ (ওই মাটির বিভিন্ন রং অনুযায়ী) কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ মধ্যম রঙের হয়েছে। আবার কেউ নরম মেজাজের, কেউ গরম মেজাজের, কেউ সৎ, কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়েছে (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : হযরত আদম (আ)-কে তৈরীর জন্য আযরাইল (আ)-কে হকুম দেয়া হয়েছিলো এক মুষ্টি মাটি আনার জন্য। হযরত আযরাইল গোটা পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা থেকে সামান্য সামান্য মাটি নিজের মুষ্টি ভরে এনেছিলেন। এই মাটি দ্বারাই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এই কারণেই আদম সন্তানরা বিভিন্ন রং ও বর্ণ গোত্র ও প্রকৃতির হয়েছে। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ বাদামী। কেউ নরম মেজাজের,

কেউ কঠিন, কেউ মিষ্টভাষী, কেউ আবার কটুভাষী। কেউ পবিত্র মনের, সত্য গ্রহণকারী। কেউ সত্যকে অস্বীকারকারী ইত্যাদি। এই হাদীসে এই কথাই বুৰানো হয়েছে।

٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقْوَلُ جَفَّ الْقَلْمَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ - رواه احمد والترمذى

৯৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে অঙ্ককারে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি নিজের নূর (জ্যোতি) নিক্ষেপ করেন। যার কাছে তাঁর এই নূর পৌঁছেছে সে সৎ ও সত্য পথ লাভ করেছে। আর যার কাছে এই নূর পৌঁছেনি সে পথচৰ্ষ হয়েছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাই আমি বলি : আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী যা হবার তা-ই হয়েছে (আহমদ ও তিরিয়ী)

ব্যাখ্যা : অঙ্ককার অর্থ হলো নফস আশ্মারার প্ররোচনা। মানুষের প্রকৃতিতে, স্বভাবে-চরিত্রে কুপ্রবৃত্তি ও অলসতার বীজ নিহিত আছে। অতএব যার কলব বা হৃদয় ও দেমাগ ঈমান-ইহসানের আলোকে আলোকিত, সে আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করছে। এই ব্যক্তি নফসে আশ্মারার প্ররোচনা, ধোকা ও অঙ্ককার থেকে বের হয়ে আল্লাহর ইবাদত ও নেক কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নফসে আশ্মারার ধাঙ্কাবাজি ও চক্রান্তে ফেসে গেছে সে আল্লাহর আনুগত্য হতে বধিত হয়ে গোমরাহীর অতল তলে ডুবে গেছে।

٩٥ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ فَثَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمَنَّا بِكَ وَيَمَّا جَثَّتْ بِهِ فَهَلْ تَحَافَّ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ - رواه الترمذى وابن ماجة

৯৫। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন : “হে হৃদয়! পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো”।

ଆମি ବଲାଗ୍, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସୁଲ ! ଆମି ଆପନାର ଉପର ଈମାନ ଏନେଛି । ଆପନାର ଆନା ଦୀନେର ଉପର, ଶରୀଯତରେ ଉପର ଈମାନ ଏନେଛି । ଏରପରଓ କି ଆପନି ଆମାଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଆଶଂକା କରେନ (ଯେ ଆମରା ନା ଆବାର ଗୋମରାହ ହୁୟେ ଯାଇ) । ଜୀବାବେ ହଜୁର ସାନ୍ନାନ୍ଦାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ନାମ ବଳଲେନ, ନିଶ୍ଚଯାଇ 'କଲବ, ଆଲ୍ଲାହର ଦୁଇ ଆସୁଲେର ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଏଥିତିଯାରେ ଆଛେ । ଯେତାବେ ତିନି ଚାନ ସେଭାବେ କଲବକେ ଘୁରିଯେ ଦେନ (ତିରମିଯୀ ଓ ଇବନେ ମାଜା) ।

ব্যাখ্যা : হযরত আনাসের এই হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একেবারেই বেগুনাহ মাহফুজ। চুল পরিমাণ কোন ভুল-অস্তিত্ব (নাউয়ু বিল্লাহ) তাঁর মধ্যে নাই। তাই এই দোয়া নিশ্চয়ই তিনি আমাদের জন্য করতেন। আমরা দুনিয়ার চমক ভোগ বিলাসে ঢুবে গিয়ে দীন ও ঈমান থেকে যেনো গোমরাহ হয়ে না যাই। সাহাবাদের প্রশ্ন ছিলো, আপনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আপনার শরীয়ত ও সত্যবাদিতার উপর আগাদের পূর্ণ ঈমান আছে। তাছাড়া আমাদের ‘কলব’ ঈমান ও ইতেকাদের প্রকৃত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। আমাদের আর গোমরাহ হবার কি আশংকা আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, ‘কলব’ বা হৃদয়ের গতি-প্রকৃতি আল্লাহর হাতে। যেভাবে তিনি চান সেভাবে মনকে ঘুরান। কে জানে কখন কার মন কোন দিকে ঘুরে যায়। তাই ভজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতে বলেছেন। আল্লাহ যেনো সব সময় মনকে গোমরাহী হতে ফিরেয়ে রেখে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

٩٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ
الْقَلْبِ كَرِيشَةً بَارْضٍ فَلَأَةً يُقْلِبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لَبْطِنًا - رواد احمد

୯୬ । ହୟରତ ଆବୁ ମୂସା (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ତୁଲୁଗ୍ରାହ ସାହ୍ଲାଗ୍ରାହୁ
ଆଲାଇହି ଓୟାସାହ୍ଲାମ ଇରଶାଦ କରେଛେ, 'କଲବ' ବା ମନ ହଲୋ କୋନ ତୃଣଶୂନ୍ୟ ଖୋଲା
ମାଠେ ଏକଟି ପାଲକବ୍ୟ, ଯାକେ ବାତାସେର ଗତି ବୁକେ-ପିଠେ (ଏଦିକେ-ସେଦିକେ) ସୁରପାକ
କରିଯେ ଥାକେ (ଆହମାଦ) ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୫ କଲବକେ ଏକ ହାନେ ତିକିଯେ ରାଖା କଠିନ । ଶୟତାନ ପେହନେ ଲାଗାଇ ଆଛେ । ମନ କଥନୋ ଖାରାପ କାଜ ଥେକେ ଭାଲୋ କାଜେର ଦିକେ ଆବାର କଥନୋ ଭାଲୋ କାଜ ହତେ ଖାରାପ କାଜେର ଦିକେ ଝୁକେ ପଡ଼େ । ତାଇ ସବ ସମୟ ଦିଲେର ନେକ କାଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାକାର ଦୋଯା କରତେ ହବେ : “ଇଯା ମୁକାଳ୍ପିବାଳ-କୁଳୂବ ସାବିତ କୁଳୂବାନା ଆଲା ଦୀନିକା ।”

٩٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِأَرْبَعَ يَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَنِي

**بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ - رواه الترمذى
وابن ماجة**

৯৭। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কোন বান্দাহ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত চারটি জিনিসের উপর ঈমান না আনবে : (১) সে সাক্ষী দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (২) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ দীনে হক নিয়ে আমাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, (৩) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হাশেরের ময়দানে উঠার উপর ঈমান আনা এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনা (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

**৯৮ - وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ
مِنْ أَمْتَى لِيْسَ لَهُمَا فِي الْأَسْلَامِ نَصِيبُ الْمُرْجِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ - رواه الترمذى
وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ .**

৯৮। হযরত ইবনে আবুআস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উস্মাতের মধ্যে দুই রকমের লোক আছে, যাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হলো : (১) মুর্জিয়া ও (২) কাদরিয়া (তিরমিয়ী)। তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি গৰীব।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ আলেমের মতে জাবরিয়াগণকেই মুর্জিয়া বলা হয়। কারো কারো মতে এই হাদীসটির বিশ্বস্ততা সম্পর্কেই সন্দেহ আছে।

ইসলামে দুইটি ফিরকা দেখতে পাওয়া যায়। 'মুর্জিয়া' ও 'কাদরিয়া'। মুর্জিয়ারা বলে, মানুষের আশলের কোন মূল্য নেই। তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। যেমন পাথরের ও কাঠের ক্ষমতা নেই। এদের যেদিকে ঠেলে দেয় সেই দিকেই গড়িয়ে গিয়ে পড়ে থাকে। যারা এগুলোকে ফেলে দেয় বা ঠেলে দেয় তাদের হাতেই এদের নিয়ন্ত্রণ। ঠিক মানুষও তাই। তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তাদের কোন এখতিয়ার নেই। তারা একেবারেই অসহায় অক্ষম। তাদের কোন ইচ্ছা এখতিয়ার নেই। কুদরত তাদের দিয়ে যা করান তাই তাদের দিয়ে হয়। কোন আমল তারা নিজেরা করতে সমর্থ নয়। আর না কোন আমল থেকে তারা বিরত থাকতে পারে।

ঠিক এর বিপরীত দ্বিতীয় ফিরকা হলো 'কাদরিয়া'। তারা তাকদীরকে আদলেই স্বীকার করে না। তাদের মত হলো, বান্দার কাজ-কারবারে, আশলে-আখলাকে 'তাকদীরের' কোনো দখল নেই, বরং মানুষ স্বয়ং এসব কাজের মালিক-মোখ্যতার। সে সব কাজই করতে পারে। যে কাজই সে করবে নিজের শক্তির বলেই করবে।

এই উভয় ফেরকাই ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজ নিজ মতামতে সত্যপথ থেকে বিচ্ছুত । তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্গত নয় । তাদের মতামতের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত নয় । এই হাদীস থেকেও বুঝা যায়, মুর্জিয়া ও কাদারিয়া ফিরকা কাফির । তবে হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবীর মতে এই দুই ফিরকা কাফির নয়, বরং ফাসেক ।

٩٩ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
يُكُونُ فِي أَمْتَى حَسْفٍ وَمَسْخٍ وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقُدْرِ - رواه أبو داود
وَرَوَى التَّرمِذِيُّ تَحْوِهُ .

৯৯ । হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আমার উচ্চতের মধ্যেও (আল্লাহর ভয়াবহ শান্তি) যমীন ডেবে দেওয়া ও চেহারা পরিবর্তন করে দেবার মতো ঘটনা ঘটবে । এই শান্তি হবে তাদের উপর যারা ‘তাকদীরকে’ অস্বীকার করবে (আবু দাউদ) । ইমাম তিরমিয়ীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

ব্যাখ্যা : যমীন ডেবে যাওয়া আর চোহারা পালিয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এক কঠিন আয়াব । আগের অনেক নবীর উচ্চতের উপর বিদ্রোহ, সীমা লংঘন এবং নাফরমানীর কারণে এই ধরনের ভয়াবহ আয়াব হয়েছিলো । শেষ নবীর উচ্চাতের উপরও শেষ যমানায় বিদ্রোহ, সীমা লংঘন ও নাফরমানী অধিক হারে বেড়ে যাবার কারণে এই ভয়াবহ আয়াব আসতে পারে । কোন কোন বুজুর্গ বলেন, এই হাদীসের অর্থ হলো, মাসখ ও খাসফ এই দুইটি আয়াব যদি হয় তাহলে এই ফিরকার উপর হবে ।

١٠٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْرِيُّ مَجُوسٌ
هُذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشَهِّدُوهُمْ - رواه احمد
وابو داود

১০০ । হযরত ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাদারিয়াগণ হলো এই উচ্চাতের মাজুসী । তারা যদি অসুস্থ হয় তাদের দেখতে যাবে না, আর যদি মারা যায় তাদের জানায়ায় যেও না (আহমাদ ও আবু দাউদ) ।

ব্যাখ্যা : কাদারিয়া সম্প্রদায় পথভঙ্গ, এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট । এদের এই উচ্চাতের মাজুসী বলে ছজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখ্যায়িত করেছেন । মাজুসীরা অগ্নিউপাসক জাতি । তারা দুই আল্লাহ মানে । এক আল্লাহ নেক ও ভালো

সৃষ্টি করে। তাকে ইয়াজদান বলে। আৱ এক আল্লাহ মন্দ ও খারাপ কাজের স্রষ্টা। একে শয়তান বলা হয়। মাজুসীদের মতো কাদারিয়ারাও একাধিক আল্লাহর প্রবক্তা। তারা বলে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কর্মের খালেক (স্রষ্টা)। তাদের মতে, তাই যতো মানুষ ততো খালেক। তাদের মতেও কল্যাণের খালেক ভিন্ন আৱ অকল্যাণ ও মন্দের খালেক ভিন্ন। হাদীসের মৰ্ম অনুযায়ী এদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক সার্বিকভাৱে ছেদ কৰতে হবে।

١٠١ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ - رواه أبو داود

১০১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাদারিয়া সম্পদায়ের সাথে উঠা-বসা কৰো না এবং তাদেরকে বিচারক নিয়োগ কৰো না (আবু দাউদ)।

١٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّةُ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَتُهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الرَّازِنَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسْلِطُ بِالْجَبَرِوتِ لِيُعَزَّ مَنْ أَذْلَهُ اللَّهُ وَيُذَلَّ مَنْ أَعْزَهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَحْلِ لِحَرْمَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحْلِ مِنْ عِتَرَتِيْ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَالْتَّارِكُ لِسُنْتِيْ - رواه البيهقي في المدخل ورزن في كتابة

১০২। ইয়রত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছয় ধরনের মানুষের উপর আমি লাভন্ত দেই এবং আল্লাহ তাআলা ও তাদেরকে অভিশাপ দেন। প্রত্যেক নবীর দোয়াই কৰুল হয়। (যাদের উপর লাভন্ত তারা হলো) (১) যারা কুরআনের উপর বাঢ়াবাঢ়ি কৰে; (২) যে তাকদীরে এলাহীকে শিথ্যা মনে কৰে; (৩) যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগ কৰে জোরজবর কৰে ক্ষমতা দখল কৰে, আল্লাহ যাদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত কৰেছেন (কাফের-মুশরিক-ফাসেক) তাদের মর্যাদাশালী বানাতে আৱ আল্লাহ যাকে মর্যাদাশালী কৰেছেন (মুমিন দীনদার) তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত কৰতে; (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন কৰে ওই জিনিসকে হালাল জানে যা আল্লাহ হারাম কৰেছেন; (৫) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে খুন কৰা হালাল মনে কৰে, যা আল্লাহ হারাম কৰেছেন এবং (৬) আমার দেয়া নিয়ম-কানুন ত্যাগকারী (বায়হাকী ও রয়ীন)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত যে ছয় ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তাৱা তাদের ভুল ঈমান-আকীদা পোষণ কৰার কাৱণে শৰীয়তেৰ দৃষ্টিতে অপৰাধী। তাই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। এদের উপর আল্লাহও অভিসম্পাত করেছেন। নবীদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন – এ কথা এখানে বলার অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে যে অভিসম্পাত করেছেন তা কবুল হয়েছে, তারা বরবাদ হয়েছে। কুরআনের উপর বাড়াবাড়ির অর্থ শান্তিক বাড়াবাড়ি হতে পারে। বাড়াবাড়ি হতে পারে আয়াতের অর্থে। আয়াতের যে অর্থ তার বিপরীত অর্থ করা বাড়াবাড়ি হতে পারে।

আর পরিপূর্ণ কুরআনের সাথেও বাড়াবাড়ি হতে পারে। কুরআন সমগ্র জীবনের বিধান হিসাবে আল্লাহ নাযিল করেছেন। কেউ যদি এর সব হৃকুম না মেনে, তার সুবিধামত কিছু নির্দেশ মানে আর সব ছেড়ে দেয়, এটাও বাড়াবাড়ি হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারী আল্লাহর হৃকুম কায়েম করে না, বরং এ ধরনের ক্ষমতা দখলকারীরা আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে যারা নন্দিত ও মর্যাদাশালী তাদের লাঞ্ছিত করে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূলের চোখে নন্দিত তাদের তারা নন্দিত করে।

আল্লাহ যেসব জিনিসকে হালাল করেছেন সেসব জিনিসকে যারা হারাম মনে করে আবার যা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে যারা হালাল মনে করে তারা সীমালংঘনকারী এবং মুরতাদ। এদের উপরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিসম্পাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গকে ‘ইতরাত’ তথা ‘আহলে বাইত’ বলা হয়। রাসূলের বংশধরদের একটা আলাদা মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আওলাদে রাসূল হিসাবে তাদের যে মর্যাদা তার তুলনা নেই। তাদের উপর অত্যাচার করা, তাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন। যে ব্যক্তি তাদেরকে নির্যাতন করে বা হত্যা করে সেও অভিশঙ্গ। আল্লাহর প্রিয় রাসূল যে পদ্ধতিতে একটা জাহেলী সমাজকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী সমাজে ঝুঁপান্তরিত করেছেন, যে পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ইসলামকে, এসবই হলো সুন্নাতে রাসূল। দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে এ সুন্নাত অনুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠা করার নামই সুন্নাতে রাসূল। যারা এই সুন্নাতে রাসূলকে ছেড়ে দেবে তারাও অভিশঙ্গ।

١٠٣ - وَعَنْ مَطْرِبْ بْنِ عُكَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَضَى اللَّهُ لِعِبْدٍ أَنْ يُمُوتَ بِأَرْضِ جَعْلٍ لَهُ الْبِهَا حَاجَةٌ - رواه احمد
والترمذى

১০৩। হযরত মাতার ইবন উকাম রাদিয়াল্লাহুর্রাহ ‘আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা

যখন কোন বাদার মৃত্যু কোন জায়গায় নির্দ্দারিত করেন তখন সেখানে তার যাবার জন্য একটি প্রয়োজনও সৃষ্টি করে দেন (আহমাদ ও তিরমিয়ী) ।

١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرْأَرِيُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مِنْ أَبْنَاهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ فَنَرَأِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ أَبْنَاهُمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ - رواه أبو داود

১০৪। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের অপ্রাণী বয়সের বাচ্চাদের (জাহানাত জাহানাম সংক্রান্ত ব্যাপারে) কি নির্দেশনা? তিনি জবাবে বললেন, তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে (অর্থাৎ তারা বাপ-দাদার সাথে জাহানাতে থাকবে)। আমি আরয করলাম, কোন আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহ খুব ভালো জানেন ওই বাচ্চাগুলো জীবিত থাকলে কি করতো। আমি আবাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মুশরিকদের অপ্রাণী বয়সের বাচ্চাদের কি হকুম? হ্যুৱের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের বাপ-দাদার অনুসারী হবে। (বিস্মিত হয়ে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলা ছাড়া? জবাবে হ্যুৱের বললেন, ওই বাচ্চাগুলো কি করতো আল্লাহ ভালো জানেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ৪ মুসলমান ও মুশরিকদের ছোট বাচ্চারা মারা গেলে জাহানাতে যাবে না জাহানামে—এটাই ছিলো হযরত আয়েশার জিজ্ঞাসা। তাদের তো নেক বদ কোন আমল নেই। হ্যুৱের জবাবে বিবি আয়েশা বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন আমল ছাড়া কিভাবে জাহানাতে বা জাহানামে যাবে। হ্যুৱের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর জানা আছে তারা কি করতো। এটাই তাকদীর।

মুশরিকদের বাচ্চাদের ব্যাপারে আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, এদের ব্যাপারে হ্যুৱের জবাবের অর্থ হলো, দুনিয়ায় তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে, আধিরাতের ব্যাপার আল্লাহর হাতে। ওখানে তাদের সাথে কিঙ্গো ব্যবহার করা হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

١٠٥ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْذَدَةُ فِي النَّارِ - رواه أبو داود والترمذى

১০৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজের মেয়ে সন্তানকে যে নারী জীবিত করে দেয় এবং যে মেয়েকে করে দেয়া হয়, উভয়ই জাহানামী (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : আরবে জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুতে ফেলার অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা জারী ছিলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামের আলো বিকশিত হবার পর এই জুনুম ও জিহালতের অঙ্গকার দূর হয়ে যায়। এই হাদীসে এই নিষ্ঠুর আচরণের উপর এই শাস্তি দেবার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত ভরণপোষণ ও অকুলীন পরিবারে বিয়ে দেবার ভয়ে মেয়েরাই অর্থাৎ মায়েরা একাজ করতো। এই হাদীসে তাই মেয়ে লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কবর দিতো। তারা তো জাহানামে যাবার কারণ স্পষ্ট। কিন্তু যাদের কবর দেওয়া হতো অর্থাৎ কন্যারা তারা জাহানামে যাবে কেনো তা স্পষ্ট নয়। মুহাম্মদসিগণ এ ব্যাপারে খামুশ থাকাই ভালো মনে করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ مِّنْ أَجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَأَثْرِهِ وَرَزْقِهِ - رواه احمد

১০৬। হ্যরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা পাঁচটি ব্যাপার তাঁর মাখলুকের জন্য চূড়ান্তভাবে লিখে দিয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন : (১) তার আযুক্ষাল, (২) তার আমল, (৩) তার বাসস্থান (জন্ম ও মৃত্যুস্থান), (৪) তার চলাফেরা ও গতিবিধি (৫) এবং তার রিয়িক (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও তাকদীর সম্পর্কেই বলা হয়েছে। যেসব কথা আগে অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায়ই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষের জন্মের অনেক আগেই আরশে তার তাকদীর লিখে দেয়া হয়ে গেছে। এখন আর এতে কম-বেশী কিছুই করা হবে না। মানুষ দুনিয়াতে কতদিন বাঁচবে, মৃত্যু কবে ও কোথায় কোন মুহূর্তে হবে, দুনিয়াতে তার আমল নেক হবে, না বদ হবে, সে কোথায় বসবাস করবে, তার ধন-দৌলত কি হবে সবই সিদ্ধান্তকৃত। যা তাকদীর সে অনুযায়ী সে আমল করবে।

١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّنْ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ - رواه ابن ماجة

১০৭। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পক্ষতরে যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করবে না তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না (ইবনে মাজা)।

١٠٨ - وَعَنْ أَبْنِ الْدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِيْ شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدَّثَنِيْ لَعْلُ اللَّهِ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِيْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذْبَ أَهْلَ سَمْوَتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحْمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبْلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُنَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ - رواه احمد وابو

داود وابن ماجة

১০৮। হ্যরত ইবনুদ দাইলামী (রাহিমাল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হায়ির হয়ে নিবেদন করলাম, আমার মনে তাকদীর সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আপনি আমাকে কিছু হাদীস শুনান যাতে আমার মন থেকে আল্লাহ এসব সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেন। (একথা শুনে) তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের শাস্তি দেন তাহলে তা দিতে পারেন। এতে আল্লাহ জালিয় বলে সাব্যস্ত হবেন না। অপরদিকে তিনি যদি তাঁর মখ্বলুকের সকলের প্রতিই রহমত করেন তাহলে তাঁর এই রহমত তাদের জন্য তাদের সকল আশল হতে উত্তম হবে। সুতারাং যদি তুমি ওহু পাহাড় পরিমাণ স্বর্গও আল্লাহর পথে দান করো তোমার থেকে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, যে পর্যন্ত তুমি তাকদীরে বিশ্বাস না করবে এবং তুমি বিশ্বাস না করবে, যা তোমার ভাগ্যে ঘটেছে তা তোমার কাছ থেকে কখনো দূরে চলে যাবার নয়, আর যা দূরে চলে গেছে তা কখনো তোমার কাছে আসার নয়। এই বিশ্বাস পোষণ করা ছাড়া যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামে যাবে।

ইবনুদ দাইলামী বলেন, উবাই ইবনে কাবৰে এই বর্ণনা শুনে আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের খিদমতে হায়ির হলাম। তিনিও আমাকে এ কথাগুলো শুনালেন। এরপর এলাম হজাইফা ইবন ইয়ামানের কাছে। তিনিও আমাকে একই কথা বললেন। এরপর এলাম যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এ ধরনের হাদীস শুনালেন (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : তুমি যা অর্জন করেছো এ ব্যাপারে এমন কথা বলো না, আমার চেষ্টা তদবীরের ফলে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি কোন জিনিস না পাও তাহলেও একথা বলো না যে, যদি আমি চেষ্টা-তদবির করতাম, অবশ্যই তা পেতাম। কারণ তুমি যা লাভ করেছো তোমার সাধনার জন্য নয়, বরং তোমার তাকদীরের লিখন অনুযায়ী পেয়েছো। আর যা পাওনি তা-ও তোমার তাকদীরের লিখন ছিলো বলেই পাওনি। তাই খুব করে মনে রাখতে হবে কিছু পাওয়া আর না পাওয়া ‘তাকদীরে ইলাহী’ অনুযায়ী হয়।

١٠٩ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى ابْنَ عَمِّهِ فَقَالَ أَنْ فُلَانًا يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ اهْنَهُ بَلَغْنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَانْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامُ فَإِنَّمِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي أَمْتِيْ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ - رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب .

১০৯। হযরত নাফে' রাহিমাল্লাহু 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমারের নিকট এলো এবং বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে। হযরত ইবনে উমার বললেন, আমি জেনেছি সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কথার সৃষ্টি করেছে। যদি সত্যি সত্যি সে দীনের মধ্যে কোন নতুন কথার (বিদয়াত) সৃষ্টি করে থাকে তাহলে আমার তরফ থেকে তাকে (সালামের জবাবে) কোন সালাম পৌছাবে না। কারণ আমি হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উস্মাতের অথবা এই উস্মাতের মধ্যে জমিনে দেবে যাওয়া, চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া, শিলা পাথর বর্ষিত হওয়ার মতো আল্লাহর কঠিন আঘাবে নিপত্তি হবে যারা তাকদীর অঙ্গীকার করবে তারা। (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে উমারকে যে ব্যক্তির সালাম পৌছানো হয়েছিল, সে কে তা বোধ হয় তিনি জানতেন। সে ব্যক্তি নিজের তরফ থেকে মনগড়া কিছু নতুন

কথা (বিদ্যাত) যেমন তাকদীর অঙ্গীকার করা ইত্যাদি গড়ে ছিলো। তাই ইবনে উমার বললেন, ওর সালমের জবাবে ইবনে উমারের সালাম তাকে না পৌছাতে। কেনোনা এ ধরনের লোকদের সাথে সালাম-কালাম না করা, সম্পর্ক না রাখার হকুম আছে। তারা বিদ্যাতী। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কায়েম করা সীমা তারা লংঘন করে।

١١ - وَعَنْ عَلَىِ قَالَ سَأَلَتْ حَدِيجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
وَلَدِينِ مَاتَ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا
فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَكَانَهُمَا
لَا بَغَضْتُهُمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوْلَدِيْ مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ
وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعُتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ - رواه احمد

১১০। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার (পূর্ব-স্বামীর ওরষজাত) দুইটি সন্তান সম্পর্কে জিজেস করলেন, যারা জাহিলিয়াতের যুগে মারা যায় (তারা জান্নাতি কি জাহান্নামী)। হ্যুর জবাবে বললেন, তারা জাহান্নামে। হ্যরত আলী বলেন, হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত খাদিজার (বাচ্চাদের ব্যাপার শুনার পর) চেহারায় বিষন্ন ভাব দেখে বললেন, তুম যদি তাদের অবস্থান দেখতে, তাহলে তুমি ওদের (বাচ্চাদের) থেকে বিত্তৰ হয়ে পড়তে। এরপর হ্যরত খাদিজা জিজেস করলেন, আপনার ওরসে আমার যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গেছে (কাসেম ও আবদুল্লাহ, ওদের অবস্থা কি)? হ্যুর বললেন, তারা জান্নাতে আছে। তারপর হ্যুর বললেন, মু'মিন ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে এবং মুশরিক ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) ওদের সাথে রাখবো” (সূরা তূর : ১২) (আহমাদ)।

١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا
خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ مَسَحَ ظَهَرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهُورِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيِّ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيَصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ آيُّ رَبِّ مَنْ هُؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيْتُكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَيَصُونُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ آيُّ رَبِّ مَنْ هُذَا قَالَ دَاؤُدٌ فَقَالَ آيُّ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَاهَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ أَوْلَمْ يَبْقَى مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ تُعْطَهَا أَبْنِيَكَ دَاؤُدَ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيْتُهُ وَتَسَيَّدَ آدَمُ فَاكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَتَسَيَّدَ ذُرِّيْتُهُ وَخَطَا آدَمُ وَخَطَّاتُ ذُرِّيْتُهُ - رواه الترمذى

১১১। হ্যরত আবু হোরাইরা রান্দিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলা যখন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর পিঠের উপর হাত বুলালেন। তাঁর পিঠ থেকে ওইসব (মানব) জীবন বেরিয়ে আসলো যা কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবার ছিলো। এদের মধ্যে প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের চমক ছিলো। এরপর সকলকে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সামনা সামনী দাঁড় করালেন। এদেরকে দেখে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! এরা কারা? পরওয়ারদিগার বললেন, এরা সব তোমার আওলাদ। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের একজনকে দেখলেন, তাঁর দুই চোখের মাঝখানের আলোর চমক তাঁকে বিশ্বাভিত্তি করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! একে? তিনি বলেন, দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, হে প্রভু! তার বয়স কত দিয়েছেন? তিনি বলেন, ষাট বছর। তিনি বলেন, প্রভু? আমার বয়স থেকে তাকে চল্লিশ বছর দান করুন। রাসূলুল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ফুরিয়ে গেলে এবং ঐ চল্লিশ বছর বছর বাকী থাকতে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, এখনো তো আমার বয়স চল্লিশ বছর বাকী আছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, আপনি কি আপনার বয়সের চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে দেননি? আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অঙ্গীকার করলেন। তাই তার সন্তানরাও অঙ্গীকার করে। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওয়াদা ভুলে গেলেন। তিনি (নিষিদ্ধ) গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। তাই তাঁর আওলাদও ভুল করে থাকে। হ্যরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছুতি ঘটেছিলো। তাই তার আওলাদেরও বিচ্ছুতি ঘটে থাকে (তিরমিয়ি)।

۱۱۲ - وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتْفَهُ الْيَمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْنَصَاءَ كَانُوهُمُ الذُّرُّ وَضَرَبَ كَتْفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَانُوهُمُ الْحُمُّ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتْفِهِ الْيُسْرَى إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي - رواه احمد

۱۱۲। ইয়রত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে সময় আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর ডান কাঁধের উপর (তাঁর কুদরতী হাত) মারলেন। এতে ছেট ছেট পিপড়ার মতো সুন্দর ও চকচকে একদল আদম সন্তান বেরিয়ে আসলো। তিনি আবার তাঁর বাম কাঁধের উপর (কুদরতী) হাত মারলেন। এতেও কয়লার মতো কালো আর একদল আদম সন্তান বেরিয়ে আসলো। এরপর আল্লাহ তাআলা ডান দিকের আদম সন্তানদের দিকে নির্দেশ করে বললেন, এরা জান্নাতী, এতে আমি কারো পরোয়া করি না। আবার তিনি বাম দিকের আদম সন্তানদের দিকে নির্দেশ করে বললেন, এরা জাহান্নামী। এ ব্যাপারেও আমার কোনো পরোয়া নেই (আহমাদ)।

۱۱۳ - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ يَعْوَدُونَهُ وَهُوَ يَبْكِيُ فَقَالُوا لَهُ مَا يُبَكِّيكُ الْمَبْقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذْ مِنْ شَارِيكَ ثُمَّ أَقْرَأْهُ حَتَّى تَلْقَانِيَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ سَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَ بِيمِينِهِ قَبْضَةٌ وَآخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لِهُذِهِ وَهَذِهِ لِهُذِهِ وَلَا أَبَالِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا - رواه احمد

۱۱۴। ইয়রত আবু নাদরা (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যকার আবু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীসাথীগণ দেখতে এলেন। তিনি তখন কাঁদছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি, তোমার গোফ খাটো করবে। সব সময় এভাবে খাটো রাখবে, যে পর্যন্ত আমার সাথে এসে না মিশবে (জান্নাতে)। তিনি বলেছেন, হ্যাঁ। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা ও

বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ তাআলা নিজের (কুদরতী) ডান হাতে এক দলকে তুলে নিয়ে বলেছেন, এরা জান্নাতের জন্য এবং বাম হাতের তালুতে এক দলকে তুলে নিয়ে বললেন, এরা জাহানামের জন্য। আর এই ব্যাপারে আমি কারো পরোয়া করি না। একথা বলে হ্যরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, আমি জানি না, কোন হাতের মুঠিতে আমি আছি (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : হ্যরত আবদুল্লাহ জীবনের শেষ মৃত্যুতে পৌছে গিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মৃত্যুগ্রহ্যায় তাকে দেখতে যান। তিনি তখন কাঁদছিলেন। সাহাবীগণ সান্তুনা দিয়ে বলছিলেন, আপনার তো কাঁদার কোন কারণ নেই। একে তো আপনি রাসূলের একজন সাহাবী, তাছাড়া তিনি আপনাকে সব সময় গোঁফ কেটে-ছেটে রাখলে জান্নাতে তার সাথী, হবার শুভ সংবাদ দিয়েছেন। এতে তো বুঝা গেলো আপনার জীবন ‘খাতেমা বিল খায়র’ ('কল্যাণের উপর সমাপ্তি') হবে। এরপরও তিনি আল্লাহর কোন হাতের মুঠিতে আছেন, এ সন্দেহ করছেন। সাহাবী হওয়া, দীনের জন্য কাজ করা ও শুভসংবাদই তো প্রমাণ, তিনি আল্লাহর কুদরতী হাতের কোন মুঠোয় আছেন।

١١٤ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَخْذَ اللَّهُ الْمِيقَاتَ مِنْ ظَهِيرَةِ أَدَمَ بِنْعَمَانَ يَعْنِيْ عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صَلَبِهِ
كُلُّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَّاهَا فَنَثَرُوهُمْ بَيْنَ يَدِيهِ كَالذَّرَّ ثُمَّ كَلَمَهُمْ قُبْلًا قَالَ السُّنْتُ بِرِّيَّكُمْ
قَالُوا بَلَى شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا
إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبْأَوْنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطَلُونَ - رواه احمد

১১৪। হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলা আরাফার ঘয়দানের কাছাকাছি নামান নামক স্থানে আদম (আ)-এর পিঠ হতে নির্গত তাঁর সব সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। তিনি আদম (আ)-এর পিঠ হতে তাঁর আওলাদকে বের করেছিলেন। এসকলকে পিংপড়ার মতো আদম (আ)-এর সামনে ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারপর আল্লাহ তাদের সামনাসামনি কথা বলেছিলেন – “আমি কি তোমাদের ‘রব’ নই? আদম সন্তানরা জবাব দিয়েছিলো, নিচ্য নিচ্য আপনি আমাদের ‘রব’। তারপর আল্লাহ বললেন, তোমাদের নিকট হতে এই সাক্ষ্য আমি এজন্য গ্রহণ করলাম যে, তোমরা যেনো ক্যিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো, আমরা জানতাম না অথবা তোমরা একথাও বলতে না পারো, আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের আগে মুশরিক ছিলো। আমরা তাদের

পৱৰ্বতী বংশধর। আমৱা তাদেৱ অনুসৱণ কৱেছি। তুমি কি বাতিল পূজাৱীদেৱ আমলেৱ কাৱণে আমাদেৱকে ধৰ্ম কৱে দিবে” (সূৱা আৱাফ : ১৭২-৩) (আহমাদ)?

ব্যাখ্যা ৪ কিয়ামতেৱ দিন কোন ওজৱ-আপত্তি, দলিল-দস্তাবেজ যেনো কোন জাহিলী মতবাদ গহণেৱ জন্য বনি আদম পেশ কৱতে না পাৱে, সেইজন্য আল্লাহৰ তাআলা তাৱ কুদৱতে কামেলাৱ মাধ্যমে এই সাক্ষ্য রাখাৱ ব্যবস্থা কৱেন। একেৱ অপৱাধে অন্যকে শাস্তি দেয়াৱ অভিযোগ যেনো ওই দিন উঠাতে না পাৱে। এটাই আল্লাহৰ কৌশল বা যুক্তি। এৱপৰ তো প্ৰত্যেক যুগে যুগে কালে কালে তাওহীদেৱ প্ৰচাৱ-প্ৰসাৱেৱ জন্য তো নবী-ৱাসুল পাঠিয়েছেনই। সে সকল নবী-ৱাসুলও এই ওয়াদা অঙ্গীকাৱেৱ কথা সকল বনি আদমকে শ্বেতণ কৱিয়ে দিয়েছেন, সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৱেছেন।

١١٥ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذَ رِبُّكَ مِنْ بَنِيْ
أَدَمَ مِنْ طَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرُهُمْ
فَاسْتَنْطَقُهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى
أَنفُسِهِمْ السَّتُّ بِرِّيَّكُمْ قَالُوا بَلِى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَيْكُمُ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ
وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ أَدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ
بِهِذَا اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِيْ وَلَا رَبُّ غَيْرِيْ وَلَا تُشْرِكُوا بِيْ شَيْئًا أَنِّيْ
سَأَرْسَلُ النَّبِيِّمْ رَسُلِيْ بِذِكْرِ وَنَكْرِ عَهْدِيْ وَمِيثَاقِيْ وَأَنْزَلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ
قَالُوا شَهَدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَالْهُنَا لَا رَبُّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاقْرُؤُمَا
بِذَلِكَ وَرَفِعُ عَلَيْهِمْ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَظَرِ الْيَهِمْ فَرَأَى الْغَنِيْ وَالْفَقِيرَ
وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ قَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ أَنِّيْ
أَحَبَّتُ أَنْ أَشْكَرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مَثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُومًا
بِمِيثَاقِ أَخْرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا
مِنَ النَّبِيِّمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرِيمَ كَانَ فِيْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ
فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرِيمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَهُدِّثَ عَنْ أَبِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا -
رواہ احمد

১১৫। হ্যরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে মহামহিম আল্লাহর বাণী বর্ণিত। তিনি “তোমাদের রব যখন বনি আদমের পিঠ থেকে তাদের আওলাদ বের করলেন” (সূরা আরাফ : ১৭২-৩), এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তাআলা আওলাদে আদমকে একত্র করেছেন। তাদেরকে রকমে রকমে ওয়াদা দিলেন। অর্থাৎ কাউকে ধনসম্পদের, কাউকে পবিত্র করার ইচ্ছা করলেন। তারপর তাদের রূপ দান করলেন। তারপর দিলেন কথা বলার শক্তি। এবার তারা কথা বললো। তারপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার আদায় করলেন। এরপর তাদের নিজের উপর সাক্ষ্য বানালেন ও জিঞ্জেস করলেন, ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ আওলাদে আদম জবাব দিলো, নিশ্চয় আপনি আমাদের ‘রব’। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি সাত আসমান ও সাত জমিনকে তোমাদের সামনে সাক্ষী বানাছি। তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী বানাছি। কিয়ামতের দিন তোমরা যেনো বলতে না পারো, আমরা তো এসব কথা হতে অজ্ঞ ছিলাম। এখন তোমরা ভালো করে জেনে নাও, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ‘রব’ও নেই। (সাবধান) আমার সাথে কাউকে শরীক বানাবে না। আমি শীঘ্ৰই তোমাদের কাছে আমার রাসূল পাঠাবো, যারা তোমাদেরকে আমার ওয়াদা-অঙ্গীকার স্বরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের উপর আমি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করবো। এই কথা শুনে আওলাদে আদম বললো, আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি আমাদের রব। তুমই আমাদের ইলাহ। তুমি ছাড়া না আমাদের কোন রব আছে, না তুমি ছাড়া আমাদের কোন ইলাহ আছে। বস্তুত আদম সন্তানদের সকলে এ কথা স্বীকার করলো। হ্যরত আদম (আ)-কে তাদের উপরে উঠিয়ে ধরা হলো। তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তার আওলাদের মধ্যে আমীরও আছে, গরীবও আছে, সুন্দরও আছে। অসুন্দরও আছে, (এটা দেখে) তিনি আরায করলেন, হে রব! তুমি তোমার বান্দাদের সকলকে এক সমান কেনো বানালে না? আল্লাহ তাআলা জবাবে বললেন, আমি চাই আমার বান্দারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক। এরপর আদম (আ) নবীদেরকে দেখলেন। তারা সকলের মধ্যে চেরাগের মতো আলোকিত ছিলেন। নূরে তারা ঝলমল করছিলেন। তাদের কাছে বিশেষ করে নবুয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন (অনুবাদ) : “আমি নবীদের নিকট হতে যখন তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নৃহ (আ) ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ইসা বিন মরিয়ম (আ) হতেও (এই অঙ্গীকার ও ওয়াদা) লওয়া হয়েছে” (সূরা আহয়াব : ৭)। উবাই রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ বলেন, এই রহদের মধ্যে ইসা ইবনে মরিয়মের রহণ ছিলো। এই রহকেই অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিবি মরিয়মের নিকট পাঠিয়েছেন। হ্যরত উবাই বলেছেন, এই রহ বিবি মরিয়মের মুখ দিয়ে তাঁর পেটে প্রবেশ করেছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪: হ্যরত আদম (আ) এই রহদের মধ্যে পার্থক্য দেখে আল্লাহর কাছে আরয় করলেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমারই সন্তান। এদেরে এতো পার্থক্য কেনো, কেউ ধনী, কেউ গৰীব, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ সম্মানী, কেউ অসম্মানী? আল্লাহ জবাবে বললেন, সকলকে এক রকম বানালে তারা আমার শোকর আদায় করবে না। একে অপরের অপূর্ণতা দেখলে তারা আমার কৃতজ্ঞ হবে। এটাই পার্থক্যের ভেদ। যার মধ্যে যে গুণগুণ থাকবে সে তার মর্ম বুবাতে পারবে না। অন্যের অভাব-অন্টন দেখে সে নিজের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য দেখে শোকর আদায় করবে।

١١٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَاكِرُ مَا يَكُونُ أَذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَقُوهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ - رواه احمد

১১৬। হ্যরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। দুনিয়াতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনে) বললেন, তোমরা যখন শুনবে কোন পাহাড় নিজের স্থান থেকে সরে গেছে, তা বিশ্বাস করবে। কিন্তু যখন শুনবে কোন মানুষের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশ্বাস করবে না। কারণ মানুষ সে দিকেই ধাবিত হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪: কিছু সংখ্যক সাহাবা এক জায়গায় বসে যেসব ঘটনা ভবিষ্যতে হবার তা কি ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হয় অথবা ভাগ্যলিপির লেখা ছাড়া নিজ থেকেই সংঘটিত হয় তা নিয়ে আলাপ করছিলেন। ইয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব আলোচনা শুনছিলেন। তাই তিনি বললেন, সব জিনিসই তাকদীরের লেখা অনুযায়ী সময় মতো সংঘটিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জনাগত স্বভাব-চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বললেন, এর কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। জনাগত স্বভাবের দিকেই মানুষের ঝোক-প্রবণতা থাকে। যেমন আল্লাহ যাকে জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান বানান তার মধ্যে এসব গুণগুণের ধাতু আগ থেকেই সৃষ্টি করে রাখেন। তার তাকদীরে বুঝ সময় দূরদৃষ্টিসহ সকল অলংকার দিয়ে রাখা হয়। সে কখনো বেওকুফ ও আহমেক হতে পারে না। এইভাবে যার জনাগত স্বভাবে, চরিত্রে বেওকুফী, মূর্খতা, অজ্ঞতা দিয়ে দেয়া হয় সে জ্ঞানী গুণী সচেতন ও বুদ্ধিমান হতে পারে না।

١١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَرْزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ
وَجَعْ مِنَ السَّاَةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلَتْ قَالَ مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِّنْهَا إِلَّا وَهُوَ
مَكْتُوبٌ عَلَىٰ وَأَدْمُ فِي طِبْنَتِهِ - رواه ابن ماجة

১১৭। হযরত উষ্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেয়েছিলেন, তার কারণে দেখছি প্রতি বছরই আপনি এতে কষ্ট পান। হযুর বললেন, প্রতি বছরই আমি যে কষ্ট পাই বা আমার অসুখ হয়, এটা ওই সময়েই আমার তাকদীরে লেখা হয়ে গিয়েছিলো যখন হযরত আদম (আ) তাঁর মাটির ভিতরে ছিলেন (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ৪ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ইয়াহুদী নারী খায়বারের যুদ্ধের পর বকরীর গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিলো। পশুর গোশত খাবার পূর্বে হযুর টের পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকী গোশত তিনি মুখে থেকে ফেলে দেন। কিন্তু এর ক্রিয়ায় জীবনভর ভয়ুর কষ্ট পেয়েছেন। সেই কথাই উষ্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহ হযুরকে জিজেস করেছিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার তাকদীরের লিখন। হযরত আদমের সৃষ্টির আগেই তা আমার ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছিলো।

(٤) بَابُ اثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবর আযাব

কবর আযাব কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কবর অর্থ দেড়-দুই গজের গর্ত নয়, বরং এর অর্থ আলমে বারযাখ। মৃত্যুর পর কিয়ামত সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত সময়ের নাম ‘আলমে বারযাখ’। এটা সবখানেই হতে পারে। পানির মধ্যে হতে পারে। আগুনে জ্বালিয়ে দেবার পর হতে পারে। জমীনে মাটি চাপা দেবার পর হতে পারে। এই আযাব থেকে বাঁচার উপায় কারো নেই। মৃত্যুর পর যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেনো এ আযাব অবধারিত।

আলমে বারযাখে আল্লাহ নেক বান্দাদের উপর বেশ্মার রহমাত বর্ষণ করেন। আর যারা বদকার গুনাহগার তাদের উপর আল্লাহ কঠিন আযাবের ব্যবস্থা করেন। মুনকার-নকির ফেরেশতা, আযাবের ফেরেশতা, সাপ-বিচ্ছু, পাপী ও গুনাহগারদের উপর হামলা চালাবে। এসব কথা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এসব কথার উপর ঈমান আনতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কোন জিনিসকে দেখা বা অবলোকন করার উপরই সে জিনিসটি সত্য হবার প্রমাণ নয়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না এটা একটা ভুল যুক্তি ও জ্ঞান বিরুদ্ধ কথা। এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ‘আলমে বালা’ বা উদ্রূঢ় জগতের কোন জিনিসকে দেখা, আলামে মালাকুতকে অবলোকন করা কোন বাহ্য চোখে দেখা সত্ত্ব নয়, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রকাশ্যেও দেখিয়ে দিতে পারেন।

দুনিয়াতে এমন অনেক জিনিস আছে যা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না। চোখ তা অবলোকন করতে পারে না। এরপরও তা অনুভব করা যায়। এর যৌক্তিকতা না মেনে পারা যায় না। যেমন এক ব্যক্তি স্বপ্নজগতের দুনিয়ার সব জিনিস দেখে নিয়েছে। সব কথা শুনে নিয়েছে। সব দুঃখ-কষ্ট, হাসিখুশি, আরাম-আয়েশ অনুভব করেছে। কিন্তু তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকা অন্য আর একজন লোক কিছুই টের পায় না। দেখেও না শুনেও না। সে কিছুই বুঝতে ও অনুভব করতে পারে না।

সব যুগে ও কালে নবী-রাসূলদের উপর ওহী আসতো। শেষ নবীর উপরও ওহী নায়িল হতো। হ্যরত জিবরাইল আমীন ওহী নিয়ে হ্যুরের কাছে আসতেন। ভরা মজলিসেই এ কাজ হতো। কিন্তু সাহাবারা কেউ বাহ্য দৃষ্টিতে না কিছু দেখতেন, না জিবরাইলকে অবলোকন করতেন। কিন্তু এরপরও সাহাবাগণ এসবের উপর ঈমান এনেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَفِي رِوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَّلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১১৮। হ্যরত বারাআ ইবনে আয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মুসলমানকে কবরে জিজেস করা হয় তখন সে সাক্ষ দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ

সান্নাট্টাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম আন্নাহর রাসূল। “আন্নাহ তাআলা এসব লোককে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অটল ও অবিচল রাখেন যারা ঈমান এনেছে” (সূরা ইবরাহীম : ২৭)। আন্নাহর এই বাণীর অর্থ হলো এটাই। আর এক বর্ণনায় আছে, হ্যুম সান্নাট্টাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন : ইউসাকেতুন্না-হন্নাজিনা আমানু বিল কাওলিস সবিতি- এই আয়াত কবরের আয়াবের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজেস করা হয়, তোমার ‘র’ব’ কে? সে বলে, আমার রব আন্নাহ তাআলা। আর আমার নবী মুহাম্মদ সান্নাট্টাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত আয়তে “বিল কাওলিস সাবিতি”-অর্থ হলো কলেমায়ে
শাহাদাত। অর্থাৎ মুমিনকে কবরে শোয়াবার পর প্রশ্ন করা হয় : তোমার রব
কে? তোমার রাসূল কে? তোমার দীন কি? এই তিন প্রশ্নের জবাবই কলেমা
শাহাদাতে আছে।

ଆয়াতের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ঈমানের আলোকে নিজের 'কলবকে' আলোকিত করে নেয়, যার দিলে ঈমান ও ইসলামের হক্কনিয়াত মজবুত হয়ে শিকড় ধারণ করেছে, তার উপর দুনিয়া ও আধিরাতে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দুনিয়ার জীবনে তার উপর আল্লাহর ফ্যল হলো, তিনি নেক বান্দাদেরকে ইসলামের সত্যতার ইতেকাদে কায়েম রাখেন। আর তার মনে ঈমান ও ইসলামের ওই রহ দিয়ে ভরে দেন যা দুনিয়ায় কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সময়েও তাকে অবিচল থাকার শক্তি যোগায়। মন কখনো দুর্বল হয় না। নিজের জীবনকে কোরবান করতে আগুনে নিষ্কণ্ট হতে পসন্দ করে। কিন্তু নিজের ঈমান-ইতিকাদে কণা পরিমাণও সন্দেহ-সংশয় আসার স্যোগ দেয় না।

١١٩ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا
وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَكَّلَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ فَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلْكَانِ
فَيُقْعِدُهُ فَيَقُولُ أَنَّ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ قَائِمًا الْمُؤْمِنُ
فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ
أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ
فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ
النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرِيَتْ وَلَا تَلَيَّتْ وَلَا ضَرَبَ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرِيَّةَ

فَيَصِحُّ صِحَّةُ يُسْمَعُهَا مِنْ بَلِيهِ غَيْرُ الشَّقَّلِينَ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ
لِلْبُخَارِيِّ .

১১৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্জুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বান্দাহকে কবরে রাখার পর তার আজীয় স্বজন, পরিজন, বন্ধুবন্ধুর চলে আসলে মুর্দা তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। তার কাছে (কবরে) দু'জন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি বলো? এ প্রশ্নের জবাবে মুমিন বান্দাহ বলে, আমি সাক্ষ্য দিছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিসঃন্দেহে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তারপর তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও তোমার ঠিকানা জাহান্নাম কিরণ জধন্য ছিলো। আল্লাহ তোমার সে ঠিকানা জাহান্নামকে জান্নাতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সেই বান্দাহ দু'টি ঠিকানার (জান্নাত-জাহান্নাম) দিকে দৃষ্টি দিয়ে পার্থক্য দেখে খুশী হয়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? সে জবাব দেয়, আমি বলতে পারি না (প্রকৃত সত্য কি ছিলো)। লোকে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাঁকে বলা হয়, না তুমি আকল বৃদ্ধি খরচ করে চিনতে পেরেছো, না কুরআন শরীফ পড়েছো? একথা বলে তাকে লোহার হাতুড়ী দিয়ে কঠিনভাবে মারতে থাকে। সে তখন বিকট চীৎকার দিতে থাকে। এই চীৎকার ধরণীর জিন আর মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়(বুখারী ও মুসলীম)। এর শব্দগুলো বুখারীর।

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার অস্ত্রায়ী জীবন শেষ করে মানুষকে যখন চিরস্থায়ী জীবনের প্রথম সোপন কবরে রেখে সকল আজীয়-স্বজনরা চলে আসে তখন আল্লাহ তাকে শুনার শক্তি দেন। কবরের পাড় থেকে আজীয় স্বজনেরা চলে যাবার সময় সে তাদের পদধরনি শুনতে পায়। এরপর মুনকার-নকির ফেরেশতা তার কাছে আসেন। তাকে তার ইতেকাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মুমিন সঠিক জবাব দেয়। কাফির জবাব দিতে পারে না। মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখানো হয়। কাফিরকে দেখানো হয় জাহান্নামের রাস্তা।

এই হাদীসে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের শুরুজ দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হয়। তার ভীষণ চিৎকার মানুষ ও জিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। তার কারণ হলো জিন আর ইনসান গায়েবের উপর ঈমান আনে। তারা যদি এই আয়াবের শব্দ শুনতে পেতো অথবা ওখানের অবস্থা জানতে পারতো তাহলে ‘ঈমান বিল গায়েব’-এর তাৎপর্য থাকতো না। তাছাড়া কবরের অবস্থা যদি মানুষ দেখতে বা শুনতে পেতো তাহলে এর ভয়ভীতির কারণে দুনিয়ার কাজ-কারবার সব পরিত্যক্ত হয়ে পড়তো। সমাজ চলার ধারা ভঙ্গ পড়তো।

١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعُدَهُ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَّىِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعُدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

১২০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে (কবরে) তাকে সকাল-সন্ধ্যায় তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তার ঠিকানা জান্নাত দেখানো হয়। আর জাহান্নামী হলে তার ঠিকানা জাহান্নামকে দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, এই তোমার (স্থায়ী) ঠিকানা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে উঠিয়ে ওখানে পাঠাবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

١٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيًّا دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْأَلْفَاظِ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - متفق عليه

১২১। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াত্তুনি নারী তাঁর কাছে এলো। সে কবর আয়াবের কথা উঠালো, তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বললো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কবরের আয়াব থেকে হিফাজত করবন। হ্যরত আয়েশা হ্যুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আয়াব সম্পর্কে জিজেস করলেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা, কবরের আয়াব সত্য। হ্যরত আয়েশা বললেন, অতঃপর আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি তিনি নামায পড়েছেন অথচ কবরের আয়াব হতে মুক্তির দোয়া করেননি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সম্ভবত হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগে কবর আয়াবের কথা শুনেননি। ইয়াত্তুনি নারীর কাছে একথা শুনে তিনি হ্যুরান হয়ে এ সম্পর্কে হ্যুরকে জিজেস করেছেন। তিনি তা সত্য বলে জানিয়েছেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর কবর আয়াব হতে মুক্তির দোয়া করে উশাতকে

এভাবে কবর আয়াব হতে পানাহ চাইবার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর তো কবরে জান্নাতের নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছু হবার প্রশ্নই উঠে না।

١٢٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَانَطِ لِبْنِي النَّجَارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اذْ حَادَتْ بِهِ فَكَدَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَفْبَرَ سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَشَى مَاتُوا قَالَ فِي الشَّرْكِ فَقَالَ أَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْتَعْكِمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعْتُمْنِيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ الْفِتْنَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ قَالُوا نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ . رواه مسلم

১২২। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্ঞার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচরের উপর আরোহী ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচরটি লাফিয়ে উঠলো। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলেন। দেখা গেলো সামনে পাঁচ-ছয়টি কবর। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কবরবাসীদেরকে কে চেনে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। হ্যুর জিজ্ঞস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে বললো, শিরকের অবস্থায়। হ্যুর বললেন, এই উচ্চত তথা এই কবরবাসীরা তাদের কবরে পরীক্ষায় আছে (এবং শাস্তি ভোগ করছে)। তয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেয়া ছেড়ে দিবে (এই আশংকা না থাকলে) আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম তিনি যেনে তোমাদেরকেও কবর আয়াব শনান, যে আয়াব আমি শনতে পাচ্ছি। এরপর হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন ও বললেন, তোমরা সকলে জাহানামের আয়াব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সকলে একত্রে বলেন, আমরা জাহানামের আয়াব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কবর আয়াব হতে আল্লাহর নিকট

পানাহ চাও। তারা বললেন, আমরা কবর আয়াব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সকলে বলেন, আমরা প্রকাশ্য ও অদৃশ্য সকল ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দাঙ্গালের ফিতনা হতে পানাহ চাও। সকলে বলেন, আমরা দাঙ্গালের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেতনা ও বোধশক্তি দুনিয়ার সকলের চেয়ে বেশী ছিলো। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ব্যাপারেও কুদরতীভাবে তাঁর এই শক্তি ছিলো সকলের চেয়ে বেশী। তাঁর জাহেরী চোখের সাথে সাথে বাতেনী চোখের শক্তি ও এতো প্রথর ছিলো যে, তিনি কবরের আয়াব দেখতে পান, যা আল্লাহ তাঁকে দেখাতে চান। হ্যুর কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কবরবাসীদের উপর আয়াব দেখতে পেতেন। তাই তিনি সাহাবাদেরকে কবর আয়াব হতে বাঁচার জন্য দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

কবরের আয়াবের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চোখ যদি এই আয়াব দেখতো অথবা কান তা শুনতে পেতো তাহলে তোমরা মানুষকে কবর দিতে না দাফন করতে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْتَرَ
الْمَيْتَ أَتَاهُ مَلَكًا نَاسَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النُّكْبَرُ
فَيَقُولُانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ
هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَورُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ
يُقَالُ لَهُ ثُمَّ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَيْيَ أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ فَيَقُولُانِ ثُمَّ كَنْوَمَةُ الْغَرْوَنِ
الَّذِي لَا يُوْقَطُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنَّ
كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُانِ
قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلأَرْضِ التَّشِّيِّ عَلَيْهِ فَتَلَقَّمَ عَلَيْهِ

فَتَخْتَلِفُ أَصْلَاعُهُ فَلَا يَرَأُلُّ فِيهَا مُعْذِبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مُضْجَعِهِ ذَلِكَ
رواه الترمذی

১২৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুর্দাকে যখন কবরে শোয়ানো হয় তখন তার নিকট নীল চোখের দুইজন কালো ফেরেশতা এসে হাজির হন। তাদের একজন মুনকার, আর একজন নাকীর। তারা মৃত ব্যক্তিকে জিঙ্গেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। তখন ফেরেশতা দুইজন বলবেন, আমরা জানতাম তুমি এ জবাবই দেবে। তারপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্ত্রে সন্তুর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর বলা হয়, ঘুমিয়ে পড়ো। তখন কবরবাসী বলবে, না, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। তাদের এই শুভ সংবাদ দিতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, (এটা আল্লাহর হৃকুম নয়) তুমি এখানে বাসর ঘরের বরের মতো (আনন্দে-আহলাদে) ঘুমাতে থাকো, পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া যাকে আর কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। এরপর সে এভাবে ঘুমিয়ে থাকে কিয়ামতের দিন না আসা পর্যন্ত। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলবে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যা বলতো আমিও তাই বলেছি। কিন্তু আমি জানি না। ফেরেশতারা তখন বলেন, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি এ কথাটি বলবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তার উপর মিলে যাও। তাই যমীন তার উপর এমনভাবে মিলবে যাতে তার এক দিকের হাড় অপর দিকে চলে যাবে। কবরে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক তাকে কবর থেকে না উঠানো পর্যন্ত (তিরামিয়ী)।

ব্যাখ্যা : কবরে মুশরিক-কাফিররা ফেরেশতাদেরকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। ভয়ে তারা কোন দিকে পালাতে পারবে না। এটা হবে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা। এ অবস্থায় মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক অবিচল রাখিবেন। অভয়ে তারা ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে কামিয়াব হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করবে তারা কবরে ভয়ভীতহীন থাকবে।

মুমিনরা তাদের জন্য শুভসংবাদ শুনে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাবার আশা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ তারা ভাবতে পারে আমরা যখন আল্লাহর রহগত ও নেয়ামত পেয়েছি, তখন আমাদের পরিবারের কাছে চলে যেতে পারলে তাদেরকে আমার খবর শুনালে আরো খুশীর কারণ হবে।

১২৪ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكًا نَّفِيجًا لِّسَانِهِ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولُ لَهُ

مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيُّ الْاسْلَامُ فَيَقُولُانَ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِينَكُمْ
فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمِنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُشَبِّهُ اللَّهَ الَّذِينَ
أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِطِ الْأَيَّةَ قَالَ فَيَنَادِي مُنَادٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيُّ
فَأَفْرِشَوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ
قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيبَهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدْبَرَهُ . وَأَمَّا الْكَافِرُ
فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلْكَانَ فِيْجُلْسَانَهُ فَيَقُولُانَ
مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُانَ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي
فَيَقُولُانَ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِينَكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي
مُنَادٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشَوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوَّةِ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا
لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومَهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ
حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يَقْيَضُ لَهُ أَعْمَى أَصْمَ مَعَهُ مَرْزَقُهُ مِنْ
حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لُصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بَهَا ضَرَبَةً يُسْمَعُهَا مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ السَّرُوحُ - رواه
احمد وابو داود

১২৪। হ্যরত বারাআ ইবনে আয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কবরে মুর্দার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসিয়ে দিয়ে জিজেস করেন, “তোমার রব কে?” সে জবাবে বলে, “আমার রব হলেন আল্লাহ।” তারপর ফেরেশতা জিজেস করেন, “তোমার দীন কি?” সে ব্যক্তি জবাব দেয়, “আমার দীন হলো ইসলাম।” ফেরেশতা আবার জিজেস করেন, “তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিলো তিনি কে?” সে বলে, “তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল।” তারপর ফেরেশতা তাকে জিজেস করেন, “একথা তোমাকে কে বলেছে?” সে বলে, “আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার উপর ঈমান এনেছি। তাকে সত্য বলে মেনেছি। হ্যুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাই তো আল্লাহ তাআলার বাণী : “আল্লাহ তাআলা ওই সব লোকদেরকে (তার দীনের উপর) প্রতিষ্ঠিত রাখেন যারা প্রতিষ্ঠিত কথার উপর ঈমান আনে... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হ্যুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আসমান থেকে একজন আহবানকারী (অর্থাৎ আল্লাহ

অথবা তাঁৰ পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা তাঁৰ হৃকুমে) আহবান কৰে বলেন, আমাৱ
বান্দাহ সত্য বলেছে। অতএব তাৰ জন্য জান্নাতে ফৱাশ বিছিয়ে দাও, তাকে
জান্নাতেৰ পোশাক পরিধান কৱাও। আৱ তাৰ জন্য জান্নাতেৰ দিকে একটি দৱজা
খুলে দাও। অতএব তাৰ জন্য জান্নাতেৰ দিকে দৱজা খুলে দেয়া হবে। হ্যুৱ
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ওই জান্নাতেৰ দৱজা দিয়ে) তাৰ কাছে
জান্নাতেৰ বাতাস ও সুগন্ধি আসবে। দৃষ্টিৰ শেষ সীমা পর্যন্ত তাৰ কৰৱকে প্ৰশস্ত
কৰে দেয়া হয়। তাৱপৰ তিনি কাফেৰদেৱ মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৱলেন। তিনি
বললেন, “তাৱপৰ তাৰ ৱহকে তাৰ শৰীৱে ফিরিয়ে আনা হয়। তাৰ কাছে দুইজন
ফেরেশতা আসেন। তাকে বসিয়ে জিজেস কৱেন, “তোমাৰ রব কে?” সে বলে,
“হায়! হায়!! আমি তো জানি না।” তাৱপৰ তাৱা তাকে জিজেস কৱেন
“তোমাৰ দীন কি?” সে বলে, “হায়! হায়!! তাও তো আমি জানি না। তাৱপৰ
তাৱা জিজেস কৱেন, “এই ব্যক্তি কে যাকে (আল্লাহৰ তৱফ থেকে) তোমাদেৱ
কাছে পাঠানো হয়েছিলো?” সে বলে, “হায়! হায়!! তাও তো জানি না।”
তাৱপৰ আসমান থেকে একজন আহবানকাৱী আহবান কৰে বলেন, এই ব্যক্তি
মিথ্যুক। এৱ জন্য আগন্নেৰ বিছানা বিছিয়ে দাও। আগন্নেৰ পোশাক তাকে
পৱাও। জাহানামেৰ দিকে তাৰ জন্য একটি দৱজা খুলে দাও (সে অনুযায়ী তাৰ
জন্য দৱজা খুলে দেয়া হয়)। হ্যুৱ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহানাম
থেকে তাৰ দিকে উত্পন্ন হাওয়া ও লেলিহান শিখা আসতে থাকবে।” হ্যুৱ সাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, তাৱ কৰৱকে তাৰ জন্য সংকীৰ্ণ কৰে দেয়া হয়।
এমনকি তাৱ এদিকেৰ পাঁজৰ ওদিকেৰ পাঁজৰ এদিকে বেৰিয়ে আসে।
এৱপৰ (তাৱ পাহারাদাৰীৰ জন্য) একজন অঙ্গ ও বধিৰ ফেরেশতা যুক্ত কৰে দেয়া
হয়, তাৱ কাছে লোহার এক গুৱজ (হাতুড়ী) থাকে। সেই গুৱজ দিয়ে যদি
পাহাড়েৱ উপৰ আঘাত কৱা হয় তাহলে সে পাহাড় গুঁড়া গুঁড়া মাটি হয়ে যাবে।
সেই অঙ্গ ফেরেশতা এই হাতুড়ী দিয়ে তাকে মারতে থাকে। (তাৱ চীৎকাৰেৰ শব্দ)
মাশৱিক হতে মাগৱিব পৰ্যন্ত কিঞ্চি সকল সৃষ্টিজগত শুনতে পাৰে, শুনতে পাৰে না
জিন ও ইনসান। সে মাটি হয়ে যাবে। আবাৱ তাৱ মধ্যে ৱহ দেয়া হবে (আহমদ
ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হায় হায় বলবে কাফিৰ মুর্দা ব্যক্তি ফেরেশতাদেৱ প্ৰশ্ৰেৱ জবাবে।
অৰ্থাৎ সে ভয়ে ভীত হয়ে যাবে। কোন জবাব দিতে পাৱবে না। আফসোস কৱতে
থাকবে।

١٢٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكِيَ حَتَّى يَلْعَبَهُ
فَقَبِيلٌ لَهُ تَذَكُّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبَكِيْ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوْلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَى

مِنْهُ بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَنْظَرُ مِنْهُ - رواه الترمذی وابن ماجہ و قال الترمذی هذا حديثٌ غَرِيبٌ .

۱۲۵ । هয়রত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত । তিনি যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, (আল্লাহর ভয়ে) এতে কাঁদতেন, চেখের পানিতে তার দাঢ়ি ভিজে যেতো । তাকে বলা হলো, জান্নাত ও জাহানামের কথা শ্বরণ হলো, আপনি কাঁদেন না । আর এই জায়গায় (কবরস্থানে) দাঁড়িয়ে আপনি কাঁদছেন । তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আখিরাতের মৃলগুলোর প্রথম মঙ্গিল হলো কবর । যে ব্যক্তি এই মঙ্গিলে নাজাত পেলো, পরের মৃলগুলো পার হওয়া তার জন্য সহজতর হয়ে গেলো । আর যে ব্যক্তি এই মঙ্গিলে ধরা খেলো সামনের মঙ্গিলগুলো তার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়লো । হয়রত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর থেকে বেশী কঠিন কোন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা) । ইমাম তিরমিয়ী বলছেন, এই হাদীসটি গুরীব ।

ব্যাখ্যা ৪ কবরের কাছে দাঁড়ালে মানুষ হাসি, খুশী, আনন্দ, আহলাদ ভুলে যায় । দুনিয়া নশ্বর ও অস্থায়ী মনে বিশ্বাস জাগে । ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় । কম্পিত হয়ে উঠে যান । আখিরাতের সাথে মনের সম্পর্ক নিবিড় হয় । তাছাড়া কবর মানুষকে ভোগ-বিলাসের প্রতি বিত্ক্ষণ করে । আখিরাতের জীবন সুখের করার জন্য আল্লাহর হৃকুম পালন করে চলতে চেষ্টা করে । বড় কঠিন জায়গা কবর । তাই হয়রত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কবরের কাছে দাঁড়িয়ে অবোরে কাঁদতেন ।

۱۲۶ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُفْنِ الْمَيْتَ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوكُمْ لِأَخِيكُمْ ثُمَّ سَلُوْلًا لَهُ بِالثَّبِيْتِ فَإِنَّهُ الْأَنْ يُسْأَلُ - رواه ابو داود

۱۲۶ । হয়রত ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয়েতের দাফন কাজ সেরে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মানুষকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ও দোয়া চাও (আল্লাহ তাআলা), যেনো তাকে এখন (ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে) ঈমানের উপর মজবুত থাকার শক্তি দান করেন । এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে (আবু দাউদ) ।

ব্যাখ্যা ৫ মুর্দার দাফন সেরে হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দাঁড়াতেন । এর থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো, দাফনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কবরের

কাছে অপেক্ষা কৱা উচিৎ। এৱের মূর্দাৰ জন্য দোয়া কৱতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কৱে দাও। মুনকার-নাকীৱের জিজ্ঞাসাবাদেৱ সময় ঈমানেৱ উপৰ তাকে দৃঢ় রাখো। এই বাপোৱে এটাই রাসূলেৱ সুন্নাত। এখানে দাঁড়িয়ে কুৱান পাঠ কৱা যায়।

হাদীস অনুযায়ী কৱৱেৱ পাড়ে দাঁড়িয়ে সূৱা বাকারাব প্ৰথম আয়াত থেকে চার পাঁচ আয়াত ও একই সূৱাৰ শেষেৱ "আমানাৰ রাসূলু বিমা উন্যিলা ইলাইহে হতে - ফানসুৱনা আলাল কাওমিল কাফেৱীন অৰ্থাৎ সূৱাৰ শেষ পৰ্যন্ত পড়াৰ কথাও আছে। কৱৱেৱ পাড়ে পূৰ্ণ কুৱান পড়তে পাৱলে আৱো উত্তম। এছাড়া দাফনেৱ আগে মূর্দাৰ মাথাৰ কাছে দাঁড়িয়ে তাৱ মাৰ নাম ধৰে বলবেো :

يَا فُلَانْ بْنُ فَلَانَةِ أَذْكُرُ الْعَهْدَ الَّذِي حَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ السَّاعَةَ أُتِيَّةٌ لَّا رَبَّ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قُلْ رَضِيَتُ بِاللَّهِ رَبِّيَا وَبِالْأَسْلَامِ دِينِيَا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيَا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ أَمَامًا وَبِالْمُسْلِمِينِ أَخْوَانًا رَبِّيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . تعلیق الصبح

"হে অমুকেৱ পুত্ৰ অমুক! তুমি কলেমায়ে শাহাদাতেৱ যে ওয়াদা-অঙ্গীকাৱ নিয়ে এ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছো তা শ্বরণ কৱো। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাৱ কোন শৰীক নেই। হ্যৱত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহৰ বাস্ত্বাহ ও রাসূল। অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হবে, এতে নেই কোন সন্দেহ। যাৱা কৱৱে শুয়ে আছে আল্লাহ তাদেৱ আবাৱ উঠাবেন। (ফেৱেশতাদেৱ প্ৰশ্নেৱ জবাবে) তুমি বলো, আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, হ্যৱত মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে, কাৰাকে কিবলা হিসাবে, কুৱানকে ইমাম হিসাবে এবং মুসলমানদেৱকে ভাই হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ আমাৱ রব। তিনি ছাড়া আৱ কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আৱশেৱও রব (তালীকুস সাৰীহ)।

١٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسْلِطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةَ وَتِسْعُونَ تَنِينًا تَنَاهِسَهُ وَتَلَدَّغَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ لَوْ أَنْ تَنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَ خَضِرًا - رواه الدارمي
وَرَوَى التَّرمِذِيُّ نَحوَهُ وَقَالَ سَبْعُونَ بَدْلَ تِسْعَةَ وَتِسْعُونَ .

১২৭। হ্যরত আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাফিরদের উপর তাদের কবরে নিরানবইটি আজদাহা সাপ ছেড়ে দেয়া হয়। এই সাপগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কাটতে ও দখন করতে থাকবে। (এই আজদাহা সাপের) কোন একটি সাপ যদি যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে তবে এই যমীনে আর কোন সবুজ ঘাস-ত্ণলতা উৎপাদিত হবে না (দারামী) তিরমিয়ীও এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে নিরানবইটির জায়গায় সন্তরের উল্লেখ আছে।

ত্তীয় পরিচ্ছেদ

১২৮ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرْجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ حِينَ تُوقَىَ فَلِمَا صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوئَ عَلَيْهِ سَبْعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَرَ فَكَبَرْنَا فَقَبِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ سَبَّحْنَا ثُمَّ كَبَرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَاءَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرَهُ حَتَّى فَرَجَهُ اللَّهُ عَنْهُ . رواه احمد

১২৮। হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে মুআয় রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর জানায়ায় হায়ির হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায়ার নামায পড়লেন। তারপর তাকে কবরে রাখা হলো। মাটি সমান করে দেয়া হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে (দীর্ঘক্ষণ) তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন। আমরাও তাকবীর বললাম। এ সময়ে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো এভাবে তাসবীহ পড়লেন, এরপর তাকবীর বললেন? তিনি উত্তরে বললেন, এই নেক ব্যক্তির কবর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (তাই আমি তাসবীহ ও তাকবীর পড়লাম)। এতে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশংস্ত করে দিলেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪ তাসবীহ ও তাকবীর পড়া খুবই উত্তম কাজ। তাসবীহ অর্থ আল্লাহ তাআলার পাক-পবিত্রতা বর্ণনা করা। আর তাকবীর অর্থ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা। এর দ্বারা আল্লাহর রাগ বা ক্রোধ মায়ায় ঝুপান্তরিত হয়। এক্ষেপ কলেমার দ্বারা আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের দরজা খুলে যায়। আল্লাহর কাছে হ্যরত মুআয়ের কোন ঝুঁটি (আল্লাহ ভালো জানেন) হয়ে থাকতে পারে অথবা

সকলের জন্যই এই অবস্থা হতে পারে। তাই হ্যুৰ সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্বাম কৰৱের পাশে দীৰ্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিলেন ও তাসবীহ-তাকবীর পড়েছেন। এতে কৰৱ প্ৰশংস্ত হয়ে গিয়েছিলো। নেক ব্যক্তিৰ কৰৱও সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এ ধৰনেৰ তয়াবহ বিপদেৰ ও ভীতিৰ সময় তাসবীহ ও তাকবীর পড়া মুস্তাহাব। যতো হ্যুৰ নিংড়ানো আবেগেৰ সাথে তাসবীহ-তাকবীর পড়া হবে ততো আন্ত্বাহৰ রহমত বেশী বেশী পেতে থাকবে।

١٢٩ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لِهِ الْعَرْشُ وَفُتُحَتْ لِهِ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْفَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ . رواه النسائي

১২৯। হ্যৱত ইবনে উমার রাদিয়ান্ত্বাহ 'আনহ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুন্নাহ সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্বাম ইৱশাদ কৰেছেন : এই সাদ ইবনে মুআয় রাদিয়ান্ত্বাহ আনহ যাব মৃত্যুতে আৱশ্যও কেঁপে উঠেছিলো। অৰ্থাৎ তাৰ পৰিত্ব ঝাহ আৱশ্যে পৌছলে আৱশ্যবাসী খুশীতে আন্তহারা হয়ে উঠেছিলো। তাৰ জন্য আসমানেৰ দৱজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। তাৰ জানাযায় সন্তুষ্ট হাজাৰ ফেৰেশতা হাজিৰ হয়েছিলেন। তাৰ কৰৱ সংকীৰ্ণ কৰা হয়েছিলো। (হ্যুৰ সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্বামেৰ দোয়াৰ বৰকতে) পৱে তা প্ৰশংস্ত হয়ে গিয়েছে (নাসাদি)।

١٣٠ - وَعَنْ أَسْنَاءَ بْنِتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً . رواه البخاري মুক্তা ও زاد النسائي حالت بنتى وبين أن افهم كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم سكت ضجتهم قلت لرجل قریب مني اي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحى إلى أنكم تفتتون في القبور قریبا من فتنة الدجال .

১৩০। হ্যৱত আসমা বিনতে আবু বকৱ রাদিয়ান্ত্বাহ 'আনহমা হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুন্নাহ সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্বাম আমাদেৱ উদ্দেশে ওয়াজ কৰাৱ জন্য দাঁড়ালেন। কৰৱেৰ ফিতনা সম্পর্কে হ্যুৰ সান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্বাম বৰ্ণনা দিলেন, মানুষ কৰৱে যে ফিতনাৰ সম্মুখীন হয়। হ্যুৱৱেৰ বৰ্ণনা শনে লোকজন ভয়ে চিৎকাৱ দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ইমাম বুখারী এভাৱে বৰ্ণনা

করেছেন। আর ইমাম নাসাইর বর্ণনায় আরো আছে : (কবরের ফিতনার কথা শনে ভয়ে ভীত বিহুল হয়ে) মুসলমানরা চীৎকার দিতে থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মুখ থেকে বের হওয়া) শব্দগুলো শুনতে পাইনি। চীৎকার বঙ্গ হ্বার পর অবস্থা শান্ত হলে আমি আমার নিকটে বসা একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমায় বরকত দিন (তোমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন), শেষের দিকে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইরশাদ করেছেন? সেই ব্যক্তি জবাবে বললেন, হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উপর এই ওহী এসেছে যে, তোমাদেরকে কবরে ফিতনায় ফেলা হবে। আর এই ফিতনা দাজ্জালের ফিতনার কাছাকাছি হবে।

ব্যাখ্যা ৪ দাজ্জালের ফিতনা যেরূপ ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মক ও বিপদজনক হবে, এভাবে কবরের ফিতনাও ভয়াবহ ও বিপদজনক হবে। কবরের ফিতনা অর্থ হলো ফেরেশতাদের ভয় ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন। এসব প্রশ্নে উত্তর ঠিকমতো দিতে না পারলে বিপদ। তাই কবর আযাব থেকে রক্ষা, সওয়ালের সঠিক জবাব দিতে পারার ক্ষমতা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতে হবে। ওখানে শয়তানের কোন ফিতনা থাকবে না।

١٣١ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَيْتَ الْقَبْرَ مُثْلَثًّا لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غَرْوِيهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعْوَنِي أَصْلِيْ - رواه ابن ماجة

১৩১। হ্যরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন (মুমিন) মুর্দাকে কবরে দাফন করা হয়, তার মনে হয় যেন সূর্য ডুবছে। তখন সে হাত দিয়ে চোখ মলতে মলতে উঠে বসে আর বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নামায আদায় করবো (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ৫ মুমিন বান্দাহ যেমন দুনিয়াতে ইবাদত-বন্দেগী, বিশেষ করে নামায হতে গাফেল থাকে না, ঈমান ও ইসলামের উপর দৃঢ় থাকে, তদুপ কবরেও মুমিন ইবাদতের কথা শ্বরণ করে। সর্বপ্রথম কবরে তার নামাযের কথা শ্বরণ হয়। মুনকার-নাকীর সওয়ালের জন্য আসার পরও সে নামায আদায় করার কথা বলে। বলে, আগে নামায পড়তে দাও। পরে তোমার কি জানার তা জিজ্ঞেস করো। সওয়াল-জবাবের পর তার মনে হয় সে যেনো পরিবার-পরিজনের সাথে বসে আছে। তার খেয়ালে প্রথম নামাযের কথা উঠে। মনে হবে, সে এখনো দুনিয়াতেই আছে। এই মাত্র ঘূম থেকে উঠলো। আল্লাহর যে বান্দা পাক্ষ নামাযী হবে, যার নামায কোন দিন কাষা হয়নি, দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী কবরেও প্রথমত তার নামায আদায় করার কথা শ্বরণ হবে।

١٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٌ وَلَا مَشْغُوبٌ ثُمَّ يُقَالُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاتَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ تُبَعَّثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مُشْغُوتًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقَلَّتْهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشُّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ تُبَعَّثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

رواه ابن ماجة

১৩২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুর্দা যখন কবরের ভিতরে পৌছে (অর্থাৎ তাকে দাফন করা হয়) তখন (নেক) বান্দাহ কবরের ভেতর নির্দিষ্ট উঠে বসে, যারা একটুও ভীত হয় না, ঘাবড়িয়ে যায় না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুম কোন দীনে ছিলে? সে বলে, আমি দীন ইসলামে ছিলাম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে? সে বলে, এই ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের (হিদায়াতের জন্য) স্পষ্ট দলিল নিয়ে এসেছেন। আমরা তাকে (পরিপূর্ণ) বিশ্বাস করেছি। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুম আল্লাহকে কখনো দেখেছো কি? সে উত্তরে বলে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর দোয়খের দিকে তার জন্য একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। সে ওদিকে তাকায়। দেখে, আগুনের লেলিহান শিখা একে অপরকে

দলিত মধ্যিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়—দেখো, তোমাকে কি ভয়াবহ বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। এখন সে জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য ও এর ভোগ-বিলাসের প্রতি তাকায়। তাকে তখন বলা হয়, এটা তোমরা স্থান (এখানে তুমি থাকবে)। তুমি দুনিয়ায় ঈমান নিয়ে থেকেছো, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। ইনশাআল্লাহ ঈমানের সাথেই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে। আর বদকার বাল্দা তার কবরের ঘাধ্যে ভীত-সন্ত্রিত হয়ে উঠে বসবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দীনে ছিলে? উত্তরে সে বলবে, আমি তো কিছু জানি না। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে? উত্তরে সে বলবে, আমি মানুষদেরকে যা বলতে শুনেছি তা-ই আমি বলেছি। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হবে। এই পথ দিয়ে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও এতে সুখশান্তির সব উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম দেখ। তখন তাকে বলা হবে, এসব জিনিসের দিকে তাকাও যেসব জিনিস হতে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তারপর তার জন্য আর একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর সে ওদিকে দেখবে। আগন্তের লেলিহান শিখা একে অপরকে দলিত মধ্যিত করে, তোলপাড় করছে। তাকে তখন বলা হবে, এটা তোমার নিবাস। ওই সন্দেহের বিনিময়, যাতে তুমি লিঙ্গ ছিলে, যে সন্দেহে তুমি মৃত্যুবরণ করেছো এবং এই সন্দেহ সহকারেই তোমাকে উঠানো হবে, যদি আল্লাহ চান (ইবনে মাজা)।

(٥) بَابُ الْأَعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ

কিতাব ও সুন্নাহকে আকঢ়িয়ে ধরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه

১৩৩। হয়রত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নতুন উদ্ভাবন অর্থ “বেদাওআত”। “যা এতে নেই”, অর্থ যে কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে নেই। ইজমা ও কিয়াসের

মাধ্যমে যেসব জিনিস দীনে প্রমাণিত সত্য তাও পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত। এসব দীনের বাইরের কোন জিনিস নয়, তাই তা বেদয়াত নয়।

١٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا بَعْدُ فَإِنْ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَّ هَذِهِ مُحَمَّدٌ وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ - رواه مسلم

১৩৪। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : অতঃপর অবশ্য অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দীনে নতুন (মনগড়া) জিনিস সৃষ্টি করা। এরপ সব নতুন জিনিসই গোমরাহী (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বেদায়াত হলো এমন কিছু নতুন জিনিস দীনের মধ্যে চালু করা যাব অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো না, বরং তাঁর পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে থাকে।

বেদাআত দুই প্রকার। (১) বেদাআতে ‘হাসানা’। (২) বেদাআতে ‘সায়েজ্বা’। যদি এমন কোন জিনিস উভাবন করা হয় যা ইসলামের মূলনীতি ও নিয়মনীতি অনুযায়ী হয়, কুরআন ও হাদীসের খেলাফ না হয়, এমন জিনিসকে “বেদাআতে হাসানা” বলা হয়। আর যেসব জিনিস শরীয়াতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, কুরআন ও হাদীসেরও বিপরীত তাকে বলা হয় “বেদায়াতে সায়েজ্বা।” এই শেষোক্ত বেদাআতটাকেই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বলা হয়েছে। এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অস্ত্রুষ্টি উৎপাদনের কারণ। “কুলু বেদাআতিন দালালাতুন” বলতে এই বিদাআতকেই বলা হয়েছে। এই ধরনের বেদাআত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাহর নীতির আলোকে যা সৃষ্টি করা হয়, তা আভিধানিক অর্থে বেদাআত হলেও শরীয়াতের অর্থে বেদাআত নয়, এই সৃষ্টি গোমরাহী নয়। বরং এরপ কোন কোন নতুন সৃষ্টি করা জরুরীও হয়ে পড়ে। যেমন ‘আরবী ব্যাকরণ’, ‘অভিধানের বই’, উসূলে ফিক্হ, উসূলে হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি করা, এগুলোর উপর দীন বুবা নির্ভর করে। আবার কোন কোন নতুন সৃষ্টি মুস্তাহাব, যেমন ‘তারাবীহৰ নামায’ জামাআতের সাথে আদায় করা। রাসূলের যুগে এভাবে নিয়মিত তারাবীহৰ নামায পড়ার বীতি ছিল না। আবার কোন নতুন সৃষ্টি ‘মোবাহ’। মাইকসহ বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের ফলে চালু রেলগাড়ী, মোটরযান পুন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন বেদাআত ‘মাকরহ’। যেমন কুরআন মজীদ মসজিদ ইত্যাদি কারকার্য করা।

١٣٥ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةُ مُلْحَدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطْلَبٌ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَعْثَرٌ حَقٌّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ - رواه البخاري

১৩৫। হযরত ইবনে আব্দুস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনি ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে নিষিদ্ধ ও গুনাহর কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াত যুগের নিয়ম মেনে চলে। (৩) যে ব্যক্তি কোন অপরাধ ছাড়াই শুধু রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের রক্ত ঝরায় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : যক্কা শরীফের হারাম এলাকায় যেমন তালো কাজের সওয়াব বেশী, তেমনি গুনাহর কাজেরও গুনাহও অসীম। তাই 'হারামের সীমায়' নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন ওখানে যুদ্ধবিথহ ও ঝগড়াবাটি করা, শিকার করা, শরীয়তের বিরোধী কাজ করা।

জাহিলিয়াতের যুগের পদ্ধতি, যেমন মুর্দারের জন্য জাহেলী যুগের ন্যায় 'মাতম' করা, বিপদ-মুসিবতে জামা ফেড়ে শোক করা, নওরোজ অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনকে বরণ করা, অলীদের কবরে 'ওরস' করা, আলোকসজ্জা করা, কবরে বাতি জ্বালানো, গায়রূল্লাহর নামে নজর দেয়া, মহররম ও শবে বরাতে নাজায়েয রেওয়াজ পালন করা।

١٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْنَى قِبْلَةً وَمَنْ أَبْنَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبْنَى - رواه البخاري

১৩৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার সকল উদ্যত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্তীকার করবে সে ব্যতীত। জিজেস করা হলো, কে অস্তীকার করবেঃ তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য ও ফরমারদারী করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করবে সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্তীকার করলো (বুখারী)।

١٣٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ

نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ
بَنِي دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًّا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ
وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ
الْمَادِبَةِ فَقَالُوا أَوْلُوهَا لَهُ يَقْهَمُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ
الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيُّ مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ
مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدُ فَرِيقٌ
بَيْنَ النَّاسِ - رواه البخاري

১৩৭। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। এসময়ে হৃষুর শয়ে ছিলেন (ঘুমাচ্ছিলেন)। ফেরেশতাগণ পরম্পর বলাবলি করলেন, তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে। এই উদাহরণটি তাঁর সামনেই তাঁকে বলো। একজন বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আর একজন বললেন, তাঁর চোখ ঘুমাচ্ছে, মন জেগে আছে। তাঁর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন। মানুষকে আহার করানোর জন্য দস্তরখান বিছালেন, তারপর মানুষকে ডাকবার জন্য লোক পাঠালেন। যারা আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো তারা ঘরে প্রবেশ করলো ও খাবার খেলো। আর যারা আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো না সে না ঘরে প্রবেশ করলো আর না খাবার খেলো। এসব কথা শুনে ফেরেশতাগণ পরম্পর বললেন, একথাটার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করো যাতে তিনি কথাটা বুঝে নিতে পারেন। এবারও কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে। আর কেউ বললেন, তাঁর চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও অন্তর জেগে আছে। তারা বললেন, ‘ঘরটি’ হলো জান্নাত। আর আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর ও মেহমানদারী প্রস্তুতকারী হলেন আল্লাহ তাআলা)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানুষের মধ্যে (মুসলমান ও কাফির) পার্থক্য নিরপেক্ষকারী মানদণ্ড (বুখারী)।

১৩৮ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا
كَانُوكُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ

اللَّهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا تَأْخُرُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأَصْلَى الْلَّيْلَ أَبْدًا
وَقَالَ الْأُخْرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبْدًا وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْأُخْرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ
فَلَا أَتَزُوجُ أَبْدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ
قُلْتُمْ كَذَّا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ أَنِّي لَا خَشَائِكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَمُ كُمْ لَكُمْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ
وَأَصْلَى وَأَرْقُدُ وَأَتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلِنَسْ مِنِّيْ - مُتَفَقٌ
عَلَيْهِ

۱۳۸ | হ্যুরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রীদের নিকট তাঁর ইবাদতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের খবর শুনে তারা যেন তাঁর ইবাদাতকে কম মনে করলেন। পরম্পর আলাপ করলেন তাঁরা, হ্যুরের তুলনায় আমরা কি! আল্লাহ তাআলা তাঁর আগের-পিছের (গোটা জীবনের) সকল শুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (তারপর) তাদের একজন বললেন, (এখন থেকে) আমি সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললেন, (এখন থেকে) আমি দিনে রোয়া রাখবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এই পারম্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথোবার্তা বলেছিলেন? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন রোয়া রাখি আবার কোন দিন রোয়া রাখা ছেড়ে দেই। রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমও যাই। নারীদেরকে বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে সে আমার (উদ্ধৃতের মধ্যে) গণ্য হবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যে তিনজন সাহাবা হ্যুরের শ্রীদের নিকট তাঁর ইবাদতের হাল - হাকীকত জানতে এসেছিলেন তারা হলেন : হ্যুরত আলী, ওসমান ইবনে মাযউন, হ্যুরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। হ্যুরের ইবাদতের কথা শুনার পর তাদের যে ধারণা হলো তা হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেয়েছেন। তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যুর ইবাদতের ব্যাপারে মধ্যপদ্ধা অবলম্বনের জন্য তাদের হিদায়াত দিয়েছিলেন। এটাই ইসলামের নিয়ম। আল্লাহ এটাই পসন্দ করেন। যে কোন ব্যাপারে বাঢ়াবাঢ়ি থারাপ। কোন জিনিস খুব বেশী করা যেমন ঠিক নয়, এভাবে খুব কম করাও ঠিক নয়। একটা জিনিস বেশী করলে তার বিপরীতটার হক আদায় হবে না। আবার আর একটা জিনিস কম

কৰলেও অপৰটোৱ হক আদায় হবে না। কাজেই ভাৱসাম্য রক্ষা কৰে কাজ কৰাব জন্য হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৱ উশ্বাতদেৱকে এই শিক্ষা দিয়েছেন।

١٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً فَرَحِصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ قَبْلَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمَدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عُلِمْتُمُ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً - متفق عليه

১৩৯। হ্যৱত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ কৰলেন (অর্থাৎ সফৱে রোয়া ভাংলেন), অন্যদেৱকেও একাজ কৰাব জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা কৰলো না (অর্থাৎ রোয়া ভাঙলো না)। এ খবৱ শুনে হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন, হামদ-সানা পড়াৱ পৱ বললেন, হে লোকসকল! তোমাদেৱ হাল কি? তাৱা এমন কাজ হতে বিৱত থাকছে যা আমি কৱছি। আল্লাহৰ কসম! আমি তাঁকে তাদেৱ চেয়ে অধিক জানি ও তাদেৱ চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় কৱি। (তাই আমি যে কাজ কৰতে ইত্তেত কৱি না তাৱা তা কৰতে ভাববে কেনো) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ কৰলেন” হ্যৱত আয়েশাৱ একথাৱ অৰ্থ হ্যতো হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেৱ বিবিকে রোয়া অবস্থায় চুম্ব খেয়েছেন অথবা সফৱে রোয়া ভঙ্গ কৰেছেন। যেহেতু এই দুটো কাজই কৰাব অনুমতি আছে। কিন্তু কতক লোক বেশী সতৰ্কতা অবলম্বন কৰে এ কাজগুলো কৰতেন না। হ্যুৱ এ খবৱ জানতে পেৱে অসম্ভুষ্ট হলেন। বললেন, আমি আল্লাহৰ রাসূল। আমি তোমাদেৱ চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় কৱি। তাঁকে তোমাদেৱ চেয়ে বেশী জানি। কি কৱা ভালো আৱ কি কৱা ঠিক নয় তা আমাৱ চেয়ে ভালো কে জানে। আমাকে যে জিনিসেৱ ‘রোখসাত’ (কৱা বা না কৱাৱ অবকাশ) দেয়া হয়েছে, যাৱ উপৱ আমি আমল কৱি তা কেনো তোমৱা কৰবে না। মোটকথা যেখানে ‘রোখসাতেৱ’ উপৱ আমল কৱা উল্লম্ব সেখানে তা কৱা চাই। যেখানে যা কৰলে আল্লাহ ও তাঁৱ রাসূল খুশী হন তা কৰতে হবে, তা কৱাই ইবাদত।

١٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ قَدَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُابِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعْلَكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ إِذَا أَمْرُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمْرُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رُّأْيِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - رواه مسلم

۱۸۰۔ هیرات را فے ایونے خادیج را دیوالاہ 'آنہ' ہتے برجت۔ تینی بلئن، راسلعلہاہ ساللاہاہ آلاہیہ ویساںالاہام یے سماں مدنیا (ہیجرت کرنے) آسلنے، تھن مدنیا را لے کردا خیز گاچے 'تاویر' کردا تے۔ ہیور ساللاہاہ آلاہیہ ویساںالاہام تادے را جیجےس کردا لئن، تو مرا ایمن کردا کہ نہ مدنیاواسی جواب دیلو، آمر را سب سماں ایمن کرنے آسی۔ ہیور ساللاہاہ آلاہیہ ویساںالاہام بلئن، ملنے ہی تو مرا ایمن نا کردا ہے تالو ہتے۔ تاہی مدنیاواسیا را اکاچ کردا چھڈے دیلو۔ کیسے فسل (اے بھر) کم ہلے۔ برجناکاری بلئن، اکथا ہیور کا نے گلے تینی بلئن، 'نیچی' آمی اکجن ماں۔ تاہی آمی یخن تومادے را کے تومادے دین سپرکے آمار مات انیساڑی کیڑا بلے، تو مرا آمر را کথا شونے۔ آر آمی یخن تومادے را کے دنیا را بیسی سپرکے کیڑا بلے، تو مرا کथا شونے۔ آمی اکجن ماں (دنیا را بیساڑے آمار و بول ہتے پاۓ) (مُسَلِّم) ।

بیکھیا ۴: خیز گاچ نر و ہی، آوار مادی و ہی۔ اے نر گاچے کے شر با فل مادی گاچے لانگانوکے تاویر بلے۔ تاویر کردا یے فلن بیشی ہی، تا ہیور ساللاہاہ آلاہیہ ویساںالاہام جاندا نا۔ اٹا جانا نبیویا تے دایتھے مধیو و گنی ہیلے نا۔ ہیور تا نا کردا جنے بلے ہیلے۔ ماں بیوی دارگا خیکے تینی تا بلے ہیلے۔ تینی وہی چاڑا کوئ کथا بلئن نا، کردا آنے را اک کثار ارث دینے را بیساڑے۔ فلن وہی بھر کم ہیوچے شونے تینی بلے دلئن، دنیا را بیساڑے آمار کथا شونا تومادے جنے جرمنی نی۔

نر خیز گاچ کے شر مادی خیز گاچ کے شر را سماں کاچے جاہلی یونگو کاچ بلے ملنے ہیوچے ہیلے۔ ار دارا فلن کم-بیشی ہتے پاۓ تا ہیور کاچے یونگیسپت ملنے ہیوں۔ تاہی دارگا ہیلے اس بیساہلہ ترکھ خیکے ہی۔ کیسے فلن کم ہلے تینی دنیا داری را بیساڑے تاہی پر امشرے عپر سب سماں آمی نا کردا بلے دلئن۔

۱۴۱ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ مَا يَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمَ أَنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعِينِيْ وَأَنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعَرِيَانُ فَالنُّجَاءُ النُّجَاءُ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا

مَكَانِهِمْ فَصَبَحُهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاهُمْ فَذَلِكَ مَثَلٌ مَنْ أَطَاعَنِي
فَأَتَبْعَ مَا جَنَّتْ بِهِ وَمَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جَنَّتْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ - متفق عليه

۱۸۱। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার এবং যে ব্যাপারটি নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন এক ব্যক্তি তার জাতির কাছে এসে বললো, হে আমার জাতি! আমি আমার এই দুই চোখে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি।

আমি হচ্ছি তোমাদের একজন নাংগা (নিঃস্বার্থ) সাবধানকারী। অতএব তোমরা শীঘ্র তোমাদের নাজাতের পথ তালাশ করো (তাহলে নাজাত পাবে)। এ কথা শুনে জাতির একদল লোক তার কথা (বিশ্বাস করে) মানলো। রাতেই তারা (শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য) ধীরে-সুস্থে চলে গেলো। তারা মুক্তি পেলো। জাতির আর একদল তাঁকে মিথ্যক মনে করলো (তাই ভোর পর্যন্ত এখানেই থাকলো)। ভোরে অতর্কিতে শত্রুসৈন্য এসে তাদের উপর আক্রমণ চালালো। তাদের ঘেফতার করে সমূলে ধ্বংস করে দিলো। এই হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার কথা মেনেছে, আমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছি তার আনুগত্য করেছে। আর ওই ব্যক্তির এই উদাহরণ যে আমার কথা মানেনি। আমি যে সত্য নিয়ে (দীন ও শরীয়ত) তাদের কাছে এসেছি, তাকে তারা মিথ্যা মনে করেছে (বুধারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'নাংগা সাবধানকারী'র তাৎপর্য হলো, আরবে নিয়ম ছিলো যখন কোন ব্যক্তি কোন শত্রু পক্ষকে জাতির উপর অতর্কিতে হামলা করার জন্য আসতে দেখতো, তখন নিজের জাতিকে সাবধান করার জন্য পরনের কাপড় খুলে মাথার উপর দিয়ে ঘূরাতে থাকতো। এটা ছিলো জাতির জন্য নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হবার লক্ষণ। নাংগা হবার তাৎপর্য ছিলো, জাতিকে বাঁচাবার জন্য হেন কোন কাজ নেই যা সে করতে পারবে না। এটা তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতো। জাতি বেঁচে যেতো শত্রুর আক্রমণ হতো। কোন ভীতিপ্রদ অতর্কিত হামলা বা ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য এটা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

۱۴۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ
كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشَ وَهَذِهِ
الدُّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقْعُنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبُهُنَّ فَيَتَقَحَّمُنَّ
فِيهَا فَإِنَّا أَخَذْ بَحْرَجِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا - هَذِهِ روَايَةُ
الْبُخارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالَ فِي أَخِرِهَا قَالَ فَذِلِكَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ إِنَّا أَخَذْ

بِحُجَّرِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلْمٌ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقْحِمُونِ فِيهَا -
متفق عليه

۱۸۲۔ ہے رات آبُو ہزارہ ایڑا راندیشہ لٹھاہ 'آنہ' ہتھے برجیت । تینی بلنے، راسُلُ اللہٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ نَسْلِہٖ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے ہائے سکھی کی مতتو یہ آگوں جعلالوں । آگوں یخن تار چار دیکھ آگوں کیت کر رے فللوں تھن وہ سکل پوکا یعنی آگوں ہائے پڈے، دلے دلے پر جعلیت آگوں نے اسے ہائے پڑتے لآگلوں । آگوں پر جعلنکاری سے گولوں کے باہم دیتے لآگلوں । کیسے تارا ہادی ٹپکھا کر رے ہائے پڑتے ہی خاکلوں । تھیک سکھپ آمیڈ (ہے مانو جاتی!) تو مادیوں کے پہن خیکے تو مادیوں کو مردھرے آگوں خیکے ہائے چاہاں جنے ٹانہ । آر تو مارا دلے دلے وہ آگوں گیا ہے ہائے پڑتے پڑھو । اتنا ایام بُرخا ریوں کی گئی । ایماں مُسْلِم سامانی شادیک پارکیسہ اے پرست بُرگنا کر رہے ہیں । تبے شہرے دیکے تینی آرے بلنے، اتھ پر راسُلُ اللہٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ نَسْلِہٖ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ آلاہیہ وہ سکھی کی گئی ہے ہائے چانوں کے جنے ٹانہ ہو ہائے پڑھو، اسے آمارا دیکے، دُرے خاکو آگوں خیکے، اسے آمارا دیکے دُرے خاکو آگوں خیکے । کیسے تو مارا آماکے پر اجیت کر رے آگوں ہادی دیا ہے پڑھو (بُرخا ریوں - مُسْلِم) ।

بُراخیا : اہی ہادی سے ہے رات پاک سالاہ لٹھاہ آلاہیہ وہ سکھی کی گئی ہے ہائے چانوں کے جنے ٹانہ ہو ہائے پڑھو، آمیڈ تو مادیوں کی بنیوں کی لکھی وہ ٹدھیشی اے وہ تو مادیوں کیلے گستاخ سُلے کی کھا بے بلنے دیا ہے ہائے چانوں کے جنے ٹانہ ہو ہائے پڑھو تو مادیوں । نیمیڈ وہ ہادی کا جگلوں تو مادیوں سامنے ٹولے ہو رہے ہیں । کیسے کیٹ-پتک یہ بُرگا بے بیڈی-بیڈی ٹپکھا کر رے آگوں ہائے پڑتے دیکے تو مادیوں کے بُرگا بے بیڈی ٹپکھا کر رے آگوں ہائے پڑتے دیکے تو مارا سے دیکھے ہو کھو ہو ہائے پڑھو । نیسہدا جاتا ٹپکھا کر رے جاہانگیر کی پر جعلیت آگوں کے دیکھے ہائے پڑتے دیکے جنے ٹانہ ہو رہے ہیں ।

۱۴۳ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثَلُ مَا يَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبَلتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعَشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ

كَلَّا فَذلِكَ مَثْلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا يَعْشَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ
وَمَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدًى اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَتْ بِهِ - متفق
عليه

১৪৩। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে আল্লাহ (তোমাদের মুক্তির জন্য) যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হলো, জমিনে মুষলধারে বৃষ্টি। এ বৃষ্টি কোন ভূখণ্ডে পড়েছে। সে ভূখণ্ডের এক অংশ ছিলো উৎকৃষ্ট, যা বৃষ্টিকে চুম্বে নিয়েছে। প্রচুর উত্তিদ ও শ্যামল সবুজ গাছ-গাছালি, ঘাস জন্ম নিয়েছে। আর অপর অংশ ছিলো কঠিন গভীর, পানি (শোষণ করেনি কিন্তু) আটকিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। লোকে তা পান করেছে, অন্যকে পান করিয়েছে। এর দ্বারা ক্ষেত-খামারে সেচের কাজ করেছে। আর কিছু বৃষ্টি ভূখণ্ডের সমতল ও কঠিন জায়গায় পড়েছে, যা পানি আটকিয়ে রাখেনি বা শোষণ করেনি। তাই তরতাজা গাছপালা জন্মায়নি। এটা হলো ওই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছে, যার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এটা তার কল্যাণ সাধন করেছে। সে তা শিক্ষা করেছে ও (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টিক্ষেত্রে যে এর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি যে হিদায়াত আমার কাছে পাঠিয়েছেন তা-ও গ্রহণ করেনি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রকার মানুষের উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার মানুষ দীন থেকে কল্যাণ লাভ করেছে। আর এক প্রকার মানুষ দীন হতে কল্যাণ হাসিল করেনি। এই জিনিসটি সুন্দরভাবে বুঝাবার জন্য হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনকেও দুই ধরনের বলে বর্ণনা করেছেন। এক ধরনের 'জমি' পানি দ্বারা উপকার সাধন করে। আর এক প্রকার জমি আছে, পানি দ্বারা উপকার সাধন করে না। উপকার সাধনকারী জমি ও আবার দুই প্রকার। এক প্রকার হলো ফসলাদি উৎপাদনকারী। আর এক প্রকার হলো - ফসলাদি উৎপাদনকারী নয়।

ঠিক এভাবে রাসূলের হিদায়াত ও দীনের জ্ঞান থেকে কল্যাণ লাভকারী লোকেরাও দুই প্রকার। প্রথমতঃ যারা আলেম, আবেদ, ফকীহ ও শিক্ষক। এদের সাথে জমির ওই অংশের তুলনা করা যায়, যে অংশ পানিকে নিজের ঘধ্যে চুম্বে নিয়ে নিজেও কল্যাণ লাভ করেছে আর অপরেরও কল্যাণ করেছে, গাছ-গাছালি ও জন্মায়েছে। ঠিক এভাবে ওই ব্যক্তি ও হিদায়াত ও ইলমে দীন থেকে নিজে উপকৃত হয়েছে অন্যকেও এর থেকে ফায়দা পৌছিয়েছে। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আলেম হয়েছে মুয়াল্লেম হয়েছে, আবেদ ও ফকীহ হয়নি। সে নফল কাজসহ অন্যান্য কাজ

করেনি। নিজের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা ব্যাপক সমৰ্থ-বুৰু হাসিল করেনি। তার দৃষ্টান্ত হলো জমির ওই অংশের মতো, যে অংশে পানি জমেছে। মানুষেরা এই পানি ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে, অথবা জমিনের ওই অংশ যা পানি শোষণ করেছে, গাছপালা জন্মায়েছে, এটা হলো ওই জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে দীনের অনেক ব্যাপারে সমস্যার সমাধান দিয়েছে, এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয়েছে, অন্যকে উপকৃত করেছে।

আর ভূখণ্ডের ওই অংশের উদাহরণ, যাতে পানি জমেছে, তারা ইলমে হাদীস হাসিল করেছে, এই হাদীসের জ্ঞানকে মানুষদের নিকট পৌছিয়েছে। এই দুই ধরনের লোকের মোকাবিলায় তৃতীয় এক ধরনের লোক আছে যারা অহংকার ও গর্ববোধে আল্লাহর দীনের কাছে নিজেরাও মাথা নত করেনি, ইসলামের জ্ঞানের দিকেও কোন ঝঙ্কেপ করেনি, আর করেনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পয়গামের প্রতিগু কর্ণপাত, না করেছে এর উপর আমল। আর না জ্ঞানের আলো পৌছিয়েছে মানুষের কাছে। সে দীনে মুহাম্মাদীর অঙ্গভূক্ত হোক আর না হোক অথবা কাফির হোক তার দৃষ্টান্ত হলো কঠিন জমির মতো যে জমি না পানি চুম্ব নিয়েছে, না জমা করেছে, আর না তার উপর কিছু উৎপাদন করেছে।

এ হাদীসের মর্ম হলো, মুসলমানদেরকে শুধু নিজের বাঁচার উপায় বের করলেই চলবে না, তদেরকে পথ প্রদর্শক হিসাবে দুনিয়ায় সকলকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হবে।

١٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيَّاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَقَرَا إِلَيْيَ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبَعَّونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ - متفق عليه

১৪৪। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

হُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيَّتُ مُحْكَمَتْ هُنْ أُمُّ الْكِتَبِ وَآخَرُ مُتَشَبِّهَتْ فَإِمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُّونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتَغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْنًا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رِبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ - الْعِمَرَانَ : ৭

“তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নায়িল করেছেন, যার কতক আয়াত মুহকাম এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন

প্ৰবণতা রয়েছে শুধু তাৱাই ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যাৰ উদ্দেশে মুতাশাবিহাতেৰ অনুসৰণ কৰে। আল্লাহৰ ব্যতীত অন্য কেউ এৱ ব্যাখ্যা জানে না। আৱ যারা জ্ঞানে সুগভীৰ তাৱা বলে, আমৱা তাতে ঈমান এনেছি, সমস্তই আমাদেৱ প্ৰতিপালকেৱ নিকট থেকে আগত। আৱ বোধশক্তিসম্পন্নৱা ব্যতীত অপৱ কেউ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে না। (আল ইমরান ৪: ৭)।

হযৱত আয়েশা (ৱা) বলেন, এই আয়াত পড়াৱ পৰ হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে সময় তুমি দেখবে, মুসলিমেৱ বৰ্ণনায় আছে, ‘যখন তোমৱা দেখো যে, লোকেৱা কুৱানেৱ ‘মোতাশাবেহ’ আয়াতেৰ অনুসৰণ কৰছে, তখন মনে কৱবে, এৱাই সে সকল লোক যাদেৱ আল্লাহৰ তাালা বাঁকা হৃদয়েৱ লোক বলে অভিহিত কৱেছেন। তাদেৱ থেকে সতৰ্ক থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ অৰ্থাৎ আপনাৱ কাছে তিনিই কিতাব নাখিল কৱেছেন। এৱ কিছু আয়াত ‘মোহকাম’ সেগুলো হচ্ছে উশুল কিতাব। আৱ কিছু হচ্ছে মোতাশাবেহ। কিন্তু যাদেৱ মনে বক্রতা আছে তাৱা ফিতনাৰ ইচ্ছায় ও অসংগত তাৰীল বা ব্যাখ্যাৰ উদ্দেশে এই মোতাশাবেহ আয়াতেৰ পিছে ঘুৱে বেড়ায়। অথচ তাৰীল বা ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যারা বিৱাট আলেম, অনেক জ্ঞানেৱ অধিকাৰী তাৱা বলেন, আমৱা এই মোতাশাবেহ আয়াতে বিশ্বাসী। এসব আয়াতে আল্লাহ যা ইচ্ছা কৱেছেন তা সব সত্য। যদিও আমৱা এৱ রহস্য বুৰাতে পাৱছি না। প্ৰত্যেক আয়াতই আমাদেৱ পৱণয়াৱদিগাৱেৱ নিকট হতে। জ্ঞানীজন ছাড়া কেউই তাৱ উপদেশ গ্ৰহণ কৱে না।

মোহকাম ৪ : এৱ অৰ্থ, যাব অৰ্থেৱ মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। আয়াতেৰ মধ্যে এগুলোই হচ্ছে উশুল কিতাব (কুৱানেৱ মূল)। দীন বুৰোবাৱ জন্য এগুলোৱ উপৱ নিৰ্ভৱ কৱতে হয় এবং এগুলোৱ মধ্যে শৱঙ্গ বিধান ও অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় বিষয় রয়েছে।

মোতাশাবেহ ৪ যাব অৰ্থ লোকদেৱ কাছে দুৰ্বোধ্য। যেমন হৱফে ‘মুকাভাআত’। সূৱাৱ প্ৰথম দিকেৱ বৰ্ণসমূহ। এ সকল বৰ্ণ কি অৰ্থে ব্যবহাৱ কৱা হয়েছে তা শুধু আল্লাহই জানেন। আমাদেৱ শুধু এই বিশ্বাস কৱতে হবে, আল্লাহ যে অৰ্থে এগুলো ব্যবহাৱ কৱেছেন তা সত্য। কাৱো কাৱো মতে, গভীৰ জ্ঞানেৱ অধিকাৰী লোকৰা ও ‘মোতাশাবেহাতেৰ’ অৰ্থ বুৱেন। হযৱত আবদুল্লাহ ইবনে আবুাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) ও শাফিয়ী (রাহিমাল্লাহু ‘আনহু) এই মত পোৱণ কৱতেন বলে জানা যায়।

١٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ هَجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِ الْغَضَبِ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ
مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ - رواه مسلم

১৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহ 'আনহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, হ্যুর তখন দুইজন লোকের কথার আওয়াজ শনলেন। তারা একটি (মুতাশাবিহ)' আয়াত সম্পর্কে তর্কবিত্তক করছিলো (অর্থাৎ এই আয়াতের অর্থ নিয়ে ঝগড়া করছিলো)। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। এসময় তাঁর চেহারায় রাগের ভাব প্রকাশ পাঞ্চিলো। হ্যুর বললেন, তোমাদের আগের লোকেরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতভেদ করে ধ্রংস হয়ে গেছে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই মতভেদে অর্থ এমন আলোচনা যাতে মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। পরম্পর ফেতনা-ফাসাদ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। কুফর ও বিদ্যাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুৰা বা এর আহকাম নির্দেশ করার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনা দৃষ্টব্য নয়, বরং প্রয়োজনীয়। কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান। কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট। কেন তর্ক-বিত্তক। তাই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছিলেন।

١٤٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرِّمَ مِنْ سَالَ عنْ شَيْءٍ لَمْ يُحِرِّمْ
عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسَأْلَتِهِ - متفق عليه

১৪৬। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহ 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড় গুনাহগার যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিসের প্রশংসন করে যা হারাম ছিলো না। কিন্তু তার প্রশংসন করার ফলে তা হারাম হয়ে গেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই শাস্তির কথা হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের ব্যাপারে বলেছেন, যারা বিদ্রোহ ও হঠকারিতার জন্য প্রশংসন করতো। আগেকার কালের নবীদেরও এ ধরনের প্রশংসন করা হতো। কোন কিছু জানার জন্য প্রশংসন করা নিষেধ নয়। বনি ইসরাইল গাভীর ব্যাপারে হযরত মুসা (আ)-কে প্রশংসন করেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্রোহ ও টালবাহানা করা। যতো প্রশংসন করেছে ততো শর্ত বাঢ়ানো হয়েছে। অর্থাত কোন প্রশংসন না করে প্রথম ছক্কুম মতো কাজ করলেই হয়ে যেতো।

١٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أَخْرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوهُ أَنْتُمْ وَلَا أَبْأُوكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَلَا يُضْلُونَكُمْ وَلَا يَفْتَنُونَكُمْ - رواه مسلم

১৪৭। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় এমন ফাঁকিবাজ মিথুক দাঙ্গাল লোক হবে যারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরা শনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শনেনি। অতএব এদের থেকে সাবধান থাকো, যাতে তারা তোমাদেকে গোমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : দাঙ্গাল শব্দের অর্থ হলো, যে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায়। হাদীসের মর্ম হলো : শেষ যমানায় এমন ফেরেববাজ, ধোকাবাজ লোকের জন্ম হবে, যারা তাকওয়ার আড়ালে লোকদেরকে ধোকায় ফেলবে। মানুষকে বলবে, আমরা আলেম ও দীনদার মানুষ। তোমাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাতে এসেছি। তারা নিজের তরফ থেকে জাল হাদীস বানিয়ে রাসূলের হাদীস বলে প্রচার চালাবে। অতীতের মহামানবদের নামে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করে মানুষকে ধোকা দিবে, ভুল আকীদার বীজ ছড়াবে। তাই এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাদের খপ্তর থেকে অন্যদেরকেও রক্ষা করার জন্য কাজ করবে।

মোটকথা দীনের জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তাছাড়াও বেদায়াতী ও এমন লোকদের হাত থেকে বাঁচতে হবে, যারা আত্মস্বার্থ ও প্রকৃতির তাড়নায় ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করে। এদের সাথে কোন সম্পর্কে রাখা উচিত নয়।

١٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ السُّورَةَ بِالْعِرْبَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعِرْبِيِّ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَيَّةً - رواه البخاري

১৪৮। “হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহলে কিতাব তাওরাত কিতাব হিক্র ভাষায় তিলাওয়াত করতো (এটা ছিলো ইয়াহুদীদের ভাষা)। আর মুসলমানদেরকে তা আরবী ভাষায় বুবাতো। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা

আহলি কিতাবকে সত্য মনে করো না, আবার মিথ্যাও বলো না। (গুধু) বলবে, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর ও ওই জিনিসের উপর যা আমাদের উপর নাফিল করা হয়েছে” (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : পুরা আয়াতটি হলো :

فُلُوْمَا امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَسْمَعْنَا وَيَقُولَ
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفِقَ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

“তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আর যে কিতাব আমাদের উপর নাফিল হয়েছে, আর যে সহীফা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের উপর নাফিল হয়েছে এগুলোর উপর, আর যেসব কিতাব মূসা ও ঈসাকে দান করা হয়েছে এগুলোর উপর, আর যা অন্যান্য পয়গাঞ্চরগণকে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে দেয়া হয়েছে ওসবের উপরও ঈমান এনেছি। আমরা নবীদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল” (সূরা বাকারা : ১৩৬)।

আহলে কিতাবরা তওরাতের কোন অংশ পড়লে বা ব্যাখ্যা করলে তাকে মিথ্যাও বলো না আবার সত্যও মনে করো না, বরং (কুরআনের উপরে উদ্ভৃত) আয়াতটি পড়ো। কারণ তারা তাদের কিতাবের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে ফেলেছে। হতে পারে তাদের পঠিত অংশ পরিবর্তিত। আবার মিথ্যা এজন্য মনে করো না যে, এটা তো আল্লাহর কিতাব। হতে পারে যে অংশ তারা পড়েছে তা সহীহ।

۱۴۹ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرءِ كَذِبًا
إِنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - رواه مسلم

১৪৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শনে (খোজখবর নেয়া ছাড়াই) তা-ই বলে বেড়ায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ-যদি সে মিথ্যা কথা না-ও বলে, কিন্তু যদি কোন কথা শনার পর তা কতটুকু ঠিক কি বেঠিক তা অনুসঙ্গান না করেই বলাবলি শুরু করা তার অভ্যাস হয় তাহলে এটাই মিথ্যা বলার নামান্তর। কোন কথা শনলেই তা অনুসঙ্গান ছাড়া ছড়ানো অনেক অঘটনের সূচনা করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসল্লাম এ কাজকে মিথ্যা বলার শামিল বলেছেন, কুরআনে পাকেও কোন কথা শুনে অনুসন্ধান না করে প্রচার করা নিষেধ করা হয়েছে।

١٥ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَّ
نَبِيٌّ بَعْشَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِيٌّ إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاصْحَابُ
يَاخْذُونَ بِسْتَهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا
لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِنُونَ فَمَنْ جَاهَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ
جَاهَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ
مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةً خَرَدْلٍ - رواه مسلم

১৫০। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আমার পূর্বে কোন নবীকে ওই উস্মাতের মধ্যে পাঠাননি যাঁর কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু ওই উস্মাতে ছিলো না। তারা এই নবীর পথ অবলম্বন করেছে, তার (জারীকৃত) হুকুম আহকাম মেনে চলেছে। এরপর এমন লোক তাদের স্থলে এলো যারা অন্যদেরকে তা বলতো যা নিজেরা করতো না। আর তারা ওই সব কাজ করতো যা করার জন্য (শরীয়াত) তাদেরকে আদেশ দেয়নি। (আমার উস্মাতের মধ্যেও এমন ধরনের লোক থাকতে পারে)। তাই যে নিজের হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে পূর্ণ মুমিন। আর যে মুখের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মুমিন। আর যে অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে-ও মুমিন। এরপর আর দানা পরিমাণ ঈমানও নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর দীন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এ দীন প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আর না থাকলে একে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করতে হবে। এটাই পরিপূর্ণ মুমিনের কাজ। এই হাদীসে কে কতটুকু মুমিন তার একটা চিত্ত তুলে ধরা হয়েছে। দীন কায়েম করা ফরয। তাই একজন মুমিন তখনই পূর্ণ মুমিন যখন দীন প্রতিষ্ঠার বা সংরক্ষণের কাজে সে তার পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। হাত দ্বারা রাসূল এটাই বুঝিয়েছেন। আর যে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য দীন সম্পর্কে বজ্র্তা বক্তব্যের মাধ্যমে কাজ করবে সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে অথবা মৌখিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে পারছে না কিন্তু তার হস্তয় সংগ্রামী ও জেহাদী লোকদের সাথে থাকবে, সেও মুমিন। এর বাইরে কেউ মুমিন নয়। আজ সমাজের চিত্ত দেখে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে কে কতটুকু জিহাদ করে, মুমিনের কোন পর্যায়ে আছে তা এই হাদীসের নিরীখে চিন্তা করে দেখা দরকার।

١٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا
إِلَيْهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِهِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْفَصُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ
شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ ضَلَالًا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبَعَهُ لَا
يَنْفَصُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم

১৫১। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে ডাকে, তার জন্য অতটুকু সওয়াব যতটুকু সওয়াব অনুসারীরা পাবে, অথচ তাদের সওয়াব হতে একটুও কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তার জন্য অতটুকু গুনাহ হবে যতটুকু গুনাহ তার অনুসরণকারীদের হবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে একটুও কমানো হবে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করবে, সওয়াবের কাজ করবে, কোন লোককে নেক কাজের দিকে আহবান জানাবে, এরপর যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে ভালো কাজ করবে ও ভালো মানুষ হয়ে যাবে, তাদেরকে আল্লাহ পাক বিনিময়ে সওয়াব দিবেন। যে ব্যক্তি তাদের দাওয়াত দিয়ে ভালো পথে আনলেন, আল্লাহ তাকেও এদের সম-পরিমাণ সওয়াব দেবেন। যারা তার কথা শুনলো ও নেক কাজ করলো তাদের সওয়াবের অংশ একটু কমবে না।

ঠিক যার কারণে কেউ খারাপ কাজ করে তারও একই অবস্থা। যারা খারাপ কাজ করবে ও খারাপ পথে যাবে তারা তো গুনাহগার হবেই। আর যে ব্যক্তির প্ররোচনায় তারা খারাপ কাজ করলো সেও তাদের সম-পরিমাণ গুনাহগার হবে। অনুসারীদের গুনাহর বোঝা তাতে কম হবে না।

١٥٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ - رواه مسلم

১৫২। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম গরীবী অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং তা পরিশেষে গরীবী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তাই গরীবদের জন্য শুভ সংবাদ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইসলাম অর্থ এই হাদীসে ইসলাম ও মুসলমান উভয় অর্থই হতে পারে। ইসলাম অর্থ গ্রহণ করা হলে অর্থ হবে ইসলাম মুক্ত হতে যখন মদীনায় যাত্রা শুরু করে তখন তার সাহায্যকারী ও অনুসরণকারীর সংখ্যা খুবই কম ছিলো। ঠিক

একইভাবে শেষ যমানায়ও এর সাহায্যকারী ও অনুসরণকারীর সংখ্যা খুবই কম হবে। দীন অবহেলিতভাবে আবার মঙ্গা-মদীনার দিকে ফিরে যাবে।

ইসলাম অর্থ মুসলমান হলে এর অর্থ দাঁড়াবে, প্রথম যুগে যেমন মুসলমান সংখ্যায় কম ছিলো, ছিলো অসহায়, শেষ যমানায়ও মুসলমানদের অবস্থা তা-ই হবে। হাদীসের শেষের অংশ এই অর্থই বুঝায়। অতএব যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান শেষ কালের এই সঙ্গে অবস্থায় ইসলামের উপর মজবুত থাকবে তাদের জন্য শুভ সংবাদ। তাদের পুরকার আল্লাহর কাছে।

١٥٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَيْمَانَ لِيَأْرِزُ
إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةَ إِلَى جُحْرِهَا - متفق عليه وسنده حديث أبي
هريرة ذروني ما تركتم في كتاب المناسك وحديثي معاوية وجابر لا
يزال من أمتي ولا يزال طائفه من أمتي في باب ثواب هذه الأمة إن شاء
الله تعالى .

১৫৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনল্ল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনার দিকে ইসলাম এভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ পরিশেষে তার গর্তে ফিরে আসে (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনল্ল)-এর হাদীস কিতাবুল মানসিকে, হযরত মুয়াবিয়া এবং জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনল্লহু)-এর হাদীস দুইটি “লা ইয়াযালু মিন উম্মাতি” এবং “লা ইয়াযালু তায়েফাতুম মিন উম্মাতি” “সাওয়াবু হাজিহিল উম্মাতে” অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাল্লাহ।

ব্যাখ্যা : এ অবস্থার উক্তব শেষ যমানায় দাজ্জাল বের হবার সময় সংঘটিত হবে। মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়া তখন অন্য কোথাও দীনের জ্ঞান ও মুসলমানী থাকবে না প্রায়। এই দুইটি হাদীসেই বুঝানো হচ্ছে যে, শেষ যমানায় কুরআন ও সুন্নাহ আকড়িয়ে থাকার লোক সংখ্যায় খুব নগণ্য হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٤ - عَنْ رَبِيعَةِ الْجُرْشِيِّ قَالَ أَتَيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ
لَهُ لَتَنَمِ عَيْنُكَ وَلَتَسْمَعَ أَذْنُكَ وَلَيَعْقُلَ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعَتْ
أَذْنَائِي وَعَقْلَ قَلْبِي قَالَ فَقِيلَ لِي سَيِّدُ بَنِي دَارًا فَصَنَعَ فِيهَا مَادْبَةً وَأَرْسَلَ

دَاعِيًّا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِبَةِ وَسَخَطَ عَلَيْهِ
السَّيِّدُ قَالَ فَاللَّهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدُ الدَّاعِيُّ وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْمَادِبَةُ الْجَنَّةُ -

رواہ الدارمی

۱۵۴ । ইয়রত রবীয়া আল-জোরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে ফেরেশতা দেখানো হলো । তাঁকে বলা হলো (ফেরেশতারা বললেন) আমার চোখ ঘুমে থাকুক, কান শুনতে থাকুক এবং হৃদয় বুঝতে থাকুক । হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চোখ দুইটি ঘুমালো, আমার কান দুইটি শুনলো এবং আমার হৃদয় বুঝলো । এরপর হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমাকে বলা হলো (অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ ফেরেশতারা আমার সামনে বর্ণনা করলেন) যেনো একজন সম্মানিত ব্যক্তি একটি ঘর বানালো এবং জিয়াফতের ব্যবস্থা করলো, এরপর লোকজনকে ডাকার জন্য একজন আহবানকারীকে পাঠালো । অতএব যে ব্যক্তি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো, সে ঘরে প্রবেশ করলো এবং আহার করলো । বাড়ীর মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো । আর যে ব্যক্তি আহবানকারীর আহবান করুল করলো না, সে ঘরেও চুকলো না, খাবারও খেলোনা । আর বাড়ীর মালিকও তার উপর সন্তুষ্ট হলো না । হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উপমায় সর্দার বা মালিক হলেন আল্লাহ, আহবানকারী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঘর হলো ইসলাম । আর খাবারের স্থান হলো জাগ্নাত (দারেমী) ।

۱۵۵ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْيَنَ
أَحَدَكُمْ مُتَكَبِّنًا عَلَى أَرْبَكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيٍّ مَمَّا أَمْرَنَتُ بِهِ أَوْ نَهَيْنَتُ
عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ - روah احمد وابو
داود والترمذی وابن ماجة والبیهقی فی دلائل النبوة ।

۱۵۶ । ইয়রত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি তোমাদের কাউকেও যেনো এই অবস্থায় না দেখি যে, সে তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে । আর তার নিকট আমার নির্দেশাবলীর কোন নির্দেশ পৌছবে, যাতে আমি কোন বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোন বিষয় নিষেধ করেছি । তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি

না, যা কিছু আমি আল্লাহর কিতাবে পাবো তার আনুগত্য করবো (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজা ও বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়া)।

ব্যাখ্যা : গদিতে হেলান দেয়ার অর্থ হলো গর্ব ও অহংকারবোধে মন্ত্র থাকা, জ্ঞানচর্চা ও ইলমে হাদীস হাসিল করার চেষ্টা না করা। দীনী ইলম ছেড়ে দেয়া। অজ্ঞতার কারণে আমার এমন কোন হৃকুমের ব্যাপারে যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, সে ব্যাপারে বলবে, আল্লাহর কিতাব ছাড়া আমি কিছু মানবো না। আর কুরআন ছাড়া অন্য কোন জিনিসের পায়রবীও করবো না। এই হাদীসে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের মূর্খ জাহেল অহংকারী লোকদের ব্যাপারে ভবিষ্যত্বপী করেছেন, যারা এই আহকামের উপর আমল করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে অথবা এসবের আনুগত্য করতে অবহেলা করবে।

তারা মনে করে, দীন ও শরীয়তের আহকাম শুধু কুরআনের উপরই নির্ভরশীল। তারা জ্ঞানপাপী। অনেক হৃকুম আহকাম কুরআনে নেই। শুধু হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো, শরীয়তের হৃকুম-আহকামের জন্য যেভাবে কুরআন দলীল, ঠিক একইভাবে হাদীসও দলীল। কুরআন যেভাবে আল্লাহর তরফ থেকে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নায়িল হয়েছে, একইভাবে হাদীসের জ্ঞানও আল্লাহর তরফ থেকেই হ্যুরের কাছে এসেছে। দুটোই ওহী। হাদীসকে কুরআনের তাফসীর বলা হয়।

١٥٦ - وَعَنْ الْمُفْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرْبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنِّي أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ إِلَّا يُؤْشِكُ رَجُلٌ شَبَّاعَ عَلَى أَرْبِكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحَلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَمُوهُ وَكَمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا يَحْلُّ لَكُمُ الْحَمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهَدٌ إِلَّا أَنْ يُسْتَغْفِنَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَّلَ بِقُوَّمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُ بِمِثْلِ قِرَاءَهُ - رواه أبو داود وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجة إلى قوله كمَا حَرَمَ اللَّهُ .

১৫৬। ইয়রত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ জিনিসও। সাবধান! অচিরেই

কোন উদ্দরভূতি বড় লোক তার পালংকে বসে বলবে, এই কুরআনকেই শুধু তোমরা গ্রহণ করবে। এতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল মানবে। আর যা এতে হারাম পাবে তাকেই হারাম মানবে। নিচয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম বলেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। সাবধান! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয়। শিকারী দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের কোন হারানো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে সে যদি সেটির মুখাপেক্ষী না হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছলে তার মেহমানদারি করা তাদের কর্তব্য। তারা তার মেহমানদারি না করলে সে জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে তার মেহমানদারির সম-পরিমাণ আদায় করে নিতে পারবে (আবু দাউদ, দারিয়া, ইবনে মাজা)।

١٥٧ - وَعَنْ الْعَرَيْاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْحَسْبُ أَخَدَكُمْ مَتَّكِنًا عَلَى أَرْبِكَتِهِ يَظْنُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَنَّى وَاللَّهُ قَدْ أَمْرَتَ وَوَعَطْتَ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ أَنَّهَا لِمُثْلِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بَيْوْنَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلَا ضَرْبَ سَاءِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثَمَارَهُمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ أَشْعَثُ ابْنِ شَعْبَةَ الْمَصِيْبِصِيْ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ .

১৫৭। হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্ব্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিতে উঠে বললেন, তোমাদের কেউ কি নিজের পালংকে ঠেস দিয়ে বসে একথা ভাবছে যে, আল্লাহর তাআলা যা কিছু এই কুরআনে হারাম করেছেন তাছাড়া আর কিছু হারাম নয়? সাবধান! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি আদেশ দিয়েছি, আমি নিসিহত করেছি এবং নিষেধ করেছি এমন অনেক জিনিস সম্পর্কে যার হকুম কুরআনের হকুমের মতো অথবা এর চেয়েও বেশী হবে। তোমরা মনে রাখবে, অনুমতি ছাড়া আহলে কিতাবদের বসবাস করার ঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের গায় হাত তোলা ও তাদের ফসল বা শস্য খাওয়াকেও আল্লাহর তাআলা তোমাদের জন্য হালাল করেননি, যদি তারা তাদের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করে দেয় (এইসব বিষয় কুরআনে উল্লেখ নেই, আমার দ্বারা আল্লাহ এসব হারাম করেছেন) (আবু দাউদ)। এই হাদীসের সনদে আশআছ ইবনে শোবা মিস্সীসী সম্পর্কে সমালোচনা আছে।

ব্যাখ্যা : ষাঠা শুধু কুরআনের উল্লেখিত হকুম ছাড়া রাসূলের হকুম-আহকাম, ওয়াজ-নসিহত মানতে অনীতা প্রকাশ করছে তাদের জবাবে হ্যুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নির্দিষ্ট কয়েকটি হকুমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো তো আমার হকুম যার নির্দেশ কুরআনে নেই। যেমন আহলে কিতাবদের বসবাসের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদের উত্ত্যক্ষ ও পেরেশান করা, তাদের নারীদের নির্যাতন করা, তারা জিয়িয়া আদায় করলে আর কোন কিছু তাদের থেকে না নেয়া। মূল উদ্দেশ্য কুরআনের হকুম ছাড়া আমার নিজ থেকে জারী করা হকুম মানাও মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

١٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوْجَهِهِ فَوَاعْظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً دَرَقَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْفُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُوَدِّعًا فَأُوصِنَا فَقَالَ أُوصِنُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَكَانَ كَانَ عَنْدَمَا حَبَشِيَا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلِمْتُكُمْ بِسُنْتِي وَسُنْنَةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنُّوَاجِذِ وَأِيَّا كُمْ وَمُعْدَنَاتِ الْأَمْوَارِ فَإِنْ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعْةٍ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالٌ - رواه احمد وابو داود والترمذی وابن ماجة الا انہما لم یذکرَا الصلوة .

১৫৮। হ্যরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন, এরপর আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে গেলেন। অত্যন্ত প্রভাবিত ভাষায় আমাদেরকে নসীহত করলেন। আমাদের চোখ গড়িয়ে পানি বইতে লাগলো। মনে সৃষ্টি হলো ভয় মনে হচ্ছিলো বুঝি নসীহতকারীর এটাই জীবনের শেষ নসীহত। এক ব্যক্তি আর করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার, নেতৃ-আদেশ শোনার ও মান্য করার নসীহত করছি, সে নেতৃ হাবশী গোলাম হোক না কেনো? তোমাদের যে ব্যক্তি আমার পরে বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার ও হেদয়াতপ্রাণ খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ ও পথাকে আকড়িয়ে ধরা। এই পথ ও পথাকে উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মজবুতভাবে থাকবে। দীনের ভেতরে নতুন নতুন কথার (বেদায়াত) উত্তব ঘটানো হতে বেঁচে থাকবে। কারণ প্রত্যেকটা নতুন কথাই বিদ্যায়াত। আর প্রত্যেকটা

বেদায়াতই ভষ্টা (আহমাদ, আবুদ দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)। কিন্তু এই বর্ণনায় তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা ৪ বর্ণনাকারীর বর্ণনা “মনে হচ্ছিলো এটা তাঁর জীবনের শেষ নসীহত”, এ কথার মর্ম হলো জীবন সায়াহে এসে মানুষ যেমন বুঝে তার যাবার সময় হয়ে গেছে, তখন তার উত্তরসুরিদের জন্য শেষ নসীহত করে যায়। রাসূলের এই হাদীসে উদ্বৃত্ত বিষয়ের ব্যাপারেও তাই মনে হচ্ছিলো।

এ হাদীস থেকে আরো জানা গেলো মুসলিম জাতির নেতাকে মানা জরুরী। যদি নেতা আল্লাহর কিতাবমত নির্দেশ দেন। মানার উপর গুরুত্ব দেবার জন্য বলা হয়েছে, ‘যদি নেতা হাবশী গোলামও হয়।’

শেষ যমানায় উশ্মতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। সেই সময় খুব সত্ত্বর্ণে চলবে। আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদার পদাংক অনুসরণ করে চললে সঠিক পথে থাকবে।

দুনিয়ায় বর্তমানে দীনকে ধ্বংস করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার বিশ্ব ষড়যন্ত্র চলছে। তাতে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুন্নাতে অংশগ্রহণ করলে সার্বিকভাবে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত করা সকল সুন্নাতই জারী হয়ে যাবে। কাজেই দীনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকরা সব চেয়ে বড় সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সুন্নাতের কাজটিই সর্বপ্রথম করেছেন।

١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ حَطَّ حُطْوَطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَقَالَ هَذِهِ سُبُّلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يُدْعُو إِلَيْهِ وَقَرَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ أَلَا يَهُ - رواه احمد والنسائي والدارمي

১৫৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে বুবাবার জন্য) একটি (সরল) রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এই রেখার ডানে ও বামে আরো কয়টি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও পথ। এসব পথের উপর শয়তান বসে থাকে। এরা (মানুষকে) তাদের পথের দিকে ডাকে। তারপর তিনি তাঁর কথার প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়ত পাঠ করলেন : “নিশ্চয় এটা আমার সহজ সরল পথ। অতএব তোমরা এই পথের অনুসরণ করে চলো....” (সূরা আন'আম : ১৬৩)। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (আহমাদ, নাসাদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : যে সরল রেখাটি হ্যুৰ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেনেছেন সেটা হলো সিরাতুল মৃত্তাকীম, আল্লাহর পথ। এর অর্থ হলো, এটাই সঠিক বিশ্বাসের পথ, নেক আমল করার পথ। আর বাকী সব ছোট ছোট ও বাঁকাটেরা পথ হলো শয়তানের পথ। এসব পথ হলো গোমরাহী ও ভষ্টার পথ।

١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَنَّتْ بِهِ . رواه في شرح السنّة
وَقَالَ النَّوْوَى فِي أَرْبِعِينِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ إِنَّا فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ
بِاسْتِنَادٍ صَحِيقٍ .

১৬০। হ্যুরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না যতোক্ষণ তার মনের প্রবৃত্তি আমার আনা দীন ও শরীয়তের অনুসরী না হবে (শরহে সুন্নাহ)। ইমাম নবৰী তার ‘আরবাস্তে’ গ্রন্থে বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। আমরা কিভাবুল হজ্জাত-এ হাদীসটি সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা : প্রবৃত্তির তাড়না ও আকর্ষণের সময় মানুষ চার রকম হতে পারে। (১) দীনে হকের উপর পরিপূর্ণ দ্বিমান পোষণ করে। (২) বিশ্বাস করে দীন ইসলামই একমাত্র দীন, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নার সাথে এটে উঠতে পারে না, খারাপ জ্ঞানার পরও প্রবৃত্তির তাড়নায় বদ আমল করে। যেমন হারাম কাজকে হারাম জ্ঞানার পরও তা করে বসে। (৩) দীনকে হক বলে মনেই করে না, পরিপূর্ণভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এব্যক্তি পূর্ণ কাফির। (৪) দীনের যেসব জিনিস প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয় তাকে হক মনে করে। আর তা না হলে দীনকে হক বলে মনে করে না। এই ব্যক্তিও কাফির। আসলে এর দীন হলো তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা।

١٦١ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزْنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَخْبَى سَنَةً مِنْ سُنْنَتِيْ قَدْ أَمِيَّتْ بَعْدِيْ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ
أَجْوَرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً
ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ أَثَامِ
مَنْ عَمَلَ بِهَا لَا يُنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - وَرَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ إِبْنُ
مَاجَةَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

১৬১। হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুখ্যানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কোন একটি সুন্নাতকে জিন্দা করেছে (অর্থাৎ জারী করেছে), যে সুন্নাত আমার পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, তার এতো সওয়াব হবে যতো সওয়াব এই সুন্নাত আমলকারীদের হবে, কিন্তু সুন্নাতের উপর আমলকারীদের সওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাইর নতুন (বেদায়াত) পথ বের করবে, যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশী নন, তাহলে তারও এতো গুনাহ হবে যতো গুনাহ হবে ওই বেদায়াতের উপর আমলকারীদের, এতে তাদের গুনাহে কোন কমতি করা হবে না (তিরমিয়ী)। এই বর্ণনাটিকে ইবনে মাজা (র) কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : মর্মার্থ হলো, আল্লাহ সুন্নাতের উপর আমলকারীদের জন্য যে সওয়াব আল্লাহ নির্দ্ধারিত করেছেন তা-ই থাকবে। আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ ঠিক রেখে আল্লাহ তায়ালা এই সুন্নাতটি জারীকারীকে আলাদাভাবে তাদের সম্পরিমাণ সওয়াব দান করবেন।

ঠিক একইভাবে যে ব্যক্তি দীনে কোন পথভূষ্টতা ও বেদাআতের প্রচলন করে, সে নিজের গুনাহ ছাড়াও এই পথ অনুসারীদের সম-পরিমাণ পাপের বোৰা বহন করবে। এতে আমলকারীদের গুনাহতেও কোন কম-বেশী করা হবে না। এখানে সুন্নাত বলতে বুঝানো হয়েছে দীনের কাজ, তা ফরয হোক বা ওয়াজিব হোক, দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রাম হোক। তবে দুনিয়ায় বর্তমানে দীনকে ধ্বংস করার এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার যে বিশ্ব ষড়যন্ত্র চলছে তাতে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুন্নাতে অংশগ্রহণ করলে সার্বিকভাবে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত করা সকল সুন্নাতই জারী হয়ে যাবে। দীনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাই সবচেয়ে উত্তম সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদেরকে নিয়ে এই দীন প্রতিষ্ঠার সুন্নাতের কাজটিই সর্বপ্রথম করেছেন।

١٦٢ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الدِّينَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقَلُنَّ الدِّينُ
مِنْ الْحِجَازِ مَعْقُلًا أَلْرُوَيَّةُ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرْبَيًّا وَسَيَعُودُ
كَمَا بَدَأَ قَطْرَنِيًّا لِلْغُرْبَيَّاءِ وَهُمُ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيِّ
مِنْ سُنْتِيِّ - رواه الترمذى

১৬২। হযরত আমর ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নিঃসন্দেহে

দীন (ইসলাম) হিজাজের দিকে এমনভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে। দীন হেজায়েই আশ্রয় নিবে যেভাবে পর্বতের মেষ পর্বত শিখের আশ্রয় নিয়ে থাকে। দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর মতো যাত্রা শুরু করেছে। আবার তা ফিরে আসবে যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিলো। তাই সে সকল প্রবাসীর জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। তারা ওই সকল লোক যারা আমার পর, যেসব সুন্নাতকে লোকেরা বিলুপ্ত করে দিয়েছে সে সকল সুন্নাতকে পুনঃ জারী করবে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আগে ১৫৩ নং হাদীসে দীন মদীনায় ফিরে যাবে বলা হয়েছে। হিজাজ ব্যাপক শব্দ। অর্থাৎ মদীনাসহ আশেপাশের কয়েকটি দেশ। হিয়াজের মধ্যে মদীনা শামিল।

١٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِينَ عَلَىٰ أَمْتَىٰ كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ حَتَّىٰ أَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَيْهِ لَكَانَ فِي أَمْتَىٰ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَكَانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقْتُ عَلَىٰ ثَنَتِينَ وَسَبْعِينَ مَلَّهُ وَتَفَرَّقْتُ أَمْتَىٰ عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مَلَّهُ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّهُ وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ - رواه الترمذى وفى روایة احمد وابى داود عن معاوية ثنتان وسبعين فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وانه سيخرج فى أمتى اقوام تتبارى بهم تلك الاهواء كما يتبارى الكلب بصاحبيه لا يتبى منه عرق ولا مفصل الا دخله .

১৬৩। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিলুল্লাহ 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আমার উচ্চতের উপর এমন একটি সময় আসবে যেমন বনি ইসরাইলের উপর এসেছিলো। যেমন দুইটি জুতা এক সমান হয়ে থাকে। এমনকি বনি ইসরাইলের মধ্যে যদি কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকাজ করে থাকে, তাহলে আমার উচ্চতের মধ্যেও এমন লোক হবে যারা এমন কাজ করবে। আর বনি ইসরাইল 'বাহাত' ফিরকায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সব ফিরকা জাহানামে যাবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী ফিরকা কারাব! জবাবে তিনি বললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবারা প্রতিষ্ঠিত আছি (তিরমিয়ী)।

আহমাদ ও আবু দাউদে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত আছেঃ
বাহাতুর ফিরকা জাহান্নামে যাবে। আর একটি ফিরকা জাহান্নামে যাবে। আর সে হলো
জামায়াত। আর আমার উস্মাতে কয়েকটি দল সৃষ্টি হবে যাদের শরীরে এমন
কৃত্বাত্মক ছড়াবে যেভাবে জলাত্ক রোগ রোগীর সব শরীরে সঞ্চারিত হয়। তার
কোন শিরা-উপশিরা এর থেকে বাদ থাকে না, যাতে তা সঞ্চারিত হয় না।

ব্যাখ্যা : বনি ইসরাইল আর এই উস্মাতকে একজোড়া জুতার সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া
হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে বনি ইসরাইলের লোকেরা তাদের সময়ে বেঙ্গানী
নাফরমানীতে লিঙ্গ ছিলো, ঠিক একইভাবে এই কালেও আমার উস্মাতের লোকেরা
বনি ইসরাইলীদের মতো হবে। তাদের আকীদা-আমলের সাথে এরা একেবারেই
এক হয়ে যাবে। এখানে মায়ের কথা বলা হয়েছে। মা অর্থ-সৎমা মা, আপন মা
নয়। আপন মায়ের সাথে এ ধরনের বদ কাজ সম্ভব নয়। শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা
ছাড়াও মানুষের স্বত্ব-প্রকৃতি এটা করতে পারে না।

এই উস্মাত বলতে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উস্মাত
মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছেন। সকলেই ভুল আকীদা-বিশ্বাস ও বদ আমলের কারণে
জাহান্নামী হবে। যাদের আকায়েদ-ঈমান কুফরীর সীমায় এসে না পৌছবে তাদেরকে
আল্লাহর রহমতে শান্তির সময়কাল শেষ হবার পর জাহান্নাম থেকে বের করে আনা
হবে। জান্নাতী ফিরকাকে জামায়াত বলা হয়েছে। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল
জামায়াত। এরাই হকপঞ্চী। এরাই জান্নাতী।

١٦٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَا
يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ كَيْفَ يُدْعُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ
شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ - رواه الترمذى

১৬৪। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার গোটা
উস্মাতকে অথবা তিনি বলেছেন, উস্মাতে মুহাম্মদীকে কোন গোমরাহীর উপর একত্র
করবেন না। আল্লাহ তাআলার হাত জামায়াতের উপর। যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে
আলাদা হবে (যে ব্যক্তি জান্নাতীদের জামায়াত থেকে আলাদা থাকবে) সে
জাহান্নামে যাবে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস একটি কথা উস্মাতে মুহাম্মদীর জন্য স্থায়ী দলিল হিসাবে
পেশ করছে। তা হলো শরীয়তে একটি উৎস ‘ইজয়া’। কোন ভুল সিদ্ধান্ত ও
গোমরাহীর উপর উস্মাত একমত হবে না। আর উস্মাতের আহলুর রায় যে বিষয়ে
কোন সিদ্ধান্ত করবেন তা একটি দলিল। তাই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন, আমার উস্মাত ভুলের উপর একত্র হতে পারে না।

আৱ “আল্লাহৰ হাত দলেৱ উপৱ” অৰ্থাৎ মুসলমানৱা একতাৰদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে থাকলে তাদেৱ উপৱ আল্লাহৰ রহমত বৰ্ষিত হবে। ধৰ্ম, সমাজ, রাষ্ট্ৰসহ সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও আল্লাহৰ রাসূল মুসলমানদেৱকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকাৱ নিৰ্দেশ দিয়েছেন।

١٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبَعُوا السُّوَادَ الْأَعْظَمَ فَانْهُ مَنْ شَدَّ شَدًّا فِي النَّارِ - روah ابن ماجة من حديث أنس

১৬৫। ইয়ৰত ইবনে উমাৱ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় দলেৱ অনুসৰণ করো। কাৰণ যে ব্যক্তি দল থেকে পৃথক হলো, সে বিছিন্ন হয়ে দোষখে যাবে (ইবনে মাজা এই হাদীসটি কিতাবুস সুন্নাহ হতে আনাস ইবনে মালেক রিওয়ায়াত কৱেছেন)।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ আলেমেৱ নিকট যা সত্য সেই মতামতেৱ উপৱ আমল কৱাৱ হিদায়াত দেয়াই এই হাদীসেৱ উদ্দেশ্য। এইভাৱে এসব কথাৰ্বার্তা, কাজকৰ্ম কৰুল কৱা চাই যা জমহূৰে ওলামাৱ দ্বাৰা প্ৰমাণিত। এ দুনিয়াৱ মুসলামনদেৱ যতো দল উপদল আছে তাদেৱ মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হচ্ছে বৃহত্তম দল। এই দলেৱ মতামতই বৱহক।

١٦٦ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنْيَّ إِنْ قَدْرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعُلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنْيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنْتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنْتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ - روah الترمذি

১৬৬। ইয়ৰত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যদি সকাল থেকে সঙ্গ্যা পৰ্যন্ত কাৱো প্ৰতি তোমাৱ হিংসা-বিদেশীৱ অবস্থায় কাটাতে পাৱো তাহলে তাই কৱো। এৱপৰ হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বৎস! এটা আমাৱ সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমাৱ সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আৱ যে আমাকে ভালোবাসে সে জানাতে থাকবে আমাৱ সাথে (তিৱমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ইঙিত কৱা হয়েছে যে, হ্যুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৱ সুন্নাত ও তাঁৰ তরীকাকে পছন্দ কৱা ও একে ভালোবাসা হ্যুৱকে ভালোবাসাৰ প্ৰমাণ। আৱ যে ব্যক্তি হ্যুৱকে ভালোবাসবে সে জানাতে তাঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৱবে ও জানাতেৱ মতো বড় নেয়ামতেৱ অধিকাৰী হবে। তাঁৰ সুন্নাতকে ভালোবাসলে এতো বড় পুৱকাৰ পাওয়া যাবে।

١٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنْتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أَمْتِيْ فَلَهُ أَجْرٌ مائَةٌ شَهِيدٌ - رواه البهقى

১৬৭। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উচ্চতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে ঘজবুতভাবে আকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে এক শত শহীদের সওয়াব (বায়হাকী) এই হাদীসকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে কিটাবুল জিহাদে বর্ণনা করেছেন, আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে নয়)।

ব্যাখ্যা : এক শত শহীদের সওয়াব পাবার মতো বড় সৌভাগ্যের কারণ
হলো, একজন শহীদ দৈনিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এর শান-শওকত বাড়াবার জন্য
যতো বিপদাপদ আছে সবই অঙ্গান বদনে সহ করে যায়। এমনকি নিজের
জীবন কুরবান করতেও দ্বিধা করে না। ঠিক একইভাবে দীন যখন শত্রুদের
চতুর্মুখী হামলায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথহারা করে
দেবার জন্য নানা কূট-কোশল শুরু করে, এ সময়ে মুসলমানরাও ঈমান, আকীদা
ও ঈমানী দর্শন সম্পর্কে সন্কিঞ্চ হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটা গোটা উম্মাতে মুহাম্মদীর
জন্য একটা বড় বিপর্যয়ের সময়, ফেতনা ফাসাদের সময়। এ সময়ে (জীবন
চলার পদ্ধতিসমূহের) রাসূলের ১টি সুন্নাতকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে
চাইলেও অগণিত প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। উনবিংশ
শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে এসে রাসূলের প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতিকে (সুন্নাত)
বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় আল্লাহর যেসব
মুজাহিদ বান্দা কাজ করছেন তারা হাজারো ধরনের বাধা-বিপত্তি, ধন-সম্পদের
ক্ষতি, এমনকি জীবনের ঝুঁকির নিয়েই কাজ করছেন। আল্লাহর নবী তাঁর
নবুওয়াতের জ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের এই বিপর্যয়ের কথা জানতেন বলেই
সুন্নাত সংরক্ষণের এত বড় শুরুত্তপূর্ণ কাজের জন্য এক শত শহীদের সওয়াব প্রাপ্তির
গুরুত্ব সংবাদ দিয়েছেন।

١٦٨ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عَمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مَنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرِيَ أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ أَمْتَهُو كُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهُوْكُتُ الْيَهُودُ وَالنُّصَارَى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بِيُضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُؤْسِى حَيَا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي - رواه احمد والبيهقي في

شعب الاعيان

১৬৮। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন, আমরা ইয়াহুদীদের কাছে তাদের অনেক ধৰ্মীয় কথাবার্তা শনি। এসব আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? (উমারের একথা শনে) হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দীন সম্পর্কে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। হযরত মূসাও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় থাকতো না (আহমাদ)। বায়হাকীও এই হাদীসটি তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ হযরত উমারের প্রশ্নের উত্তরে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের অর্থ হলো, ইয়াহুদী ও নাসারারা যেভাবে তাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবের সত্যিকারের তালীম বাদ দিয়ে তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করছে, এভাবে তোমরাও কি তোমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ কুরআন বদলিয়ে ফেলবে? তোমাদের দীনকে অপরিপূর্ণ মনে করবে? না, বরং আমার আগমনের পর শেষ নবী হিসাবে আমার আগের নবীদের শরীয়ত ও কিতাব বাতিল। এখন আমার উপর অবতীর্ণ কুরআনের উপর আমল করতে হবে। কথাটা ভালো করে বুঝাবার জন্য হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ যদি হযরত মূসা (আ) বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমার উচ্চত হিসাবে আমার আনীত শরীয়াতের অনুসরণ করতে হতো। আমার কথা অনুযায়ী চলতে হতো। যে ভালো কথা ইয়াহুদীদের কাছে পাওয়া যায় তার সব ভালোই আমার শরীয়াতে চলে এসেছে। ওদের কাছে আছে এখন শুধু ভৃষ্টতা। কাজেই তাদের কোন কথা লিখে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমার উপর অবতীর্ণ কুরআন ও আমার সুন্নাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

١٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَيْبًا وَعَمِلَ فِي سَنَةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَانَقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي - رواه الترمذى

১৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি হালাল (রিয়িক) খাবে, সুন্নাতের উপর আমল করবে এবং তার অনিষ্ট হতে মানুষ নিরাপদ থাকবে,

সে জান্নাতে যাবে। এক ব্যক্তি বললো, এ ধরনের লোক তো আজকাল প্রচুর। হ্যুম্যুনিটি সামাজিক আলাইহি ওয়াসামাজিক বললেন, (ইনশাআল্লাহ) আমার পরবর্তী যুগেও এরূপ লোক থাকবে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : মুমিনের জিন্দেগীতে হালাল রিযিকের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল রিযিক বা হালাল কামাইর অর্থ হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যে উপায়ে বৈধভাবে রুজি-রোজগারের নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সে পছাড়াই রুজী কামাই ও হালাল রিযিক যোগাড় করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈধ নীতি অবলম্বন করবে। কাউকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হবার সকল পথ ও পছাড়াই ত্যাগ করতে হবে। সূন্দর হারাম। কোন অবস্থায় সূন্দের কারবার করতে পারবে না। এভাবে হালাল রিযিক দ্বারা পরিচালিত মানুষ ও পরিবারের সদস্যগণের স্বভাব-চরিত্র, আমল-আখলাক সবই ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রেও এর প্রভাব প্রতিপন্থি ভিন্ন রকমের হবে। চেহারা সুরতেও হালাল রুজী-রোজগারে প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مِّنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أَمْرَ بِهِ هَلْكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مِّنْ عَمِلِ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أَمْرَ بِهِ نَجَا - رواه الترمذى

১৭০। হ্যুরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসামাজিক বললেন, রাসূলুল্লাহ সামাজিক আলাইহি ওয়াসামাজিক বললেছেন : তোমরা এমন যুগে আছো, যে যুগে তোমাদের কেউ তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও ছেড়ে দিলে সে ধৰ্মস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ তার প্রতি নির্দেশিত ব্যাপারের এক-দশমাংশ আমল করেও মৃত্যি পাবে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এখানে নির্দেশিত বিষয় অর্থে ‘আমর বিল মা'রফ’ অর্থাৎ তালো কাজের নির্দেশ ও “নাহি আনিল মোনকার” “মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ”কে বুঝানো হয়েছে। এই কাজের জন্য হ্যুম্যুনিটি কালের মদীনার যুগের পরিবেশ ভালো ছিলো। পরবর্তী যুগের পরিবেশ ওইরূপ থাকবে না বলেই হ্যুম্যুনিটি কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে। তাই সময়ের পার্থক্যের কারণে কোন ব্যক্তি যদি তার উপর নির্দেশিত হকুমের এক-দশমাংশও আমল করে তাহলে এটাই তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।

١٧١ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْأَيْةُ مَا ضَرَبَهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمُونَ . رواه
احمد والترمذی وابن ماجة

১৭১। হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হেদায়াত পাবার এবং হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার পর কোন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্ট হয়নি। অতঃপর হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) : “তারা বাক-বিতণ্ডা করার উদ্দেশেই আপনার নিকট তা উধাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে বাক-বিতণ্ডাকারী লোক” (সূরা ফুরুক্ক : ৫৮) (আহাদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুৰা গেলো দীনের ব্যাপারে কোন বিষয় নিয়ে বাক বিতণ্ডা ঝগড়া বিবাদ করা খুবই গহিত কাজ। বিগত দিনের অনেক হেদায়াতপ্রাণ জাতি এই ধরনের ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ হয়ে গোমরাহ হয়ে গেছে। আর নফসের দাসেরা এসব কাজ করেছে। এর দ্বারা দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, মানুষরা পরম্পর লড়াই ঝগড়া শুরু করেছে। এসব ঝগড়া-ফাসাদে দীনে হকের শিকড় আলগা হয়ে গেছে।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় বাক-বিতণ্ডায় এতো চরমে উঠেছেন যে, সামান্য সামান্য বিষয় নিয়েও তাদের অনুসারীরাসহ তারা লাঠালাঠিতে মেতে উঠে। কেউ কারো জেদ ছেড়ে দিয়ে নতি স্বীকার করেছে না। অথচ যে বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত তা হয় মোস্তাহাব অথবা মাকরহ। আর এভাবে ঝগড়ায় লিঙ্গ হওয়া হারাম। মিল্লাতে ইসলামীয়াকে ধ্রংসের দিকে নিয়ে যাবার শামিল।

১৭২ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنفُسْكُمْ فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ قَوْمًا شَدَدْدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَائِيَّهُمْ فِي الصُّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهَبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ - رواه أبو داود

১৭২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তোমরা নিজেদের নৃফসের উপর ইচ্ছা করে কঠোরতা আরোপ করো না। পাছে না আবার আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেন। একটি জাতি অর্থাৎ বগী ইসরাইল নিজেদের সন্তার উপর কঠোরতা আরোপ করেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর কঠোরতা

আরোপ করে দিলেন। গির্জায় ও ধর্মশালায় যে লোকগুলো আছে এরা তাদেরই উভয়রসূরি। কুরআনে উল্লেখ আছে : তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদের উপর এই বিধান জারী করিনি” (সূরা হাদীদ : ২৭) (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : অনাহত নিজের উপর নিজ থেকে কোন বোৰা না চাপাবার নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে। রিয়াজাত ও মুজাহাদায় এমন তরীকা অবলম্বন করা ঠিক নয় যা নিজের শক্তি বহন করতে না পারে। আবার এমন জিনিসকেও হারাম মনে করো না যা মোবাহ করা হয়েছে।

রাহবানিয়াত হলো ইবাদতে মাত্রাত্তিরিক্ত বাড়াবাড়ি। ঘর-বাড়ী, সংসার-ধর্ম আঞ্চল্য-স্বজন সমাজ-নামায পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যাওয়া হলো রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ। বিয়ে শাদী না করা, পৌরষ নষ্ট করে দেয়া, চট পরা, বেঢ়ী পরা, প্রভৃতি ধরনের বাড়াবাড়ি নিজের উপর চাপানো নিষেধ। হ্যুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَ
الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةَ أَوْجُهٖ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَمُتَّسِّلٍ فَأَحْلَلُوا
الْحَلَالَ وَحَرَمُوا الْحَرَامَ وَأَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَأَمْنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَأَعْتَبُرُوا
بِالْمُتَّسِّلِ . هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَرَوَى الْبَيْقَى فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَلَفْظُهُ
فَاعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ .

১৭৩। হ্যুরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচটি বিয়য়সহ কুরআন শরীফ নাখিল হয়েছে : (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মোহকাম, (৪) মোতাশাবিহ ও (৫) আমছাল। অতএব তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মানবে। মোহকামের উপর আমল করবে, মোতাশাবেহার উপর ঈমান পোষণ করবে। আর আমছাল (কিস্সা-কাহিনী) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা হলো মাসাবীহের মূলপাঠ। বায়হাকী ওআবুল ঈমানে যে বর্ণনা নকল করেছেন তার ভাষা হলো : হালালের উপর আমল করো, হারাম থেকে বেঁচে থাকো এবং মুহকামের অনুসরণ করো।

ব্যাখ্যা : এর আগে ১৪৪ নং হাদীসে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এসেছে। কুরআন মজীদে পাঁচ রকমের আয়াত নাখিল হয়েছে। (১) এমন সব আয়াত যার মধ্যে হালাল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। হালালের হকুম-আহকামের কথা বলা হয়েছে।

(২) এমন সব আয়াত আছে যেখানে হারাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, হারামের ছকুম-আহকামের বর্ণনা হয়েছে। (৩) এমন সব আয়াত কুরআনে আছে যার অর্থ বা বক্তব্য স্পষ্ট। এতে অস্পষ্টতার লেশমাত্রও (ইবহাম) নেই। বরং তা নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিক্ষার ভাষায় বলে দিয়েছে। যেমন ‘নামায আদায় করো এবং যাকাত দাও’। এসব ছকুমকেই এই হাদীসে মোহকাম বলা হয়েছে। (৪) এমন সব আয়াত যার অর্থ স্পষ্ট নয়। এর অর্থ কারো উপর প্রকাশ করে দেয়া হয়নি। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, “আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর”। হাদীসে এসব আয়াতকে ‘মোতাশাবেহ’ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ সকল আয়াতের অর্থ ও মর্ম খোঁজার পেছনে লেগে যেয়ো না। এসব আয়াতের উপর শুধু ইমান আনবে। এসবের অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষের বোধগম্যের বাইরে এসব আয়াত। (৫) এমন সব আয়াত যাতে অতীত দিনের অবস্থা-ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম জাতিগুলোর কামিয়াবী, গোমরাহ জাতিগুলোর ধর্মসূলীলার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব বর্ণিত ঘটনা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। দেখবে ও চিন্তা করবে, আল্লাহ সালেহ কাওয়কে কিভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়েছেন। তাঁর নিয়ামত দিয়ে কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন তাদের। আর পর্যবেক্ষণ করেছেন কিভাবে গোমরাহ জাতিকে।

١٧٤ - وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ ثَلَاثَةُ أَمْرٌ بَيْنَ رُشْدٍ فَاتَّبَعَهُ وَآمْرٌ بَيْنَ غَيْرِهِ فَاجْتَبَاهُ وَآمْرٌ أَخْتَلَفَ فِيهِ فَكَلَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - رواه احمد

১৭৪। হযরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : শরীয়াতের নির্দেশাবলী তিনি রকমের : (১) ওই নির্দেশ, যার হিদায়াত স্পষ্ট। এই নির্দেশ মেনে চলো। (২) ওই নির্দেশ যার ভ্রষ্টাও স্পষ্ট, এর থেকে বেঁচে থাকো। (৩) আর যে নির্দেশ মতভেদপূর্ণ তা মহান আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : তিনটি আমর বা নির্দেশের প্রথমটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শরীয়াতের যেসব নির্দেশ সত্য ও বরহক হবার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই, বরং প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমাণিত। যেমন নামায, রোয়া, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। এসবের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এসব পালন করে চলো। ঠিক এভাবে দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, যেসব না করার জন্য স্পষ্ট নিষেধ আছে, যেগুলোর ভ্রষ্টা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, যেগুলো বাতিল ও ফাসেদ হবার ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে জানা, যেমন যেনা-ব্যতিচার, সূদ, অন্যায় নরহত্যা ইত্যাদি। এসব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আর তৃতীয় নির্দেশ হলো সন্দেহযুক্ত। এ হকুমের মধ্যে মতভেদ আছে। যে হকুম স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না, বরং এর অর্থ গোপন ও সন্দিক্ষ। যেমন মোতাশাবেহ আয়াতের অর্থ। এই ব্যাপারে নির্দেশ হলো, নিজের উত্তোলন দিয়ে কিছু বলো না। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জানা। অতএব তা তাঁর উপর ছেড়ে দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْأَنْسَانِ كَذِبٌ الْفَنَمْ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْفَاصِيَّةَ وَالثَّاجِيَّةَ وَأَيَّاًكُمْ وَالشَّيَّابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ - رواه احمد

১৭৫। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেষপালের (শক্র) নেকড়ে বাঘের ন্যায শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ। পালের যে মেষটি দল হতে আলাদা হয়ে যায় অথবা যেটি খাবারের খোজে দূরে সরে পড়ে অথবা যেটি অলসতা করে এক কিনারায় পড়ে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নিয়ে যায়। অতএব সাবধান! তোমরা কখনো (দল ছেড়ে) গিরিপথে চলে যাবে না, আর জামায়াতবদ্ধ হয়ে জনগণের সাথে থাকবে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : মুসলিম সমাজের জন্য এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাঁর মদীনার যিন্দিগীতে প্রথমভাগে মুসলিম মিল্লাতকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকার যে নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন “তোমরা সকলে আল্লাহ রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না” (সূরা আল ইমরান : ১০৩), এর ব্যাখ্যা এ হাদীস। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের বড় প্রয়োজন। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মিল্লাতকে গড়ার সূচনা লগ্নেই বলে দিয়েছেন, শয়তান তোমাদের এমন এক বড় শত্রু যেমন বড় শত্রু নেকড়ে বাঘ মেষ পালের জন্য। মেষপাল একত্র হয়ে একসাথে থাকলে, পাল থেকে কোনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়লে নেকড়ে যেমন শিকার করতে পারে না, তেমনি তোমরা দলবদ্ধ হয়ে থাকলে মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়লে তোমাদের বড় শত্রু শয়তানও তোমাদেরকে শিকার করে শতধাবিভক্ত করে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারবে না। আজ বিংশ শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে। গোটা পৃথিবীর মিল্লাতে ইসলামীয়ার প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কুফরী জাতীয়তাবাদী ও ভাস্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মিল্লাতকে ছিন্নভিন্ন করার চক্রস্ত চালাচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের একতাবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

١٧٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ
الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِقْةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عَنْقِهِ - رواه احمد وابو داود

১৭৬। হয়রত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত (দল) হতে এক বিষত পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে, সে ইসলামের রশি (বন্ধন) তার গলা হতে খুলে ফেললো (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : একতাৰক্ষ হয়ে থাকাৰ জন্য হজুৱে পাকেৱ এটিও একটি নসিহতপূর্ণ হাদীস। কোন অবস্থাতেই দলচূড়ত হওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি দল হতে পৃথক হয়ে যাবে সে যেনো ইসলামের শর্ত-শরায়েত হতে বেরিয়ে গেলো। আৱ এ অবস্থায় তাৰ মন-মানসিকতাৰ জোৱ ও ঈমানেৰ কাৰ্য্যকৰ শক্তি সে হারিয়ে ফেললো। দীন ও শৰীয়ত থেকে বেরিয়ে গেলো। একজন মুমিনেৰ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, বৱং সীসা ঢালা প্ৰাচীৱেৰ ন্যায় একতাৰক্ষ হয়ে থাকতে হবে।

١٧٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيمُّكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضْلُلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسَنَةُ
رَسُولِهِ - رواه في الموطأ

১৭৭। হয়রত মালিক ইবনে আনাস রাহিমাল্লাহু আনহু হতে মুরসালুৱে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেৱ মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমৱা সে দুইটি জিনিস আকড়ে থাকবে, গোমৱাহ হবে না : আল্লাহৰ কিতাব ও রাসূলেৰ সুন্নাহ (ইমাম মালেক মোয়াত্তায় বৰ্ণনা কৱেছেন)।

١٧٨ - وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْثَمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدُعْةٍ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنْنَةِ فَتَمَسَّكَ بِسُنْنَةٍ
خَيْرٍ مِّنْ أَحْدَاثِ بِدْعَةٍ - رواه احمد

১৭৮। হয়রত গোদাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কৱেছেন : যখনই কেন জাতি একটি বেদাআত সৃষ্টি কৱেছে তখনই একটি সুন্নাত লোপ পোয়েছে। অতএব একটি সুন্নাতেৰ উপৱ আমল কৱা (তা যতো ক্ষুদ্রই হোক) একটি বেদাআতেৰ জন্ম দেয়া অপেক্ষা উত্তম (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : একটি ছোট সুন্নাত পালন করাও বেদাআত সৃষ্টি করা ও বেদাআতের উপর আমল করার চেয়ে অনেক উন্নত, যদি তা বেদাআত হাসানাও হয়। সুন্নাতে নববী পালনের দ্বারা এক রকমের জ্ঞান সৃষ্টি হয়, যার নূরে হৃদয় ও মন আলোকিত হয়ে উঠে। এর বিপরীতে বেদাআতের উপর আমল দ্বারা অঙ্গকার হেয়ে আসে, গোমরাহী প্রবেশ করার অনেক উপকরণ সৃষ্টি হয়।

আল্লামা মোস্তাফা আলী কারী (র) বেদাআত সম্পর্ক সুন্দর একটি কথা বলেছেন : তোমরা দেখছো না অলসতা বিমুচ্ছার কারণে যদি কেউ কোন সুন্নাত ছেড়ে দেয় তাহলে সে ভর্তসনা ও শান্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর কোন সুন্নাতকে নগণ্য মনে করে তা পালন না করা শুনাহ ও আল্লাহর আয়াবের কারণ হয়। সুন্নাত ত্যাগ করা খুবই ক্ষতি ও ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়। কিন্তু কোন বেদাআত ছেড়ে দিলে কোন খারাপ প্রভাব পড়ে না। তাই যতো ছোটই হোক সুন্নাতে রাসূলের উপর আমল করা সফলতা লাভ ও সৌভাগ্যের কারণ হয়।

١٧٩ - وَعَنْ حَسَانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدُعْيَةٍ فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنْنَتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه الدارمي

১৭৯। হযরত হাস্সান ইবনে আতিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন জাতি দীনের মধ্যে নতুন কথার (অর্থাৎ বেদায়াতে সাইয়েয়া, যা সুন্নাতের প্রতিবন্ধক হয়) সৃষ্টি করলে আল্লাহ/তাআলা তাদের থেকে সেই পরিমাণ একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও সুন্নাতের শুরুত্ব ও বেদায়াত ছড়াবার কুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, বেদাআত পরিহার করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

١٨٠ - وَعَنْ أَبْرَاهِيمَ بْنِ مَيسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَرَّ صَاحِبَ بِدُعْيَةٍ فَقَدْ أَعْنَى عَلَى هَذِهِ الْإِسْلَامِ - رواه البيهقي في

شعب الإيمان مرسلًا

১৮০। হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বাস্তি কোন বেদায়াতীকে সম্মান দেখালো সে নিশ্চয় ইসলামের বিপর্যয় সাধনে সাহায্য করলো (বায়হাকী তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : কোন বেদায়াতীকে সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হলো, এর বিপরীতে একটি সুন্নাতের ইহতেরামের প্রতি ভুক্ষেপ না করা, বরং একটি সুন্নাতকে অবহেলা

ও তুচ্ছ মনে করা। আৱ সুন্নাতেৰ হেকারাত কৱাৰ অৰ্থ হলো, ইসলামেৰ ইমারতকে উজাড় কৱে দেয়া। তাই বেদায়াত সৃষ্টিকাৰীৰ প্ৰতি অসম্মান দেখানো, তাকে খাৱাপ জানা কৰ্তব্য। সুন্নাতকে শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৱা, জীবন দিয়ে ভালোবাসা প্ৰয়োজন।

١٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعْلَمَ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ أَتَبَعَ مَا فِيهِ هَذَا
اللَّهُ مِنَ الظَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءُ الْحِسَابِ وَفِي رَوَايَةِ
قَالَ مَنْ أَقْتَدَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْفَى فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ
تَلَأَ هَذِهِ الْأَيْةُ فَمَنْ أَتَبَعَ هُدَىً فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى . رواه رزين

১৮১। ইয়েরত ইবনে আবুআস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহৰ কিতাবেৰ জ্ঞান অৰ্জন কৱলো, এৱং কিতাবেৰ মধ্যে যা আছে তা মেনে চললো, এই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা পথভৰ্তা হতে বাঁচিয়ে এনে হিদায়াতেৰ পথে চালাবেন এবং কিয়ামতেৰ দিন তাকে নিকৃষ্ট হিসাবেৰ কষ্ট হতে রক্ষা কৱবেন। অন্য এক বৰ্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহ তাআলার কিতাবেৰ অনুসৰণ কৱবে, দুনিয়াতে সে পথভৰ্ত হবে না এবং আৰ্খিবাতে ইত্তাগ্য হবে না। এই কথার প্ৰমাণস্বৰূপ তিনি তিলাওয়াত কৱলেন :

فَمَنْ أَتَبَعَ هُدَىً فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى

“যে ব্যক্তি আমাৰ হিদায়াত প্ৰহণ কৱলো, সে গোমৰাই হবে না এবং হবে না ভাগ্যাহত” (সূৱা তহা : ১২৩) (রয়ীন)।

ব্যাখ্যা : কুৱান আল্লাহৰ তৱফ থেকে মানবতাৰ মুক্তি সনদ। হেদায়াত বা জীবন বিধান। এই কুৱান তিলাওয়াত কৱা সৌভাগ্যেৰ কাৰণ। আৱ এৱ উপৰ আমল কৱা হলো মুক্তিৰ উপায়। তাই যে ব্যক্তি কুৱানকে বুঝে-ওনে অধ্যয়ন কৱে, এতে যেসব ছক্ষু-আহকাম নিৰ্দেশিত হয়েছে তাৱ উপৰ আমল কৱে, তাৱ জন্য কুৱান দুনিয়া ও আৰ্খিবাতে সৌভাগ্য, রহমত ও কল্যাণেৰ দৱজা খুলে দিবে। কুৱানেৰ উপৰ আমল কৱাৰ জন্য আখেৱাতেৰ আদালতে তাৱ হিসাব আল্লাহ সহজ কৱে দিবেন।

١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَعَنْ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ
مُّفْتَحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُّرْخَاهُ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ
إِسْتَقِيمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوِجُوا وَفَوْقَ ذِلِّكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلُّمَا هُمْ عَبْدُهُ أَنْ

يُفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيَحْكَ لَا تَفْتَحْ فَإِنَّكَ أَنْ تَفْتَحْ تَلْجَةً
ثُمَّ فَسْرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّرَاطَ هُوَ الْاسْلَامُ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفْتَحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ
وَأَنَّ السُّتُورَ الْمُرْخَاهَ حُدُودُ اللَّهِ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ
وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قُلُوبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ . رواه رزين
ورواه أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ النُّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَكَذَا
الترِمْذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ .

১৮২। হ্যরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তা হলো একটি সোজা সরল পথ আছে। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর। এসব প্রাচীরে রয়েছে খোলা দরজা, এসব দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দাঁড়িয়ে আছে। সে ডেকে বলেছে, এসো সোজা রাস্তা দিয়ে। এই পথে সোজা চলে যাও। ভুল ও টেরা পথে যেয়ো না। এই আহবানকারীর উপরে আছেন আর একজন আহবানকারী। যখন কোন বান্দা ওই খোলা দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খুলতে চায় তখন ওই দ্বিতীয় আহবানকারী তাকে ডেকে বলেন, তোমর জন্য দুঃখ হয়! এই দরজা খুলো না। যদি তুমি এটা খুলো তাহলে ভিতরে ঢুকে যাবে (যেখানে ভীষণ কষ্ট হবে)। তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ৪ সোজা পথ অর্থ হলো 'ইসলাম' (সে পথ ধরে জান্নাতে চলে যায়)। আর খোলা দরজা অর্থ হলো ওই সব জিনিস যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। দরজার মধ্যে লাগানো পর্দা অর্থ হলো আল্লাহর কায়েম করা সীমারেখা। রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে কুরআন। আর তার সামনের আহবায়ক হচ্ছে প্রত্যেক মুমিনের দিলে বিদ্যমান আল্লাহর তরফ থেকে নিসিহতকারী ফেরেশতা (রয়ীন)। ইমাম আহমাদ ও বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে এই বর্ণনাটিকে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরিয়ীও একই সাহাবী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে।

ব্যাখ্যা ৪ শরঙ্গি আহকাম প্রধানত দুই প্রকার। হালাল ও হারাম। এই দু'টোকে শরীয়ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যা হালাল তা যৌবণা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যা হারাম তা বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। হালাল কাজ করলে আল্লাহর সম্মতি পাওয়া যাবে, আর হারাম কাজ করলে শাস্তি পাবার যোগ্য হবে। যা হারাম করা হয়েছে তাও বান্দার মধ্যে আল্লাহ তাআলা একটা সীমা নির্দ্দিশণ করে দিয়েছেন। মানুষ যেনো এই সীমা ডিঙিয়ে হারাম কাজ করতে না পারে। এই

হারাম জিনিস ও সীমাবেষ্টকে এই দৃষ্টান্তের মধ্যে দরজা ও পর্দার সাথে তুলনা কৰা হয়েছে।

এই দৃষ্টান্ত এভাবে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের মনে একজন ফেরেশতা আছে, যে কলবের মুহাফিজ। সে সব সময় বাদ্যাহকে নেক ও কল্যাণের কাজের দিকে পথ দেখাবার চেষ্টা করে। এটাকেই আল্লাহর সাহায্য বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর এই সাহায্য বা তাওফিক না থাকলে মানুষ যতই চাক না কেনো হেদায়াতের পথে এগুতে পারবে না। তাই এই দৃষ্টান্তে কুরআনকে পথপ্রদর্শক বলা হয়েছে। কুরআনের হিদায়াত লাভ কার্যকর হতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহর তাওফিক লাভ করতে না পারে।

١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنْثِنًا فَلَيْسْتَنْ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنْ
الْحَيُّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرُهَا قُلُوبًا وَأَعْقَمَهَا عِلْمًا وَأَفْلَهَا تَكْلِفًا اخْتَارَهُمْ
اللَّهُ لِ الصُّحْبَةِ نَبِيَّهُ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ فَاعْرِفُوهُمْ لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثْرِهِمْ
وَتَمَسَّكُوا بِمَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى
الْمُسْتَقِيمِ - رواه رزين

১৮৩। হ্যৱত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো কোন তরীকা মেনে চলতে চায় সে যেনো তাদের পথ অবলম্বন করে যাবা মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ জীবিত মানুষ (দীনের ব্যাপারে) ফেতনা হতে মৃত্যু নয় (বাকী জীবনে হয়তো কোন দীনী ফিতনায় পড়ে পথব্রান্ত হয়ে যেতে পারে)। এই মৃত ব্যক্তিরা হলেন হ্যৱত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তারা ছিলেন এই উচ্চতের সর্বোত্তম মানুষ, অন্তঃকরণের দিক থেকে সবচেয়ে নেক ও পবিত্র, জ্ঞানের দিক দিয়ে গভীর ও পরিপূর্ণ, ছিলেন অকৃত্রিম। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথী হিসাবে ও দীন কায়েমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তাই তোমরা তাদের মর্যাদা বুঝে নাও, তাদের পদাংক অনুসৃণ করো এবং যতটুকু সম্ভব তাদের আখলাক ও জীবন পদ্ধতি মজবুত করে আকড়ে ধরো। কারণ তারাই ছিলেন (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নির্দেশিত) সহজ-সরল পথের পথিক (রয়ীন)।

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তি বলতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে হজুরের পরে তাঁর উচ্চতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান লোক ছিলেন সাহাবীগণ। হেদায়াতের নূর গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অন্তর ছিলো অধিক প্রশংসন ও উপযুক্ত। তাদের জ্ঞানের

ভাষ্টার ছিলো কানায় কানায় ভরা। কৃত্রিমতা তাদের মধ্যে ছিলই না বলা যায়। আল্লাহর তায়ালা তাঁর নবীর সাথী হিসাবে এমন মর্যাদাবান লোক (অর্থাৎ সাহাবাদেরকে) নির্বাচন করেছেন। অতএব কেউ যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের পর কোন মানুষের আদর্শকে অনুসরণ করতে চায়, তবে তাদের আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও একজন মর্যাদাবান সাহাবী। তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য কুরআনই তো দিচ্ছে : “তাদের অন্তঃকরণকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন” (সূরা হজুরাত : ৩)। “আর তাদেরকে তাকওয়ার অনুসারী করলেন এবং তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও যোগ্য ছিলেন” (সূরা ফাতহ : ২৬)।

١٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِّنَ التُّورَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِّنَ التُّورَةِ فَسَكَّتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيِّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكَلْتُكَ الشُّوَاعِلَ مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَصَبِ اللَّهِ وَغَصَبِ رَسُولِهِ رَضِيَّاً بِاللَّهِ رَبِّاً وَبِالْأَسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُّؤْسِى فَاتَّبَعُتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَّلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيَا وَأَدْرَكَ نُبُوتِي لَاتَّبَعْنِي - رواه الدارمي

১৮৪। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনুল খান্দাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাওরাতের একটি পাঞ্জলিপিসহ এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো তওরাতের পাঞ্জলিপি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামুশ থাকলেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাওরাত পড়তে শুরু করলেন। (এদিকে রাগে) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হতে লাগলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, উমার! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি হজুরের বিবর্ণ চেহারা মোবারক দেখছো না? উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হজুরের চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর গ্যব ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ হতে পানাহ চাই। আমি ‘রব’ হিসাবে আল্লাহ তাআলার উপর, দীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপর সন্তুষ্ট। এরপর হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পেতেন তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, (ফলে) তোমরা সহজ-সৱল পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে পথভৰ্ত হয়ে যেতে। (অথচ) মূসা (আ) যদি এখন জীবিত থাকতেন ও আমার নবুওতের কাল পেতেন তাহলে তিনি নিশ্চিত আমার আনুগত্য করতেন (দারিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এর আগেও এই হাদীস ১৬৮ নং ত্রয়ীকৰণে সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রদর্শিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীয়ত। দীন ইসলামের বিধানের ব্যাপারে এ শরীয়ত আর কোন শরীয়ত বা দীনের মুখাপেক্ষী নয়। তাই তাওরাত বা মূসা (আ)-এর শরীয়তের এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। মূসা (আ) আল্লাহর নবী। তাঁর উপর পূর্ণ ঈমান রাখার পর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তই সর্বশেষ শরীয়ত জারী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই তিনি উমারের উপর রাগ করেছেন। হ্যরত উমর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হজুৰকে বলেছেন, রব হিসাবে আল্লাহ, দীন হিসেবে ইসলাম এবং নবী হিসাবে মুহাম্মদের উপর আমি সন্তুষ্ট।

১৮৫ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ
كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضَهُ بَعْضًا .

১৮৫। হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কথা আল্লাহর কথাকে মানসূখ (রহিত) করতে পারে না এবং আল্লাহর কথা আমার কথাকে মানসূখ বা রহিত করে। কুরআনের কতকাংশ কতকাংশকে মানসূখ করে (দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা : এক হকুমকে আর একটি হকুম দ্বারা রহিত বা বাতিল করার নাম শরীয়তের ভাষায় ‘নাস্খ’। অর্থাৎ পূর্বের হকুমকে বলবৎ অযোগ্য করে তদন্তলে নতুন হকুম নাযিল করা। রহিতকারী আদেশকে বলে ‘নাস্খ’ এবং রহিতকৃত আদেশকে বলে ‘মানসূখ’।

এই ‘নাস্খ’ বা রহিতকরণ চার প্রকার। (১) আল্লাহর কালাম দ্বারা আল্লাহর কালাম ‘নাস্খ’ বা রহিত করা। (২) এক হাদীস দ্বারা অপর হাদীসকে ‘নাস্খ’ করা। (৩) আল্লাহর কালাম দ্বারা হাদীসকে নাস্খ (রহিত) করা এবং (৪) হাদীস দ্বারা আল্লাহর কালামকে ‘নাস্খ’ (রহিত) করা।

কুরআনের কোন হকুমকে হাদীস দ্বারা মানসূখ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে।

۱۸۶ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَحَادِثْنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخَ الْقُرْآنِ .

۱۸۶ । হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমার কোন হাদীস অপর হাদীসকে রহিত (মানসুখ) করে, যেমন কুরআনের কোন অংশকে অপর অংশ রহিত করে ।

۱۸۷ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَرَأَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيغُوهَا وَحَرَمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا - روی الاحادیث الثلاثة الدارقطنی .

۱۸۷ । হয়রত আবু সালাবা আল-খুশানি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা কিছু জিনিসকে ফরয হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলি ছেড়ে দেবে না । তিনি কিছু জিনিসকে হারাম করেছেন সে (হারাম) কাজগুলো করবে না । আর কতগুলো (জিনিসের) সীমাবেধ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই সীমা লংঘন করবে না । আর কিছু বিষয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রয়েছেন, সে সকল বিষয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিখ হবে না । উপরের তিনটি হাদীসই দারু কৃতনী বর্ণনা করেছেন ।

كتاب العلم (ইسلام)

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ثَالِثَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْعُوا عَنِّيْ وَلَوْ أَبَدَ وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ - رواه البخاري

১৮৮। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পক্ষ হতে (মানুষের নিকট) একটি বাক্য হলেও পৌছিয়ে দাও। বনি ইসরাইল হতে শুনা কথা বলতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি সজ্জানে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেনে তার বাসস্থান জাহানামে ঠিক করে নিলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। অক্রম্য পরিশ্রেষ্ঠের মাধ্যমে প্রচার কাজ চালিয়ে তিনি দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই দীন প্রচারের শুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য তিনি মানুষকে ব্যাপকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন দীনের দাওয়াতী কাজ করার জন্য। অর্থাৎ তোমরা খামুশ বসে থেকো না। দীনের ব্যাপারে আমার একটি বাক্য হলেও মানুষের কাছে তা পৌছে দাও। আসল উদ্দেশ্য হলো, ব্যাপকভাবে কাজ করা। দীন ইসলামের প্রচারকাজ নবীর সকল উপরের পরিত্র দায়িত্ব।

এখানে ইয়াহুদীদের উপদেশমূলক গল্প-কাহিনী শুনাবার কথা বলা হয়েছে। এর আগে ১৬৮ ও ১৮৪নং হাদীসে ইয়াহুদী ও তাওরাতের যেসব কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলো তাদের শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কিত, যে সকল আহকাম আমাদের শরীয়াতে মুহাস্মানীতেও আছে। ওই শরীয়াত শরীয়াতে মুহাস্মানী ঘারা রহিত হয়ে গেছে। রাসূলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার গর্হিত অপরাধ, এটা কুফরী। শরীয়াতের সত্যতা নির্ভর করে হাদীস বর্ণনার উপর। তাই তিনি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের জাহানামের ঠিকানার ঘোষণা দিয়েছেন।

١٨٩ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرِى أَنَّهُ كَذَبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ - رواه مسلم

১৮৯। হ্যরত সামুরা ইবনে জুনদুব ও সুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে, যা সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে মিথ্যাবাদীদের একজন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : যদি কেউ কোন হাদীস মানুষের সামনে বর্ণনা করে যা ছজুরের হাদীস নয়, বরং তাঁর নামে এই হাদীস বানানো হয়েছে তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আর যে ব্যক্তি এ হাদীসটি মিথ্যা জেনেও মানুষের কাছে বলে সেও মিথ্যাবাদী। মিথ্যা হাদীস রচনাকারী এই মিথ্যা কাজের জন্য যেমন আল্লাহর আয়াব ও গজবের মধ্যে প্রতিত হবে, তেমনি মিথ্যা হাদীস প্রচারকারীও রচনাকারীর সাহায্য করায় আখিরাতে জবাবদিহির সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর আয়াব ও গজবে নিপত্তি হবে।

١٩٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِيْ - متفق عليه

১৯০। হ্যরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। বস্তুত আমি শুধু বচ্টনকারী। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে দানকারী (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে আলেম ও ইলমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে আল্লাহ পাক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চালাতে চান তাকে তিনি জ্ঞানের ভাষার দান করেন। আর এই জ্ঞান আল্লাহর খুব বড় নেয়ামত। দীনের ব্যাপারসমূহ বুঝা, তরীকত ও হাকিকতের রহস্য অনুধাবন করা অনেক বড় কথা। আর এই জ্ঞান, হিদায়াত প্রাপ্তি, সঠিক পথ নির্ণয় ও কল্যাণের সবচেয়ে বড় রাজপথ। ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের যেসব কথা আমি পাই, শুধু সেসব কথাই আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিছি। কিন্তু এর উৎস আল্লাহ তাআলা। এসব বুঝাবার শক্তি দান করেন তিনিই। হাদীসে 'ফিক্হ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ সুষ্ঠু ও সূক্ষ্ম জ্ঞান, মেধা। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই ইসলামের অঙ্গীত দিনের মনীষিগণ দীনের সঠিক ধারণা পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন। জ্ঞানের সঠিক সন্ধান পাবার জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার।

١٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادُنَ كَمَعَادِنِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا - رواه مسلم

১৯১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনা-রূপার খনির মতো মানব জাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহেলিয়াতের যুগে উত্তম ছিলো, তারা আজ ইসলামের যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করলো।

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস খনিতে পাওয়া যায়, যাকে ‘খনিজ দ্রব্য’ বলা হয়। মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ধন, মূল্যবান সম্পদ। এটা কত মূল্যবান সৃষ্টি তা বুঝাবার জন্য আল্লাহর রাসূল মানুষকে সোনা রূপার খনির সাথে তুলনা করেছেন।

খনিজ দ্রব্যেও পার্থক্য আছে। তুলনামূলকভাবে ধাতুর মান কম-বেশী আছে। গুণাগুণের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যেও এই পার্থক্য আছে। আখলাক, আদত, সিফাত, কামালাত, ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ইত্যাদি দিক দিয়ে পার্থক্য আছে মানুষের মধ্যেও।

হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে, এই মৌলিক মানবীয় গুণ কোন মানুষের মধ্যে থাকলে তা সব জায়গায়ই বিকশিত হয়, হয় প্রস্ফুটিত। এসব গুণের অধিকারী যারা ছিলো জাহেলিয়াতের যুগে তারা ইসলাম প্রাপ্ত করার পরও এসব গুণের দ্বারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তবে দীনের শ্রেষ্ঠ ও ছোয়া গায়ে না লাগলে তারা এত বিকশিত হতে পারতেন না। সকল সাহাবাই এর উজ্জল নমুনা। আবু বকর, উমার, খালিদ, তারিক, এই ইতিহাসের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

١٩٢ - وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النِّتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَسْلَطَةُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيُ بِهَا وَيَعْلَمُهَا - متفق عليه

১৯২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হাসাদ (ঈর্ষা) করা ঠিক নয়। (প্রথম হলো) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা সত্ত্বের পথে (ফৌ সাবীলিল্লাহ) খরচ করার জন্য তাকে তাওফিকও দিয়েছেন। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও

প্রজ্ঞা দান করেছেন। সেই ব্যক্তি এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে কাজ করে এবং অন্যদেরকেও তা শিখায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাসাদ শব্দটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি দূষণীয় ও নিন্দিত শব্দ। হাসাদ অর্থ হিংসা। অর্থাৎ অন্যের কাছে যে সম্পদ ও সুযোগ আছে তা নিজের কাছে নিয়ে আনার বাসনা করা। যার ছিলো তার যেনো আর কিছু না থাকে। সে যেন ‘নাই’ হয়ে যায়। এই নিয়তে ও এই উদ্দেশ্যে হাসাদ বা হিংসা করা হারাম।

আর একটা শব্দ আরবীতে প্রচলিত আছে তাহলো ‘গিব্তা’। ‘গিব্তা’ করা জায়েয়। তাহলো, যার যা আছে তার তা থাকুক। তবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সমান হওয়ার চেষ্টা-সাধনা ও আকঙ্গা করা হলো গিবতা।

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো-হাসাদ করা নাজায়েয়। তবে হাসাদ করা যদি জায়েয় হতো তবে নিচের ২টি বিষয়ে হাসাদ জায়েয় হতো। এক, ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ-আল্লাহর পথে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে বেশী বেশী খরচ করা। দুই, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিকমত। এই জ্ঞান ও হিকমত হাসিলের জন্য ও অপরকে সে জ্ঞান ও হিকমাত শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিযোগিতা করা। এইসব ক্ষেত্রে “গিব্তা” জায়েয়।

١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلْدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَ لَهُ - رواه مسلم

১৯৩। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ মরে গেলে তার থেকে তার কর্যক্রম বিচ্ছিন্ন (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে : (১) সদকায়ে জারিয়ার কাজের সওয়াব, (২) এমন জ্ঞান (রেখে যায়) যার থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) এমন সন্তান রেখে যায় যে (সব সময়) তার জন্য দোয়া করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মানুষের দুনিয়ার আমল বা কাজের সম্পর্ক দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুনিয়াই মানুষের কার্যক্ষেত্র। এইজন্যই বলা হয়েছে “দুনিয়াই আখিরাতে শস্যক্ষেত্র”। এ দুনিয়াতে যে শস্য বুনবে আখিরাতে তা পাবে। আখিরাতের জীবনে সওয়াব পাবার আমল দুনিয়াতেই করে নিবে। পরকালে নেক আমল করাও যাবে না, কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুনিয়ায় করা তিনটি আমলের সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে।

প্রথমটি হলো : সদকায়ে জারীয়া। এমন কোন ভালো কাজ করে যাওয়া, মানুষ যার থেকে সব সময় উপকৃত হতে থাকে। যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ বা নির্মাণের জন্য জমি দেয়া, ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা, আল্লাহর রাহে জায়গা-জমি ওয়াক্ফ করা। কুঁয়া বা পুরু খনন করা যার থেকে মানুষ পানি পান করতে পারে। মদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হলো : ইলমে নাফে (উপকারী জ্ঞান)। বই-পুস্তকের মাধ্যমে এমন জ্ঞান ও বিদ্যা রেখে যাওয়া যা লেখাপড়া করে জ্ঞানচর্চা করে পরবর্তী লোকেরা উপকৃত হতে পারে। অথবা এমন ছাত্র রেখে যাওয়া যারা পরবর্তী কালে অন্য মানুষকেও জ্ঞান শিক্ষা দিবে। এইরূপে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে জ্ঞান চর্চার কাজ।

তৃতীয় হলো : নেক আওলাদ বা সৎ সন্তান রেখে যাওয়া। অর্থাৎ মানুষের জন্য সৎ সন্তান রেখে যাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার গৌরবের বিষয়। নেক সন্তানরা দুনিয়ায় শুধু মা-বাপের চোখের শান্তি, মনের ত্বক্ষি ও নির্ভরযোগ্য স্থলই নয়, বরং মৃত্যুর পরও নেক সন্তানরা মা-বাবার মাগফিরাতের জন্য চোখের পানি ফেলে দোয়া করে। যারা এই ধরনের নেক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা মৃত্যুর পরও কবরে সওয়াব পেতে থাকে।

١٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَفَسَّ عنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يُسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيْوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ الْأَنْزَلْتُ عَلَيْهِمُ السُّكِينَةَ وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلِئَةُ وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسْبَةً - رواه مسلم

১৯৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির পার্থিব বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দিলো, আল্লাহ তার আখেরাতের বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিনের কষ্টসমূহের একটি কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তায়ালা তার ইহকাল ও পরকালের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ ঢেকে রাখবে (প্রকাশ করবে না),

আল্লাহ পাক তার দুনিয়া ও পরকালের দোষ চেকে রাখবেন, প্রকাশ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য পথের সন্ধান করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জানাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি নায়িল হয়, আল্লাহর রহমাত তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। তাছাড়াও আল্লাহ নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সাথে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

ব্যাখ্যা : ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে একটি স্থায়ী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের সব প্রক্রিয়া বলে দিয়েছে এই হাদীসে। এই হাদীস ইসলামের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

গোটা মানব সমাজে ভাত্তু, ভালোবাসা, মানবীয় সহানুভূতি, সাহায্য-সহযোগিতা, শিষ্টাচারের উন্নত স্পিরিট ইত্যাদি সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে। এতেই সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। মানুষ মানুষের হক আদায় করতে পারবে।

তাই বলা হয়েছে মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য, বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য, কারো উপর কোন কঠোরতা এলে তা সহজ করে দিতে। কারো কোন দোষ চেখে পড়লে তা গোপন রাখতে, মানুষের কাছে হেয় না করতে, কেউ কোন সাহায্য পাবার মতো অবস্থায় পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করতে। এসব কাজ দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদির জন্য বড় প্রয়োজন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব নসিহত মেনে চললে দুনিয়া শান্তিময় হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি কাজের জন্য কঠিন দিন কিয়ামতে আল্লাহ তাকে তার বিনিময় দান করবেন, যে দিনের বিনিময়ের মূল্য অনেক বেশী।

١٩٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ
يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَسْتَشْهِدَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَةٌ فَعَرَفَهَا
فَقَالَ فَمَا عَمِلَ فِيهَا قَالَ قَاتَلَتْ فِيهَا قَيْكَ حَتَّى أَسْتَشْهِدَتْ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ
قَاتَلَتْ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقَيَّ
فِي النَّارِ وَرَجَلٌ تَعْلَمُ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَةٌ
فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلَ فِيهَا قَالَ تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ

قالَ كَذَبْتَ وَلِكُنْكَ تَعْلَمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالَمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقَى فِي النَّارِ وَرَجَلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلَّهُ فَأُتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحَبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا نَفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلِكُنْكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ الْقَى فِي النَّارِ - رواہ مسلم

۱۹۵ | হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেয়া তার সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি এসব নেয়ামত পাবার পর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কি কি কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় (কাফেরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি লড়েছো তোমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হৃকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহানামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর ত্রিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকেও জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নেয়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নেয়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজেস করবেন, এসব নেয়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছো? সে জবাবে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছে, তোমাকে আলেম বলা হবে, কারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছো। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হৃকুম দেয়া হবে এবং তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের গাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন, তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজেস করবেন, তুমি এসব নেয়ামতের শুকরিয়া কি আমল দিয়ে আদায় করেছো? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোনো খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করলে আপনি খুশী হন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা

বলছো, তুমি খরচ করেছো মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য। সে খেতাব তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে।

ব্যাখ্যা ৪ : কোন কাজে বা আমলে নিয়তের যে কত গুরুত্ব, এই হাদীসে সেই কথাই বলা হয়েছে। আমলের জন্য খালেস নিয়ত খুবই প্রয়োজনীয়। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, মানুষ যত বড় নেক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকির কাজই করুক না কেনো, তাতে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না, মুক্তি পাওয়া যাবে না পরকালে, যদি এই কাজের জন্য স্বচ্ছ নিয়ত ও এখলাস না থাকে। সব কাজের ফল ও সওয়াব পাওয়া নির্ভর করবে নিয়তের উপর। নিয়ত খারাপ হলে ভয়ংকর আয়াবেরও সঙ্গাবনা আছে।

١٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَقْبِضْ عَالَمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَاحًا فَسُؤْلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا - متفق عليه

১৯৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (শেষ যমানায়) আল্লাহ তাআলা 'ইলম' বা জ্ঞানকে তাঁর বান্দাদের মন হতে টেনে হেঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন না, বরং (জ্ঞানের অধিকারী) আলেমদেরকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার (মৃত্যু) মাধ্যমে ইলেম বা জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর (দুনিয়ায়) যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ অজ্ঞ মৃৎ লোকদেরকে নেতা মানবে। তারপর তাদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য যাবে। তখন তারা বিনা ইলমেই 'ফাতাওয়া' জারী করবে। ফলে নিজেরাও পথব্রহ্ম হবে, অন্যদেরকেও পথব্রহ্ম করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

١٩٧ - وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْدَدْتُ أَنْكَ ذَكَرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّمَا أَنْهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةُ السَّامَةِ عَلَيْنَا - متفق عليه

১৯৭। তাবেয়ী হ্যরত শাকীক রাহিমাল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লোকজনের সামনে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা চাই, আপনি এভাবে প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা আমি পছন্দ করবো না। কারণ এভাবে প্রতিদিন (ওয়াজ-নসীহত) করলে তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠবে। ওয়াজ-নসীহত করার ব্যাপারে আমি তোমাদের আগ্রহের প্রতি (যাতে বিরক্ত না হও) এমনভাবে লক্ষ্য রাখি যেমনিভাবে আমাদেরকে নসীহত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য রাখতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, কোন কাজেই বাড়াবাঢ়ি করতে নেই। সীমা ছাড়া কাজের ফল ভালো হয় না। ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত, তাবলীগ-সহ সব দীনী কাজের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সব সময় সব জায়গায় ওয়াজ-নসীহত করা সমীচীন নয়। অনেক সময় বেশী কথা বিরক্তি উৎপাদন করে। মানুষ এর থেকে এড়িয়ে চলতে চায়। মন বসিয়ে কথা শুনতে পারে না।

তাই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন ওয়াজ-নসীহত শুনাবার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক যেভাবে ও যে নিয়মে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, আমিও সে একই পন্থা অবলম্বন করবো।

١٩٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلْمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رواه البخاري

১৯৮। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন, যাতে মানুষেরা ভালো করে কথাটা বুঝতে পারে। যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তাদের সালাম করতেন এবং তিনবার সালাম করতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : “তিনবার করে কথা বলতেন, একথার অর্থ এই নয় যে, সব জায়গায় ও সব সময় তিনি এরূপ করতেন। বরং অর্থ হলো যখন তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে চাইতেন অথবা দীনের কোন বড় হুকুম বর্ণনা করতে চাইতেন, চাইতেন ব্যাপারটি শ্রোতাদেরকে বিশেষভাবে শুনাতে অথবা যখন তিনি মনে করতেন, উপস্থিত লোকেরা কথাটি

ভালো কৰে শুনেনি, তখন তিনি তিনবার কৰে কথা বলতেন যেনো ভালো কৰে কথা শুনে।

তিনি সাধারণত একবারই সালাম কৰতেন। তিনবার সালাম কৰার অর্থ হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো বাড়ীতে গেলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম কৰতেন, কোন উত্তর না এলে আবার সালাম দিতেন। এরপরও উত্তর না এলে তৃতীয়বার সালাম দিতেন। এবারও কোন জবাব না এলে তিনি ফিরে চলে আসতেন। কোন বাড়ীতে গেলে সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইবার নিয়ম তখন ছিলো। এখনো আছে। এটা মাসনূন তরিকা। কুআন মজীদে বলা হয়েছে : “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যক্তিত অপর কারো ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না কৰে প্রবেশ কৰো না...” (সূরা নূরা : ২৭-২৮)।

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَّهُ أَبْدِعٌ بِنِيْ فَاحْمَلْنِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - رواه مسلم

১৯৯। হ্যৱত আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সওয়ারী চলতে পারছে না। আপনি আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললো, আমার কাছে তো তোমাকে দেবার মতো কোন সওয়ারী নেই। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে এমন এক লোকের সঙ্গান দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারী দিতে পারে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের দিকে পথ দেখায়, সেও এর বিনিময়ে সওয়াব পাবে যতটুকু সওয়াব কল্যাণকারী লোকটি পাবে (মুসলিম)।

٢٠٠ - وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عَرَأَةُ مُجْتَابِيِ النَّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقْلِدِ السُّبُّوْفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرِّ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرِّ قَمَرٍ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ فَأَمَرَ بِلَلَّاْ فَادْنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّسْعُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفْسِ

وَاحِدَةٌ إِلَى أَخْرِ الْأَيَّةِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْأَيَّةُ فِي الْحَسْنَى
 اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرُونَ نَفْسَنَّ مَا قَدَّمْتُ لَغَدِ تَصَدُّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ
 مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرْهَةٍ مِنْ صَاعِ تَمَرَّهُ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمَرَّةٍ قَالَ فَجَاءَ
 رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصَرْعَةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجِزَتْ ثُمَّ تَنَابَعَ
 النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَهُ مُذْهَبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ
 بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفَضِّلَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
 كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفَضِّلَ مِنْ
 أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً - رواه مسلم

۲۰۰ । হ্যরত জারীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদিন আমরা দিনের প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম । এ সময়ে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে পৌছলো । তাদের শরীর প্রায় উলঙ্গ, কালো ডোরা চাদর বা আবা দিয়ে কোন রকমে শরীর ঢেকে রেখেছিলো । তাদের অধিকাংশ লোক, বরং সব লোকই ছিলো 'মুদার' গোত্রের । তাদের চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো । এ দেখে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক বির্বৎ হয়ে গেলো । তিনি তাদের জন্য খাবারের খোঁজে ঘরে প্রবেশ করলেন । তারপর কিছু না পেয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আয়ান দিতে বললেন । বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়ান ও ইকামত দিলেন । সকলকে নিয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন, অতঃপর খৃতবা দিলেন এবং এই আয়াত পড়লেন :

بِأَيْمَانِهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفْسِنَّ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ।

“হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এরপর এই জোড়া হতে বহু নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরম্পর (নিজেদের অধিকার) দাবি করে থাকো এবং আজীব্যতার বন্ধন সম্পর্কেও সতর্ক থাকো। আল্লাহ নিচ্যই তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” (সূরা নিসা : ১)।

তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হাশেরের এই আয়াত পড়লেন :

اَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتَ لَعَذَابٍ .

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য (কিয়ামাত) কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে” (সূরা হাশের : ১৮)।

লোকজন তাদের দীনার, দেরহাম, কাপড়-চোপড়, গমের ভাণ্ডার ও খেজুর দান করলো। পরিশেয়ে তিনি বললেন, যদি খেজুর এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা (ভারের কারণে) সে বহন করতে পারছিলো না। এরপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যের ও কাপড়-চোপড়ে দুইটি স্তুপ জমা হয়ে গেছে। তারপর আমি দেখলাম, আনন্দে হজুরের চেহারা ঝকঝক করছে। এবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করলো সে এই চালু করার সওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এই নেক কাজের উপর আমল করবে তারও সম-পরিমাণ সওয়াব সে পাবে। অথচ এদের সওয়াবে কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা জারী করলো, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এই কুপ্রথার উপর আমল করবে তার জন্যও গুনাহ তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আগলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না (মুসলিম)।

١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ
سَنَ الْقَتْلَ - متفق عليه

২০১। হয়রত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক, তার খুনের গুনাহর একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদমের প্রথম

ছেলে কাবিলের ভাগে হবে। কারণ সে-ই প্রথম হত্যার প্রচলন করেছিলো। (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মানুষের জুনুম-নির্যাতনের শুরু বাবা আদম (আ)-এর ছেলে কাবিলের জীবন থেকেই হয়েছে। এই কাবিল নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত তুচ্ছ ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য নিজের ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করে ফেললো। মানব ইতিহাসে এটাই প্রথম মানব হত্যার ঘটনা। অন্যায়ভাবে হত্যা করার ঘটনার সূচনা এটাই।

আগেই বলা হয়েছে, কোন মানুষ যখন একটি নেক কাজ চালু করে তখন এই নেক কাজের সওয়াব সে তো পাবেই, উপরন্তু এরপর থেকে অনাগত ভবিষ্যতে যত লোক (কিয়ামত পর্যন্ত) এই নেক কাজটি করবে ততো দিন এই নেক কাজের সূচনাকারী তার সওয়াব পেতে থাকবে। অথচ যারা এই নেক কাজ করবে তাদের সওয়াবের কোন অংশ কেটে নেয়া হবে না। এইভাবে তার বিপরীত কাজেরও একই উল্লেখ ফল হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন বদ রেওয়াজ, যা দীন ও শরীয়াত অনুমতি দেয় না, জারী করে, তার এই বদ কাজ জারীর জন্য তার শুনাহ হবে। যারা পরবর্তী কালে এই কাজ জারী রাখবে ও করতে থাকবে, তার শুনাহর একটি অংশ সূচনাকারীর ভাগে এসে যোগ হবে যতো দিন তা জারী থাকে। অথচ যারা এই খারাপ কাজ জারী রাখতে থাকবে তাদের শুনাহ হতে কিছু কমানো হবে না। তাই বলা হয়, এ দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে যতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত, এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শুনাহ ও দায়ভারের একটি অংশ প্রথম হত্যাকাণ্ড উদ্ভাবনকারী হাবিলের আমলনামায় লিখা হতে থাকবে।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେତ

٢٠٢ - وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ فَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دَمْشِقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جَئْنَاكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بِلَغْنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يُطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مَّنْ طَرَقَ الْجَنَّةَ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضِيَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَأَنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لِيَلْهَأَ الْبَدْرَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَأَنَّ

الْعَلِمَاءُ وَرَبُّهُ الْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَكُلُّمَا وَرَثُوا
الْعِلْمَ فَمَنْ أَخْذَهُ أَخْذَ بِحَظٍ وَأَفْرِ - رواه احمد والترمذی وابو داؤد وابن
ماجة والدارمی وسماه الترمذی قيس بن كثیر .

২০২। হযরত কাসির ইবনে কায়েস (রাহিমাল্লাহ 'আনহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ 'আনহুর সাথে বসা ছিলাম। এ সময় তার নিকট একজন লোক এসে তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহুর মদীনা থেকে আপনার কাছে এসেছি একটি হাদীস জানার জন্য। আমি জেনেছি আপনি হজুর সাল্লাল্লাহু 'আনহাই ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করছেন। এই ছাড়া আর কোন গরজে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এই কথা শুনে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ 'আনহ বললেন, হজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এক কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দীন অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জালাতের পথে চালান। আর ফেরেশতাগণ ইলম অনুসন্ধানকারীর পথে তার আরামের জন্য পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এগনকি পানির মাছসমূহও। আলেমদের মর্যাদা (বে-ইলম) আবেদের চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর। আর আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দেরহাম (ধন সম্পদ) উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। তাঁরা মিরাস হিসাবে রেখে যান শুধু ইলম। তাই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী)। আর তিরমিয়ী বর্ণনাকারীর নাম কায়েস ইবন কাসির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাসির ইবনে কায়েসই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন)।

ব্যাখ্যা : দীনের ইলম হাসিল করাই ছিলো আবু দারদার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট আগমনকারী ছাত্রটির মূল উদ্দেশ্য। দামিশক শহুর মদীনা হতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে। তখন আজকের মতো যানবাহনের সুবিধা-সুযোগ ছিলো না। তাই স্পষ্ট বুঝা গেলো তখনকার সময়ের মানুষের মনে দীনের ইলম হাসিলের কতো উদ্দগ্র বাসনা ছিলো।

তালেবুল ইলম অর্থাৎ ছাত্র জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য ঘর থেকে বের হলে ফেরেশতারা তাদের চলার পথে ডানা বিছিয়ে দেন। অর্থাৎ তাদের মর্যাদার চোখে দেখে আদর সোহাগ করেন। তাদের যেনো জ্ঞান অনুসন্ধানে কোন কষ্ট না হয়। এও হতে পারে যে, ফেরেশতারা তাদের জ্ঞানের আলাপ-আলোচনা শুনে

চলাফিরা বন্ধ করে ওখানেই বসে পড়েন। উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান চর্চার মর্যাদা প্রমাণ করা।

এক হাদীসে এসেছে যতো দিন দুনিয়ায় আল্লাহর নাম অবশিষ্ট থাকবে, কিয়ামত হবে না। আর ইলমের দ্বারাই আল্লাহর নাম দুনিয়াতে অবশিষ্ট আছে। ইলম আলেমদের কারণেই দুনিয়াতে জারী আছে। ইলম অনুসন্ধানকারী ছাত্রদের জন্য মাছ পর্যন্ত দোয়া করে। দুনিয়াও এখনো কায়েম আছে ইলমের বরকতেই।

٢٠٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِنَّ أَحَدَهُمَا عَابِدٌ وَالْأَخْرُ عَالَمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُّ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيٍّ عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلِّوْنَ عَلَى مُعْلِمِ النَّاسِ الْخَيْرِ - رواه الترمذى ورواه الدارمى عن مكحول مرسلًا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء وسرد الحديث إلى آخره .

২০৩। হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সামনে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো। এদের একজন ছিলেন আবেদ, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন আলেম। তিনি বললেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি পিংপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষাকারীর জন্য দোয়া করে (তিরমিয়ী)। দারেগী এই বর্ণনাটিকে মাকহূল (র) থেকে মুরসাল হিসাবে নকল করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আবেদের তুলনায় আলেমের ফজিলত এমন যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার ফজিলত। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এই কথার প্রমাণে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّمَا يَخْشَىَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ .

“নিশ্চয় আল্লাহর বাদ্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে ভয় করে” (সূরা ফাতির : ২৮)। এ ছাড়া তার হাদীসের বাকী অংশ তিরমিয়ীর বর্ণনার অনুরূপ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেলো আলেমের মর্যাদা ও তাঁর গুরুত্ব অনেক বেশী। আবেদের চেয়ে আলেমের মান-মর্যাদা খুবই বেশী। আলেম ও আবেদের মর্যাদার যে পার্থক্য ছজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করেছেন তা খুবই অসাধারণ। তিনি বলেছেন, আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় যেমন, আলেমের মর্যাদাও একজন আবেদের তুলনায় তাই।

২০৪ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنْ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا آتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُّوْبِهِمْ خَيْرًا - رواه الترمذى

২০৪। হয়রত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শোকেরা (আগার পরে) তোমাদের (সাহাবা) অনুসরণ করবে। আর তারা দূর-দূরাত্ত হতে দীনের জ্ঞান লাভের জন্য তোমাদের কাছে আসবে। সুতরাং তারা তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদেরকে ভালো কাজের নসীহত করবে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ছজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছেন তার অর্থ হলো, আগি জীবিত থাকা পর্যন্ত মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আগার নিকট থেকে জেনে নেবে। আর আমার অবর্তমানে এ দায়িত্ব বর্তাবে তোমাদের উপর। বিভিন্ন দেশ ও দূর-দূরাত্ত হতে মানুষ দীনের জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষার জন্য তোমাদের কাছে কষ্ট করে আসবে। তোমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তালীম-তরবিয়াত দিবে। তাদের হৃদয়কে দীনের ইলম দিয়ে ভরে দেবে।

২০৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا - رواه الترمذى وابن ماجة و قال الترمذى هذا حديث غريب وابراهيم بن الفضل الراوى يضعف في الحديث .

২০৫। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুনানের হারানো ধন। অতএব যে লোক যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার অধিকারী (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)। তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি গৰীব। তাছাড়াও এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে ফজলকে দুর্বল (জয়ীফ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কেউ কোন হারানো জিনিস পেলে যেমন সে তা গোপন করে রাখতে পারে না, মালিক অনুসন্ধান পেয়ে গেলেই তাকে সাথে সাথে তা ফেরত দিতে হয়, ঠিক এভাবে যদি কোন জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানের কথা থাকে, তাকেও সে গোপন করে রাখতে পারে না। অনুসন্ধানী ব্যক্তির সন্ধান পাবার সাথে সাথে জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে তা দিয়ে দিবে। মোটকথা হারানো বস্তু যেমন মালিকের খোজ করে তাকে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত অঙ্গনীকে খুঁজে খুঁজে জ্ঞান দান করা।

٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ
وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ - رواه الترمذى وابن ماجة

২০৬। হযরত ইবনে আবুরাস রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন ফকীহ (আলেমে দীন) শয়তানের কাছে হাজার আবেদ (ইবাদতকারী) হতেও বেশী ভয়ংকর (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : আলেম বা ফকীহ অর্থই হলো, যার কাছে দীনের জ্ঞান আছে, যিনি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস বুঝেন। দীনের মাসআলা-মাসায়েল জানেন। শরীয়াত সম্পর্কে জ্ঞান আছে। আর আবেদ হচ্ছে ইবাদতকারী, নামায-রোয়া ইত্যাদি করে। কিন্তু কুরআন-হাদীস, ফিকহ, শরীয়াত ইত্যাদি জানে না। এই দুই দলের কার মর্যাদা কি এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দুইজন প্রতিমোগীর মধ্যে তিনিই বিজয়ী হন যিনি শক্তিশালী হবার সাথে সাথে কুস্তীর কলা কৌশলও ভালো করে রঞ্চ করেছেন। শুধু শারীরিক বল দিয়ে কাজ হয় না। একজন আলেম বা ফকীহ ও আবেদের মধ্যেও এই পার্থক্য। আবেদ শুধু ইবাদত করতে জানে। কিন্তু মানুষের নিত্য শত্রু শয়তানের মুকাবিলা করার জন্য তার না আছে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান, না আছে শরীয়াত ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান। ফলে শয়তানের সাথে কুস্তি লড়তে পারে না। শয়তানের ফেরেববাজি ও ধোকা কুরআন-হাদীস জানার কারণে আলেম বা ফকীহ সহজেই বুঝে ফেলেন। একজন আবেদ এ শয়তান চেনার কৌশল বুঝতে পারে না।

কোন কোন সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ভালো মানুষ সেজে আবেদ বা নামায়ীকে বলে, কই তোমার তো 'হজুরে কলব' (উপস্থিত মন) আসলো না। হজুরে কলব ছাড়া তো নামায পড়ে লাভ নেই। এই নামায তো প্রাণহীন মরা মানুষ। এই নামাযে আল্লাহর কোন কাজ নেই। এমন নামায না পড়াই উচিত। বে-ইলম আবেদ

শয়তানের এই ধোকার কৌশল ধরতে পারে না; বরং দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন আলেমের কাছে শয়তান এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না, বরং তিনি বলেন, দূর হও শয়তান। মোটেও না হবার চেয়ে কিছু হওয়া উচ্চম। ‘হজুরে কলব’ নামাযকে মজবুত করে। আল্লাহর নিকটে নিয়ে যায়। কিন্তু হজুরে কলব ছাড়া নামায বাতিল হয়ে যায় না। নামাযের মূল হকুম পালন হয়ে যায়। শরীয়তের নির্দেশিত নামায আদায়ের সীমা আমার জানা। তুই দূর হও। আবেদ শরীয়ত জানা না থাকার কারণে এই উচ্চর দিতে পারে না। সহজেই শয়তানের মারপ্যাতে পড়ে নামাযও ছেড়ে দেবার সভাবনা থাকে। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন ফকীহ বা আলেম শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদ অপেক্ষা ও বেশী ভয়ভীতির কারণ। এক হাজার আবেদ অপেক্ষা একজন আলেম শয়তানের বড় প্রতিগ্রিষ্ঠ ও শক্তিশালী শত্রু। বে-ইলম হবার কারণে আবেদকে শয়তান ধোকায় ফেলে দিতে পারে বলে পাঞ্চ দেয় না।

٢٧ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيقَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقْلِدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَالْأُثُلُونَ وَالْذَّهَبَ . رواه ابن ماجة ورواه البيهقي. في شعب الإيمان طلب العلم فريضة على كل مسلم . وقال هذا حديث مشهور واسناده ضعيف وقد روی من اوجه كلها ضعيفة .

২০৭। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। আর অপাত্রে অযোগ্য মানুষকে ইলম শিক্ষা দেয়া শূকরের গলায় মনিগুজ্জা বা সোনার হার পরাবার শামিল (ইবনে মাজা)। বায়হাকী এই বর্ণনাটি ওয়াবুল ঈমানে 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত নকল করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসের মতন (মূল পাঠ) মশহুর, আর সনদ জয়ীফ। বিভিন্ন সনদে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, এসবই জয়ীফ।

ব্যাখ্যা ৪ জ্ঞানার্জন করা ফরয। এলম অর্থ দীন সম্পর্কে জরুরী সব বিষয়কে জানা।' আর তা সকল নরনারীর জন্য এক সমান ফরয। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব দীনের জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। এ দুনিয়াতে রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য, দীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি, অবদান, এই অবদানকে ধরে রাখার জন্য, আম্ভৃজ দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার এবং প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা ধরে রাখার জিহাদ বা সংগ্রামে সদা নিয়োজিত থাকা। এই জ্ঞান অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়। 'ইশকে রাসূল' বা

আশেকীনে রাসূল মুখে মুখে দাবি করলে ও কয়েকটি কাসিদা পড়লে এই ইশকের হক আদায় হয় না। দীন আজ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নেই। এই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্য সাথী হয়ে সাহাবাগণ যেভাবে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন সেটাই হলো মূল ‘ইশকে রাসূল’ বা রাসূলকে ভালোবাসা। ইলম বা দীনের জ্ঞানার্জন ছাড়া এই দীন কেনো, এই ইশকে রাসূলও বুবা অসম্ভব। তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের জ্ঞান তথা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। এই কারণেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদ থেকে আলেমের শর্যাদা এক হাজার গুণ বেশী বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

٢٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعُانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فَقْهٌ فِي الدِّينِ - رواه الترمذى

২০৮। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকের মধ্যে দুইটি অভ্যেস একত্র হতে পারে না : নেক চরিত্র ও দীনের জ্ঞান (তির়মিয়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট গুণ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। যে গুণগুলো কোন মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। এর প্রথমটি হলো নেতৃত্বিক চরিত্র। মুমিনের মধ্যে সব সময় উত্তম গুণের সমাহার ঘটবে। আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর ‘দীন-ইসলাম’ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। এই দুইটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য মুমিন জীবনের ভূৎপ। মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। ইসলামের লেবাস পরে সকল সুবিধা ভোগ করার জন্য প্রদর্শনী করে। কাজেই মুমিন মুসলমানের মতো মজবুত ঈমান ও দীনের প্রতি আন্তরিকতা তাদের মধ্যে আসতে পারে না। আর আসতে পারে না বলেই ওই সব গুণ তাদের মধ্যে একত্র হয় না।

“তাফাকুহ ফিদীন” সম্পর্কে আল্লামা তাওরিশী বলেছেন, এটা হলো হৃদয়ের গভীরে দীনের পরিচয়, পরিচিতি স্থাপিত হওয়া, দীনের জ্ঞান ও বোধশক্তি প্রথর হওয়া এরপর তা মুখ দিয়ে প্রকাশ হওয়া, বুঝ অনুযায়ী কাজ করা, এই বুঝ অনুযায়ী লোক গঠন করা। আর এটা হলেই মানুষের মনে আল্লাহর ভয়, তাঁর কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

٢٠٩ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ . رواه الترمذى والدارمى

২০৯। হ্যৱত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বাড়ী হতে বের হয়েছে, সে বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্মার্থ হলো-নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বাঙ্গাৰ, আজীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝা ছিন্ন কৰে, বাড়ীঘৰে থাকার মতো আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে দীনের ইলম বা জ্ঞান হাসিল কৰার জন্য কষ্ট কৰতে তৈরি হওয়া। এটা কোন ছোট কাজ নয়। অনেক বড় ও মহৎ কাজ। এই দীনের জ্ঞান অর্জন কৰা ফরয। এজন্য যত দূর-দূরাত্মের যাবার প্ৰয়োজন যেতে হবে যেতে হয়। তাই আল্লাহর প্ৰিয় রাসূল দীনের ইলম হাসিলকাৰীকে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, এই নিয়তে যদি কেউ ঘৰ থেকে বের হয়, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে আছে বলেই তাকে হিসাব কৰতে হবে।

٢١ - وَعَنْ سَخْبَرَةِ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَارَةً لِمَا مَضِيَ . رواه الترمذى والدارمى وقال الترمذى
هذا حديث ضعيف الاسناد وابو داود الروای يضعف

২১০। হ্যৱত সাখবারা আযদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধান কৰে তা তার অতীত সময়ের গুনাহের কাফকারা হয়ে যায় (তিরিমিয়ী, দারেমী)। ইমাম তিরিমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে জয়ীফ। কাৰণ এৰ একজন রাবী দাউদ নকী ইবনে হারিসকে জয়ীফ বলা হয়ে থাকে।

٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ - رواه
الترمذى

২১১। হ্যৱত আবু সাঈদ খুদৰী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি কল্যাণকৰ কাজে অৰ্থাৎ জ্ঞানার্জনে পৱিত্ৰ হয় না। সে ইলম শিখতে শিখতে (শেষ পর্যন্ত) জান্নাতে পৌছে যায়।

ব্যাখ্যা : ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর এক অফুৰন্ত নূৰ। শিক্ষার্থীৱা জ্ঞানের উচ্চ শিখৰে পৌছে যেতে চায়। এই ইঙিতই এই হাদীসে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মুমিনের জ্ঞানাহৱণের শেষ নেই। যতো জ্ঞান অর্জন কৰে তত্ত্ব আসে না, আৱো অর্জন কৰতে চায়। অথচ জ্ঞানার্জনের কোন সীমা-সৱহু নেই। যতো পড়বে ততো

জানবে। জানার শেষ নেই। এইজন্য অনেক মনীষী জীবনের শেষ মৃহূর্তটি পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করেছেন।

٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ الْجِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ - رواه احمد وابو داود والترمذى ورواه ابن ماجة عن انس

২১২। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিকে এমন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে, অথচ গোপন রাখে (বলে না), কিয়ামতের দিন তার মুখে আগন্তের লাগাম লাগানো হবে (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী)। ইবনে মাজা এই হাদীসটিকে হয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে জ্ঞানার্জনকারী বা আলেমের ব্যাপারে শান্তির হৃষকি দেয়া হয়েছে। জ্ঞানার্জন করে মানুষকে তা শুনাতে হবে। তা মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। এটাই জ্ঞানের দাবি বা সম্বুদ্ধার। যদি কেউ তা না করে, বরং তাকে কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার তা জানা থাকার পরও জবাব দেয় না, র্যাপারটা জানায় না, বরং গোপন করে, এমন জ্ঞানী বা আলেমের মুখে আগন্তের লাগাম লাগিয়ে জাহানামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফরয-ওয়াজিব জিনিসের ব্যাপারে এই হৃকুম, সুন্নাত ও মোবাহর ব্যাপারে নয়।

٢١٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارَ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة عن

ابن عمر

২১৩। হয়রত কাব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানী পশ্চিতদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করবেন (তিরমিয়ী)। ইবনে মাজা এই হাদীসটি হয়রত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইলম বা জ্ঞানার্জন করা একটি খালেস ইবাদত। দীন-দুনিয়া উভয় জগতের জন্য এই জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। আলেম ব্যক্তি নামের জন্য, গৌরবের জন্য

অথবা মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য ইলম শিখলে তার সুফল কিছু হবে না, বরং উল্টো জাহান্নামে যাবে। কাজেই জ্ঞানার্জন হবে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকারের জন্য। বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নাজাত পাবার জন্য।

٢١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَمَ مِمَّا يُبَتَّغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعْلَمُهُ إِلَّا يُصِيبُ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيعَهَا - رواه
احمد وابو داؤد وابن ماجة

২১৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন : যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের অভিধায়ে অর্জন করলে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুযোগে পাবে না (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : উপকারী জ্ঞান শিখার আসল উদ্দেশ্য হতে হবে নিঃস্বার্থতা। দুনিয়ার কোন স্বার্থ সিদ্ধি এর উদ্দেশ্য হলে সব ভঙ্গুল হয়ে যাবে। ধন-দৌলত কামানো, মান-ইজ্জত বাড়ানো, প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি ইলমে দীন হাসিলের উদ্দেশ্য হওয়া কখনো উচিত নয়। তবে দীনের ইলম হাসিলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ একান্ত খালেসভাবে হলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি উপার্জন করা যায়। জান্নাত পাওয়া যায়। এরপর দুনিয়ার কোন লাভালাভ আল্লাহ যদি দান করেন তা পেতে বা ভোগ করতে কোন দোষ নেই। জ্ঞানার্জন নিখুঁতভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে।

দুনিয়ার কোন জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য, জীবিকা নির্বাহের উপায় বা দুনিয়া লাভ করা হলে, অনেকে তা নাজায়েয় মনে করেন না। তবে এই ইলম যদি দীনের পরিপন্থী কোন ইলম বা জ্ঞান হয় এবং তা অর্জন করার উদ্দেশ্য দীনের ক্ষতি করা ও এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয়, তবে সে ইলম অর্জন করা হারাগ।

٢١٥ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفَظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَأَهَا فَرْبُ حَامِلٍ فَقَهْ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرَبُّ حَامِلٍ فَقَهْ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغْلِيْ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنِّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاهُمْ - رواه الشافعى والبيهقي فى المدخل ورواه احمد

والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی عن زید بن ثابت الا ان الترمذی وابا داؤد لم یذكر کرا ثلث لا یغل علیہن الى اخره .

۲۱۵ | ہر رات ایونے ماسٹد رادیو اسٹریٹ آنھ ہتھے برجیت ۔ تینیں بلنے، ہجور سالیا اسٹریٹ آلا ایہی ویسا سالیا م بلنے ہے، آسٹریٹ وہی بجیکر چھارا ڈیکھل کر گن یہ آماں کوئی کوئی کوئی شنے ہے، اسی کوئی کوئی شرمن رکھے ہے اب وہاں پہنچے ہوئے تو مانوس کے شنیوں ہے । کارن جانے کے انکے باہک نیجوں جانی نہ ہے । آباں کے کے کے امیں آجے یارا نیجوں جانی ہلے وہ، نیجوں تولنا یہ بडی جانی کے نیکٹ جان ہتھ کر رہے ہیں । تینیں بی پارے مسلمانوں کے میں بیشامیات کتا (ابھلے) کرتے پارے نا : (۱) آسٹریٹ کے نیٹ کا جا کر رہا، (۲) مسلمانوں کے کلیا گ کامنہ کر رہا اب وہ (۳) مسلمانوں کے جامیات کے آکھیوں پر رہا । کارن مسلمانوں کے دویا یا آہبائیں تا دیں پشتماتکو (انوپسیت دیں) پریوریٹن کر رہے رکھے (شافیی) । باہمیا کی تاریخ مادھیل گھنے، ایمان آہبائی، آبی داؤد، ایونے ماجا و داریمی اسی ہادیستی ہر رات یا یوں ایونے سا بتو رادیو اسٹریٹ آنھ ہتھے برجیت کرنے ہے । تبہ تیرمیثی و آبی داؤد **یغیث لاث لاث** ہتھے شے پرست برجیت کرنے ہیں ।

بیکھیا : سکل مانوں کے فیضی، بیکھیکی اک سماں ہے نا । کے کے نیجوں کوں بیشی بکھے نا । آباں کے کے بیشی بکھے । یا کاچے ہادیس پیش کر رہا ہے، ہتھے پارے تینیں تاریخی بیشی سماں دیا । ایجنسی ہادیس یہاں نیجوں شنے ہے تھیک ابہا بی ایجنسکے شنے ہے، یا کاچے ہادیس شنے ہے تینیں تاریخی کر رہے ہیں ।

ہادیسے یہ تینیں جینیسے کوئی بکھا ہے تو میمینے کوئی گن-بیشی ہے । اس کوئی بیشی کوئی گنے ہے میمینے کے سے جنی ہجور سالیا اسٹریٹ آلا ایہی ویسا سالیا ڈیکھنے دیا ہے । اس کوئی بیشی کوئی گنے ہے میمینے کے سے جنی ہجور سالیا اسٹریٹ لے کر رہا آسٹریٹ کر رہا دین ।

۲۱۶ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصْرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَ شَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبْلِغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ . رواه الترمذی وابن ماجہ ورواه الدارمی عن ابی الدرداء .

۲۱۶ | ہر رات آب دیکھل ایونے ماسٹد رادیو اسٹریٹ آنھ ہتھے برجیت ۔ تینیں بلنے، آمی ہجور سالیا اسٹریٹ آلا ایہی ویسا سالیا کے ایونے دیکھنے ہے: آسٹریٹ تا آلا وہی بجیکر میخ ڈیکھل کر گن یہ آماں کوئی کوئی شنے ہے، اسی کوئی کوئی شرمن رکھے ہے اب وہاں پہنچے ہے تھیک سے بتو بی ایجنسکے کاچے تو پوچھے دیا ہے । انکے سماں

যাকে পৌছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয় (তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)। কিন্তু দারেমী এই হাদীস হ্যৱত আৰু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বৰ্ণনা কৱেছেন :

ব্যাখ্যা ৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৰিত্র হাদীস শনা, এসব হাদীসেৰ আহকামেৰ উপৰ আমল কৱা, মানুষেৰ কাছে পৌছিয়ে দেয়া খুবই সৌভাগ্য ও বৱকতেৰ কাজ। এই কাজ দীন-দুনিয়াৰ কামিয়াবী ও কল্যাণেৰ উপায়। গোটা উচ্চতে মুসলিমাৰ এ কথাৰ উপৰ পূৰ্ণ ঈমান ও আকীদা আছে যে, হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ হাদীসেৰ তালীম নেয়া ও তালীম দেয়া এই উভয় কাজই উভয় জগতে আল্লাহৰ সন্তুষ্টি লাভ ও খোশনন্সিব হৰার কাৱণ হয়ে দার্ঢ়ায়।

٢١٧ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا
الْحَدِيثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلِيَتَبَوَّءْ مَقْعِدَةً مِنَ
النَّارِ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة عن ابن مسعود وجابر لم يذكر
اتبعوا الحديث عنى إلا ما علمتم .

২১৭। হ্যৱত ইবনে আবৰাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাৰ পক্ষ হতে হাদীস বৰ্ণনাৰ ব্যাপাৰে সতৰ্কতা অবলম্বন কৱবে। যে পৰ্যন্ত হাদীস আমাৰ বলে তোগৱা নিশ্চিত হবে তা বৰ্ণনা কৱবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাৱে আমাৰ নামে মিথ্যা (হাদীস) আৱোপ কৱেছে সে যেনো তাৰ ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক কৱে নিয়েছে (তিরমিয়ী)। ইবনে মাজা এই হাদীসকে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বৰ্ণনা কৱেছেন এবং প্ৰথম অংশ ‘আমাৰ পক্ষ হতে হাদীস নিশ্চিত না জেনে’ অংশটুকু বৰ্ণনা কৱেননি।

ব্যাখ্যা ৫ মূল উদ্দেশ্য হলো, হাদীস বৰ্ণনাৰ ব্যাপাৰে খুব সতৰ্কতা অবলম্বন কৱতে হবে। সত্যিকাৱে হাদীসটি রাসূলুল্লাহৰ কি না নিশ্চিতভাৱে না জেনে যেনো মানুষেৰ কাছে কোন হাদীস বৰ্ণনা কৱা না হয়। যদি কেউ জেনে-বুবো কোন কথা হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ হাদীস বলে বৰ্ণনা কৱে ও প্ৰচাৱ চালায়, যা হাদীস নয়, তাহলে তাৰ উপৰ আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি নিৰ্ধাৰিত হয়ে আছে।

٢١٨ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ
فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلِيَتَبَوَّءْ مَقْعِدَةً مِنَ النَّارِ - وَفِي روایة مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلِيَتَبَوَّءْ مَقْعِدَةً مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى

২১৮। হয়রত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন রায় দিয়েছে সে যেনো তার বাসস্থান জাহানামে খুঁজে নেয়। আর এক বর্ণনার শব্দগুলো হলো, যে লোক কুরআন সম্পর্কে নিশ্চিত ইলম ছাড়া (মনগড়া) কোন কথা বলে, সে যেনো তার স্থান জাহানামে তৈরি করে নেয় (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা কঠিনভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ঠিক একইভাবে কুরআনের তর্জমা, এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল কড়াকড়িভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কুরআনের কোন জায়গার শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা করবে, তাকে খোঁজ করতে হবে, এ ব্যাপারে হজুরে পাকের কোন কথা আছে কি না, থাকলে সে কথাই কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাঁর উপরই নায়িল করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশী কেউ কুরআনের কথা জানবেন এটা একেবারেই অবাস্তর। এরপর দেখতে হবে এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোন ব্যাখ্যা আছে কি না। কারণ তাদের সময়েই হজুরের উপর কুরআন নায়িল হয়েছে। নায়িল হবার পরপরই হজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা শুনিয়েছেন, তাদের শিখিয়েছেন। তাদের ভাষায় তা নায়িল হয়েছে। সাহাবাদেরকে নিয়েই হজুর কুরআনের চৰ্চা করেছেন। তাদের নিয়েই তিনি কুরআনের হকুম-আহকাম সমাজে বাস্তব রূপ দান করেছেন। কাজেই হজুরের পর কুরআন সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশী ভালো আর কে জানবে?

এরপর দেখতে হবে তাবেয়ীদের কারো এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা আছে কি না। কারণ তাঁরাই সাহাবীদের সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাদেরও ভাষা আরবীই ছিলো। এরপর ধীরে ধীরে আরবী ভাষার রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটে। লোকদের পক্ষে শুধু আরবী ভাষা জানা থাকার কারণেই কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সহজ কাজ নয়। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে কুরআনের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে, নিজে বানিয়ে বানিয়ে আন্দাজ করে কোনো কথা বলতে হজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়ে বারণ করেছেন। যদি কেউ করে সে নিশ্চিত জাহানামী।

۲۱۹ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي
الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ قَدْ أَخْطَا - رواه الترمذى وابو داؤد

২১৯। হয়রত জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজ মত মতো কোন কথা বললো এবং সে কথাটা ঠিকও হলো, এরপরও (নিজ মতে কথা বলে) সে ভুল করলো (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এ কথাটাও সুস্পষ্ট যে, কোন লোক কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলো, অথচ এ ব্যাখ্যা সে হাদীসের অনুসরণ করে বলেনি, উদ্ধতের বড় বড় আলেমদের থেকে শুনেনি, শুধু নিজের রায় ও ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার এই ব্যাখ্যা সঠিক হয়েছে এবং প্রকৃত ঘটনার সাথেও তার ব্যাখ্যার মিল রয়েছে। আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় কোন ভুল হয়নি। তারপরও সে যেহেতু নিজের বুদ্ধি ও রায় খাটিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুমানের ভিত্তিতে বলেছে। সব ঘেটে ঘুটে, হাদীস থেকে নিশ্চিত না হয়ে তাফসীর করেনি। একাজ তার ঠিক হয়নি। নিজের মতমতো কথা বুলাতে ভুল হয়ে যাবার সংশ্লিষ্ট ছিলো। তাই এটাও নিষিদ্ধ।

٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفَّرٌ . رواه احمد وابو داؤد

২২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী কাজ (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : 'মিরাউন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো কুরআনের কোন কথা নিয়ে মতবিরোধে লিঙ্গ হওয়া। যেহেতু এটা আল্লাহর কালাম, কাজেই এতে মতবিরোধ থাকার অবকাশ নেই। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কোন ব্যাপারে তার জ্ঞানার বা বুঝার দুর্বলতা থাকতে পারে। কাজেই কারো কিছু না জ্ঞানার কারণে কুরআনের ব্যাপারে মতভেদ বা ঝগড়া-বিবাদ করে কোন হক্ক দেয়া নিঃসন্দেহ কুফরী। একাজ থেকে মুমিনের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। তবে কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য পারম্পরিক দলীল উপস্থাপন করা নিষেধ নয়।

٢٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَّونَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بِعَضَهُ بِعَضٍ وَأَنَّمَا نَزَّلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بِعَضَهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوا بِعَضَهُ بِعَضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ . رواه احمد وابن ماجة

২২১। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দল সম্পর্কে শুনলেন, তারা পরম্পর কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিঙ্গ হয়েছে, ঝগড়া করছে। তিনি বললেন, নিচয়ই তোমাদের আগের লোকেরা এ ধরনের

কাজের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা রহিত করার চেষ্টা করেছিলো। অথচ আল্লাহর কিতাব নাফিল হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের পরিপূরক হিসাবে ও সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তাই তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। বরং তোমরা তার যতটুকু জানো শুধু তা-ই বলো, আর যা তোমরা জানো না তা কুরআনের আলেমের নিকট সোপর্দ করো (আহমাদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এর আগের হাদীসে যেমন বলা হয়েছে, যাদের জ্ঞান-গরিমা অপরিপূর্ণ, যাদের ঈমান-আকীদা দুর্বল, চিন্তাধারা ও বিচার-বিবেচনায় ঝুঁটি ও কমতি আছে, তারাই আল্লাহর আয়াতে পরম্পর মতভেদ সৃষ্টি করে। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের মতমতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। এরপর নিজের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদ রচনা করে।

এ ব্যাপারেই এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহলে একটিকে আর একটি দ্বারা রহিত করো না, কোনটাকেই বেঠিক মনে করো না। তোমাদের জ্ঞান এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে নিজের দুর্বল বিচার-বুদ্ধির তীর না চালিয়ে এর প্রকৃত অর্থ জানার জন্য আলেমের দ্বারস্থ হও।

٢٢ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ
الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لِكُلِّ أَيَّةٍ مِنْهَا ظَهَرٌ وَيُطَمَّنُ وَلِكُلِّ حَدٍ مُطْلَعٌ - رواه

في شرح السنة

২২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কুরআন করীম সাত হরফে নাফিল হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক আয়াতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক রয়েছে। প্রত্যেকটি দিকের একটি সীমা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি সীমার একটি অবগতির স্থান রয়েছে (শরহস সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা : আরবী ভাষা বা আরবী সাহিত্য পৃথিবীর সেরা ভাষা বা সাহিত্য। প্রত্যেক ভাষারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফাসাহাত বালাগাত বা বাক্য সীতিনীতি বাগধারা বাগরিধি আছে। ঠিক এভাবে আরবী ভাষায়ও সাতটি লোগাত বা কিরায়াত বিখ্যাত। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, কুরআন সাতটি লোগাত বা কিরায়াতে নাফিল হয়েছে। তাহলো লোগাতে কুরাইশ, লোগাতে তায়, লোগাতে হাওয়াজেন, লোগাতে আহলে ইয়েমেন, লোগাতে সাকিফ, লোগাতে হোজাইল, লোগাতে বনি তামীম।

কুরআনে করীম প্রথমে ‘লোগাতে কুরাইশ’ অনুযায়ী নাফিল হয়েছে। এটা হজুরে করীমের নিজের লোগাত (কথ্যভাষা)। আরবের সকল গোত্রে এই লোগাত

অনুযায়ী কুরআন পড়া কঠিন হয়ে গেলো। ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের লোগাত অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দিলেন। হযরত ওসমানের খিলাফাত কাল থেকে এভাবেই চললো।

হাদীসের শেষের অংশে বলা হয়েছে, প্রত্যেক আয়াতের ‘জাহের’ ও ‘বাতিন দু’টি দিক আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াতের একটি প্রকাশ্য বা জাহেরী অর্থ আছে যা সকলে বুঝে। আর একটি অর্থ আছে অপ্রকাশ্য বা বাতেনী, যা গভীর জ্ঞানের অধিকারীরাই বুঝেন।

٢٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنْنَةُ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ . رواه أبو داؤد وابن ماجة

২২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইলম বা জ্ঞান তিন প্রকার—(১) আয়াতে মুহকামের জ্ঞান; (২) সুন্নাতে কায়েমার জ্ঞান এবং (৩) ফারিয়ায়ে আদেলার জ্ঞান। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মূল মর্ম হলো, দীনের ইলমের বুনিয়াদ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথম হলো ‘আয়াতে মুহকাম’, যাতে শরীআতের বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হলো ‘সুন্নাতে কায়েমা’। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, যা ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, কাজকর্ম বা সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় হলো ‘ফরিয়ায়ে আদেলা’। এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো ‘কিয়াস’ ও ‘ইজমার’ দিকে। অর্থাৎ উচ্চাতের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন হৃকুম ঠিক করেছেন। পরের দু’টি ইলমও কিতাব ও সুন্নাহর প্রথম ইলমটির মতো পালনীয় ও গ্রহণযোগ্য। তাহলে শরীয়াতের মূল ভিত্তি হলো তিনটি জ্ঞান, (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ, (৩) (ক) ইজমা ও (খ) কিয়াস।

٢٤ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْصُدُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ . رواه أبو داؤد رواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي رواية أو مراء بدل أو مختار .

২২৪। হ্যৱত আওফ ইবন মালেক আশয়ায়ী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাল্লাম বলেছেন : তিনি
ব্যক্তি বাগাড়স্বর করে : (১) শাসক, (২) শাসকের অধস্তুন ব্যক্তি, (৩) অথবা
কোন অহংকারী লোক (আবু দাউদ)। দারেমী এই হাদীসটি আমর ইবনে শোয়াইব
থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অপর বর্ণনায়
শব্দ-এর পরিবর্তে مختار - উজ্জ আছে।

ব্যক্তি : শাসক গোষ্ঠী বাস্তবে যতটুকু ভালো কাজ করে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে তার চেয়ে অধিক প্রচার করে। অনুগত কর্মচারীরাও চাটুকারের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হয়ে তাতে সমর্থনের তালি বাজাতে থাকে। অনুরূপভাবে অংহকারী ব্যক্তিরাও বাগাড়ুর প্রদর্শন করে। হাদীসে এই জাতীয় বাচালতার নিন্দা করা হয়েছে।

٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اثْمَهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِيْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ - رواه ابو داؤد

২২৫। হ্যৰত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিকে ভুল ফাতওয়া দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বিনা ইলমে ফাতওয়া দেয়া হয়েছে এর গুনাহ তার উপর বর্তাবে যে তাকে ফাতওয়া দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিয়েছে যার ফল শুভ হবে তা বলে সে জানে, সে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (আবু দাউদ)।

٢٢٦ - وَعَنْ مُعاوِيَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْأَغْلُظَاتِ - رواه أبو داود

২২৬। হ্যরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিঅন্তি সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলতে নিয়ে করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : উদ্দেশ্য হলো সতর্ক করে দেয়া। এমন কোন ব্যাপারে কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না যা কঠিন ও খুব প্যাচের, এতে যাকে জিজ্ঞেস করা হলো, বিশ্বাসিতে পড়ে যাবে। আসলে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যই হলো ধারাপ। ভুলে ফেলে দেয়া। এমন প্রশ্ন বা কথাবার্তা হতে হজুর সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম নিষেধ করেছেন। সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় এসব কারণে। তাই এসব কাজ হতে বিরুদ্ধ থাকতে হবে।

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ فَإِنَّمَا مَقْبُوضٌ - رواه الترمذى

২২৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট হতে ফারায়েজ ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমি মরণশীল (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শরীয়তের মূল উৎস। দীনের ব্যাপারে তিনিই হলেন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বপ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাই তিনি জীবিত থাকতেই সমস্ত ফরয কাজ ও কোরআনের শিক্ষা শিখে রাখার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যেহেতু মানুষ। তাঁর জীবনও সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যেভাবে ইন্তিকাল করেছেন, এ নবীও করবেন। তাই তাঁর ইন্তিকালের পূর্বেই যা জেনে রাখা সম্ভব জেনে রাখতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بَيْصَرٌ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّلُنَا يُخْتَلِسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ - رواه الترمذى

২২৮। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, এরপর বললেন, এটা এমন সময় যখন ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোন সামর্থ্যই থাকবে না।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমার মৃত্যুর কারণে ওহী বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ ধীরে ধীরে দীনের জ্ঞান ত্যাগ করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হবে।

٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ يُوشُكُ أَنْ يُضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْأَبْلِيلِ يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ - رواه الترمذى
وفى جامعه قال ابن عبيدة انه مالك بن انس و مثيله عن عبد الرزاق قال
اسحاق ابن موسى و سمعت ابن عبيدة انه قال هو العمرى الزاهد و اسمه
عبد العزيز بن عبد الله .

୨୨୯ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୋରାଇରା ରାଦିଆଲ୍ଲାହ ‘ଆନହ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ରାବୁଲୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ । ଏଥନ ସମୟ ଖୁବ ବେଶୀ ଦୂରେ ନୟ, ମାନୁଷ ସଥମ ଜ୍ଞାନେର ଖୋଜେ ଉଟେର କଲିଜା ଫେଡେ ଫେଲବେ । କିନ୍ତୁ ମଦୀନାର ଆଲେମଦେର ଚେଯେ ବଡ଼ କୋନ ଆଲେମ କାଟିକେ କୋଥାଓ ଖୁଜେ ପାବେ ନା (ତିରମିଯୀ) । ଜାମେ ତିରମିଯୀତେ ଇବନେ ଉଆଇନା ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ, ମଦୀନାର ସେଇ ଆଲେମ ମାଲିକ ଇବନ ଆନାସ । ଆବଦୁର ରାଜ୍ଞାକେ ଏ କଥା ଲିଖେଛେନ । ଆର ଇସହାକ ଇବନ ମୂସାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଲୋ, ଆମି ଇବନେ ଉଆଇନାକେ ଏ କଥା ବଲତେ ଖୁନେଛି, ମଦୀନାର ସେ ଆଲେମ ହଲୋ ଓମାରୀ ଜାହେଦ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଫାରୁକ ରାଦିଆଲ୍ଲାହ ‘ଆନହ-ଏର ଖାନାନେର ଲୋକ । ତାର ନାମ ହଲୋ ଆବଦୁଲ ଆୟୀଯ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା : ଏ ହାଦୀସଟି ହାଦୀସେ ‘ମାରଫୁ’ । ଆବୁ ହୋରାଇରା ସରାସରି ହଜ୍ରୁର ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୋରାଇରାର ଛାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆବୁ ହୋରାଇରାର ‘ଶ୍ରଦ୍ଧଗୁଲୋ’ ମନେ ରାଖତେ ପାରେନ ନାହିଁ, ତାଇ ତିନି ହାଦୀସଟିକେ ଏଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ ।

‘ଉଟେର କଲିଜା ଫେଡେ ଫେଲବେ’ ଅର୍ଥ ହଲୋ - ଜାନାର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷ ଛୁଟାଛୁଟି କରବେ । ଇଲମ ଆହରଣେର ଜନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବେଡେ ଯାବେ । ତାଇ ତାରା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ପାଡ଼ି ଜମାବେ । ଜାନାର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ ଗୋଟା ଦୁନିଆ ଘୁରାୟିରି କରବେ । ଉଟକେ ଦ୍ରୁତ ଚାଲାବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକାର ଜ୍ଞାନୀ ପାବେ ନା ।

ମଦୀନାର ଆଲେମେର ଚେଯେ ବଡ଼ କୋନ ଆଲେମ ପାଓଯା ଯାବେ ନା । ମଦୀନାର ଏହି ଆଲେମ କେ?

ହାଦୀସେର ବିଖ୍ୟାତ ଇମାମ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରାଜ୍ଞାକ ବଲେନ, ଏହି ହାଦୀସେ ମଦୀନାର ଯେ ଆଲେମେର କଥା ବଲା ହେଯେ ଏର ଅର୍ଥ ହଲୋ, ହ୍ୟରତ ଇମାମ ମାଲିକ (ର) ।

କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଉଆଇନାର ଛାତ୍ର ହ୍ୟରତ ଇବନେ ମୂସା ବଲେନ, ଆମି ଇବନେ ଉଆଇନାକେ ବଲତେ ଖୁନେଛି ଯେ, ‘ଆଲେମେ ମଦୀନାର ଅର୍ଥ ‘ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀ ଜାହେଦୀ’’, ଯାର ମୂଳ ନାମ ହଲୋ ଆବଦୁଲ ଆୟୀଯ ଇବନ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ । ଯେହେତୁ ତିନି ଉତ୍ତର ଫାରୁକ ରାଦିଆଲ୍ଲାହ ‘ଆନହର ବଂଶଧର, ତାଇ ତାକେ ‘ଉତ୍ତର’ ବଲା ହ୍ୟ । ଆର ‘ଯାହେଦ’ ହଲୋ ତାର ଡାକନାମ । ତାର ସାଜରା ହଲୋ : ‘ଆବଦୁଲ ଆୟୀଯ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆମର ଇବନେ ହାକମ ଇବନେ ଆସେମ ଇବନ ଉତ୍ତର ଫାରୁକ ରାଦିଆଲ୍ଲାହ ‘ଆନହ ।

ହଜ୍ରୁ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ହାଦୀସେର ନିଶ୍ଚିତ ତତ୍ତ୍ଵ ବୋଧ ହ୍ୟ ଏଟାଇ ଯେ, ତାର ପର ଇଲମ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ାର ପରା ଶେଷ ଯଦ୍ୟାନାୟ ତା ମଦୀନାୟ ଗିଯେ ସୀମାବନ୍ଦ ହବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଦୀସ ଥେକେଓ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଯା । ଆଲ୍ଲାହ ସବଚେଯେ ଭାଲୋ ଜାନେନ୍ ।

٢٣ - وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَّنْ يُجَدِّدُ لَهَا
دِينَهَا - رواه ابو داؤد

২৩০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনেছি যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তাআলা এই উচ্চতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক এক শত বছরের মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে তাজা করবেন।

ব্যাখ্যা ৪. ‘তাজদীদ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হাদীসে। এর অর্থ হলো, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিসকে নতুন করা। এ কাজ যিনি করেন তাকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। দীনকে কুসংস্কার ও বিদ্যাআত্মের আবর্জনা থেকে মুক্ত করার চেষ্টাই তাঁর কাজ। প্রত্যেক শতাব্দীতে উচ্চাতের মধ্যে জ্ঞান-গরিমায় উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তির জন্য হয় যিনি একাজ করেন। সেই আলেমে দীনের প্রচেষ্টায় দীন ইসলামকে পুন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়।

٢٣١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمُلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُولٍ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفٌ
الْغَالِبِينَ وَأَنْتَخَالَ الْمُبْطَلِّينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ - رواه البيهقي في مدخله
مرسلا .

২৩১। হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আল-উজরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক আগত জামায়াতের মধ্যে একজন নেক, তাকওয়া সম্পন্ন নির্ভরযোগ্য মানুষ এই জ্ঞান (কিতাব ও সুন্নাহ) হাসিল করবেন। আর তিনিই এই জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন-সুন্নাহ) সীমা অতিক্রমকারীদের পরিবর্তনকে, বাতিলদের মিথ্যা অপবাদকে এবং জাহিল অজ্ঞদের ভূল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদ্রীত করবেন। এই হাদীসকে বায়হাকী (র) তাঁর কিতাব ‘মাদখাল’-এ বাকিয়া ইবনে ওয়ালিদ হতে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা ৫ ‘প্রত্যেক এক শত বছরের মাথায়’ অর্থ শতাব্দীর প্রথমেও হতে পারে, শেষেও হতে পারে। আবার এর অর্থ এ নয় যে, শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন মুজাদ্দিদের জন্য হবে না।

ত্রুটীয় পরিচেদ

٢٣٢ - وَعَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُخْبِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَ النَّبِيِّنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه الدارمي

২৩২। হযরত হাসান বসরী (র) হতে মুরসালক্ষণে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার মৃত্যু এসে পৌছেছে তখনও তিনি ইসলামকে জীবন্ত করার লক্ষ্যে ইলম বা জ্ঞান অর্জনে লিঙ্গ, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এখানে একজন মুজাদ্দিদের দীনের সংগ্রামে অতিবাহিত ব্যক্ত জীবনের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। একজন মুজাদ্দিদ জীবন সায়াহেও দীনকে বাঁচাবার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস জ্ঞান তাপসের মতো কাজ করেন, চিন্তা করেন, কলম ধরেন। এই মহার্যাদাবান মানুষের র্যাদার পরিমাপ দুনিয়ায় কেউ করুক আর না করুক, আল্লাহর রাসূল তার র্যাদা নির্দ্বারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে তার আর নবীদের পার্থক্য হবে এক ধাপ মাত্র।

٢٣٣ - وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ سُلَيْمَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا بِصَلَّى السَّكْنُوتَيْةِ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعْلَمُ النَّاسُ الْخَيْرَ وَالْأَخْرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَ أَيْهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هَذَا الْعَالَمِ الَّذِي يُصَلِّي السَّكْنُوتَيْةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعْلَمُ النَّاسُ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَ كَفْضَلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ - رواه الدارمي

২৩৩। হযরত হাসান বসরী রাহিমাত্তুল্লাহু আনহ হতে মুরসালক্ষণে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বনি ইসরাইলের দু'জন লোকের র্যাদা সম্পর্কে জিজেস করা হলো। তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পর বসে মানুষকে তালীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে রোয়া রাখতো, গোটা রাত ইবাদত করতো। (ছজুরকে জিজেস করা হলো) এই দুই ব্যক্তির মধ্যে র্যাদার দিক দিয়ে উভয় কে? ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পরপরই বসে বসে যে ব্যক্তি তালীম দেয়, সেই ব্যক্তি যে দিনে রোয়া রাখে ও রাতে ইবাদত করে তার

চেয়ে বেশী মর্যাদাবান যেমন, তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা (দারেয়ী)।

ব্যাখ্যা : বনি ইসরাইলের উত্তোলিত দু'জন আলেম জ্ঞান-গরিমার দিক দিয়ে এক পর্যায়েই ছিলেন। পার্থক্য ছিলো, একজন জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন ইবাদত-বন্দেগীকে। তাই দিন রাতই ইবাদত-বন্দেগীতে লিঙ্গ থাকতেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে দীনের ইলম শিখিয়ে এদের সংশোধন ও সত্যপথে চালাবার দিকে কোন লক্ষ্য ছিলো না।

আর দ্বিতীয় আলেম ফরয ইবাদত পরিপূর্ণভাবে আদায় করে সময়ের বাকী অংশ মানুষের সংশোধন ও সঠিক পথের তালীম দেবার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুইজনের মধ্যে দীনের তালীম দেবার আলেমকেই মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি নিজে তালীমের উপর আমল করছেন, আবার অন্যদেরকেও তালীম দিচ্ছেন।

٢٣٤ - وَعَنْ عَلَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ إِنْ أَحْتِاجُ إِلَيْهِ نَفْعٌ وَإِنْ اسْتَغْنَىَ عَنْهُ أَغْنَىَ نَفْسَهُ - رواه رزين

২৩৪। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম ব্যক্তি হলো সে যে দীন ইসলামের জন্মে সমৃদ্ধ। তার কাছে যদি লোকজন মুখাপেক্ষী হয়ে আসে তাহলে সে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। আর যখন তার কাছে মানুষের প্রয়োজন থাকে না, সেও নিজেকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে (রায়ীন)।

ব্যাখ্যা : মানুষের সামনে নিজেকে মুখাপেক্ষী ও ছোট করে রাখা কোন ব্যক্তিত্বশীল আলেমের কাজ নয়। নিজের কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যও কারো মুখাপেক্ষী হওয়া হীনমন্যতার পরিচায়ক। আবার কোন ব্যক্তিত্বশীল ও মর্যাদাবান আলেমকে কোন স্বার্থবাদী মানুষ বা দল ব্যবহার করে কোন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থও করতে পারে না। বরং দীনের আদর্শে অটল আলেমরা কোন হৃষকী-ধর্মকী, অর্থ, তোহফা ও পদবীর কাছে মাথা নত করেন না। দুনিয়ার ইতিহাসে আমাদের অনুকরণীয় এমন অনেক আলেম অতীত হয়েছেন এবং বর্তমানেও আছেন।

এর বিপরীতে সামান্য স্বার্থেও অনেক আলেমের ঈমান বিক্রি করার নজীর দুনিয়ায় আছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সঠিক আলেমের বৈশিষ্ট্য পেশ করেছেন।

٢٣٥ - وَعَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبِيتَ فَمَرْتَبْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَاتٍ وَلَا تُمْلِي النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا أَفْيَنَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتُمْلِهُمْ وَلَكِنْ أَنْصَتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ فَحَدِيثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنَّى عَهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَقْعُلُونَ ذَلِكَ - رواه البخاري

২৩৫। তাবিয়ী হ্যরত ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন : ইকরিমা! প্রত্যেক জুমাবারে সপ্তাহে মাত্র একদিন মানুষকে ওয়াজ-নসীহত শুনাবে। যদি একবার ওয়াজ-নসীহত করা যথেষ্ট নয় মনে করো তাহলে সপ্তাহে দু'বার। এর চেয়েও যদি বেশী করতে চাও তাহলে সপ্তাহে তিনবার ওয়াজ-নসীহত করো। তোমরা এই কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলো না। কোন জাতি যখন তাদের কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে তখন তোমরা সেখানে পৌছলে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের কাছে ওয়াজ-নসীহত করতে যেনো আমি কখনো তেমাদেরকে দেখতে না পাই। এ সময় তোমরা খামুশ থাকবে। তবে তারা যদি তোমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার জন্য বলে তখন তাদের আগ্রহ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে হাদীস শুনাও। ইনিয়ে-বিনিয়ে দোয়া করা পরিত্যাগ করবে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। কেনোন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখেছি, তারা একপ করতেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে উল্লেখিত কিছু কথা আগের কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু হিকমত বা কৌশলের কথা বলা হয়েছে এতে। রাসূলের আমলও ছিলো একপই। ওয়াজ-নসীহত বেশী সময় ও বেশী দিন করলে মানুষ বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই বোঁক-প্রবণতা বুঝে ওয়াজ-নসীহত করতে হবে। কোথাও কোন মজলিসে গেলে সাথে সাথে তাদের কথার রেশ কেটে দিয়ে ওয়াজ-নসীহত শুরু করা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। হাঁ তারা যদি হকুম দেয় তখন তা করতে পারবে।

অনেক আলেম ইনিয়ে দোয়া করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের বিরক্তি উৎপাদন যেনো না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। দোয়া চিত্তাকর্ষক ভাষায় সুন্দর করে খুব কম কথায় শেষ করবে।

٢٣٦ - وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ - رواه الدارمي

২৩৬। হয়রত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করেছে ও অর্জন করতে পেরেছে তার সওয়াব দুই গুণ। আর যদি সে ইলম অর্জন করতে না পেরেও থাকে, তাহলেও তার সওয়াব (চেষ্টা করার জন্য) এক গুণ (দারেঘী)।

ব্যাখ্যা : দুই সওয়াব হলো দুই পৃথক কাজের জন্য। প্রথম হলো, জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা ও পরিশ্রম স্বীকারের জন্য। আর দ্বিতীয় হলো, জ্ঞানার্জনে সফলতা লাভের কারণে। যদি কেউ জ্ঞানার্জনে সফলতা লাভ করতে না পারে তাহলে তার জন্য একটি সওয়াব পরিশ্রম স্বীকার করে জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হয়ে যাবার মতো কষ্ট বরণ করার জন্য।

٢٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمٌ وَنَشْرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مَصْحَفًا وَرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السُّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تُلْحِقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ - رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان

২৩৭। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনের ইত্তিকালের পর তার যেসব নেক আশল ও নেক কাজের সওয়াব তার নিকট সব সময় পৌছতে থাকবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান, যা সে শিখেছে, প্রচার করেছে। দ্বিতীয় হলো নেক সন্তান যাকে দুনিয়ায় ছেড়ে গেছে। তৃতীয় হলো কুরআন, যা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে। চতুর্থ হলো মসজিদ যা সে বানিয়ে গেছে। পঞ্চম হলো মুসাফিরখানা যা সে নির্মাণ করে গেছে, পার্থিক মুসাফিরদের জন্য। ষষ্ঠ হলো কৃপ বা ঝর্ণা খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য। সপ্তম হলো দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব নেক কাজের সওয়াব সে পেতে থাকবে (ইবনে মাজা, বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ৪ ওলামায়ে কিরামের অভিষত, হাদীসে উল্লেখিত কুরআনের মধ্যে দীন ও শরীয়তের উপর লিখিত অন্যান্য কিতাবসমূহও গণ্য। ঠিক এভাবে মসজিদ নির্মাণের হৃকুমের মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা করা মাদরাসা, যেখানে আল্লাহর যিকির ও দীনের তালীফ হয়, ‘খানকাহ’ যেখানে আল্লাহর যিকির ও দীনের তালীফ হয়, আত্মশুদ্ধির সবক দেয়া হয়, এসবই শামিল।

٢٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيْهَا أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلِكًا فِي طَبِيعَةِ الْعِلْمِ سَهَّلَتْ لَهُ طَرِيقُ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتِيهِ أَثْبَتْهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلُ فِي عِلْمٍ خَيْرٍ مِنْ فَضْلِ فِي عِبَادَةٍ وَمَلَكُ الدِّينِ الورَعُ - رواه البیهقی فی
شعب الایمان

২৩৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথ ধরবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবো। আর যে ব্যক্তির দুই চোখ আমি নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অক্ষ হয়ে গেছে তার বিনিময় আমি তাকে জান্নাত দান করবো। ইবাদতের পরিমাণ বেশী হবার চেয়ে ইলমের পরিমাণ বেশী হওয়া উত্তম। দীনের মূল হলো তাকওয়া ও ধার্মিকতা (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ৫ এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর যে ওহী হয়েছে বলেছেন তা হলো ওহী খফি, যা কুরআনে উল্লেখ হয়নি। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য ঘরের শাস্তি-সুখ ছেড়ে দিয়ে পথের ক্লান্তিসহ সব রকমের কায়ন্ত্রেশ অবলম্বন করে, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে বুরো, সেভাবে দুনিয়াকে আলোকিত করার জন্য প্রাণপণ কাজ করে। তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। যারা বাহ্যত ইলম অর্জন করেছে দেখা যায়, কিন্তু দীনের ধারণা নিতে পারেনি, বরং প্রকৃত দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর হাতে। নিচ্য এ শুভ সংবাদ তাদের জন্য নয়।

আল্লাহর যে বান্দাহ এ দুনিয়ায় দু'টি চোখের মতো দু'টি নেয়ামতের অধিকারী ছিলো, আল্লাহ কোন হিকমতের কারণে সেই দু'টি চোখের আলো নিয়ে যাবার পর যে বান্দাহ আল্লাহর হৃকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকলো, সবর অবলম্বন করলো, তাকেও এই কর্মনীতির জন্য আল্লাহ জান্নাত দান করবেন।

একজন আবেদ থেকে একজন আলেম উত্তম একথাও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক জায়গায় বলেছেন। আবেদ তার মুক্তির জন্য ব্যক্ত থাকে। আর আলেম তার নিজের মুক্তিসহ গোটা উচ্চতরে মুক্তির জন্য অসংখ্য আবেদ-মুজাহিদ সৃষ্টির কাজে অহরহ কাজ করেন ব্যক্ত থাকেন। কাজেই আলেমের মর্যাদার সাথে আবেদের মর্যাদার তুলনা হতে পারে না।

۲۳۹ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ أَحْبَابِهَا - رواه الدارمي

২৩৯। হযরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের কিছু সামান্য সময় দীনের জ্ঞানালোচনা করা গোটা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেবার চেয়ে উত্তম (দারেমী)।

۲۴ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسِيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كَلَّاهُمَا عَلَىٰ حَيْرٍ وَاحْدَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَا هُؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُمْ وَأَمَا هُؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بَعْثَتُ مُعْلِمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ - رواه الدارمي

২৪০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত দুইটি মজলিসের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, উভয়েই উত্তম কাজ করছে। কিন্তু এদের এক দল অন্য দল অপেক্ষা উত্তম। একটি দল ইবাদতে লিপ্ত। তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করছে। তাঁর প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করছে। তাই যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদের দান করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় দলটি হলো ফকীহ ও আলেমদের। তারা ইলম অর্জন করছে, মূর্খ অঙ্গ লোকদেরকে ইলম শিখাচ্ছে। বস্তুত এরাই উত্তম দল। আমাকেও শিক্ষকরণে পাঠানো হয়েছে। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দলের সাথে বসে গেলেন (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটিতেও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের আলোচনাকে উত্তম ঘোষণা করেছেন। দুই দল মসজিদে নববীতে ছিলেন। একদল যিকির-আয়কার ও দোয়ায় রত ছিলেন, আর একদল জ্ঞানের আলোচনায়। হজুর উভয় মজলিসকে উত্তম বলে দ্বিতীয়টিতে বসে গেলেন এবং বললেন যে, জ্ঞানচর্চা ও আলোচনার মজলিসটি সবচেয়ে উত্তম।

۲۴۱ - وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءَ قَالَ سُئَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَدَّ الْعِلْمُ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلَى أَمْتِيْنِ أَرْبَعِينَ حَدِيْشًا فِي أَمْرٍ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا - رواه البیهقی فی شعب الایمان وقال قال الامام احمد هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له اسناد صحيح .

۲۸۱ । হয়রত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল ! ইলমের সীমা কি ? কোন সীমায় পৌছলে একজন লোক ফকীহ বা আলেম বলে গণ্য হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কল্যাণের জন্য দীন সংক্রান্ত চালিশটি হাদীস মুখ্য করেছে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন ফকীহ হিসাবে কবর হতে উঠাবেন । আর আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াত করবো ও তার আনুগত্যের সাক্ষ্য দেবো ।

হাদীসটি বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইমাম আহমাদ (র) আবু দারদার হাদীস সংক্ষে বলেছেন, এই হাদীসের বক্তব্য লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ কিন্তু এর কোন সহীহ সনদ নেই । মিশকাতের অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র) তার অনুবাদের টীকায় লিখেছেন, ইমাম নববী বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ সত্য, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় এ হাদীস অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে (আশিআতুল লুমাতাত) ।

۲۴۲ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ أَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ وَأَجْوَدُهُمْ مَنْ بَعْدِي رَجُلٌ عِلْمٌ عَلِمًا فَنَشَرَهُ يَاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْيَرًا وَحْدَهُ أَوْ قَالَ أَمْمَةً وَاحِدَةً - رواه البیهقی

۲۸۲ । হয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বলতে পারো, দান-খায়রাতের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় দানশীল কে ? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে বেশী জানেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দান-খায়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তাআলা । আর বনি

আদমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা আমি। আমার পরে সেই ব্যক্তি হলো বড় দানশীল যে ইলম শিখলো এবং এই ইলমের প্রসার ঘটালো। কিয়ামতের দিন সে একজন ‘আমীর’ অথবা বলেছেন, একটি উন্নত হয়ে উঠবে (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা : ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে এই হাদীসেও বলা হয়েছে। উন্নতের মধ্যে রাসূলের পরেই আলেম ব্যক্তি সবচেয়ে বড় দাতা। তিনি শিখেনও আবার শিখানও। এই ব্যক্তি একজন আমীরের ন্যায় কিয়ামতের দিন উঠবেন। অর্থাৎ একটা অনন্য বৈশিষ্ট্যসূচক মর্যাদার মালিক হবেন। তিনি কারো অধীন হবেন না। তার অধীন থাকবে অনেকে। এই ব্যক্তি বিরাট দলবল নিয়ে উঠবেন অর্থাৎ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

٢٤٣ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعُانِ
مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا - رواه
البيهقي في شعب اليمان

২৪৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো ভরে না। একজন জ্ঞানপিপাসু লোক। ইলম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হলো দুনিয়া পিপাসু। দুনিয়ার ব্যাপারে সে কখনো পরিত্রুণ হয় না (বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত এই দুই পিপাসা হলো জ্ঞানের পিপাসা ও ধনের পিপাসা, দু'টিরই সীমা-পরিসীমা নেই। যতো পায় ততই বেশী পেতে চায়, আরো পেতে চায়। তবে জ্ঞানের পিপাসা সর্বদা কল্যাণমূলী। ধনের পিপাসা সব সময় কল্যাণ বয়ে আনে না। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।

٢٤٤ - وَعَنْ عَوْنَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعُانِ
صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَىً
لِلرَّحْمَنِ وَأَمَا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادِي فِي الطُّفْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى أَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى قَالَ وَقَالَ لِلْأَخْرِ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . رواه الدارمي

২৪৪। তাবিয়ী হযরত আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : দুই লোভী বা পিপাসু ব্যক্তির কখনো পেট ভরে না। তার একজন হলেন আলেম আর অপরজন

দুনিয়দার। কিন্তু দু'জন মর্যাদায় সমান নয়। কেনোনা আলেম ব্যক্তি, তার প্রতি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর দুনিয়দার তো (ধীরে ধীরে) আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগতে থাকে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়দার ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন :

كَلَّا أَنَّ الْأَنْسَانَ لِيَطْغُى أَنْ رَأَهُ اسْتَغْفِنِي .

“কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ নিজকে (ধনে জনে মানে) স্বয়ংসম্পূর্ণ ভোবে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে” (সূরা ইকরাঃ ৬-৭)।

বর্ণনাকারী বলেন, অপর ব্যক্তি আলেম সম্পর্কে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ .

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয় আলেমরাই তাঁকে ভয় করে” (সূরা ফাতের : ২৮) (দারেমী)।

٤٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَهَّمُونَ فِي الدِّينِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَاتِي الْأَمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَا هُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنِي مِنَ الْفَتَادِ إِلَّا الشُوُكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَانَهُ يَعْنِي الْخَطَايَا - رواه ابن ماجة

২৪৫। হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উচ্চতের কতক লোক দীনের ইলম অর্জন করবে, কুরআন অধ্যয়ন করবে। তারা বলবে, আমরা আমীর-ওমারাদের কাছে যাবো এবং তাদের পার্থিব স্বার্থে কিছু ভাগ বসিয়ে আমাদের দীন নিয়ে আমরা সরে পড়বো। কিন্তু কখনো এমন হবার নয়। যেমন কাটা গাছ থেকে শুধু কাটাই পাওয়া যায়। ঠিক এভাবে আমীর-ওমারা তাদের সুবিধামত ফতোয়া উসুল করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপকার তাদের থেকে আদায় করা যায় না। মুহাম্মদ ইবনুস (র) সাববাহ বলেন, ‘কিন্তু’ শব্দ দ্বারা ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো শুনাহর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার স্বার্থবাদী আলেমদের একটি চিত্র ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আগের হাদীস-গুলোতে নিঃস্বার্থ আলেমদের উল্লেখ করার পর তিনি স্বার্থবাদী আলেমদের কথা

বলেছেন। ইলম হাসিলের মূল উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহু আল্লাহ, দীন, শরীয়ত, রাসূলের মিশনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য বুঝে সেভাবে চলা। মানুষকে সেদিকে আহবান করা। দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভে না পড়া। তিনি এই হাদীসে এক ধরনের আলেমের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তারা ইলম হাসিল করে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো না কোন উপায় ধরে আমীর-ওমারা ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে ধর্ণা দেয়। কেউ কখনো তাদেরকে তাদের এই গর্হিত কাজের প্রতি ইঙ্গিত দিলে বলে যে, তাদের পক্ষে কিছু রাষ্ট্রীয় ফতোয়া দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করে আমরা আমাদের দীনদারিসহ নিরাপদে ফিরে আসবো। এটা কখনো হবার নয়। এদের সাথে মেলা-মেশা করলে দীনদারি ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। তাই এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ
وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكَنَّهُمْ بَذَلُوا لِأَهْلِ الدُّنْيَا
لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمْعُتُ نَبِيًّا كَمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ جَعْلِ الْهُمُومَ هَمًا وَاحْدَأَهُمْ أَخْرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هُمْ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَ بِهِ
الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلْكَ - رواه ابن
ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قوله من جعل الهموم
إلى آخره .

২৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমগণ যদি ইলমের হিফায়ত ও মর্যাদা রক্ষা করতেন, উপযুক্ত ও যোগ্য লোকদের কাছে ইলম সোপর্দ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের ইলমের কারণে দুনিয়াদারদের নেতা হয়ে যেতেন। (কিন্তু তারা তা না করে) দুনিয়াদারদের কাছে তা বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ উদ্ধার করতে পারেন। তাই তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজের সকল মকসুদকে একমাত্র আখিরাতের মকসুদে পরিণত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার সমস্ত মকসুদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যার উদ্দেশ্য বিক্ষিণ্ড বিক্ষিণ্ড হবে নানা দিকে, তার জন্য আল্লাহর কোন পরওয়া নেই। চাই সে কোন জঙ্গলে (দুনিয়ায় যে কোন অবস্থায়) ধৰ্ম হোক (ইবনে মাজা; বায়হাকী এই হাদীসকে শুয়াবুল ইমানে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও আলেমদের প্রকৃত মর্যাদার উৎসের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইলমে দীন যে উন্নত মন-মানসিকতার বাহক, আলেমগণকেও সে

মান রক্ষার জন্য উন্নত মানের পথিক্র হতে হবে। দুনিয়ার স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লেই সব খোয়া যাবে। দুনিয়া বড় কথা নয়। এ দুনিয়া বড় অস্থায়ী। চিরস্থায়ী দুনিয়ার সপ্তর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখাই বড় মানের আল্লাহওয়ালা আলেমের কাজ। যারা আলেমের মর্যাদা বুঝবে, যারা আলেমদের ব্যাপারে সচেতন, তারাই তাদের সহচর হওয়া উচিত। নাম-ধার, শান-শান্তিকর, ধন-দৌলত পাবার জন্য দুনিয়াদার যালেম নেতাদের কাছে যাওয়া ইলমের বড় অর্থর্যাদা ও আলেমের জন্য বড় লাঞ্ছনার ব্যাপার।

খাটি ইলম, নির্ভীক আলেমের মর্যাদা দুনিয়ার ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি ও নেতার অনেক উপরে। কুরআন এ কথার বড় সাক্ষী। আল্লাহ বলছেন : “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক উন্নত করবেন” (সূরা মুজাদালা : ১১)।

আঁখেরাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে চললে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও আল্লাহ প্রশংস্ত করেন।

— وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَهُ الْعِلْمُ
السِّيَّانُ وَأَضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ — رواه الدارمي مرسلا

২৪৭। তাবিয়ী হযরত আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইলমের জন্য বিপদ হলো (ইলম শিখে) তা ভুলে যাওয়া (তাই যে সকল কাজ করলে ইলম ভুলে যায় তা না করা উচিত)। অযোগ্য লোক ও অপাত্রে ইলমের কথা বলা বা জ্ঞান দেয়া ইলমকে ধ্বংস করার শামিল (দারেমী মুরসালরপে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : لَكُلُّ شَبَّئِيْ إِفْهَمٌ لِلْعِلْمِ افَاتْ

“প্রতিটা জিনিসের একটা আপদ আছে, কিন্তু ইলমের আছে অনেক আপদ”। ইলম অর্জনের পর মারাত্মক আপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর এটা নিশ্চিত কথা যে, কোন জিনিস লাভ করার পর তা হারিয়ে যাওয়া এবং কোন জিনিস আতঙ্গ করার পর তা মুছে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া বড় ধরনের মানসিক শান্তি। এই হাদীসে তাকিদ দেয়া হয়েছে, যেসব কাজের কারণে মানুষ ভুলে যায় সেসব কাজ পরিহার করে চলা একান্ত উচিত। অর্থাৎ গুনাহ ও অপরাধ থেকে বঁচা। ওইসব কাজে মন লাগাবে না যেসব কাজ মনকে অলস করে দেয় বিমুক্ত করে ফেলে।

— وَعَنْ سُفِّيَّانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَعْبٍ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ
الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمْعُ — رواه الدارمي

২৪৮। হয়েরত সুফিয়ান সাওয়ী (র) হতে বর্ণিত। হয়েরত উমার ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়েরত কা'ব (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, অকৃত আলেম কে? কা'ব (র) বললেন, যারা অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করে। হয়েরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞেস করলেন, আলেমের মন থেকে ইলমকে বের করে দেয় কোন জিনিস? কা'ব (র) বললেন, লোভ-লালসা (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্মও আগের হাদীসের মতোই। আলেমের মান-মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এতে। হয়েরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কা'বকে জিজ্ঞাসিত কথাগুলো জানতেন না তা নয়। তিনি কা'বকে জিজ্ঞেস করে উত্তর বের করে এর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

২৪৯ - وَعَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْتَلْوِنَّ عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّرَّ شِرَارُ الْعِلْمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ
الْعِلْمَاءِ - رواه الدارمي

২৪৯। হয়েরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভালো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন : সাবধান! খারাপ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো খারাপ আলেমরা। আর ভালো লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো ভালো আলেমরা (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : আলেমদেরকে মানুষ মেনে চলে ও অনুসরণ-অনুকরণ করে। আলেমরা সমাজের উদাহরণ। তাই আলেমরা ভালো হয়ে চললে, দীনের সঠিক পথ মানুষদেরকে নির্দেশ করলে তারা তা ওনবে ও মেনে চলবে। আবার বিপরীত দিকে তারা খারাপ হলে, দীনের পথে না চললে, তারা যা করবে মানুষও তাই করবে। তাই ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমদেরকে ভালো থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন।

২৫০ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالَمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ - رواه الدارمي

২৫০। হয়েরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে মন্দ সেই ব্যক্তি হবে, যে তার ইলম উপকারী কাজে ব্যবহার করতে পারেনি (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এর মর্ম দুটো হতে পারে। হয় এর দ্বারা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থ করেছেন - ওই আলেম যে এমন ইলম শিখেছে যার দ্বারা কল্যাণ লাভ করা যায় না। অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী ইলম। যে ইলম থেকে কোন কল্যাণ লাভ হয় না। অথবা এর অর্থ ওই ধরনের আলেম যারা শরীয়ত ও দীনের ইলমই শিখেছে, কিন্তু এর উপর কোন আমল করেনি বা অপরের কোন উপকারণ করেনি।

২৫১ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ لِيْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْأَسْلَامَ
قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلْهُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ
المُضْلِّينَ - رواه الدارمي

২৫১। তাবিয়ী হযরত যিয়াদ ইবনে হোদাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো ইসলাম ধ্বংস করবে কোন জিনিসে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আলেমদের পদস্থলন, আল্লাহর কিতাব কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের বাক-বিভাগ এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকার জন্য দীন ইসলামের মতো একটি সুরম্য ইমারত তৈরি করে দিয়েছেন। দীনের এই অট্টালিকা ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ হলো, ইসলামের বুনিয়াদী ভিত্তি কলেমায়ে তৌহিদ, নামায, রোয়া, যাকাত, হজ্জ এসব বেকার হয়ে যাওয়া। আলেমরা যখন নিজেদের সত্যিকারের দায়িত্ব “আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকারের” কাজ বাদ দিয়ে নিজের আত্মার্থ চরিতার্থ করতে ভেট, তোগমা, পদবী, অর্থ গ্রহণ করবে, তোষামোদী হবে তখন এই সব বুনিয়াদী কাজ চিলা হয়ে যাবে। পরম্পর ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ হবে, প্রত্যেকে নিজকে ঠিক দাবি করে অপরকে বেঠিক ঘোষণা দিবে।

ঠিক এভাবে মুনাফিকরা প্রকাশে ইসলামকে মানবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইসলামের শিকড় কেটে ফেলবে। বেদায়াত ও কুফরী ছড়াবে। মুসলমানদের শাসক হবে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ। তখনই ইসলামের ধ্বংস অনিবার্য।

২৫২ - وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْعَلَمُ عَلِيًّا فَعِلْمَ فِي الْقَلْبِ فَذَاكِ الْعِلْمُ النَّافِعُ
وَعِلْمٌ عَلَى الْلِسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ - رواه الدارمي

২৫২। হযরত হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হলো অন্তরে। (এটাই হলো প্রকৃত ইলম) যা উপকারী। আর

অপর প্রকার ইলম হলো মুখে মুখে (শরঙ্গি বিধান)। আর এই ইলম হলো আল্লাহর পক্ষে বনি আদমের বিরুদ্ধে দলীল (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হযরত হাসান বসরী (র) ইলম দুই প্রকার বলেছেন। প্রথম ইলম হলো মনে অর্থাৎ বাতেন ইলম। আর দ্বিতীয় ইলমে হলো মুখে। এটা জাহেরী ইলম, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহের বা প্রকাশ্য দিক ঠিক না হবে ইলম বাতেন দিয়ে কোন কাজ হবে না। এভাবে বাতেন দিক ঠিক না হলে জাহির বা প্রকাশ্য দিক পরিপূর্ণ হবে না। একটার সাথে আর একটা জড়িত। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিচার হবে জাহেরের।

٢٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائِنِينَ فَامَا أَحَدُهُمَا فِيْكُمْ وَامَا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ
يَعْنِيْ مَجْرِي الطَّعَامِ - رواه البخاري

২৫৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম থেকে দুই পাত্র (প্রকারের ইলম) শিখেছি। এর এক পাত্র তো আমি তোমাদের মধ্যে বিস্তার করে দিয়েছি। আর দ্বিতীয় পাত্রের ইলম, তা যদি আমি তোমাদেরকে বলে দেই তাহলে আমার এই গলা কেটে দেয়া হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : প্রথম ইলম অর্থ হলো জাহের বা প্রকাশ্য ইলম। এর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য কাজের সাথে। যথা আহকাম, আখলাক ইত্যাদির সাথে। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলমকে দুই অর্থে ধরা যেতে পারে। প্রথমতঃ এর অর্থ হলো বাতেনী ইলম। যে ইলমের ভেদ রহস্য অর্থ সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। এর অর্থ গোপন। এই ইলম গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও আরেফদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আবু হোরাইরাকে বলে থাকতে পারেন : আমার পরে কোন একটি দলের বা জাতির পক্ষ থেকে একটি বড় ফিতনার সৃষ্টি হবে। এদের থেকে দীনের মধ্যে বিদায়াতের সৃষ্টি হবে। হয়তো বা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাদের নাম আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে দিয়েছেন। ‘আমার গলা কাটা যাবে’ দ্বারা আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন, যদি আমি এসব নাম বলে দেই তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি নাম উল্লেখ করেননি।

এই দ্বিতীয় ইলম বা দ্বিতীয় পাত্রের ব্যাপারে কারো কারো মত হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পর যেসব জালেম শাসক শাসন করবে তাদের

প্রতি ইঙ্গিত ছিলো। গোলমালের ভয়ে আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের কথা প্রকাশ করেননি। এক্ত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

٢٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلِيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَقُولْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ تَقُولُ لَمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَبِّيهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ -

متفق عليه

২৫৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে শোকেরা! তোমাদের যে যা জানে তা-ই যেনো বলে। আর যে কিছু জানে না সে যেনো বলে আল্লাহই অধিক জানেন আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। কারণ যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই সে ব্যাপারে “আল্লাহই সবচেয়ে বেশী অবগত আছেন” একথা বলাই তোমার জ্ঞান। কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : “আপনি বলুন, আমি (দীন প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই” (সূরা সাদ : ৮৬) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছেন, “হে নবী! লোকদেরকে আপনি বলে দিন, আল্লাহ যা কিছু ‘ইলম’ আমাকে দিয়েছেন, আর যা কিছু আমাকে শিখিয়েছেন, তারপর এই ইলমকে প্রসারিত করার জন্য যে হকুম দিয়েছেন তা মানুষকে আমি পৌছিয়েছি, শিখিয়েছি। এছাড়া আমি আমার তরফ থেকে আর কিছু দাবি করিনি। আর ওই সব ব্যাপারেও আমি কোন আলাপ-আলোচনা করি না যা দুর্বোধ্য ও কঠিন হবার কারণে জনগণের বোধগম্যের বাইরে। কারণ এরকম করলে খামাখা মানুষকে কষ্ট দেয়া হয়।

٢٥٥ - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظِرُوهُ مِنْ تَائِذْنِنَ دِينِكُمْ - رواه مسلم

২৫৫। তাবিয়ী হ্যরত ইবনে সীরীন (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিচয় এই (কিতাব ও সুন্নাতের) ইলম হচ্ছে দীন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, তোমরা তোমাদের দীন কাছ থেকে গ্রহণ করছো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুরের এই ইরশাদের উদ্দেশ্য হলো হঁশিয়ার করে দেয়া যে, তুম যখন কোন ইলম হাসিল করার ইচ্ছা পোষণ করো, হাদীস শিখতে চাও, ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাচাই করে নাও, যার থেকে ইলম শিখছো, হাদীস

পড়ছো তিনি কি ধরনের মানুষ। সে নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আলেম বা বর্ণনাকারীর অবস্থা ভালো করে না জানবে, তার শ্রবণশক্তি, পরহেজগারী, দীনদারী সম্পর্কে অবগত না হবে, তাকে ওন্তাদ বানাবে না। যে কোন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করবে না। বিশেষত বিদ্যাতাত্পত্তী ও নফসের দাস, তাকওয়াহীন মানুষ হতে ইলম ও হাদীস শিখবে না।

٢٥٦ - وَعَنْ حُذِيفَةَ قَالَ يَا مَعْشِرَ الْقُرَاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبَقًا
بَعِيْدًا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وُشِمَالًا لَّقَدْ ضَلَّتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا - رواه البخاري

২৫৬। হ্যরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কারীগণ (কুরআন বিশেষজ্ঞগণ)! সোজা সরল পথে চলো। কেনোনা (প্রথমে দীন গ্রহণ করার কারণে পরের লোকদের তুলনায়) তোমরা অনেক এগিয়ে আছো। অপরপক্ষে যদি তোমরা ডান ও বামের পথ অবলম্বন করো, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূরে চলে যাবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : ‘কারীগণ’ বলতে এখানে কুরআনের বাণী বাহক ও কুরআনের বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীগণকে বুঝানো হয়েছে। তারা হলেন প্রথম পর্যায়ের সাহাবা, যারা রাসূলের প্রথম দিকের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তারা প্রথমেই কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছিলেন, তাই তারা ঈমানের পরিপূর্ণতায় ও মর্যাদায় পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীদের মর্যাদায় এসে পৌছতে পারবে না।

মোটকথা, এইসব মর্যাদাবান সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে হ্যরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, তোমরা শরীয়ত তরীকত’ হাকীকতের পথে ইস্তেকামাতের সাথে (স্বচ্ছ ও মজবুত) থাকো। কারণ ‘ইস্তেকামাত’ হাজার ‘কারামাত’ থেকেও উত্তম। মজবুত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে কল্যাণকর ইলম (জ্ঞান) ও আমলে সালেহ্ব উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডয়মান থাকার নাম হলো ইস্তেকামাত।

٢٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا
بِاللَّهِ مِنْ جُبَابِ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبَابُ الْحُزْنِ قَالَ وَادِ فِي جَهَنَّمَ
يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا
قَالَ الْقُرَاءُ الرَّأْوُنَ بِأَعْمَالِهِمْ - رواه الترمذى وكذا ابن ماجة وزاد فيه

وَكَنْ مِنْ أَبْعَضِ الْقُرُّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَمْرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبُ
يَعْنِي الْجَوَرَةَ .

۲۵۷ । ইয়েরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবা কিরামদের উদ্দেশ্য) বললেন, তোমরা 'জুবুল হোয়ন' থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও । সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! জুবুল হোয়ন কি ? তিনি বলেন, এটা হলো জাহান্নামের একটি গর্ত । এই গর্ত হতে বাঁচার জন্য (জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা) জাহান্নাম নিজেই দৈনিক চারশ' বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় । জিঞ্জেস করা হলো, এতে (এই গর্তে) কারা যাবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রদর্শনীমূলক আমলকারী কুরআন অধ্যয়নকারী (তিরিয়ী ও ইবনে মাজা) ইবনে মাজার বর্ণনায় আরো আছে : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমারার সাথে বেশী বেশী মেলামেশা করে ।

ব্যাখ্যা : "মুবুল হোফন" হলো দোষখের একটি ঘাঁটির নাম । এটা খুবই গভীর । বড় আকারের গভীর কৃপের মতো । এই 'মুবুল হোফন' এতো ভয়ংকর ও ভীতিজনক যে, জাহান্নামের অধিবাসী তো দূরের কথা, স্বয়ং জাহান্নামও এর ভয়ে ভীত । সে এর ভয়াবহ দম্পত্তি আয়াব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় । কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব । মানুষের পরকালীন মুক্তির জন্য, ইহকালীন সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা রয়েছে এই কুরআনে । কাজেই কুরআনকে মনে-প্রাণে, বুঝে-শুনে, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও দুনিয়ায় এর বিধান কায়েম করার নিয়তে অধ্যয়ন করতে হবে একান্ত অনাবিল মনে খালেসভাবে । এর বিপরীতে যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কোরআন অধ্যয়ন ও এর উপর আমল করে, সেই রিয়াকারের জন্য এই ভয়াবহ জাহান্নাম । কুরআনের উপর সঠিক আমল করে এই আয়াব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতি জানাতে হবে ।

۲۵۸ - وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ
يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سَمْهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ
إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ حَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتِ
أَدْبِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ - رواه البیهقی فی
شعب الایمان

২৫৮। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন শুধু নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের শুধু অক্ষরই বাকী থাকবে। তাদের মসজিদগুলো তো দৃশ্যত আবাদ থাকবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিদায়াত থেকে শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নীচে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক। (জালেমদেরকে তাদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে) ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এরপর এই ফিতনা তাদের দিকেই ফিরে আসবে (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা ৪। এই হাদিসে ওই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন বিশ্বে ইসলাম তো বিদ্যমান থাকবে কিন্তু মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রকৃত কুরআন বা প্রাপ্তশক্তি থাকবে না। দেখতে ও বলতে তো মুসলমান বলা যাবে, কিন্তু এদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত দাবি ও উদ্দেশ্য যা, তা থাকবে না। কুরআন তো মুসলমানদের একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর এক একটি শব্দ মুসলমানদের দীন-দুনিয়ার জীবনের পথপ্রদর্শক। অথচ এই সময়ে এই কুরআন শুধু বরকতের জন্য তিলাওয়াত করা হবে। এখানে 'রুসমে কুরআন' অর্থাৎ প্রথাগত কুরআন তথা তাজবীদ ও কিরায়াতের সাথে কুরআন পড়া হবে কিন্তু কুরআন অনুধাবন হতে মন থাকবে নিষ্ঠাশূন্য। মসজিদ অনেক হবে। নামাযীও দেখা যাবে। কিন্তু নামাযীদের যে বৈশিষ্ট্য, নামাযের যে আবেদন তা তাদের মধ্যে থাকবে না।

এভাবে আলেমদেরকে ঝুঁটি ও দীনী পথপ্রদর্শক বলা হলেও তারা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে দূরে সরে পড়বে। ধর্মের নামে বিভিন্ন ফিরকার সৃষ্টি করবে। জালেম ও অত্যাচারীদের সহযোগিতা করবে। এর ফলে সমাজে ফিতনা ফাসাদের বীজ বগিত হবে।

٢٥٩ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَانَ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَتَحْنَ نَقْرًا الْقُرْآنَ وَتَقْرِءُهُ أَبْنَاهَا وَيَقْرِءُهُ أَبْنَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ تَكْلِيْتُكَ أُمُّكَ زِيَادَ أَنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْ لَيْسَ هُذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرُؤُنَ التُّورَةَ وَالْأَنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا -
رواه احمد وابن ماجة وروى الترمذى عنه نحوه وكذا الدارمى عن أبي
امامة .

২৫৯। হ্যরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, সেটা ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ ধারাবাহিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক। আমি তো তোমাকে মদীনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম। এসব ইয়াহুনী ও নাসারাগণ তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়ছে। অথচ তারা তদন্যায়ী কাজ করছে না (আহমদ, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিয়ীও অনুরূপ হ্যরত যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেমীও আবু উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিয়াদকে বললেন, তুমি আমার কথা না বুঝেই কথা বলছো। কুরআন শুধু পড়া ও এতে যে ইলম আছে তা জানাই যথেষ্ট নয়। কুরআন পড়তে হবে, এর ইলম হাসিল করতে হবে, এর উপর পরিপূর্ণ আমল করতে হবে। মূল উদ্দেশ্যই আমল বা বাস্তবায়ন করা। যদি বাস্তবায়নই করা না হয় তাহলে কুরআন উঠে যাওয়া হলো না! কুরআনের উপর বাস্তব আমল করতে হবে। আমল করতে হলেই আগের দু'টো কাজ অধ্যয়ন ও এর ইলম হাসিল করতে হবে।

٢٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسُ تَعْلَمُوا الْقُرْئَنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسُ تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسُ فَإِنَّ امْرًا مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيْقَبْضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَ حَتَّى يَخْتَلِفَ إِثْنَانٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا - رواه الدارمي والدارقطني

২৬০। হ্যরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তোমরা ইলম শিখো, (মানুষকে) শিখাও। অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো (বা ফরায়ে) শিখো, অন্যকেও শিখাও। এভাবে কুরআন শিখো, মানুষকেও শিখাও। নিচ্ছয়ই আমি একজন মানুষ। আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ইলমও উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাবে, এমনকি দুই ব্যক্তি একটি অবশ্য পালনীয় ব্যাপারে

মতভেদ করবে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে এই দুইজনের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।

٢٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ
عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - رواه احمد
. والدارمى .

২৬১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা কারো কোন কাজ হয় না এমন ইলম বা জ্ঞান ওই ধনভাণ্ডারের মতো যা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না (আহমাদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : ধনভাণ্ডারের ধন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। তা এই নেয়ামতদানকারী আল্লাহর রাহে খরচ করা উচিত। যারা তা করে না তাদের মতোই হলো ওই লোকেরা যারা ইলম অর্জন করেও ইলম থেকে উপকৃত হয় না।

كتاب الطهارة (পাক-পবিত্রতার বর্ণনা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٢ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ شَطَرُ الْإِيمَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانَ أَوْ تَمَلُّاً مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّيْرُ ضِيَاءُ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَفْدُونَ فَيَائِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤْيَقُهَا - رواه مسلم وفي روایة لا إله إلا الله وألم أكبر تَمَلَّانَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصُّحْيَنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَا فِي الْجَامِعِ . وَلَكِنْ ذَكْرُهَا الدَّارِمِيُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

২৬২। হযরত আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাক-পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। ‘আলহামদু লিল্লাহ’ মানুষের আমলের পাল্লাকে ভরে দেয়। ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহ’ সওয়াবে ভরে দেয় অথবা বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হলো নূর। দান-খয়রাত হলো দলীল। সবর হলো জ্যোতি। কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক স্লোক ভোরে ঘূম হতে উঠে নিজের জীবনকে তাদের কাজে বিক্রি করে দেয়। তাই সে তার জানকে হয় আযাদ করে দেয় অথবা জীবনকে ধ্রংস করে দেয় (মুসলিম)।

আর এক বর্ণনায় এসেছে, ‘لَا إِلَهَ إِلَّا لَلَّهُ أَكْبَرُ’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব ভরে দেয়। মিশকাতুল মাসাবীহের সংকলক

বলছেন, আমি এই বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমের কোথাও পাইনি। কিংবা হোমাইদী বা জামেউল উসুলেও পাইনি। অবশ্য দারেমী এই বর্ণনাটিকে সুবহানাল্লাহে আলহামদু লিল্লাহ-র জায়গায় ব্যবহার করেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ‘তাহারাত’ বা পাক-পবিত্রতার অসীম গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। ‘পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক’, হজুরের একথা হতেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈমান আনার পর সকল ছোট-বড় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর উজু দ্বারা শুধু ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। তাই তাহারাত বা পাক-পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

ব্যাক্যটির অর্থ হচ্ছে ‘সোবহানাল্লাহে ওয়ালহামদু লিল্লাহে’ পড়া ও ‘ওজিফা’ আকারে আমল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এ দু’টি শব্দকে এক দেহের মতো যদি মনে করা হয় তাহলে এটা এতো বৃহৎ যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে তা ভরে দেবে।

বলা হয়েছে, নামায হলো ‘নূর’। নামায এমন ইবাদত, যা কবরের ঘোর অন্ধকারে ও কিয়ামতের দিশেহারা সময়ে নূর বা আলোক রশ্মির কাজ দেবে অথবা এমন এক আলো যা মুমিনকে গুনাহ ও খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। নেক কাজ সওয়াব ও কল্যাণের দিকে পথ দেখায়। অথবা এইজন্য নামাযকে নূর বলা হয়েছে যে, নামায আল্লাহকে চেনার ও জানার জন্য মুমিনের ‘কলবে’ বা মনে আলোর ফোকাস করে। আল্লাহহ্য অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর প্রতি আকর্ষণ যোগায়। মনোযোগের নামাযে মুমিনের চেহারায় সৌভাগ্যের পরশমনিকৃপে ঝলঝল করে উঠে।

‘সদাকার’ কথাও এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। কারণ সদাকা বা দান-খয়রাত মুমিনের ঈমানের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। তার মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতি বুবায় অথবা কিয়ামতের দিন তাঁর ধন-সম্পদ খরচের খাতের ব্যাপারে যখন প্রশ্ন করা হবে তখন এই সদাকা তার খরচের সৎ নিয়তের সাক্ষী হবে। প্রদর্শনী বা দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা হয়নি তার প্রমাণ হবে।

‘সবর’ বা ধৈর্য ধারণকে ‘জ্যোতি’ বলা হয়েছে। বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ, বিশেষ করে ঈমানের পথে অবিচল থাকতে গেলে যেসব বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট, নিপীড়ন-নির্যাতন আসে সে সময় ধৈর্য ধারণ করে অটল থাকা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে সদা প্রস্তুত ও গুনাহখাতা হতে বাঁচার জন্য ধৈর্য ধারণকেও বুবায়। এসব অবস্থায় দৃঢ় থাকার জন্য ‘সবর’ জ্যোতি হিসাবে কাজ করে।

কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অর্থ যদি তুমি কুরআনের বিধি অনুযায়ী খালেস মনে কাজ করো, তোমার চূড়ান্ত হিসাবের দিন এই কুরআন তোমার

পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে, দলীল হবে। আর না করলে তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।

‘জীবনকে ক্রয়-বিক্রয়’ করে দেবার অর্থ হলো, কোন কাজে মানুষের লেগে যাওয়া, আঘানিয়োগ করা নিজেকে সপে দেয়া। বাক্যটির অর্থ হলো, মানুষ দিনের শুরুতে ঘূম থেকে উঠেই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেকর্মে লেগে যায়। তার এই কাজ যদি আল্লাহর নির্দেশিত রেখার উপর দিয়ে চলে, আখিরাতের মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে, তাহলে সে নিজের জীবনকে পরকালীন আয়াব থেকে বাঁচিয়ে নিলো। আর যদি এর বিপরীত পদ্ধতিতে কাজে মশগুল হয়ে যায়, পরকালীন মুক্তি লক্ষ্য না হয় তাহলে সে নিজেকে খৎস করে দিলো। আয়াবে আখিরাতে নিজেকে ফেলে দিলো।

٢٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطُى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَدَ مَرَّتَيْنِ - رواه مسلم وفي رواية الترمذى ثلاثا .

২৬৩। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ করে) বললেন : তোমাদেরকে কি আমি এমন জিনিসের কথা বলবেন যা দিয়ে আল্লাহ ত্তাআলা তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন আর এসব কাজ (জান্নাতেও) তোমাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, কষ্ট হলেও (অসুখ বা শীতে) ওজু পরিপূর্ণভাবে করবে। (নিজের বাড়ী হতে যসজিদ দূরে হবার কারণে) যসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখবে। এক বেলা নামায আদায়ের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে। আর এটাই হলো ‘রেবাত’ অর্থাৎ প্রস্তুতি গ্রহণ। মালিক ইবনে আনাসের বর্ণনায়, ‘এটাই রেবাত, এটাই রেবাত’ দুইবার বলা হয়েছে (মুসলিম)। আর তিরিমিয়ীতে তা তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যার কারণে আল্লাহ ত্তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে অসীম মেহেরবানী ও মর্যাদা দান করবেন। এ কাজগুলোর প্রথম হলো উজু। উজু তো নামাযের জন্য প্রথম শর্ত। কাজেই নামায আদায় করতে হলে উজু করতে হবে। হাদীসে এই উজুর প্রতি বিশেষ সময়ে

বেশী লক্ষ্য আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন প্রচণ্ড শীতের সময় ও অসুস্থতার সময় সাধারণত উজুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। এটা হওয়া উচিত নয়। এসব সময়ে উজুর পরিপূর্ণতার প্রতি বেশী লক্ষ্যারোপ করবে।

দ্বিতীয় হলো মসজিদের দিকে বেশি বেশি যাতায়াত, এটা মসজিদ তথা আল্লাহর ঘরের প্রতি পবিত্রতার আকর্ষণের লক্ষণ। যদি বাড়ী হতে মসজিদ দূরে হয় তাহলে জামায়াত বা নামায পাবার জন্য হেঁটে মসজিদে পৌছলে অশেষ সওয়াবের মালিক হবে।

এক বেলা নামায মসজিদে আদায় করার পর দ্বিতীয় বেলা নামাযের জন্য মসজিদে অপেক্ষা করা অসীম সওয়াবের কাজ। যদি কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হয়েও যায় তবু মনের সম্পর্ক থাকে মসজিদের সাথে। কখন আবার ফিরে যাবে পরের নামায পড়তে সেজন্য উদ্বিগ্ন থাকে মন। এর অনেক সওয়াব ও মর্যাদা। এটাকেই হাদীসে ‘রিবাত’ বলা হয়েছে। রিবাত হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে শত্রু পক্ষের হামলা থেকে দেশকে নিরাপদ রাখাতে প্রহরা দেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে :

بِأُبْدِيَّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأَبِطُوا .

“হে ঈমানদারেরা! (বিপদাপদে) সবর অবলম্বন করো, মোকাবেলা হলেও সবর করো। শত্রুপক্ষের হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকো” (সূরা আল ইমরান : ২০০)।

এখানে রেবাত অর্থ হলো, এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর পরের ওয়াক্ত নামাযের জন্য মানসিকভাবে তৈরী ও উদ্বিগ্ন থাকা। ওখানে শত্রু পক্ষ হতে রক্ষার জন্য, আর এখানে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

٢٦٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَارِهِ - متفق عليه

২৬৪। হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উজু করে এবং উত্তমভাবে উজু করে, তার শরীর হতে তার সকল গুনাহখাতা বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ হতেও তা বের হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও উজুর ফয়েলাত ও তাহারাতের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। নামাযের আগে কুরআন তেলওয়াতের আগে উজু করতে হয় এবং তা

ফরয় ওয়াজিব থেকে শুরু করে শুনাহাব কাজগুলো পর্যন্ত অতি উত্তমভাবে করলে তার শরীরের সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। যে যত বেশী উজ্জু করবে, যতো ভালো করে উজ্জু করবে তার গুনাহখাতা ততো বেশী মাফ করে দেয়া হবে। গুনাহ মাফের আধিক্য বুবৰার জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, এমনকি তার নথের নিচের গুনাহও মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ উজ্জু দ্বারা এক ব্যক্তির শুধু প্রকাশ্য গুনাহই মাফ হয় না, অপ্রকাশ্য (বাতেনী) গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَّلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيبَةٍ نُظَرَ إِلَيْهَا بَعْيَنْبَةٍ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أَخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَّلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيبَةٍ كَانَ بَطْشَتَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أَخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَّلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيبَةٍ مُشَتَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أَخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ - رواه مسلم

২৬৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দাহ উজ্জু করে এবং তার চেহারা ভালো করে ধূয়ে নেয়। এতে তার চেহারা হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোটার সাথে তার চোখের দ্বারা কৃত গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত দিয়ে করা তার সকল গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সে যখন তার দুই পা ধোয়, তার পা দ্বারা করা সকল গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোটার সাথে বের হয়ে যায়। অতএব সে (উজ্জুর জায়গা হতে উঠার সময়) সব গুনাহখাতা হতে পাক-সাফ হয়ে যায় (মুসলিম)।

٢٦٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُخْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرَكْعَعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرًا وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ - رواه مسلم .

২৬৬। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয নামাযের সময় হলে উত্তমভাবে উজ্জু করে, বিনয় ও ভীতি সহকারে রংকৃ করে (নামায পড়ে তার এই

নামায), তা তার নামাযের আগের শুনাহর কাফফারা হয়ে যায়, যদি সে শুনাহ কবিবা না করে থাকে। এইভাবে চলতে থাকবে সব সময় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ : খুশ ও খুজু হলো নামাযের মূল স্পিরিট। এই নামাযই একজন মানুষের আয়েযী, ইনকেসারী, বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। নামাযে ‘খুশ-খুজু’ যতো বেশী হবে, নামায ততোবেশী উঁচু মানের হিসাবে আল্লাহর কাছে কবুল হবে। নামাযের যতো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (যাহের-বাতেন) কাজ আছে সব কাজ সুন্দর ও বিন্দুভাবে আদায় করবে। হৃদয় নরম রাখবে। খুব ধীরস্ত্রিভাবে দাঁড়াবে। সেজদার জায়গায় নজর নিবন্ধ রাখবে। নামায ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করবে না। শরীর, কাপড়-চোপড় ও দাঢ়ি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করবে না। ভানে-বামে তাকাবে না। চোখ বক্ষ করে রাখবে না। এভাবে নামায পড়লেই ‘হজুরে কলব’ সৃষ্টি হবে। ‘হজুরে কলবের’ সাথে নামায আদায় করলে তা আল্লাহ কবুল করেন।

٢٦٧ - وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَانْرَغَ عَلَى يَدِيهِ ثَلَاثَةِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَثْرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْقَقِ ثَلَاثَةِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْقَقِ ثَلَاثَةِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَةِ ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثَةِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِيْ هَذَا ثُمَّ بَصَلَّى رَكْعَتِيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه ولفظه
للبخاري .

২৬৭। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি উজ্জু করলেন, প্রথমত তিনবার নিজের দুই হাতের কজি পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন। নাক ঝোড়ে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধুইলেন। এভাবে বাম হাতও কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর ডান পা তিনবার ও বাম পাও তিনবার করে ধুইলেন। এরপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যেভাবে উজ্জু করলাম এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজ্জু করতে দেখেছি। তারপর নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমার মতো উজ্জু করবে ও দুই রাকয়াত (নফল) নামায পড়বে, মনের সাথে কোন কথা না বলে নামায পড়বে, তার পেছনের সব শুনাহখাতা মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)। এই বর্ণনার শব্দসমূহ বুখারীর।

ব্যাখ্যা : উজুর স্থানসমূহ তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত। তিনবারের চেয়ে বেশী ধোয়া সকল আলেমের মতেই মাকরহ। উজুর পরে তাহিয়াতুল উজুর নামে দুই রাকয়াত নামায পড়াও সুন্নাত।

নামায 'হজুরে কলব' সহকারে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। বাজে চিন্তা-ধাঙ্কা যেনো মনে উদ্বেক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٢٦٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضْوَءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصْلِيُ رُكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقُلْبِهِ وَوَجْهِهِ أَوْ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - رواه مسلم

২৬৮। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান উজু করে এবং খুব ভালো করে উজু করে, এরপর দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দুই রাকয়াত নামায আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে উজু করার কথা। উত্তমভাবে উজুর সব নিয়ম কানুন আদায় করে উজু করার পর তাহিয়াতুল উজু দুই রাকয়াত নামায আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ। এখন এভাবে সব সময় আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

٢٦٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَائِيلُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ . هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيفَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْمَّدُ الدِّينِ النَّوْوَيُّ فِي أَخْرِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التَّرِمِذِيُّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحْمَّدُ السَّنْدَةُ فِي الصِّحَّاحِ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ

الْوُضُوءُ إِلَى أَخْرِهِ . رواه التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِعِينِهِ إِلَّا كَلِمَةً أَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ مُحَمَّداً .

২৬৯। হয়েরত উমর ইবনুল খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে ব্যক্তি উজু করবে এবং উত্তমভাবে অথবা পরিপূর্ণভাবে উজু করবে এরপর বলবে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’। আর এক বর্ণনায় আছে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল’। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এসব দরজার যেটি দিয়ে তার খূশী সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী তার আফরাদে মুসলিম গ্রন্থে, ইবনুল আসীর জামেউল উসুল গ্রন্থে এক্রপ ও শায়খ মহিউদ্দিন নববী মুসলিম-এর হাদীসের শেষে আমি যেক্রপ বর্ণনা করেছি এক্রপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী উপরোক্ত দোয়ার পরে আরো বর্ণনা করেছেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামিল করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য করো”। মুহিউস সুন্নাহ তার সিহাহ গ্রন্থে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, “যে উজু করলো ও উত্তমভাবে তা করলো শেখ ... পর্যন্ত। তিরমিয়ী তার জামে কিতাবে হ্বহু এটাই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি “আন্না মুহাম্মাদান” শব্দের পূর্বে “আশহাদু” শব্দটি বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : মর্যাদা হিসাবে জান্নাত আটভাগে বিভক্ত। এখানে আটটি দরজার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রকৃতই আটটি দরজা নয়। প্রত্যেক জান্নাতকে দরজা হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে।

“হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার” অর্থ হলো আমি যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো অন্যায় করে ফেলি সাথে সাথেই তওবা করে

আমার ফিরে আসার তৌফিক দান করো! আল্লাহ বলেছেন : তাওবাকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।

٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْتَى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجْلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلْ غُرْتَهُ فَلِيَفْعُلْ - متفق عليه

২৭০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার উষ্মাতকে (বেহেশত যাবার জন্য) এই অবস্থায় ডাকা হবে যখন তাদের চেহারা উজ্জুর কারণে ঝকঝক করতে থাকবে, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকাতে থাকবে। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি এই উজ্জলতাকে বাড়াতে সক্ষম সে যেনো তাই করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'গুরুরূপ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হাদীসে। এর বহুবচন 'আগাররূপ'। অর্থ চকচকে চেহারা। 'মুহাজাল' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যার হাত-পা সাদা ধৰধৰে। অর্থ হলো যারা সুন্দরভাবে উজ্জু করবে, কিয়ামতের দিন এই উজ্জুর কারণে তাদের সারা দেহ রৌশন হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে নামাযীদেরকে জান্নাতে যাবার জন্য ডাকা হবে। এদের মধ্যে এরাই উজ্জল চেহারা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে প্রথমে।

٢٧١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ - رواه مسلم

২৭১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (জান্নাতে) মুমিনের অলংকার অর্থাৎ উজ্জুর চিহ্ন সেই পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত উজ্জুর পানি পৌছবে (তাই উজ্জু সুন্দরভাবে করবে) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্ম হলো, যেসব জায়গায় উজ্জুর পানি পৌছাতে হয় উজ্জু করার সময়, সেসব স্থানে যদি ভালো করে পানি পৌছিয়ে ধূমে নেয়া হয়, তাহলে এই উজ্জুর প্রতি যত্ন নেয়া ও এর প্রতি সতর্ক থাকার কারণে জান্নাতে দেহের এসব অংশে জান্নাতের অলংকার পরিয়ে ঝকঝক তক্তক করে রাখা হবে। উজ্জু যত বেশী পরিপূর্ণ হবে, সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণ করবে, জান্নাতে এর পুরস্কার ততো বেশী মূল্যবান ও সুন্দর হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৭২ - عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلَا تُخْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصُّلَوةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ - رواه مالك واحمد وابن ماجة والدارمي .

২৭২। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (হে মুমিনগণ!) তোমরা দীনের উপর যথারীতি থাকবে। (কিন্তু এরপরও) তোমরা সকল (কাজ) পারবে না। মনে রাখবে তোমাদের সকল কাজের মধ্যে নামায়ই হচ্ছে সর্বোত্তম মুমিনরা ছাড়া উজুর সব নিয়ম-কানুনের প্রতি অন্য কেউ লক্ষ্য রাখে না (মালেক, আহমাদ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : সঠিক সোজা থাকার অর্থ হলো, নেক কাজের ব্যাপারে অটুট থাকা। সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা। এন্দিকে-ওদিকে থারাপ পথের দিকে তাকাবে না। একাজ কিন্তু এতো সহজ নয়। বেশ কঠিন। তাই বলা হয়েছে, ‘লান তুহসু’ পরিপূর্ণ ও মজবুতির সাথে টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাআলাও একথা রাসূলকে বলেছেন :

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .

“আপনি সঠিক থাকুন, যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা আপনার সাথে তওবা করেছে তারাও” (সূরা হৃদ : ১১২)।

এই নির্দেশানুসারেই আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে সকল আমলে সব সময় সঠিক থাকার ও সঠিকভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে নামায়ের কথা বলা হয়েছে। নামায়ের জন্য উজু ও পাক-পবিত্রতা প্রয়োজন। তাই এই হাদীসে বলা হয়েছে উজুর পরিপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। কারণ কামিল মুমিনদের মন ও মগজ আল্লাহ তাআলার জ্যোতিতে সব সময় জ্যোতিময় থাকে।

২৭৩ - وَعَنْ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ - رواه الترمذى

২৭৩। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উজু থাকতে উজু করে তার জন্য অতিরিক্ত দশটি নেকী রয়েছে (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : একে তো উজুতেই অনেক সওয়াব। যে ব্যক্তি একবার উজু করে কোন আমল করে অর্থাৎ কোন ফরয, ওয়াজিব, নফল নামায ইত্যাদি আদায় করে, এরপর উজু থাকা অবস্থায়ই আবার কোন ইবাদত, নামায ইত্যাদি পড়ার সময় হলে নতুন করে উজু করে, আল্লাহ তাকে দশ গুণ সওয়াব দান করবেন। তবে একবার উজু করার পর কোন নামায না পড়ে এই উজু থাকা অবস্থায় আবার উজু করাকে অনেক আলেম মাকরহ বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٧٤ - عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفتَاحُ الْجَنَّةِ
الصَّلَاةُ وَمَفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ - رواه احمد

২৭৪। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের চাবি হলো নামায। আর নামাযের চাবি হলো উজু (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : তালাবদ্ধ দরজা যেমন চাবি ছাড়া খোলা যায় না। তেমনি উজু ছাড়াও নামায আদায় হয় না। আর নামায আদায় করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। নামাযের হিফাযতের কথা তাকিদ দিয়ে বলা হয়েছে এই হাদীসে।

٢٧٥ - وَعَنْ شَبَّابِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رُجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى الصَّبْعَ
فَقَرَأَ الرُّوْمَ قَالَ تَبَسَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَفْوَامِ يُصَلِّونَ مَعَنَّا لَا
يُخْسِنُونَ الطَّهُورَ وَإِنَّمَا يُلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلَئِكَ . رواه النسائي

২৭৫। হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে কর্মের কোন এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। এতে তিনি সূরা জুম তিলাওয়াত করলেন। নামাযের মধ্যে তিলাওয়াতে তাঁর সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। নামাযশেষে তিনি বললেন, মানুষের কি হলো! তারা আমার সাথে নামায পড়ছে অথচ উজু ভালো করে করছে না। এরাই নামাযে আমার কিরায়াতে সন্দেহ সৃষ্টি করায় (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে কোন ইবাদত বা আগলের সুন্নাত বা আদব পালন করলে তার ফল শুধু পালনকারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যান্য শরীকদের কাছেও এর ফল পৌছে। আবার বিপরীত দিকে এতে কোন ত্রুটি

হলে তারও খারাপ প্রভাব অন্যান্যদের উপর পড়ে। এর থেকে পরিষ্কার বুরো গেলো, মোকাদীর তাহারাত বা উজুতে কোন গড়বড় হলে তার প্রভাব ইমামের উপরও পড়ে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে পর্যন্ত সন্দেহ হয়। অতএব নামায়ীকে অতি উত্তমভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে নামাযে অংশগ্রহণ করা উচিত।

٢٧٦ - وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ سُلَيْمَ قَالَ عَدْهُنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَدِيْ أَوْ فِيْ يَدِهِ قَالَ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيزَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ وَالْتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاِ وَالْأَرْضِ وَالصُّومُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالظَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ - رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن .

২৭৬। সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি (যিনি সাহাবী ছিলেন) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কথা আমার হাতে অথবা তাঁর নিজের হাতে গুনে গুনে বললেন। ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা হলো পাল্লার অর্ধেক। আর ‘আলহাম দুলিল্লাহ’ বলা হলো পাল্লাকে পূর্ণ করা। ‘আল্লাহ আকবার’ বলা হলো আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু পূর্ণ করে দেয়া। ‘রোয়া’ হলো সবরের অর্ধেক এবং পাক-পবিত্রতা হলো ইমামের অর্ধেক (তিরমিয়ী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি জিনিসের মর্যাদার কথা বলেছেন। হাদীসে ‘রোযাকে’ সবরের অর্ধেক বলা হয়েছে। কারণ পূর্ণ ‘সবর’ তো হলো আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলা। অর্থাৎ ত্বকুম-আহকাম মানা ও গুনাহ-খাতা থেকে মুক্ত থাকা। আর রোয়া হলো শুধু নফস বা প্রবৃত্তিকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা। তাই ‘রোয়া’-কে অর্ধেক ‘সবর’ বলা হয়েছে।

٢٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضَمضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَسْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدِيهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدِيهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدِيهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلِيهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا

مِنْ رَجُلِيهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اظْفَارِ رِجْلِيهِ ثُمَّ كَانَ مَشْبِهُ إِلَى الْمَسْجِدِ
وَصَلَّاهُ نَافِلَةً لَهُ - رواه مالك والنسائي

۲۷۷ । হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মুমিন বান্দাহ উজ্জু করে কুলি করে, তার মুখ থেকে গুনাহ বের হয়ে যায় । যখন নাক ঝাড়ে তখন তার নাক থেকে গুনাহ বের হয়ে যায় । যখন মুখমণ্ডল ধোয়, গুনাহ তার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, এমনকি চোখের পলকের নীচের গুনাহও বের হয়ে যায় । যখন নিজের দু'টি হাত ধোয়, তার হাত হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার হাতের নথের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায় । যখন মাথা মাসেহ করে, মাথা হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি দুই কান থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায় । যখন নিজের পা দুটো ধোয়, তার দুইপায়ের গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার পায়ের নথের নীচের গুনাহও বের হয়ে যায় । এরপর মসজিদের দিকে চলা এবং তার নামায হয় তার জন্য অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক সওয়াবের কারণ (মালেক ও নাসায়ী) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন মাথা মাসেহ করে, তার মাথা হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই কান হতেও গুনাহ বের হয়ে যায় । এর দ্বারা বুঝা যায় কান মাথার মধ্যে গণ্য । তাই মাথার হকুম যা কানের হকুমও তা । এটা হানাফী মাযহাবের কথা । মাথা মাসেহ করার জন্য যে পানি নিবে সেই পানি দিয়েই কানও মাসেহ করবে । কানের জন্য পৃথকভাবে পানি নিতে হবে না । হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে তার নামায হবে তার জন্য অতিরিক্ত । অর্থাৎ নামাযের আগে উজ্জু করার সময়ই তো তার সব গুনাহ শেষ হয়ে গেছে । কাজেই নামাযের সওয়াব অতিরিক্ত । অর্থাৎ সওয়াব অনেক বেশী হবে ।

۲۷۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ
فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ وَدَدْتُ
أَنَا قَدْ رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا قَالُوا أَوْلَسْنَا أَخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي
وَأَخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَمْتِكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ حَيْلٌ غَرْ مُحَاجِلَةً بَيْنَ ظَهَرَى حَيْلٍ
دُهْمٌ بِهِمْ أَلَا يَعْرِفُ حَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَّهُمْ يَأْتُونَ غَرَّاً
مُحَاجِلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَإِنَّ فَرَطَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ - رواه مسلم

২৭৮। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে অর্থাৎ জান্নাতুল বাকীতে দোয়ায়ে মাগফিরাতের জন্য এলেন। ওখানে তিনি বললেন, “হে মুমিনের দল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক” অর্থাৎ তিনি কবরবাসীদের প্রতি সালাম জানালেন। তিনি আরো বললেন, “আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আশা করি আমি আমার ভাইদেরকে দেখবো”。 সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা আমার বন্ধু। আমার ভাই তারা যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উস্মাতদের যারা এখনো আসেনি, তাদের আপনি কিয়ামতের দিন কিভাবে চিনবেন? উত্তরে তিনি বললেন, বলো দেখি, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো রঙের ঘোড়ার মধ্যে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা সম্পন্ন ঘোড়া থাকে সে কি তার ঘোড়াগুলো চিনবে না! তারা বললেন, হাঁ অবশ্যই চিনতে পারবে হে আল্লাহর রাসূল। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমার উস্মত উজুর কারণে কিয়ামতের দিন সাদা ধবধবে কপাল ও সাদা হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি হাওয়ে কাওসারের নিকট তাদের অঞ্গগামী হিসাবে উপস্থিত থাকবো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীসহ পরবর্তী মুমিনদের মধ্যে পার্থক্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবী। এরপর যারা আসবে তারা আমার ভাই। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক দুই ধরনের। প্রথমত, তোমরা আমার নিয় দিনের বন্ধু, আবার ভাইও। আর তোমাদের পরবর্তীতে যারা দুনিয়ায় আসবে তারা আমার ইসলামের ভাই।

হাদীসে ‘ফারাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো কোন যাত্রীবাহিনীর সর্দার। সে আগে আগে গিয়ে বাহিনীর থাকা-খাওয়া ও আরামের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ দুনিয়া হতে আগে চলে গিয়ে হাশরের ময়দানে হাওয়ে কাওসারের নিকট তোমাদের জন্য আমি ‘ফারাত’ হিসাবে উপস্থিত থাকবো। হাওয়ের পানি দ্বারা তোমাদের ত্রঁঝা নিবারণ করবো।

٢٧٩ - وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا
أوْلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يُرْفَعَ رَأْسَهُ
فَأَنْظِرْ إِلَيْ مَا بَيْنَ يَدَيْ فَأَعْرِفُ أَمْتَنِي مِنْ بَيْنِ الْأَمْمَ وَمَنْ خَلَفَيِ مِثْلَ ذَلِكَ
وَعَنْ بَعْدِنِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شَمَائِلِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ تَعْرِفُ أَمْتَنِكَ مِنْ بَيْنِ الْأَمْمَ فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَيْ أَمْتِكَ قَالَ هُمْ غُرَّ

مُحَجِّلُونَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ وَأَغْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ
كُتُبَهُمْ بِاِيمَانِهِمْ وَأَغْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّهُمْ - رواه احمد

২৭৯। হযরত আবু দারদা রাস্তাহাল আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলহাল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে কিয়ামতের দিন সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে। এভাবে আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর আমি আমার সামনে (উত্থাতদের জনসমূহের প্রতি) নয়র দিবো। সকল নবী-রাসূলদের উত্থাতদের মধ্যে আমার উত্থাতদেরকে চিনে নিবো। এভাবে আমার পেছনের দিকে ডান দিকে, বাম দিকেও নয়র দিবো। আমার উত্থাতগণকে চিনে নিবো। এক ব্যক্তি জিজেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আপনি এত লোকের মধ্যে আপনার উত্থাত চিনে নিবেন? উভয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উত্থাতগণ উজুর কারণে ধৰ্মবে সাদা কপাল ও ধৰ্মবে হাত-পা সম্পন্ন হবে। অন্য কোন উত্থাত এমন হবে না। তাছাড়া তাদের ডান হাতে আমলনামা থাকবে, তাই তাদেরকে আমি চিনবো এবং তাদের অপ্রাপ্ত বয়সের সন্তানরা তাদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে। এসব কারণে আমি তাদেরকে চিনতে পারবো (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪ হাশরের দিন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্থাতের শাফাআতের জন্য আল্লাহর দরবারে সিজদায় চলে যাবেন। এক সন্তাহ তিনি এই সিজদায় পড়ে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে মাথা উঠাবার জন্য বলবেন। বলবেন, কি চাও বলো। আমি তোমার কথা শুনবো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্থাতের নাজাতের ফরিয়াদ জানাবেন।

হাদীস থেকে একথাও সুন্পট বুরো গেছে যে, হাশরের ময়দানে উত্থাতে মুহাম্মদীর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় থাকবে। এই পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য দিয়েই তিনি তাঁর উত্থাতদেরকে চিনতে পারবেন। আর সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে উজুর কারণে।

(۱) بَابُ مَا يُوجِبُ الْوَضُوءُ

(যে কারণে উজু করা ফরয হয়)

প্রথম পরিচ্ছেদ

— وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبِلُ صَلَاةً مَنْ أَحْدَثَ حَثْيَ يَتَوَضَّأُ - متفق عليه

২৮০। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যার উজ্জু ছুটে গেছে তার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উজ্জু না করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই ব্যাপারটি হলো ওই ব্যক্তির জন্য যার কাছে পানি আছে, আর পানি ব্যবহার করতেও সে সমর্থ। তার জন্য নামায পড়তে উজ্জু শর্ত। উজ্জু ছাড়া তার নামায হবে না। পানিও নেই, পানি ব্যবহার করতেও অসমর্থ, এ ধরনের লোকদের পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ামুম করলেই চলবে।

যে ব্যক্তির কাছে পনিও নেই, নেই পাক-পবিত্র মাটি ও আর এগুলো থাকলেও সে ব্যবহার করতে পারতো না, এধরনের লোককে শরীয়তের পরিভাষায় বলে ‘ফাকেদুত তুহরাইন’ অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনে অসমর্থ। এই ব্যক্তি নামায পড়বে না। পানি পাওয়া গেলে উজ্জু করে নামায পড়বে। এই মাসআলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী বলেন, নামাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উজ্জু ও তায়ামুম ছাড়াই এই অবস্থায়ও নামায পড়তে হবে। পানি বা মাটি পাওয়া গেলে উজ্জু বা তায়ামুম করে নামায কাহা পড়তে হবে।

২৮১ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبِلُ
صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ - رواه مسلم

২৮১। হ্যরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাক-পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করা হয় না। আর হারাম ধন-সম্পদের দান-খয়রাত কবুল করা হয় না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে দান করা যেহেতু দান সদকার অর্মাদা করা হয়; তাই একাজ খুবই ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচিত। আলেমগণ তো এতটুকুও বলেছেন, যে ব্যক্তি এই ধরনের দান করে সওয়াব পাবার আশা পোষণ করে সে মুসলমান থাকে না।

২৮২ - وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذْءُونًا فَكُنْتَ أَسْتَحْبِيْ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانٍ أَبْنَتِهِ فَأَمْرَتُ الْمِقْدَادَ فَقَالَ يَغْسِلُ
ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ - متفق عليه

২৮২। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক ‘মঘি’ বের হতো। যেহেতু আমি জামাই ছিলাম, তাই এই ব্যাপারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু জিজেস করতে আমার লজ্জানুভব হতো।

তাই আমি মাসয়ালাটি জানার জন্য হজুরকে জিজ্ঞেস করতে হয়রত মেকদাদকে বললাম। তিনি হজুরকে জিজ্ঞেস করলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই অবস্থায় সে পুরুষাঙ্গ ধূয়ে ফেলবে ও উজ্জু করে নিবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘মাধ্য’ বের হবার ব্যাপারটি উল্লেখিত হয়েছে। ‘মাধ্য’ হলো এমন জিনিস যা কামভাবের সৃষ্টি হলে পুরুষাঙ্গ দিয়ে শুক্র নির্গত হওয়ার আগে বের হয়। এর হকুম হলো পুরুষাঙ্গ ধূয়ে ফেলা ও নতুন করে উজ্জু করা। এর দ্বারা গোসল ফরয হয় না।

এই হাদীস হতে আরো একটি জিনিস শিক্ষা হলো যে, লজ্জাজনক এমন কিছু ব্যাপার আছে যা হালাল হলেও মুরবিদের কাছে জিজ্ঞেস করা যায় না। হয়রত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই ব্যাপারটি হজুরকে শ্বশুর হবার কারণে জিজ্ঞেস না করে হয়রত মিকদাদের মাধ্যমে জেনে নিলেন।

২৮৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضُّؤًا مَمَّا مَسَّتِ النَّارُ - رواه مسلم قال الشیخ الامام الأجل محبى السنّة رحمة الله تعالى هذا منسوخ بحديث ابن عباس قال إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتَفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - متفق عليه

২৮৩। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আগুন দিয়ে পাকানো কোন জিনিস খেলে তোমরা উজ্জু করে নেবে (মুসলিম)। ইগাম মহিউস সুন্নাহ (র) বলেন, এই হাদীসের হকুম হয়রত ইবনে আবুআসের হাদীস দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে আবুআস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর রানের (পাকানো) গোশত খেয়ে নামায পড়লেন কিন্তু উজ্জু করেননি (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : প্রথম উল্লেখিত হকুমটি তো ইবনে আবুআসের বর্ণনার দ্বারা রহিত হয়েছে। এরপরও এই ব্যাপারে বলা হয়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উজ্জু করতে বলেছেন, তা উজ্জু অর্থে নয়, বরং হাত ধোয়ার অর্থে। অর্থাৎ চর্বি জাতীয় জিনিস খেলে ভালো করে হাত ধূয়ে নিতে হবে।

২৮৪ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضَأْ مِنْ لَحْوِ الْفَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ

قَالَ انْتَوْضًا مِنْ لُحُومِ الْأَبْلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْأَبْلِ قَالَ أَصْلِيْ
فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ فِي مَبَارِكِ الْأَبْلِ قَالَ لَا - رواه مسلم .

২৪৪। হ্যরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি বকরীর গোশত খাবার পর উজু করবো? তিনি বললেন, তুমি চাইলে করতে পারো, না চাইলে না করো। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, উটের গোশত খাবার পর কি উজু করবো? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খাবার পর উজু করো। এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, বকরীর খৌয়াড়ে কি নামায পড়বো? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ পড়তে পারো। তারপর ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, উটের বাথানে কি নামায পড়বো? তিনি বললেন, না, পড়বে না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) যেহেতু হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন, তাই তিনি এই হাদীসের হকুম অনুযায়ী উটের গোশত খাবার পর উজু করার কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী ও মালেক রাদিআল্লাহু আনহুমের মতে উটের গোশত খেলে উজু ভঙ্গ হয় না। এসব হ্যরতগণ উজু বলতে অভিধানিক অর্থ বুঝিয়েছেন, পারিভাষিক অর্থ নয়। উট জাতীয় জন্ম-জানোয়ারের গোশতে যেহেতু তেল ও চর্বি বেশী, তাই উটের পাকানো গোশত খাবার পর ভালো করে হাত-মুখ ধোয়ার কথা বলেছেন। বকরীর গোশতে এত তেল-চর্বি থাকে না। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার খুশী, চাইলে ধুইতে পারো, না চাইলে না ধোও।

উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ উট থাকার জায়গায় নামায পড়তে মন বসে না। তাছাড়া উট বড় জানোয়ার হবার কারণে এর থেকে লাথি-গুতার বা বিপদ ঘটার আশংকা আছে। তাই নিষেধ করেছেন। বকরীর থাকার জায়গায় এমন ধরনের কোন ভয় নেই। ছোট ও নিরীহ পশ্চ এরা।

٢٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
وَجَدَ أَحَدًا كَمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا يَخْرُجُ
مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا - رواه مسلم

২৪৫। আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু শব্দ পায়, এরপর তার সন্দেহ হয় যে, যখন তার পেট হতে কিছু (বায়ু) বের

হয়েছে কিনাঃ সে যেনো তখন (উজু) নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে মসজিদ হতে বের না হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে বায়ু বের হবার কোন শব্দ না শনে বা গন্ধ না পায়।

ব্যাখ্যা : শরীয়ত কোন সন্দেহে পতিত হওয়াকে নিরৎসাহিত করে, স্পষ্টভাবে সন্দেহমুক্ত না হয়ে রায় কায়েম করা অনুমোদন করে না। এইজন্য পেটের ভেতর থেকে বায়ু বের হবার স্পষ্ট কোন প্রমাণ না পেলে উজু নষ্ট হবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, পেট হতে বায়ু বের হওয়া যদি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় তাহলে শব্দ শোনা যাক আর না যাক অথবা গন্ধ পাক আর না পাক উজু নষ্ট হয়ে যাবে।

২৮৬ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَبَ لَبَنًا فَمَضْمِضَ وَقَالَ أَنَّ لَهُ دَسَّمًا - متفق عليه

২৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, এরপর কুলি করলেন এবং বলেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে জানা গেলো চর্বি জাতীয় কিছু খাওয়ার পর কুলি করা মুস্তাহাব। কুলি না করলে চর্বি দাঁতের সাথে আটকিয়ে থাকতে পারে। তাতে দাঁতের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। তাই এ জাতীয় কিছু পানাহারের পর দাতন করে নেয়া উচ্চম।

২৮৭ - وَعَنْ بُرِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُبْيَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ - رواه مسلم

১৮৭। হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুক্তি বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়লেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আজ আপনি এমন কিছু করলেন যা আর কখনো করেননি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর! আমি ইচ্ছা করেই এ কাজ করেছি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এক উজুতে কয়েক বেলা নামাযও পড়া যায়, যদিও এর আগে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুনভাবে উজু করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এটা ও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করে তার উম্মতকে শিখিয়ে গেলেন। মোজার ব্যাপারটিও তাই। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে মোজার উপর মাসেহ করতে পারে।

উশ্বতের শিক্ষার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেই একাজ করেছেন ।

٢٨٨ - وَعَنْ سُوِّيدِ ابْنِ النُّعْمَانَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِيَّبَرَ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَىٰ حِيَّبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَى بِالْأَزْوَادَ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسُّوْقِ فَأَمَرَ بِهِ فَنَرَىٰ فَاكِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمِضَ وَمَضْمِضَنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه البخاري

২৮৮ । হ্যরত সুয়াইদ ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বর যুদ্ধে গিয়েছিলেন । তারা খায়বারের অতি নিকটে ‘সাহবা’ নামক স্থানে পৌছলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর আহার পরিবেশন করতে বললেন । কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না । তিনি নির্দেশ দিলেন । তাই পানি দিয়ে ছাতু নরম করা হলো । এই ছাতু তিনি নিজেও খেলেন আমারাও খেলাম । তারপর তিনি মাগারিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন । তিনি শুধু কুলি করলেন । আমরাও কুলি করলাম । এ অবস্থায় তিনি নামায পড়লেন, নতুনভাবে উজ্জু করলেন না (বুখারী) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটি আগের হাদীসগুলোর অনুরূপ । আগুন দিয়ে পাকানো কোন খাবার খেলে উজ্জু নষ্ট হয় না, শুধু কুলি করলেই চলে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءٌ إِلَّا مِنْ صَوْنَتِ أَوْ رِيحٍ - رواه احمد والترمذى

২৮৯ । হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আওয়াজ অথবা গঙ্গ পেলেই কেবল উজ্জু করতে হবে (আহমাদ ও তিরমিয়ী) ।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা উজ্জু ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া না যাবে যে, পেট থেকে বায়ু নির্গত হয়েছে ।

২৯. - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْنِيِّ فَقَالَ مِنَ الْمَذْنِيِّ الْوَضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الغُسلُ - رواه الترمذى

۲۹۰ । ہے رات آلیٰ را دی یا گھاڑ آنھٗ ہتے بُرْجِت । تینی بلن، آمی نبی سا گھاڑ آلای ہی و یا سا گھاڑ کے 'مَحِی' سُمپُر کے جی ڈس کر لام । تینی بلن، 'مَحِیر' کارنے ڈجٰو آر 'مَنِیر' کارنے گو سل کر تے ہبے (تیرمیثی) ।

۲۹۱ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ - رواه ابو داود والترمذی والدارمی ورواه ابن ماجہ عنہ وعن ابی سعید ۔

۲۹۱ । ہے رات آلیٰ را دی یا گھاڑ آنھٗ ہتے بُرْجِت ہے چھے । تینی بلن، را سل گھاڑ سا گھاڑ آلای ہی و یا سا گھاڑ بلن ہن، ناما یہر چا ہی ہلے 'ڈجٰو' । آر ناما یہر 'تا ہریم' ہلے 'تا کبیر' (ار�اً آنھٗ آکب ار بلن) । آر ناما یہر 'تا ہلیل' ہلے سالام فیرانے (آر ب داؤد، تیرمیثی، داررمی) । یہنے ماجا ہی ہادی سٹیکے 'آلی' و آر ب سائید را دی یا گھاڑ آنھٗ ہما ٹکے بُرْجِت کر رہنے ।

‘بُجْدِیا’ ۴ 'تا کبیر' ہلے آنھٗ آکب ار بلن ناما شرک کرنا । تখن ناما یہر ہا ہی رہر سب کا ج ہارا م ہے یا یا ۔ ای ہنے ای ہا کبیر کے 'تا کبیر' ہی 'تا ہریم' ہلے ہے । سالام فیرانے ناما شرک ہے یا یا ۔ ار ارث ہلے ناما شرک کر ار پر یا ہارا م چلے ہا سب اخن ہلے ۔ ا کھٹا ٹا کے ہی بلن ہے چھے ناما یہر 'تا ہریم' ہلے 'تا کبیر'، آر ناما یہر 'تا ہلیل' ہلے سالام فیرانے ।

۲۹۲ - وَعَنْ عَلَىٰ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَلَكُمْ فَلِيَتَوْضُّا وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ - رواه الترمذی وابو داود

۲۹۲ । ہے رات آلیٰ یہنے تلک را دی یا گھاڑ آنھٗ ہتے بُرْجِت । تینی بلن، را سل گھاڑ سا گھاڑ آلای ہی و یا سا گھاڑ یہنے : ٹوما دیر کے ڈی یخن با یا ہا ڈی ارثاً شد بیہن با یا ہیں ہے، تখن آب ار ڈجٰو کر تے ہبے । آر ٹومرا ناری دیر شرک کر بے نا (تیرمیثی و آر ب داؤد) ।

۲۹۳ - وَعَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطَلَقَ الْوِكَاءُ - رواه الدارمی ۔

۲۹۳ । ہے رات میا ہی یا یہنے آر ب سو فیہان را دی یا گھاڑ آنھٗ ہتے بُرْجِت । تینی بلن، را سل گھاڑ سا گھاڑ آلای ہی و یا سا گھاڑ بلن ہن : چو ڈی ڈی ٹو ہلے

গুহ্যদ্বারের ঢাকনাবৰূপ। সুতৰাং চোখ যখন ঘুমায় ঢাকনা তখন খুলে যায় (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : মানুষ জেগে থাকলে তার পেছনের রাঙ্গা বঙ্গ থাকে। এইজন্য তখন বায়ু বের হয় না, বরং বায়ুকে ফিরিয়ে রাখে। আর যদি বায়ু বেরই হয় তাহলে সে টের পায়। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে অনুভূতিহীন হয়ে যায়। শরীরের জোড়া ছিলা হয়ে যায়। তখন বায়ু বের হবার সম্ভাবনা থাকে। সে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। এই কারণে ‘ঘুম’ উজু ভঙ্গকারী।

٢٩٤ - وَعَنْ عَلَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ السَّهْدُ الْعَيْتَنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلَيَتَوَضَّأْ - رواه أبو داؤد وقال الشیخُ الإمامُ مُحَمَّدُ السَّنَّةُ رَحْمَةُ اللَّهِ هَذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّىٰ تَحْقِيقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصْلَوُنَّ وَلَا يَتَوَضَّأُنَّ رواه أبو داؤد والترمذى إلا آنَهُ ذَكَرَ فِيهِ بِنَامُونَ بَدَلَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّىٰ تَحْقِيقَ رُؤُسُهُمْ .

২৯৪ : হয়রত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গুহ্যদ্বারের ঢাকনা হলো চক্ষুব্য। তাই যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেনো উজু করে (আবু দাউদ)। শায়খ মহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বসে বসে ঘুমায় তার জন্য এই হকুম প্রযোজ্য নয়। কেনোনা হয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ইশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। এ সময় ঘুমের আমেজে তাদের মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তো। এরপর তারা নামায পড়তেন, নতুন উজু করতেন না (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)। তবে ইমাম তিরমিয়ী “ইশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন”-এর জায়গায় “ঘুম যেতেন” শব্দ উল্লেখ করেছেন।

২৯৫ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضطجِعًا فَإِنَّمَا إِذَا اِضْطَبَعَ اِسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ - رواه الترمذى وابو داؤد

২৯৫ : হয়রত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উজু নিশ্চয় ওই ব্যক্তির জন্য

ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়। কারণ কাত হয়ে ঘুমালে শরীরের বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হাদীসগুলোর মর্ম হলো, কাত হয়ে শুইলে বা কোন কিছুর অবলম্বন নিয়ে শুইলে শরীর ঢিলা হয়ে যায়। জোড়াগুলো বন্ধনহীন হয়ে শিথিল হয়ে পড়ে। এ কারণে পেট হতে বাতাস সহজে বের হতে পারে। এ অবস্থা হলে নতুনভাবে উজু করতে হবে। অপরদিকে বসে বসে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমালে শরীরের জোড়াগুলো সাধরণত শিথিল হয়ে পড়ে না। গভীর ঘুমও হয় না। তাই পেট থেকে বাতাস বের হবার সম্ভাবনা কম থাকে। সুতরাং এসব অবস্থায় নতুন করে উজু করার প্রয়োজন নেই।

٢٩٦ . وَعَنْ بُشْرَةَ بْنِ صَفَوَانَ بْنِ نَوْقَلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَ أَحَدُكُمْ ذَكْرَهُ فَلِتَوَضَّأْ - رواه مالك واحمد وابو داود والترمذى والنمسائى وابن ماجة والدارمى .

২৯৬। হযরত বুসরা বিনতে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে তাকে উজু করতে হবে (মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উজু করার ব্যাপারে মতভেদ আছে, এমনকি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত ছিলো। ইমামগণও মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিয়ীর (র) মতে খালি হাতে কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ ধরলে তার উজু ভঙ্গে যাবে। এই হাদীসই তার দলীল। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উজু ভঙ্গ হবে না। পরের (২৯৭ নং) হাদীসটি তাঁর দলীল।

ইবনে ইমাম বলেন, দুইটি হাদীসই এ সম্পর্কে পাওয়া যায়। একটি বুসরা হতে। এটি ইমাম শাফিয়ীর দলিল। আর একটি তালক ইবনে আলীর হাদীস, যা সামনে আসছে। এই হাদীসটি ইমাম আবু হানীফার দলিল। এটি হাসান হাদীস। তবে তালকের হাদীস বুসরার হাদীসের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ তালক পুরুষ। বুসরা নারী। শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ বেশী নির্ভরযোগ্য।

٢٩٧ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ سُنْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِ الرَّجُلِ ذَكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهُلْ هُوَ الْأَبْصَعُ مِنْهُ . رواه أبو داود والترمذى والنمسائى وروى ابن ماجة نحوه وقال الشيخ الأمام

مُحَمَّدُ السَّنَّةُ هَذَا مَنْسُوحٌ لَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ قُدُومِ طَلاقٍ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكْرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلِيَتَوَضَّأْ - رواه الشافعي والدارقطني ورآه السائري عن بُشْرَةَ الْأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ .

২৯৭। হ্যরত তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উজ্জু করার পর কেউ যদি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে এর হস্তুম কি? ভজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা তো মানুষের শরীরের একটি টুকরাই (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ)। ইবনে মাজাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মহিউস সুন্নাহ (র) বলেছেন, এই হাদীসটি মানসুখ (রহিত)। কারণ হয়রত আবু হোরাইরা হয়রত তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মদীনা আসার পরই ইসলাম প্রথম করেছেন। আর হয়রত আবু হোরাইরা হতে পরে ছজুরের এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে : “তোমাদের কারো হাত নিজের পুরুষাঙ্গের উপর লাগলে এবং হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ না থাকলে তাকে উজু করতে হবে” (শাফেয়ী দারু কুতনী)। নাসায়ী (র) বুসরা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে (لَيْسَ بِئْنَهَا شَيْءٌ) এই শব্দগুলো নাই।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের মর্ম হলো, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত, পা, কান, নাক, ইত্যাদির মতোই এটাও একটা অঙ্গ বা শরীরের অংশ। শরীরের অন্যান্য অংশে হাত লাগলে যদি উজু করতে না হয়, পুরুষাঙ্গে হাত লাগলে কেনো উজু করতে হবে? “পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা” উজু ভঙ্গের কারণ নয়। ইমাম আবু হানীফার দলীল এই হাদীস। শাফেয়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ আগের হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই দুই হাদীসের মতভেদ নিরসনের জন্য অন্যান্য বড় বড় সাহাবা হয়রত আলী, ইবনে মাসউদ, আবু দারদা, হোয়াইফা, আমের প্রমুখ (রা) সাহাবাদের কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা উজু ভঙ্গের কারণ নয়।

٢٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّيُّ وَلَا يَتَوَضَّأُ - رواه ابو داؤد والترمذى والنمسائى وأبى ماجة و قال الترمذى لا يصح عند أصحابنا بحال اسناد عروة عن عائشة

وَأَيْضًا اسْنَادُ أَبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو دَاؤُدَ هَذَا مُرْسَلٌ وَأَبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ .

۲۹۸ । হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন, এরপর উজ্জু ছাড়াই (আগের উজুতে) নামায আদায করতেন (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজা) । তিরমিয়ী বলেছেন, আমাদের হাদীসবেতাদের মতে কোন অবস্থাতেই উরওয়ার সনদ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে, এমনকি ইবরাহীম তাইমী (র)-র সনদও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে সহীহ হতে পারে না । আবু দাউদ বলেছেন, এই হাদীসটি মুরসাল । কারণ ইবরাহীম তাইমী (র) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে শুনেননি ।

ব্যাখ্যা : এ ব্যাপারটিতেও আলেমদের মতভেদ আছে । উজ্জু করার পর কোন গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করলে উজ্জু নষ্ট হয়ে যাবে । ইমাম শাফিয়ী ও আহমাদের এই মত । ইমাম মালেক বলেন, শাহওয়াতের (যৌনগ্রহ) সাথে ধরলে উজ্জু ভঙ্গ হবে, নতুবা নয় । ইমাম আবু হানীফা বলেন, উজ্জু ভঙ্গ হবে না । তার দলীল এই হাদীস । হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় আমার দুই পা সরিয়ে সিজদা করতেন ।

(অথবা، لَسْتُمْ النَّسَاءَ كُৰআনে পাকের একটি আয়াত (৪ : ৪৩ ; ৫ : ৬) তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাকো) । এখানে ‘নামাস’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এর দু'টি অর্থ : স্পর্শ করা ও সহবাস করা । হযরত উমর, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এখানে এর দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ ‘সহবাস’ গ্রহণ করেছেন । হযরত আলী, আয়েশা, আবু মূসা আশআরী, আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন । অর্থাৎ নারীকে স্পর্শ করলে উজ্জু থাকে না ।

۲۹۹ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَفًا ثُمَّ مَسَحَ بَدْهَ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . رواه ابو داؤد وابن ماجة

۲۹۹ । হযরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ভেড়ার’ বাজুর গোশত খেলেন, এরপর আপন হাতকে আপন পায়ের তলার চটে মুছে নিলেন, তারপর নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন, অথচ (নতুন করে) উজ্জু করলেন না (আহমাদ) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটি হানাফী মাসলাকে মজবুত করেছে। ইমাম আবু হানীফার মত হলো, আগুন দিয়ে পাকানো কোন খাবার খেলে উজু ভঙ্গ হবে না। এই হাদীস দ্বারা আরো জানা গেলো, খাবারের পর মুখে-হাতে চর্বি জাতীয় কিছু না লাগলে তা ধোয়া আবশ্যিকীয় নয়।

٣٠٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَرِيتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مُشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه احمد

৩০০। হয়রত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহারের জন্য পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন, তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, নতুন করে উজু করেননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٠١ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لِقَدْ كُنْتُ أَشْوَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رواه مسلم

৩০১। হয়রত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষাৎ দিছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর পেটের গোশত (কলিজা প্রভৃতি) ভুনা করে দিতাম (তিনি তা খেতেন)। এরপর তিনি নামায পড়তেন, কোন উজু করতেন না (মুসলিম)।

٣٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ أَهْدِيَتْ لَهُ شَاءَ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاءَ أَهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَّخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ تَأْوِلْنِي الدِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَأْوَلْتُهُ الدِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ تَأْوِلْنِي الدِّرَاعَ الْآخَرَ فَنَأْوَلْتُهُ الدِّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنْكَ لَوْ سَكَتَ لَنَا لَتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَ ثُمَّ دَعَا بِمَا فَتَمَضَمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمْسِ

مَاءٌ . رواه احمد ورواه الدارمي عن أبي عبيده إلا آنَّهُ لَمْ يذْكُرْ ثُمَّ دَعَا
بِمَا إِلَى أَخِرِهِ .

۳۰۲ | هرررت آبُو رافعہ راندیشہاہ آنھ ہتے برجت | تینی بللن، تاکے اکٹی بکریہ هادیہ دئیا ہلے | تینی تا پاتلے رانہ کرھیلن | اس سماں ہجور سالاہاہ آلائیہی ویساہاہام تار کاھے اسے ٹپسٹیت ہلے | تینی بللن، اٹا کی ہے آبُو رافعہ؟ تینی بللن، آماڈرکے اکٹی بکریہ هادیہ ہیساوے دئیا ہیے ہے آلاہاہر راسوں! پاتلے تا پاک کرھی | ہجور (سما) بللن، ہے آبُو رافعہ! آماکے ار اکٹی باہ داو تو | آمی تاکے اکٹی باہ دیلام | ارپر تینی بللن، آماکے آر اکٹی باہ داو | آمی تاکے آر اکٹی باہ دیلام | ارپر تینی آوار بللن، آماکے آر اکٹی باہ داو | تھن آمی بللام، ہے آلاہاہر راسوں! اکٹی بکریہ تے دُٹی باہ ہی | راسوں ہاہ سالاہاہ آلائیہی ویساہاہام بللن، آہ! ٹومی یدی چپ ٹاکتے، تاہلے 'باہر' پر باہ آماکے دیتے پارتے، یہ پرست ٹومی چپڑاپ ٹاکتے | ارپر ہجور (سما) پانی چاھیلن | تینی کولی کرلن، نیجزر آگولے ر ماٹا ڈیے نیلن، اتھپر ناماہے داڈالن ار بنا ناماہ آدای کرلن | ارپر تینی آوار تاڈر کاھے فیرے اللن | اوار تاڈر کاھے ٹاٹا گوشت دے دتے پللن | تینی تا خلن، ارپر مسجدید پربے کرلن ار بنا ناماہ پڈلن | کینڈی تینی پانی بیبھار کرلن نا ارثیاں ڈیکھ کرلن نا (آہماڈ) | دارے می آبُو وہاہد ہتے اہ دیس برجنا کرھئن | کینڈی دارے می 'اتھپر پانی چاھیلن ہتے شے پرست' برجنا کرھئنن) |

بُنَاحَةٌ : ہجور سالاہاہ آلائیہی ویساہاہام رانےوے گوشت بے شی پسند کرھئن | کارن باہر گوشت بے شکی یوگاے | اتے شاریریک شکی سکھی کرے آلاہاہر پथے بے شی بے شی کا ج کرایا یا |

"یدی ٹومی چپ ٹاکتے تاہلے آماکے باہر پر باہ دیے یتے پارتے یتکشی ٹومی چپ ٹاکتے !" اٹا ہلے آلاہاہر کوندرتے پریتی ہیسیت | آلاہاہ تاکے راسوںلے 'موجیا' ہیساوے باہر پر باہ تاکے چاویا ر ساٹھے ساربراہ کرے یتھن | یدی تینی 'ناہی' نا بلھن |

۳۰۳ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخَبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَ لَمْ تَتَوَضَّأْ فَقُلْتُ لَهُذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَ أَتَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ - رواه

احمد

৩০৩। হ্যরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই তিনজন এক জায়গায় বসেছিলাম। সেখানে গোশত রংটি খেয়ে আমরা উজু করার জন্য পানি চাইলাম। উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি উজু কেনো করবে? আমি বললাম, এই খাবারের কারণে? তারা উভয়ে বললেন, এই পাক-পবিত্র খাবারের কারণে কি উজু করবে? অথচ তোমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম যিনি ছিলেন তিনি (হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা আহারের পর উজু করেননি (আহমাদ)।

৩ . ৪ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ
وَجَسْهُهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامِسَةِ وَمَنْ قَبْلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسْهُهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ -
رواہ مالک والشافعی .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু খেলে অথবা তার নিজ হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করলে তা 'লামসের' স্পর্শের মধ্যে গণ্য। সুতরাং যে লোক তার স্ত্রীকে চুমু খাবে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে তার জন্য উজু করা ওয়াজিব (মালেক ও শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা : এসব ব্যাপারে আগের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। ফিকাহের কিতাবে এসবের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৩ . ৫ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ الْوُضُوءُ -
رواہ مالک

৩০৫। হ্যরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে চুমু খেলে উজু করা অত্যাবশ্যক (মালেক)।

৩ . ৬ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الْفُبْلَةَ مِنَ الْمُنْسِ
فَتَوَضَّأَ مِنْهَا .

৩০৬। হ্যরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, চুমু খাওয়া 'লামস'-এর অন্তর্গত (যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। অতএব চুমু খাবার পর উজু করবে।

ব্যাখ্যা : হ্যরত মা আয়েশার (২৯৮ নং) হাদীস এসব ব্যাপারে মীমাংসা করে দিয়েছে।

٣٠٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الدَّارُ قُطْنِيٌّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا رَاهُ وَيْزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَيْزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولًا .

۳۰۷ । হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীয (র) তামীয়ুদ দারী রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বহুমান রক্তের জন্যই উজ্জু করতে হবে । দারু কুতনী হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আয়ীয (র) এই হাদীসটি তামীয়ুদ দারী রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে শুনেননি । তিনি তাঁকে দেখেনওনি । অপর রাবী ইয়ায়ীদ ইবনে খালিদ ও ইয়ায়ীদ ইবনে মুহাম্মাদ উভয়ই অজ্ঞাত ব্যক্তি ।

ব্যাখ্যা : শরীর হতে রক্ত বের হলে উজ্জু ভঙ্গের ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে । হযরত আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহ আনহ-সহ অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে প্রবহুমান রক্তে উজ্জু ভঙ্গ হয়ে যাবে । ইমাম আবু হানীফারও এই মত । এই হাদীসটি তাদের দলীল । তাদের মতে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য । রাবী দু'জনও 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) হওয়া সর্ববাদী সম্মত নয় । অপরপক্ষে ইমাম শাফেয়ী প্রযুক্ত ইমামদের মতে পায়খানা- পেশাবের রাস্তা দিয়ে যা বের হয় শুধু তাতেই উজ্জু ভঙ্গ হয়, তা যা-ই হোক অথবা রক্ত হোক ।

(۳) بَابُ أَدَابِ الْخَلَاءِ

পায়খানা-পেশাবের নিয়ম

٣٠٨ - عَنْ أَبِي أَبْوَبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَانِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِقُوا أَوْ غَرِبُوا مُتَقْنِقِينَ عَلَيْهِ - قَالَ الشِّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ السُّنْنَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبَيْنَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتٍ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدِبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ -

متفق عليه

৩০৮। হ্যরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না, বরং পূর্বদিকে ফিরে বসবে অথবা পশ্চিম দিকে (বুখারী ও মুসলিম)।

শায়খ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেছেন, এটা উন্নুক্ত প্রান্তরের হকুম। দালান-কোঠা বা ঘরের মধ্যকার পায়খানায় অথবা ঘরের মত করে নির্মিত পায়খানায় এরূপ করা দোষের নয়। কারণ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার কোন কাজে (আমার বোন উমুল মুমেনীন) হ্যরত হাফসার ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নীচে এক ঘেরাও করা জায়গায়) কেবলাকে পেছনে রেখে (উত্তরে) সিরিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়খানা করছেন (বুখারী মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মদীনা যেহেতু মক্কার (খানায়ে কাবা) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিতে নিষেধ করে পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসার কথা বলেছেন। তাহলে কেবলা হবে ডান দিকে অথবা বাম দিকে। কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ পড়বে না। হাদীসে উল্লেখিত ‘পূর্ব দিক বা পশ্চিম দিক- এর অর্থ আমাদের জন্য কেবলা ডান দিকে বা বাম দিকে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, পেশাব-পায়খানার সময় কোন অবস্থাতেই কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসা যাবে না। উন্নুক্ত প্রান্তরে হোক অথবা বাড়ি-ঘরের মধ্যকার পায়খানায় হোক। কারণ কেবলার সম্মান হলো উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেন, উন্নুক্ত ময়দানে হারাম, ঘর-বাড়ীতে যেখানে ঘেরা দেয়া আছে সেসব জায়গায় হারাম নয়।

٣٩ - وَعَنْ سَلَمَانَ قَالَ نَهَايَا بِعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
نُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِالْبَيْمِينِ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِأَقْلَلِ
مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظِيمٍ - رواه مسلم

৩০৯। হ্যরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কেবলার দিকে মুখ করে

পায়খানা-পেশাব করতে, ডান হাতে এন্টেঞ্জা করতে, তিনটির কম চিলা নিতে এবং উক্তনা গোবর ও হাড় দিয়ে চিলা নিতে নিমেধ করেছেন (যুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাস্বল (র) এই হাদীস অনুযায়ী তিনটি চিলা নেবার কথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বুখারীতে বর্ণিত হাদীস অনুসারে দুই চিলার কথা বলেছেন।

٣١ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - متفق عليه

৩১০। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নর ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি”
(বুখারী ও যুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘বায়তুল খালা’ বা পায়খানা ও পেশাবখানায় প্রবেশ করার আগে উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সুন্নাত। প্রবেশ করার আগে পড়তে মনে না থাকলে ভিতরে গিয়ে মনে মনে পড়ে নেবে।

٣١١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقْبَرَنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِي رِوَايَةِ لَمْسِلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخْذَ جَرِيدَةً رَطِبَةً فَشَقَّهَا بِنَصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَّ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخْفَقَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْتَسِ -
متفق عليه

৩১১। হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু বিরাট গুনাহর জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল নিতো না। যুসলিম শরীফের আর এক বর্ণনায় আছে, পেশাব করার পর উত্তমভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন একজনের কথা অপরজনের কানে লাগাতো

(চোগলখুরি কৱতো)। এৱে হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুৱেৱ একটি তাজা ডাল ভেঙ্গে তা দুই ভাগ কৱলেন এবং প্ৰত্যেক কৱৰে তাৱ একটি অংশ গেড়ে দিলেন। সাহাৰীগণ জিজেস কৱলেন, হে আল্লাহৰ রাসূল! আপনি এৱে কৱলেন কেনো? হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে পৰ্যন্ত ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাবে, হয়তো তাদেৱ শাস্তি ত্ৰাস কৱা হবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহৰ প্ৰিয় রাসূল সল্লিলুল্লাহু এই দুই কৱৰবাসীৰ কৱৰ-আশাব লাঘব কৱাৰ জন্য আল্লাহৰ নিকট সুপাৰিশ কৱেছিলেন। আল্লাহু তায়ালা তা ডাল তাজা থাকাৰ সময় পৰ্যন্ত তা মশুৰ কৱেছিলেন। অথবা গাছ, ডাল-পালা তাজা অবস্থায় আল্লাহৰ জিকিৱ ও তাসবিহ কৱে। তাই আল্লাহু তাআলা তাদেৱ শাস্তি লাঘব কৱবেন, এই আশায় তিনি তা কৱেছেন।

٣١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْأَعْنَانِ قَالُوا وَمَا الْأَعْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلَمٍ - رواه مسلم

৩১২। হয়ৱত আবু হোৱাইৱা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমৱা দু'টি অভিসম্পাত (লানত) থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাৰীগণ জিজেস কৱলেন, হে আল্লাহৰ রাসূল! সেই দু'টি অভিসম্পাত কি? হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মানুষেৱ চলাচলেৱ পথে অথবা কোন কিছুৱ ছায়ায় পায়খানা কৱে (মুসালিম)।

ব্যাখ্যা : ‘পথ’ অৰ্থ যেসব পথে মানুষ সব সময় যাতায়াত কৱে, অনাৰাদী কোন জায়গা বা পথ নয়, যেখানে মানুষেৱ চলাচল খুবই কম। আৱ ‘ছায়া’ হলো কোন বড় গাছ বা ছাউনী বা পাঠশালা। যেখানে দূৰ-দূৱাত্তেৱ পথিক-মুসাফিৰ এসে আশ্ৰয় নিয়ে আৱাম কৱে। এসব জায়গা নষ্ট কৱে রাখা বা আৱাম কৱাৰ অযোগ্য কৱে রাখা খুবই ‘গৰ্হিত’ কাজ। এমনকি হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অভিসম্পাতেৱ কাজ বলে অভিহিত কৱেছেন। এই ধৱনেৱ ঘৃণিত অৱচিকিৱ ও অভিসম্পাত জনিত কাজ না কৱাৰ জন্য হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৰিদ দিয়েছেন।

٣١٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْأَنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسُّ ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمْسَّ بِيَمِينِهِ - متفق عليه

৩১৩। হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় যেনো পানপাত্রে নিঃখাস না ফেলে, শৌচাগারে গেলে ডান হাতে নিজের পুরুষাঙ্কে না ধরে এবং নিজের ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে দু'টি রুচিশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, পানি পান করার সময় পানপাত্রে বা গ্লাসে নিঃখাস ফেলব না। যদি ফেলতেই হয়, পানপাত্র মুখ থেকে সরিয়ে নিঃখাস ফেলবে। কারণ নিঃখাসের সাথে নাক থেকে এসে পাত্রে কিছু পড়ে যেতে পারে। তাছাড়াও নিঃখাসের বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্বারা পানি দূষিত হয়ে যায়। দুই, শৌচাগারে ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্ক না ধরা, এই হাত যেহেতু খাবার-দাবারে ব্যবহৃত হয়। যে হাতে খাবার-দাবার করা হয়, সেটি শৌচকাজে ব্যবহার করা রুচি সম্মত নয়।

٣١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيَسْتَنِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوْتَرْ - متفق عليه

৩১৪। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি উজু করার সময় যেন ভালো করে নাক ঝোড়ে নেয় এবং বেজোড় সংখ্যায় যেন চিলা (তিনি, পাঁচ ও সাত) ব্যবহার করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : খাস-প্রশ্বাসের সাথে ধূলাবালি, রোগজীবাণু নাকের ভিতর প্রবেশ করে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী এজন্য দিনে কয়েকবারই নাকে পানি দিতে হয়। নাক পারিষ্কার করতে হয়। এছাড়াও হাত-পা ও চুলের মাথা ধূয়ে পরিষ্কার রাখার কথাও বলা হয়েছে। একজন মুসলমান নামায পড়ার জন্য দিনে কয়েকবারই উজু করে। আর উজু করলেই এ কাজগুলো আপনা আপনিই সমাধা হয়ে যায়।

٣١٥ - وَعَنْ أَسِّي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغَلَامٌ إِدَوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - متفق عليه

৩১৫। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন। আমি আর এক বালক পানির পাত্র ও বর্শাধারী একটি লাঠি নিয়ে যেতাম। সেই পানি দিয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে তাঁর পেছনে পেছনে দুইজন খাদেম যেতো। একজন পানি নিতো। আর একজন হজুরের লাঠি নিতো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক ধরনের লাঠি ব্যবহার করতেন। এক ধরনের লাঠির মাথায় বর্ণা থাকতো। কোন কোন সময় খোলা জায়গায় নামায পড়াবার সময় তা সামনে গেড়ে রাখা হতো। আবার কোন সময় তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে নরম করা হতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣١٦ - عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ - رواه أبو داؤد والنسائي والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريبٌ و قال أبو داؤد هذا حديث منكرٌ وفي روايته وضع بدلاً نزع

৩১৬। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশকালে নিজের হাতের আংটি খুলে রাখতেন (আবু দাউদ, নাসাই ও তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ, গৱীব। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি 'মুনকার'। অধিকক্ষে তিনি খুলে রাখতেন-এর পরিবর্তে 'রেখে দিতেন' বলেছেন।

ব্যাখ্যা : পায়খানায় যাবার সময় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আংটি খুলে রেখে যাবার কারণ হলো, তাঁর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখা ছিলো। পায়খানায় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম সম্বলিত কোন কিছু নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

٣١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازِ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ - رواه أبو داؤد

৩১৭। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার ইচ্ছা করলে এত দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায় (আবু দাউদ)।

٣١٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْوَلْ فَأَتَى دَمَثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فِي الْمَبَالِ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبْوَلْ فَلِيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ - رواه أبو داؤد

৩১৮। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার ইচ্ছা করলে একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে নরম জায়গায় পেশাব করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে একপ নরম স্থান তালাশ করবে (যাতে গায়ে ছিটা না আসে)। (আবু দাউদ)।

٣١٩ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لِمَ بَرْفَعَ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

৩১৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম পায়খানা-পেশাবের সময় মাটির কাছাকাছি হওয়ার পরই (অর্থাৎ বসার সময়ের আগে) কাপড় উঠাতেন (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও দারেমী)।

٣٢ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَاهُ أَعْلَمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَانِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْفَقْلَةَ وَلَا تَسْتَدِبِرُوهَا وَأَمْرُ بِشَلَائِةِ أَحْجَارٍ وَنَهْيُ عَنِ الرُّوتِ وَالرِّمْمَةِ وَنَهْيُ أَنْ يُسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ - رواه ابن ماجة والدارمى

৩২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন : (তালীম ও নসীহতের ব্যাপারে) আমি তোমাদের জন্য পিতা-পুত্রের মতো। আমি তোমাদেরকে তোমাদের দীন এমনকি পায়খানা-পেশাবের আদবও শিক্ষা দিয়ে থাকি। যখন তোমরা পায়খানায় যাবে কেবলার দিকে মুখ করে বসবে না, পিঠ দিয়েও বসবে না। পায়খানা করার পর তিনটি চিলা দিয়ে তিনি পাক-পবিত্র হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে (পাক-পবিত্র হতে) নিষেধ করেছেন। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে তার ডান হাতে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ৪ অন্য এক জায়গায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, “আমি তোমাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি”। হজুরকে যেহেতু মানব জীবনের সমগ্র বিধান নিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, তাই তিনি এসব পায়খানা-পেশাবের মতো ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেরও নিয়ম-কানুন ও শিষ্টাচার উস্মাতকে বলে দিয়েছেন।

٣٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنِي لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَاتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذْيَ -

رواه ابو داؤد

৩২১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিলো তাঁর পবিত্রতা অর্জন ও খাবারের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিলো পায়খানা-পেশাবসহ নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত দিয়ে উজু করতেন, খাবার খেতেন, হাদিয়া, সাদকা, যাকাত দিতেন, লেনদেন করতেন। বাম হাতে সমাধা করতেন শৌচকাজ এবং এ জাতীয় নিকৃষ্ট ঘণ্য কাজ। যেমন তিনি নাক ঝাড়তেন বাম হাত দিয়ে। এটা আদাবে ইসলামের মধ্যে গণ্য।

٣٢٢ - وَعَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُسْتَطِيبُ بِهِنْ فَإِنَّهَا تُجْزِءُ عَنْهُ - رواه احمد وابو داؤد والنسائي والدارمي

৩২২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, সে যেনেো সাথে করে তিনটি চিলাও নিয়ে যায়। এই চিলাগুলো দ্বারা সে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে (আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে তিনটি চিলা নিয়ে পায়খানায় যাবার কথা বলা হয়েছে। এখানে চিলা ব্যবহারের পর আর পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়নি। এর দ্বারা বুৰো গেলো চিলা পানির বিকল্প। হাদীসে পানি ও চিলা একসাথে ব্যবহারের কথা ও এসেছে। তবে পানি পাওয়া গেলে পানি দিয়েও ধূয়ে নেয়া অধিক উত্তম।

٣٢٣ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالرُّوتِ وَلَا بِالْعَظَامِ قَاتِهُ زَادُ أَخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ - رواه الترمذى
والنسائي الا الله لم يذكر زاد أخوانكم من الجن .

৩২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা শুকনা গোবর

ও হাড় দিয়ে শৌচ করো না। কেনোনা এসব তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক (তিরমিয়ী ও নাসায়ী)। কিন্তু ইমাম নাসায়ী ‘জিনদের খোরাক’ বাকাটি উল্লেখ করেননি।

٣٢٤ - وَعَنْ رُوِيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوِيْفِعَ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحِيَتَهُ أَوْ تَقْلِدَ وَتَرَا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ دَابَّةً أَوْ عَظِيمٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً مِنْهُ بَرِيءٌ
رواه أبو داؤد

৩২৪। হযরত রূওয়াইফে ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : হে রূওয়াইফে! তুমি আমার পরে হয়তো দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। তুমি তখন মানুষকে এই খবর জানাবে : যে ব্যক্তি নিজের দাঢ়ি জট পাকাবে অথবা গলায় কবচ বাঁধবে অথবা জানোয়ারের গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচ করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আইয়্যামে জাহেলিয়াতে মুশরিকরা বীরতু দেখাবার জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে দাঢ়িতে জট পাকিয়ে নিতো। এভাবে তারা কুণ্ডল হতে বাঁচার নিয়তে ঘোড়ার গলায় ধনুকের সূতা তাবিজ হিসাবে বাঁধতো। এ সকল কাজ জাহেলিয়াতের কাজ। এসব কাজ করতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٣٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْتَحَلَ فَلِيُؤْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلِيُؤْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّ فَلِيُلْفِظْ وَمَا لَا كَ بِلْسَانَه فَلِيَبَلْغَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلِيَسْتَرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلِيَسْتَدِيرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ -
رواه أبو داؤد وابن ماجة والدارمي .

৩২৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সুরমা

লাগায়, সে যেনো বেজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এভাবে করলো সে ভালো করলো, আৱ যে এভাবে করলো না সে গৰ্হিত কাজ করলো না। আৱ যে ব্যক্তি পায়খানা-পেশাৰ করলো সে যেনো বেজোড় ঢিলা নেয়। যে ব্যক্তি এভাবে করলো সে ভালো করলো, আৱ যে ব্যক্তি করলো না সে গৰ্হিত কাজ করলো না। যে ব্যক্তি খাবাৰ খেলো এবং (খাবাৰেৰ পৰ) খেলাল দ্বাৰা দাঁত হতে কিছু বেৱ কৰলো, সে যেনো তা মুখ থেকে ফেলে দেয়। আৱ যা জিহবা দিয়ে বেৱ কৰে নেয় তা যেনো গিলে ফেলে। যে এভাবে করলো সে উত্তম কৰলো, আৱ যে একপ কৰলো না সে গৰ্হিত কাজ কৰলো না। যে লোক পায়খানায় যায় সে যেন পৰ্দা কৰে। পৰ্দা কৰাৰ জন্য যদি সে বালুৰ স্তুপ ছাড়া কিছু না পায় তাহলে স্তুপেৰ দিকে যেনো পিঠ দিয়ে বসে (কাপড় দিয়ে সামনেৰ দিক ঢেকে রাখে)। কাৱণ শয়তান মানুষেৰ বসাৰ স্থান নিয়ে খেলা কৰে। যে একপ কৰে ভালো কৰলো, আৱ না কৰলে গৰ্হিত কিছু কৰলো না (আৰু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুৱমা ব্যবহাৰ কৰতেন। তিনি এক এক চোখে তিনবাৰ কৰে সলাকা দিয়ে সুৱমা লাগাতেন। কেউ আবাৰ বলেন, প্ৰথম দুইবাৰ ডান চোখে লাগাতেন তাৱপৰ দুইবাৰ বাম চোখে লাগাতেন। তাৱপৰ আবাৰ একবাৰ ডান চোখে, একবাৰ বাম চোখে লাগাতেন। তাহলে প্ৰতি চোখে তিনবাৰ কৰেই সুৱমা লাগানো হলো। যে কয়টি বিষয় হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কৰতে বলেছেন, এৱ প্ৰত্যেকটিৰ তিনবাৰ কৰে কৰতে বলেছেন। তা কৰলে ভালো, না কৰলে খাৱাপ কৰলো না অৰ্থাৎ গুনাহৰ কাজ কৰলো না।

দাঁতেৰ ফাঁকে ও গোড়ায় যা আটকে থাকে তা বাস্ত্বেৰ জন্য খুবই ক্ষতিকৰ। তাই খিলালে যা বেৱ হয় তা ফেলে দিতে হবে। কাৱণ এতে রক্ত বেৱ হতে পাৱে। আৱ জিহবা দিয়ে টানলে যা বেৱ হবে তাতে রক্ত বেৱকৰাৰ সম্ভাবনা নেই। এজন্য বলেছেন, তা খেয়ে ফেলতে দোষ নেই।

শয়তান বসাৰ স্থান নিয়ে খেলা কৰে কথাৰ মৰ্ম হলো, শয়তান বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা ছড়াতে চায় এবং লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা কৰে। লজ্জাজনক কাজকে উৎসাহিত কৰে। তাই শয়তান যেনো এ সুযোগ না পায় সেজন্য যথাসাধ্য পৰ্দাৰ সাথে পায়খানা-পেশাৰে বসাৰ চেষ্টা কৰতে হবে।

٣٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفْعِلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْكَنْ أَحَدُكُمْ فِي مَسْتَحْمَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ قَانَ عَامَةً الْوَسْوَاسِ مِنْهُ - رواه أبو داؤد والترمذى والنمسائى إلا إنهم لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ .

৩২৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেনো গোসলখানায় পেশাব না করে, এরপর আবার এখানে গোসল করে ও উজ্জু করে। কারণ মানুষের অধিকাংশ সন্দেহ-সংশয় এসব থেকেই উৎপন্ন হয় (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী, কিন্তু শেষের দুইজন, “এরপর সেখানে পেশাব করে ও উজ্জু করে” উল্লেখ করেননি)।

ব্যাখ্যা : গোসলখানায় পেশাব করা একটি খারাপ অভ্যাস। এটি বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

৩২৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوكُنَّ أَحَدُكُمْ فِي جَهَنَّمِ - رواه أبو داؤد والنسانى

৩২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যেনো গতে পেশাব না করে (আবু দাউদ ও নাসান্ডে)।

ব্যাখ্যা : গতে পেশাব করতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ এসব পোকা-মাকড় ও সাপের বাসস্থান। পেশাব করার পর গতে পানি প্রবেশ করলে এসব বের হয়ে এসে সংহার করতে পারে। আর যদি অনিষ্টকর কোন কিছু নাও হয় তাহলেও ওসবের কষ্ট হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, গতে-জিনও থাকে। সাহারী হযরত সাদ ইবনে ওবাদা খাজরাজী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাররান শহরে এক গতে পেশাব করেছিলেন। ওই গতে জিন ছিলো। তার ক্ষতি হওয়াতে সে বের হয়ে এসে তাঁকে মেরে ফেললো। আবার কোন গত যদি পরিকল্পিতভাবেই পেশাব করার জন্য বানানো হয়ে থাকে, মানুষও ওখানে সব সময় পেশাব করে, তাহলে ওইসব গতে পেশাব করা নিষেধ নয়।

৩২৮ - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَائِكَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلِيلِ - رواه أبو داؤد وابن ماجة .

৩২৮। হযরত মুআয় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তিনটি অভিসম্পাত পাবার যোগ্য কাজ (১) পানির ঘাটে, (২) চলাচলের পথে ও (৩) কোন কিছুর ছায়াতলে পায়খানা করা হতে বেঁচে থাকবে (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত এই তিনটি স্থান মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। নদী বা পুকুরের ঘাট যেখানে মানুষ সব সময় যায়, অতি প্রয়োজনীয় জায়গা। মানুষের সব সময়ের চলাচলের রাস্তা, যে রাস্তায় মানুষ জিন আসা যাওয়া করে। মানুষের কতো জরুরী জিনিস গাছের ছায়া অথবা কোন পাস্তুশালা, যেখানে মানুষ নিবিড় ছায়াছেরা জায়গায় একটু বিশ্রামের জন্য দুঃখ বসে। সেসব জায়গায় যদি কেউ পায়খানা-পেশাৰ করে রাখে, তাহলে চলাচলের পথের মানুষদেৱ মনে কতো দুঃখ লাগে। কতো অভিসম্পাত বৰ্ষণ করে তারা এই হীন ও ঘৃণিত কাজ কৰার জন্য। তাই আল্লাহৰ প্ৰিয় নৰী এতো বড় গৰ্হিত ও অভিসম্পাতেৱ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিৰ্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ إِنْ يَضْرِبَانِ الْفَانِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثُانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ - رواه احمد وابو داود وابن ماجة

৩২৯। হ্যৱত আবু সাঈদ খুদৱী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি একসঙ্গে যেনো পায়খানায় এমনভাবে না বসে যে, দু'জনেই দু'জনার লজ্জাস্থান দেখতে পায় এবং একে অপরের সাথে কথা বলে। কেনোনা এ ধৱনের নির্ণজ্ঞ কাজে আল্লাহ খুবই রাগাভিত হন (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই হকুম। এটা হারাম। একজন আৱ একজনকে দেখতে পায়, দেখতে পায় পৰম্পৰেৱ লজ্জাস্থান। পৰম্পৰে এভাৱে পায়খানায় বসা ও একজন আৱ একজনেৱ সাথে কথা বলা খুবই ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কাজ। এতে আল্লাহৰ ক্রোধেৱ উদ্বেক হয়। এই নিন্দনীয় কাজটি থেকে বাঁচতে হবে সকলকে।

٣٣ - وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَلَاءَ فَلَيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الْخَبَثِ وَالْجَبَاثِ - رواه ابو داود وابن ماجة

৩৩০। হ্যৱত যায়দ ইবনে আৱকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইৱশাদ কৱেছেন : এসব পায়খানা স্থান হচ্ছে শয়তান জিন হাফিৰ হবাৱ স্থান। তোমাদেৱ যারা পায়খানায় আসবে তারা যেনো এই দোয়া পড়ে :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَيَّابَاتِ .

“আমি নাগাক নর-নারী শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : মানুষকে পায়খানায় গেলে সতর খুলতে হয়, কাপড়-চোপড় উপরের দিকে উঠাতে হয়। এ সময় সে আল্লাহর যিকির করতে পারে না। তার মনে শয়তান নানা ওয়াসওয়াসা ও শৃঙ্খলা দিতে চেষ্টা করে। এইজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়ে পায়খানায় যেতে বলেছেন। শয়তান আগ থেকেই দূরে সরে যায়।

٣٣١ - وَعَنْ عَلَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرُّ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلُوا حَلَّةً أَنْ يَقُولُنَّ بِسْمِ اللَّهِ - رواه الترمذى و قال حديث غريب وأسناده ليس بقوى .

৩৩১। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন জিন শয়তানের চোখ আর বনি আদমের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হলো “বিসমিল্লাহ” বলা। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব, এর সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা : কথাগুলো আগেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পায়খানায় গিয়ে সতর খুলে বসে। শয়তান তার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায়। তাই মানুষকে পায়খানায় প্রবেশের আগেই শয়তানকে অন্ত ব্যবহার করে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে হবে। সেই অন্তই হলো দোয়া পড়া। দোয়ার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়বে। এরপর পড়বে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَيَّابَاتِ .

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নারী ও পুরুষ শয়তানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করো”।

٣٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفرَانَكَ - رواه الترمذى و ابن ماجة والدارمى

৩৩২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন বলতেন : “গুফরানাকা” (হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি) (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : ওলামায়ে কিরাম এই ক্ষমা প্রার্থনার দুইটি কারণ বলেছেন। একটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে পাক হতে কোন সময়ই আল্লাহর যিকির ছুটে যেতো না, এসব সময় অর্থাৎ পায়খানা-পেশাব ও বিশেষ কোন জরুরী কাজের সময় ছাড়া। তাই অবসর হয়েই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেন।

দ্বিতীয়টি হলো, মানুষ খাবার খেলে পরে তা পাকশূলীতে পৌছে যায়। ওখানে এই খাবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশ রক্ত ধারণ করে শরীরে শক্তি-সামর্থ্য যোগান দেয়। আর দ্বিতীয় অংশ বেকার হয়ে পায়খানার আকারে বেরিয়ে আসে। এসব দিকে লক্ষ্য করলে মানুষ বুঝতে পারে আল্লাহর কতো বড়ো রহমত ও নেয়ামত মানুষের উপর। তাই দোয়ার মাধ্যমে তার শোক্র আদায় করবে।

٣٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَا فِي تَوْرِيْأٍ وَرُكْنَةٍ فَاسْتَنْجَى تُمُّ مَسَحَ بَيْدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَانَاءً أَخْرَ فَتَوَضَّأَ - رواه الدارمي والنمسائي معناه .

৩৩৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে আমি তাঁর পেছনে পেছনে কখনো ‘তাওরে’ করে আবার কখনো ‘রাকওয়ায়’ করে পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দ্বারা তিনি শৌচ করতেন। এরপর তিনি মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি আর এক ভাণ্ড পানি আনতাম। এই পানি দিয়ে তিনি উজ্জু করতেন (আবু দাউদ, দারেমী ; নাসায়ী ও অনূরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত ‘তাওর’ হলো এক জাতীয় তামা বা পাথরের বাটি, এসব ভাণ্ডে প্রয়োজনে খাবার খাওয়া হতো। আবার উজ্জু করা হতো, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও করা যেতো। আর ‘রাকওয়ায়’ হলো চামড়ার ছোট পাত্র, যাতে পানি রাখা হয়।

শৌচকাজ সেরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে ঘষে হাত পরিষ্কার করে নিতেন, অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্য, দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। ঢিলা করলে বা আজকের যুগের টয়লেট পেপার ব্যবহার করলে এটা করা আর বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

٣٣٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ - رواه أبو داؤد والنمسائي

৩৩৪। হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করার পর উজ্জু করতেন এবং নিজের পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতেন (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ পেশাব করার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি সতরের জায়গায় ছিটিয়ে দিতেন যেনো কাপড়ে পেশাবের ছিটা বলে মনে কোন খট্কার সৃষ্টি না হয়। মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়াও ভালো জিনিস নয়।

٣٣٥ - وَعَنْ أَمِيمَةَ بْنِتِ رُقِيقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِنْدِكَانِ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ - رواه أبو داود والنمساني .

৩৩৫। হযরত উমাইমা বিনতে রোকাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের গামলা ছিলো। এটা তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো। রাতে তিনি এতে পেশাব করতেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা ৪ রাতে শীত ও অন্যান্য কারণে অসুবিধা হলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাঠের গামলায় পেশাব করতেন। এই কাঙ্গের জন্যই এটা নির্দিষ্ট ছিলো। এটা উচ্চতের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। তা হলো কোন ধরনের ওয়র থাকলে বা না থাকলেও এভাবে রাতে বাথরুমে না গিয়ে গামলায় বা অনুরূপ ধরনের কোন পাত্র বা আজকালকের হাসপাতালের রোগীদের জন্য ব্যবহৃত বেড়পেন ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা করা জায়েয়।

**٣٣٦ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآتَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرَ لَا تَبْلُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ - رواه الترمذى وابن ماجة
قال الشیخُ الامامُ مُحَمَّدُ السُّنَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَدْ صَحَّ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ أَتَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا مُتَفَقَّعٍ عَلَيْهِ قِيلَ كَانَ
ذَلِكَ لِعَذْرٍ .**

৩৩৬। হযরত উমর ফাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, ওমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি (ইবনে মাজা, তিরমিয়ী)। ইমাম মহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) বলেন, হযরত হোয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গোত্রের আবর্জনার স্তুপের কাছে এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন (বুখারী ও মুসলিম)। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি কোন ওয়রের কারণে তা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ : দাঁড়িয়ে পেশাব করা সর্বসম্ভতভাবে মাকরাহ। কেউ মাকরাহ তাহরিমীও বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মাকরাহ তানজিহ। হ্যরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হয় আয়ামে জাহিলিয়াতের অভ্যাস অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করার পর তিনি দাঁড়িয়ে আর পেশাব করেননি। এই হাদীসে হজুরের ময়লার স্ফুপে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কারণও নিশ্চয়ই কোন ওয়র ছিলো। হয় ওখানে বসার মতো কোন জায়গা ছিলো না অথবা কোন অসুবিধের কারণে।

ত্রৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا - رواه احمد والترمذى
والنسائي .

৩৩৭। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন তার কথা তোমরা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময়ই বসে পেশাব করতেন (আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ : এই হাদীসটির সাথে উপরের হাদীসের বাহ্যত বিরোধ দেখা গেলেও মূলত কোন বিরোধ নেই। কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর জানামতো কথা বলেছেন। তিনি ঘরের পরিবেশে কখনো তাঁকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেননি। তাই বলেছেন, তাঁর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না। আর হ্যরত হোয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরের বাইরে তাঁকে কোন ওয়রের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। তাই তাঁর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوْلِ أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلِمَهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخْذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ - رواه احمد والدارقطني .

৩৩৮। হ্যরত যায়দ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত জিবরীল আমীন যখন ওহী নথিল হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন তখনই তিনি হজুরকে উজ্জু করা

শিখালেন, এরপর শিখালেন নামায পড়া। তিনি উজ্জু করা শেষ করে এক কোষ পানি (হাতে উঠিয়ে) নিলেন এবং নিজের লজ্জাস্থানের উপর তা ছিটিয়ে দিলেন (আহমাদ ও দারু কৃত্ত্বী)।

ব্যাখ্যা ৪ ওহী নাথিল হবার প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত জিবরীল (আ) মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি প্রথমে তাঁর সামনে উজ্জু করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন। এভাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জু করা ও নামায পড়া শিখে নেন। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম উজ্জু করার পর লজ্জাস্থানের কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে হজুরকে শিখিয়ে দিলেন কেন সন্দেহ বা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে তা কিভাবে নিরসন করতে হয়। অর্থাৎ পানির ছিটা দিয়ে সন্দেহ দূর করতেন। যেনো মনে হয়, এটা পেশাবের ছিটার পানি নয়, বরং নিজের ছিটানো পানি।

٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِيْ
جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَصِخْ . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثُ عَرِبٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَعْنِي الْبَخَارِيَّ يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيُّ مُنْكِرُ الْحَدِيثِ .

৩৩৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনি যখন উজ্জু করবেন, সামান্য পানির ছিটা আপনার লজ্জাস্থানে সন্দেহ দূর করার জন্য ছিটিয়ে দিবেন (তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসের একজন রাবী হাসান ইবনে আলী হাশেমী মুনকার রাবী।

٣٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ
خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَا يَأْتِي عَمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأْ بِهِ قَالَ مَا أَمْرَتُ
كُلُّمَا بَلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأْ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَاتَ سَنَةً . رواه أبو داؤد وابن ماجة .

৩৪০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। তার পেছনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাণীর ভাণ নিয়ে দাঁড়ালেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর! এটা কি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, পানি, আপনার উজ্জু করার জন্য। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি

যখনই পেশাব করবো তখনই উজ্জু করবো, এমনভাবে আমি আদিষ্ট হইনি। যদি আমি সব সময় এমন করি তাহলে এটা 'সুন্নাত' হয়ে দাঁড়াবে (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ৪ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম হলো, পেশাব করার পর সাথে সাথে উজ্জু করার জন্য আমাকে বলা হয়নি। এটা আমার জন্য জরুরী নয়। আর আমি পেশাবের পর নিয়মিত এভাবে উজ্জু করতে থাকলে এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা হয়ে যাবে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য সব সময়ই উজ্জু অবস্থায় থাকা সর্বসম্ভবতভাবে মুক্তাহাব।

এই হাদীস দ্বারা আর একটি ব্যাপার স্পষ্ট হলো যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজই করতেন বা যে কথাই বলতেন, আল্লাহর হকুমেই করতেন ও বলতেন। তাই হজুরের সুন্নাত পালনীয় কর্তব্য, যদিও তা ফরয নয়।

٣٤١ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ وَجَابِرٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْأِيَّةَ لَمَّا نَزَلَتْ (فِيهِ رَجَالٌ يُحْبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشِرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْشَأَنِي عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ قَالُوا نَتَوَاضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمُوهُ . رواه ابن ماجة

৩৪১। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, জাবির ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহাম হতে বর্ণিত। “মসজিদে কোবায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালোবাসে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন” (সূরা তওবা : ১০৯) এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারগণ! এই আয়াতে আল্লাহ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা কি? তারা বললেন, আমরা নামায়ের জন্য উজ্জু করি, নাপাকী হতে পবিত্র হবার জন্য গোসল করি, পানি দিয়ে শুচিতা গ্রহণ করে থাকি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই জিনিসই, যার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। অতএব তোমরা সব সময় এইভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে থাকবে (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ৪ আনসারদের পাক-পবিত্রতার প্রশংসা করে যখন আল্লাহ তাআলা হাদীসে উল্লেখিত 'কুরআনের এই আয়াত' নাযিল করেন তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের পবিত্রতার ধরন কি? তাদের উভয় হজুরের খুব মনপুত হয়েছে। এটাই আসল পবিত্রতা বলে তিনি

بُوْدَهْنَ إِبْ وَ بَلَهْنَ يَهْ، إِبْاَبِ تَهْمَرَأَ سَبَ سَمَّيَ پَبِرَتَأَ اَرْجَنَ كَرَاتَهْ طَهَكَبَهْ ।

٣٤٢ - وَعَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ أَيْ لَأْرِي صَاحِبَكُمْ يُعْلَمُكُمْ حَتَّى الْخَرَاءَ قُلْتُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَفْلِ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِي بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظَمٌ - رواه مسلم واحمد واللفظ له .

٣٤٢ । ইয়রত সালমান ফারিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুশরিকদের কেউ ঠাট্টা করে বসলো, তোমাদের বক্ষু তো দেখছি তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের নিয়ম-কানুনও শিখিয়ে দিচ্ছেন । আমি বললাম, হঁ (এটা তো তাঁর দয়া, দোষের তো কিছু নেই) । তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমরা যেনো পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ করে না বসি, ডান হাতে শৌচ না করি । পায়খানার পর তিনটি চিলার কম ব্যবহার না করি । গোবর ও হাড় দিয়ে চিলার কাজ না করি (মুসলিম, আহমাদ, মূল পাঠ আহমাদের) ।

ব্যাখ্যা : ছোটখাটো জিনিসের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন দেখে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্প করতো, এই হাদীসে এই কথাই বুঝানো হচ্ছে । মূলত 'দীন ইসলাম' একটি পরিপূর্ণ জীবনের বিধান, তাই এখানে একজন মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনেরও ছোটখাটো কাজকর্ম সম্পাদনের নিয়মনীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার সবই বলে দেয়া হয়েছে । বলে দিয়েছেন আল্লাহর হৃকুমে তার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তাই মুশরিকের প্রশ্নের জবাবে সাহাবী ইয়রত সালমান ফারিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হঁ! তাই তো । তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সব কিছু, এমনকি কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা না করতে । ডান হাতে শৌচ না করতে । ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার জন্য তিন চিলার কম না নিতে । গোবর ও হাড় দিয়ে, যা স্বয়ং অপবিত্র, চিলা না নিতে ।

٣٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الدَّرْقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْظِرُوهُ إِلَيْهِ يَبْوُلُ كَمَا تَبْوُلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيَعْلَمُ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ

البُولُّ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِبِ ضِفَاهَا هُمْ فَعُذِّبُ فِيْ قَبْرِهِ - رواه أبو داؤد وابن ماجة وراه النسائي عنه وعن أبي موسى .

৩৪৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি ঢাল। তিনি ঢালটি তাঁর সামনে স্থাপন করে সেটির দিকে বসে পেশাব করলেন। কতক লোক বললো, তাঁর দিকে তাকাও, মেয়েদের মতো পেশাব করছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটা শুনলেন এবং বললেন, তোমার জন্য দৃঃখ হয়। তুমি কি ওই কথা জানো না যা বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির ব্যাপারে ঘটেছিলো? অর্থাৎ বনি ইসরাইল যখন পেশাব করতো, তাদের শরীরে ও কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলতে হতো। তাই বনি ইসরাইলের এক লোক (এই হৃকুম মানতে) মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখলো। এই কারণে (মৃত্যুর পর) তাকে কবরের আঘাবে লিঙ্গ করে দেয়া হলো (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)। ইমাম নাসাঈ এই হাদীসটিকে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : বনি ইসরাইলের শরীরতে বিধান ছিলো যে, পেশাব গায়ে লাগলে সে জায়গার চামড়া ছিলে ফেলতে হতো। কাপড়ে ঝঁপগালে ওই জায়গা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হতো। এদের এক বিদ্রোহী ব্যক্তি শরীরাতের এই বিধান মানতে রাজী হলো না। বরং সে অন্যান্য বনি ইসরাইলীকে এই হৃকুম মানতে বারণ করতো। তাই তার মৃত্যুর পর তাকে আঘাবে লিঙ্গ করে দেয়া হলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিলেন এখানে।

٣٤٤ - وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّا خَرَجْنَا رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبْسُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلِيْسَ قَدْ نَهَىْ عَنْ هَذَا قَالَ بَلْ أَنَّمَا نَهَىْ عَنْ ذَلِكَ فِيْ الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يُسْتُرُكَ فَلَا يَأْسَ - رواه أبو داؤد

৩৪৪। হযরত মারওয়ান আল-আসফার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তিনি তার উটকে কেবলার দিকে ফিরায়ে বসালেন। তারপর নিজে বসলেন এবং উটের দিকে পেশাব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এ কাজ কি নিষেধ করা হয়নি। উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং খোলা জায়গায় তা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তোমার আর কেবলার মধ্যে কোন জিনিস আড়াল থাকলে এক্ষণ্ঠ করতে দোষ নেই।

٣٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنِ الْخَلَاءِ قَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِ الْأَذْى وَعَافَانِي - رواه ابن ماجة

৩৪৫। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, এই দোয়া পড়তেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِ الْأَذْى وَعَافَانِي .

“সব প্রশংসা আল্লাহর তাআলার, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পায়খানা) দূর করেছেন ও আমাকে নিরাপদ করেছেন” (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর হাজার হাজার নেয়ামত মানুষ ভোগ করে। তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে মানুষ শেষ করতে পারবে না। এই পায়খানা-পেশাবের মতো একটা ছোট ব্যাপার অথচ তা মানুষের জীবনে বড় প্রয়োজন। তা জীবনে শান্তি আনে। এ কাজের পর মানুষ নিজে কতো সুখ ভোগ ও নিরাপদ অনুভব করে। তাই আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহর প্রিয় রাসূল নসিহত করেছেন।

٣٤٦ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَمْتَكَ أَنْ يُسْتَنْجِوْ بِعَظِيمٍ أَوْ رَوْثَةً أَوْ حُمَّةً فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ - رواه أبو داؤد

৩৪৬। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো তখন তারা তাঁর নিকট আরয় করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উঞ্চককে গোবর, হাড় ও কয়লা দিয়ে শৌচকাজ করতে নিষেধ করে দিন। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে আমাদের খাদ্য হিসাবে নির্দ্দারণ করেছেন। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো শৌচ ব্যবহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হাড় জিনের খাবার। তারা এগুলো খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এভাবে গোবর এবং কয়লাও। জিনেরা স্বয়ং আল্লাহর নবীর কাছে এ কথা বলেছে এবং তাঁর উচ্চত যেনো এগুলো ব্যবহার করে তাদের আহারের অনুপযোগী করে না ফেলে এজন্য ফরিয়াদ জানিয়েছে।

(۳) بَابُ السِّوَاكِ

মিসওয়াক করা

٣٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أَمْتَى لِأَمْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشاَءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَوةٍ - متفق عليه

৩৪৭। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি আমার উচ্চতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে ইশার নামায দেরীতে পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে অবশ্যই আদেশ দিতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে দু'টি কথা বলা হয়েছে। একটি ইশার নামায বিলম্বে পড়ার কথা। আর দ্বিতীয়টি প্রতি বেলা নামাযের সময় মিসওয়াক করার কথা। ইশার নামায দেরীতে পড়া মুস্তাহব। নামায আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য সবচেয়ে বেশী মোক্ষম ইবাদত। রাত বৃদ্ধির সাথে সাথে দিনের কোলাহল কমতে থাকে। বাড়তে থাকে রাতের নীরবতা ও নিবিড়তা। এই কোলাহলহীন নীরবতা-নিবিড়তা আল্লাহর ধ্যানে মানুষকে নিবিষ্ট চিন্তে আরাধনা করতে সহায়তা করে বেশী। তাই ইশার নামায দেরীতে পড়া ভালো। এটাকে উৎসাহিত করে হজুর বলেছেন, উচ্চতের কষ্ট হবে না জানলে আমি এই হকুম দিয়ে এটাকে আশু করণীয় করে ফেলতাম। কষ্ট হবে তাই করলাম না। যারা করবে তারা অনেক সওয়াব পাবে।

٣٤٨ - وَعَنْ شُرِيعَ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بَأْيَ شَيْءٍ كَانَ يَدْأُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ - رواه مسلم

৩৪৮। তাবেয়ী হ্যরত শুরাইহ ইবনে হানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উচ্চুল মোমেনীন হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে প্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুরক্ষিত ও অত্যন্ত শিষ্টাচার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিজের মুখের গন্ধ অন্য কেউ

পাবার আগেই তিনি ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করতেন। পরম্পর কথাবার্তা ও কারো সাথে মেলামেশা করার জন্যও তিনি মিসওয়াক করে নিতেন। কথিত আছে, মিসওয়াক করলে সন্তুষ্ট উপকার হয়। এর সর্বোত্তম হলো মৃত্যুর পূর্বে কলেমা শাহাদাত অব্রণ থাকবে। শেষ পরিণতি কল্যাণকর হবে।

٣٤٩ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيلِ يَشْوُصُ فَاهَ بِالسَّوَاكِ - متفق عليه

৩৪৯। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ مِنَ الْفَطَرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْفَأُ الْلَحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُضُ الْأَبْطَ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَأَنْتَقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءُ - قَالَ الرَّاوِي وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ الْخَتَانِ بَدَلَ اعْفَأَ الْلَحْيَةَ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِّيْحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَّا الْخَطَابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنْنِ عَنْ أَبِي دَاؤَدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ .

৩৫০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দশটি বিষয় হলো প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্গত। (১) গোফ কাটা, (২) দাঢ়ি লম্বা করে রাখা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙুলের গিরাওলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) গোপন অঙ্গের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ করা এবং (১০) রাবী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি, সন্তুষ্ট তা হলো কুলী করা (মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় (দ্বিতীয় জিনিসটি) দাঢ়ি বাড়াবার স্থলে খতনা করার কথা এসেছে।

মিশকাত শরীফের সংকলক বলেন, এই বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমেও আমি পাইনি, আর হমাইদীতেও নয় (যা সহীহাইনের জামে)। অবশ্য এই রিওয়ায়াতকে সাহেবে জামে উসুল (নিজের কিতাবে) উল্লেখ করেছেন। এভাবে খান্তাবী (র) মাআলেমুস সুনানে হাদীসটি আবু দাউদের বরাত দিয়ে হযরত আম্বার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নকল করেছেন।

ব্যাখ্যা : যে দশটি বিশেষ কাজের উল্লেখ এই হাদীসে হয়েছে এসব কাজ বিগত দিনের সকল নবীদের শরীয়তেও সুন্নাত ছিলো। এইজন্য এই কাজগুলোকে 'সুন্নাতুল আবিয়া' বলা হয়। গৌফ এভাবে কাটবে যাতে ঠোট পরিষ্কার দেখা যায়। দাঢ়ি অন্তত এক মুঠি পরিমাণ লস্বা থাকা উচিত বলে আলেমদের মত। এই ব্যাপারে হাদীস থেকে পরিমাণের কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এক মুঠির চেয়ে বেশী লস্বা হলে কোন দোষ নেই। তবে সীমার অতিরিক্ত লস্বা হওয়াও ঠিক নয়। কেউ কেউ বলেন, দাঢ়ি রেখেছে বলে কিছু দূর থেকে বুরা যায়, এই পরিমাণ লস্বা হলেই চলে। দাঢ়ি কাটা হারাম বলে ওলামাদের মত। কারণ দাঢ়ি কাটলে বেদীনদের সাথে 'তাশবীহ' (সাদৃশ্য) হয়। কোন নারীর দাঢ়ি উঠলে তা কেটে ফেলা মুস্তাহাব।

মিসওয়াক করা ও নাকে পানি দেবার কথা আগেই আলোচনা হয়েছে। তবে ফরয গোসলে নাকে পানি দেয়া ফরয। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য নখ কাটা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুযায়ীও নখ কাটা আবশ্যিক। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে নখ কাটা শুরু করে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। তারপর বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল হতে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। অতঃপর ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুলের নখ কাটবে, এটাই উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের ছোট আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম পায়ের ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। জুমাবারে নখ কাটা উত্তম। কাটা নখ মাটিতে পুতে রাখা মোস্তাহাব। পায়খানা-পেশাবের জায়গায় নখ ফেলা মাকরহ।

মলদ্বার, বগল, লজ্জাস্থানের লোম লোমনাশক সাবান দ্বারাও সাফ করা যেতে পারে। সঙ্গাহে একবার সাফ করবে। আঙ্গুলের গিরার পঁঢ়ের ন্যায় কানের পঁঢ় ও নাভি ধোয়ার একই নিয়ম। চল্লিশ দিনের বেশী অতিক্রম করা মাকরহ।

'খতনা' 'শেআরে ইসলাম' মুসলিম ঐতিহ্য বলে এর শুরুত্ব খুবই বেশী। কোন এক এলাকার সকল মুসলমান খতনা না করলে কঠিন শক্তি বিধানের হ্রকুম রয়েছে। খতনা জন্মের দিন হতে বালেগ হবার আগে করে ফেলা উচিত। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে যত ছোট সময়ে খতনা করা যায়, ততই সহজ ও যঙ্গল। ক্ষত হবার আশংকা থাকে না। শিশু কিছু বুবে না, হাত দিয়ে স্পর্শ করার বোধ সৃষ্টি হয় না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣٥١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوَاقُ مَطْهَرٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبَبِ - رواه الشافعى وأحمد والدارمى والنمسائى وروى البخارى فى صحيحه بلا إسناد .

৩৫১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিসওয়াক হলো মুখগহবর পরিষ্কারক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় (শাফেয়ী, আহমাদ, দারিমী ও নাসাঈ)। ইমাম বুখারী হাদীসটি সনদসূত্র বাদ দিয়ে তার আস-সাহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي أَبْيَوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِنْ سُنْنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاةُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالْتَّعْطُرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ -

رواه الترمذى

৩৫২। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চার জিনিস নবী-রাসূলদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত : (১) লজ্জাশীলতা, আর এক বর্ণনায় এর জায়গায় খতনার কথা বলা হয়েছে; (২) সুগক্ষি ব্যবহার করা; (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) বিয়ে করা (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : নবী-রাসূলদের সুন্নাত অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ এই সুন্নাত ৪টি পালন করেছেন। এখানে ‘হায়া’ বা লজ্জার কথা বলা হয়েছে। চরিত্রের এটা বড় ভূমণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক জায়গায় বলেছেন : “লজ্জা ঈমানের অংশ”। মানুষ নিজের নফসকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবে। খারাপ কথাবার্তা চর্চা থেকে বেঁচে থাকবে।

‘খতনা’ ইসলামের একটি ‘শেআর’, এতিহ্য। সকল নবী-রাসূলগণই জন্মগতভাবে খতনাকৃত ছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আদম, শীছ, নূহ, হুদ, সালেহ, লৃত, শোআইব, ইউসুফ, মূসা, সুলাইমান, যাকারিয়া, ঈসা (আ), হানজলা ইবনে সাফওয়া, এমনকি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও জন্মগত ‘খতনা’ করা ছিলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কেউ কেউ আবার বলেন যে, তাঁর খতনা জন্মের পর হয়েছিলো।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগক্ষি খুব ভালোবাসতেন। বর্ণিত হয়েছে, তিনি সুগক্ষি হিসাবে ‘মিশক’ ব্যবহার করেছেন। শরীয়তে মুহাম্মাদীতে বিয়ের ব্যাপারেও খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিয়েকেও ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। বিয়ে করাও সুন্নাত।

٣٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لِيلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسْوُكُ قَبْلَ أَنْ تَنْوَضَأً - رواه احمد وابو داؤد .

৩৫৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাতে যখনই ঘুম হতে উঠতেন, উজ্জু করার আগে মিসওয়াক করতেন (আহমদ ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী নবী ছিলেন। খুবই পরিকল্পিতভাবে তিনি 'কাইলুল' (দুপুরের বিশ্রাম) করতেন। এইজন্য উম্মতদের জন্যও দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত। রাতে তিনি ঘুমাতেন। তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তাহাঙ্গুদের জন্য উঠে যেতেন। দিনের ঘুম রাতের বেলায় তাঁর তাহাঙ্গুদের নামাযের জন্য উঠা সহজ করে দিতো। যেমন সাহরী খাওয়া দিনের রোয়া রাখার জন্য স্বচ্ছ এনে দিতো।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘুম থেকে উঠতেন উজ্জু করার আগে 'মিসওয়াক' করতেন। এ কাজ তাঁর নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। ঘুম গেলেই মুখের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। মিসওয়াকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। মিসওয়াকের কারণে দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকে থাকতে পারে না বলে দাঁত ও দাঁতের মাড়িও পরিষ্কার থাকে। আজকালের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানে হজুরের মিসওয়াকের গুণগুণ ও উপকারিতা বহুলভাবে সমর্থিত। কাজেই সুস্থান্ত্রের জন্য মিসওয়াক একটা আবশ্যকীয় কাজ।

٣٥٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فِيْعَطِينِيْ
السَّوَاكَ لِأغْسِلَهُ فَابْدَأْ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ - رواه أبو داؤد

৩৫৪। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করতেন। অতঃপর ধূয়ে রাখার জন্য তা আমার হাতে দিতেন। আমি (তাঁর হাত থেকে মিসওয়াক নিয়ে) প্রথমে নিজে মিসওয়াক করতাম। তারপর ধূয়ে রাখতাম ও হজুরকে দিয়ে দিতাম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, মিসওয়াক করার পর তা ধূয়ে রাখা প্রয়োজন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিসওয়াক ধোয়ার আগে নিজে তা দিয়ে বরকতের জন্য মিসওয়াক করতেন। তখন মিসওয়াকে হজুরের মুখের পবিত্র লালা লেগে থাকতো। তা নিজের মুখে লাগিয়ে তারপর তা ধূয়ে ফেলতেন।

ত্তীয় পরিচ্ছেদ

٣٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا
فِي الْمَنَامِ أَتْسَوَكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رَجُلٌ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأَخْرَى

فَنَوَّلْتُ السِّوَّاکَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِيْ كَبِيرٌ فَدَعَتْهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا -

متفق عليه

৩৫৫। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। এমন সময় দু'জন লোক আমার কাছে এলো, যাদের একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। ছেটেজনকে আমি আমার মিসওয়াকটি দিতে উদ্যত হলে আমাকে বলা হলো, বড়জনকে দিন। এরপর আমি তা বড় জনকেই দিলাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মিসওয়াকের ফর্মাতের অনেক বর্ণনা ইতৎপূর্বে দেয়া হয়েছে। এখানে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিসওয়াকটি বড়জনকে দেবার জন্য বলা হলো। এর দ্বারা বুখা গেলো, তুলনামূলকভাবে ছোট হতে বয়সে বড়ের মর্যাদা বেশী। তাই তাকে দিতে বলা হয়েছে।

৩৫৬ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمْرَنِيْ بِالسِّوَّاکِ لَقَدْ خَشِّبْتُ أَنْ أَخْفِيْ
مُقْدَمَ فِيْ - رواه أحمد

৩৫৬। ইয়রত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঁরশাদ করেছেন : জিবরীল (আ) যখনই আমার কাছে আসতেন আমাকে মিসওয়াক করার হকুম দিতেন, এমনকি আমার ভয় হতো মিসওয়াক করতে করতে আমার মুখের সম্মুখভাগ আবার ছিলে না ফেলি (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকেও মিসওয়াক করার ফর্মাতের প্রমাণ পাওয়া গেলো। জিবরীল (আ) হজুরের কাছে এলে তাঁকে মিসওয়াকের কথা বলতেন। এটাই তার প্রমাণ। আর হজুর কারীমও এই হকুম পালনে এতো মনোযোগী ছিলেন যে, মিসওয়াক তিনি বেশী বেশী করতেন। এমনকি তিনি নিজেই ভাবতেন, এতো বেশী মিসওয়াক করলে না আবার তাঁর মুখের অঞ্চলগ অর্থাৎ ঠোঁটের চামড়া উঠে যায়। অর্থাৎ তিনি বেশী মিসওয়াক করতেন।

৩৫৭ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اكْفَرْتُ
عَلَيْكُمْ فِي السِّوَّاکِ - رواه البخاري

৩৫৭। ইয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে

মিসওয়াকের (ফ্যীলাত) সম্পর্কে (এর গুরুত্বের কারণে) অনেক বেশী বেশী বললাম (বুখারী) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও মিসওয়াক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । কোন জিনিসের গুরুত্বের ও ফ্যীলাতের কারণেই তা বারবার বলা হয় ।

٣٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ وَعِنْدَهُ رَجُلًا أَحَدَهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأَخْرَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِيرُ اغْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرُهُمَا - رواه أبو داود

৩৫৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করছিলেন । তাঁর কাছে তখন দু'জন লোক ছিলেন । এদের একজন অপরজনের বয়জেষ্ঠ ছিলো । তখন মিসওয়াকের ফ্যীলাত সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছিলো, বড়কে অধাধিকার দিন এবং এই দুইজনের বড়জনকে মিসওয়াকটি দান করুন (আবু দাউদ) ।

٣٥٩ - وَعَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا - رواه البهقى في شعب الاعياد

৩৫৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নামাযের জন্য (উজু করার সময়) মিসওয়াক করা হয় তার ফ্যীলাত সন্তুর শুণ বেশী ওহী নামাযের চেয়ে যে নামাযে (উজু করার সময়) মিসওয়াক করা হয়নি (বায়হাকী) ।

**٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَشْقَى عَلَى أَمْتَنِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا خَرَتْ صَلَاةٌ. العِشاَءِ الَّتِي ثُلُثُ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَوَاكُهُ عَلَى أَذْنِهِ مَوْضِعُ الْقَلْمَنِ مِنْ أَذْنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا أَسْتَنَ ثمَّ رَدَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ - رواه الترمذى
وابو داود الا انه لم يذكر «ولآخرت صلاة العشاء التي ثلث الليل» وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح .**

৩৬০। হ্যরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি যদি উন্নতকে কষ্টে ফেলার আশংকা না করতাম তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে হ্রক্ষম করতাম এবং ইশার নামায রাতের এক-ত্রৈয়াংশে পিছিয়ে দিতাম। আবু সালামা (র) বলেন, আমি দেখেছি হ্যরত যায়দ ইবনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে হাজির হতেন। তারপর তা আবার ওখানে (কানে) রেখে দিতেন (তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)। আবু দাউদ 'ইশার নামায পিছিয়ে দিতাম' বাক্য ছাড়া বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী এই হাদীসকে হাসান ও সঙ্গীহ বলেছেন।

(٤) بَابُ سُنْنَةِ الْوَصْوَفِ

(উজুর নিয়ম-কানুন)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَبَقْتَ أَحَدَكُمْ مَنْ تُؤْمِنُ بِهِ فَلَا يَعْمَسْ يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَةً فَإِنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَأْتَ يَدَهُ - متفق عليه

৩৬১। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে নিজের হাত যেনো পানির মধ্যে ডুবিয়ে না দেয়, যে পর্যন্ত তা তিনবার ধুয়ে না নিবে। কারণ সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় কোথায় গিয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আরবদেশে পানির বড় অভাব ছিলো। আজকাল আরবে সে অভাবের কথা ঘনে হয় না। এই কারণে তৎকালীন আরবে পায়খানা-পেশাবের পর ঢিলা দ্বারা শৌচকাজ সমাধা করা হতো। আরবদেশে বড় গরম। রাতে ঘুমাবার পর সারা দেহ ঘামিয়ে থাকে। ইন্তেজার জায়গায় ঘাম এসে থাকতো। ঘুমের ঘোরে অবচেতন অবস্থায় কোন হাত এসব ঘামের জ্ঞায়গায় গিয়ে থাকতে পারে। এই কারণে ঘুম থেকে উঠার পরই মানুষেরা যেনো পানির ভাণ্ডে হাত ডুবিয়ে না দেয়, বরং আগে ভাণ্ড কাত করে পানি নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে। তারপর ভাণ্ড দিয়ে পানি

ব্যবহার করবে। পাক-পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য করেই হজুর সান্ধান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্ধায় এই নির্দেশ দিয়েছন।

٣٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيقْظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مُنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلَيَسْتَنِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِينُ عَلَى حِيشُونِهِ مُتَفَقَ عَلَيْهِ . وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَدَعَ بِوَضُوءٍ فَاقْرَأَ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلَ يَدِيهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنِرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدِيهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الرِّفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِيهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَا بِمُقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلِيهِ رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَابِيُّ دَاؤُدُّ نَحْوَهُ ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ . وَفِي الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ تَوَضَّأَ لِنَاوْضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَ بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَهُ مِنْهُ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلُوهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنِشَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِيهِ وَادْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلِيهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَا بِمُقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلِيهِ . وَفِي رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنِشَ وَاسْتَنِرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنِشَ مِنْ كَفَةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَخَارِيِّ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ

رَجِلِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . وَفِي أُخْرَى لَهُ فَمَضْمَضٌ وَاسْتَثْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ
غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

৩৬২। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে ও উজু করবে, সে যেনে তিনবার নাকে পানি দিয়ে (নাক) বেড়ে ফেলে। কেনোনা শ্যায়তান ক্ষতে তার নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে (বুখারী ও মুসলিম)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রাদিয়াল্লাহ আনহকে জিজেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উজু করতেন? এ কথা শুনে তিনি উজুর জন্য পানি আনালেন, দুই হাতের উপর তা ঢাললেন। দুই হাত (কজি পর্যন্ত) দুইবার ধুইয়ে নিলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন। অতঃপর হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। এরপর দুই হাত দিয়ে 'মাথা মাসেহ' করলেন। (মসেহ এভাবে করলেন) দুই হাতকে মাথার সম্মুখভাগ হতে পেছনের দিকে নিয়ে আবার পেছন হতে সম্মুখভাগে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ তিনি তার মাথার সামনে থেকে শুরু করে দুই হাতকে পেছনের দিকে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার উচ্চ দিকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে দুই হাত নিয়ে এলেন। এরপর দুই পা ধুইলেন (মালেক ও নাসাদ্ব)। আবু দাউদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। জামেউল উসুল-এর গ্রন্থকার একথা বলেছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিমকে বলা হলো, যেভাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করতেন ঠিক সেইভাবে আপনি আমাদের সামনে উজু করুন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহ পানি আনালেন। ভাণ্ড কাত করে পানি নিয়ে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর ভাণ্ডের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পানি এনে এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তারপর আবার নিজের হাত ভাণ্ডে ঢুকিয়ে পানি এনে তিনবার তার মুখমণ্ডল ধুইলেন। আবার ভাণ্ডে হাত ঢুকিয়ে পানি এনে নিজের মাথা মাসেহ এভাবে করলেন, প্রথমে নিজের হাত দুইটি সামনে থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন, তারপর নিজের দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর বললেন, অনুরূপ ছিলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে (মসেহ করার জন্য), নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছনের দিক

থেকে সামনে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ মাথার সামনের অংশ হতে 'মসেহ' শুরু করে দুই হাত গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার গর্দান থেকে শুরু করে হাত ও খানে নিয়ে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর নিজের দুই পা ধুইলেন।

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, তিনি এক কোষ দিয়ে কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনবার করলেন।

বুখারীর বর্ণনার শব্দ হলো, তারপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন। নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। আর এটা তিনি একবার করেছেন। তারপর টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন।

বুখারীরই এক বর্ণনার শব্দ হলো, অতঃপর তিনি কুলি করলেন ও নাক ঝাড়লেন তিনবার এক কোষ পানি দিয়ে।

ব্যাখ্যা : শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে, এসব কথার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করাই উচিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করা ভালো। তবে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, নাকের বাঁশিতে রাতে আঠাল তরল পদার্থ জমা হয়। তা মগজের জন্য ক্ষতিকর। এতে কোন বিপদ ঘটার আশায় শয়তান খুশী হয়। তাই নাক পরিষ্কার রাখা জরুরী।

উচ্চতের জন্য সহজ করার নিয়তে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে উজ্জু করেছেন। কখনো কোন অংশ একবার কি দুইবার ধুয়েছেন, আবার কখনো তিনবার। কখনো কুলি ও নাক ধোয়ার জন্য এক কোষ পানি খরচ করেছেন। আবার কখনো প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা পানি নিয়েছেন। তবে মাথা মাসেহ ব্যতীত তিনি হাত-পা ও মুখ তিনবার করেই ধুয়ে নিতেন। কাজেই এ হাদীসে উজ্জুর ব্যাপারে কথা বিভিন্ন রকম মনে হলেও মূলত এক। এসব বর্ণনায় পরম্পর কোন বিরোধ নাই। ইমামগণও হাদীসে বর্ণিত সব রকমেই উজ্জু করাকে ঠিক মনে করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) কুলি ও নাক ঝাড়ার জন্য পৃথক পৃথকভাবে পানি নেয়াকে উত্তম মনে করেছেন।

٣٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا - رواه البخاري

৩৬৩। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উজ্জু করলেন (অর্থাৎ উজ্জুর অঙ্গগুলো একবার করে ধুইলেন), এর বেশী ধুইলেন না (বুখারী)।

٣٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - رواه البخاري

৩৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জুর অঙগলোকে দুইবার করে ধুইলেন (বুখারী)।

٣٦٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ لَا أَرِكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً - رواه مسلم

৩৬৫। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি 'মাকায়ে' নামক স্থানে বসে উজু করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু করে দেখাবো না! অতঃপর তিনি উজুর অঙগলো তিনি তিনবার করে ধইলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসগুলোতে উজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার, দুইবার ও তিনবার করে উজুর স্থানগুলোকে ধুইবার কথা উল্লেখ হয়েছে। তবে একথারও প্রমাণ আছে যে, তিনি বেশীরভাগ সময়ই তিনবার করে উজুর স্থানগুলো ধুইতেন। এই সবই তিনি উপরের কাজ সহজ করে ও অবস্থান্ত্যায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য করেছেন। তিনবার করে ধোয়াই উত্তম। পানির অভাবে, সময়ের অভাবে বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে দুইবার কি একবার করে ধুইলেও চলবে। তবে একবার করে ধুইলে লক্ষ্য রাখতে হবে উজুর জায়গা যেনে পরিপূর্ণভাবে ধোয়া হয় এবং ফরযের হক আদায় হয়। মনে রাখতে হবে মাথা মাসেহ একবারই করতে হবে। কারণ কোন হাদীসেই মাথা মাসেহ একবারের বেশী উল্লেখ নেই। উজুর স্থান তিনবার করে ধোয়ার উল্লেখ আছে যেসব হাদীসে সেসব হাদীসেও মাথা মাসেহ একবারই উল্লেখিত হয়েছে।

٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَاءِ بَالْطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّوْا وَهُمْ عَجَالٌ فَإِنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمْسَهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْسَلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ - رواه مسلم

৩৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুক্ত হতে মদীনায় ফিরে যাবার পথে একটি পানির কূপের কাছে পৌছলাম। আমাদের কেউ কেউ আসরের নামায়ের সময় দ্রুত উজু করতে গেলেন এবং তাড়াতড়া করে উজু করলেন।

এৱেপৰ আমৰা তাদেৱ কাছে পৌছলাম। দেখলাম তাদেৱ পায়েৱ গোড়ালি শুকনা, চকচক কৰছে। ওই জায়গায় পালি পৌছেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হায়! হায়! (শুকনা) গোড়ালিৰ লোকেৱা জাহানামে যাবে, তোমৰা পূৰ্ণৱপে উজ্জু কৱো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : পা ধোয়া ফৰয। কাজেই পায়েৱ গোড়ালি শুকনা থাকলে উজ্জু হবে না। আৱ উজ্জুৰ জন্য এ রকম তাড়াছড়া কৱাও ঠিক নয়। কাৱণ তাড়াছড়া কৱাৱ জন্য যদি উজ্জুই না হলো তবে তো নামাযও হবে না। আৱ থালি পায়ে মাসেহ কৱাৱ কোন বিধান নেই। এসব লোক পা না ধুয়ে মাসেহ কৱেছে একথা বলাৱও কোন অবকাশ নেই। কাজেই বিনা উজ্জুতে নামায পড়লে এসব নামাযীৰ জন্য জাহানামেৰ আয়াবেৱ ভয় আছে।

٣٦٧ - وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخَفْيَنِ - رواه مسلم

৩৬৭। হ্যৱত মুগীৱা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, হজুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জু কৱলেন। তিনি কপালেৱ চুলেৱ উপৱ, পাগড়ীৱ উপৱ এবং মোজার উপৱ মাসেহ কৱলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কুৱআনে মাথা মহেস কৱাৱ নিৰ্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাথাৱ কত অংশ মসেহ কৱতে হবে তা বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ইমামদেৱ মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক (র) গোটা মাথা মাসেহ কৱা ফৰয বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেছেন, মাথাৱ সামান্য অংশ মাসেহ কৱলেই ফৰয আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) মাথাৱ চার ভাগেৱ এক ভাগ মাসেহ কৱা ফৰয বলেছেন। বাকীটুকু মাসেহ কৱা তাঁৰ মতে মুস্তাহাব। এই হাদীস তার দলীল। কেনোনা ‘নাসিয়া’ বলে মাথাৱ সামনেৱ দিকেৱ চার ভাগেৱ এক ভাগকে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাশল (র)-এৱে মতে পাগড়ীৱ উপৱ মাসেহ কৱলে ফৰয আদায় হবে, যদি মাসেহেৱ আগে উজ্জু কৱে পাগড়ী বাঁধা হয়ে থাকে। অন্য ইমামগণেৱ মতে ফৰয আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। প্ৰিয় নবী ফৰয আদায়েৱ জন্য প্ৰথমে ‘নাসিয়া’ মাসেহ কৱেন। তাৱপৱ এটাকে আৱো উত্তম কৱাৱ জন্য পাগড়ীৱ উপৱই মাসেহ কৱেছেন, এৱেপৰ মোজার উপৱ।

٣٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَانَهُ كُلَّهُ فِي طَهُورِهِ وَتَرْجُلِهِ وَتَنْعَلِهِ - متفق عليه

৩৬৮। হ্যৱত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁৰ সব কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে আৱল

করতে পছন্দ করতেন। পাক-পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানোয় ও জুতা পরনে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সকল ভালো কাজই উজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে শুরু করতেন যতোটা সম্ভব। তাহারাত অর্জন অর্থাৎ উজ্জু করার সময় ডান হাত ডান পা আগে ধুইতেন। তারপর বাম হাত ও বাম পা। যেসব কাজে কোন মর্যাদা নেই সেসব কাজ বাম দিক হতে শুরু করতেন। যেমন তিনি পায়খানায় যেতে বাম পা আগে রাখতেন। মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা আগে বের করতেন ইত্যাদি।

ধিতীয় পরিষেদ

٣٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدُعُوا بِأَيْمَنِكُمْ - رواه أحمد وابو داؤد

৩৬৯। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন কিছু পরবে অথবা উজ্জু করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

٣٧ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ - رواه الترمذি وابن ماجة ورواه احمد وابو داؤد عن أبي هريرة والدارمي عن أبي سعيد الخدري عن أبيه وزادوا في أوله لا صلاة لمن لا وضوء له .

৩৭০। হ্যরত সাঈদ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাম পড়ে উজ্জু শুরু করেনি তার উজ্জু হয়নি (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)। কিন্তু আহমাদ ও আবু দাউদ এই হাদীসটি আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে, দারেমী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ও তিনি তাঁর আক্রা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রমুখ তাদের বর্ণনায় আরো আছে : যার উজ্জু হয়নি তার নামাঘও হয়নি।

ব্যাখ্যা : সব কাজের শুরুতেই ‘বিসমিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করার তাকীদ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে, যে কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ। হাদীসে বিশেষ করে উজ্জুর শুরুতে যে ব্যক্তি

‘বিসমিল্লাহ অর্থাৎ ‘আল্লাহৰ নামে শুরু কৰছি’ না বলে উজু শুরু কৰেছে, তাৰ উজুই হয়নি তা তাকীদেৱ জন্য বলা হয়েছে। এ কাৱণেই ইমাম আহমাদ উজুৰ শুৱতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা ‘ওয়াজিব’ বলেছেন। তবে জমছৰ ওলামার মতে তা সুন্নাত।

উজুৰ শুৱতে ওলামায়ে সালাফ “সোবহানাল্লাহিল আজীম ওয়া বিহামদিহি” পড়তেন বলে বৰ্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ “আউজ্জুবিল্লাহ” পড়াৰ পৰ “বিসমিল্লাহিৰ রাহমানিৰ রাহীম” পড়া উত্তম বলেছেন। তবে উজুৰ পূৰ্বে “বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহি আলা দৈনিল ইসলাম” পড়াই বেশী খ্যাত।

٣٧١ - وَعَنْ لَقِيْطَ بْنِ صَبَرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا - رواه أبو داؤد والترمذى والنسانى وروى ابن ماجة والدارمى
الى قوله بَيْنَ الْأَصَابِعِ .

৩৭১। হযৱত লাকীত ইবনে সাবিৱাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহৰ রাসূল! আমাকে উজু সম্পর্কে বলুন। ছজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উজুৰ অঙগুলো পৰিপূৰ্ণভাৱে ধুইবে। আঙগুলগুলোৰ মধ্যে (আঙুল চুকিয়ে) খিলাল কৰবে। উত্তমভাৱে নাকে পানি পৌছাবে যদি রোয়াদার না হও (আবু দাউদ, তিৰিয়ী ও নাসায়ী)। ইবনে মাজা ও দারেমী “আঙগুলগুলোৰ মধ্যে” পৰ্যন্ত বৰ্ণনা কৰেছেন।

ব্যাখ্যা : হযৱত লাকীত ইবনে সাবিৱার প্ৰশ্নেৰ উদ্দেশ্য ছিলো কিভাৱে উজু কৰলে উজু উত্তম হবে, সওয়াবও বেশী পাওয়া যাবে। ছজুৰ জবাবে বললেন, পৰিপূৰ্ণভাৱে উজু কৰবে, যাতে উজুতে কোন খুঁত না থাকে। অর্থাৎ উজুৰ ফৰয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মৃষ্টাহাৰেৰ প্ৰতি লক্ষ্য রেখে সব কাজ কৰবে। এইজন্যই হাদীসে হাত ও পায়েৰ আঙগুলগুলো খিলাল কৰে উজু কৰাৰ জন্য ছজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অসাৰধানতা বশত যেনো কোন আঙুলেৰ ভিতৱৰে কোন জায়গা শুকনা না থেকে যায়। নাকে পানি দেৰাৰ ব্যাপারেও ছজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতৰ্কতা অবলম্বন কৰাৰ কথা বলেছেন। তবে রোয়াদার হলে নাকেৰ ভিতৱৰে যেনো পানি চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٣٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَتْ فَخَلِلْ أَصَابِعَ يَدِيْكَ وَرِجْلِيْكَ - رواه الترمذى وروى ابن ماجة
نحوه وقال الترمذى هذا حديث غريب .

۳۷۲ । هر راتِ ایوب نے آکھا س را دیدیا جھاٹ آنحضرت ہتھے بحثیت । تینی بلنے، راسُلُّوْلَهُ اس سے سالاٹاٹ آلا ایسی ویسا سالاٹام بلنے ہے : تو مرا یخن عجز کر رہے، ہاتھ پر و پائیں اگلے گلے کے مধی (آگلے چوکیے) خیلائ کر رہے (تیرمیذی) । ایوب نے ماجا و اکھی رپ بحثنا کر رہے ہے । تیرمیذی (ر) بلنے، اسی ہدایہ سے گریب ।

۳۷۳ - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدُّلُكُ أَصَابِعَ رِجْلِيهِ بِخِنْصَرٍ - رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجة

۳۷۳ । هر راتِ موسیٰ تا اورید ایوب نے شاداد را دیدیا جھاٹ آنحضرت ہتھے بحثیت । تینی بلنے، آمی راسُلُّوْلَهُ اس سے سالاٹاٹ آلا ایسی ویسا سالاٹام کے عجز کر رہا ر سماں دے دیئے، تینی باہم ہاتھ پر چوٹ اگلے دیے دیئے دیئے پائیں اگلے گلے کے مধی (آہمادے کے بحثنا کرنے کے لئے؛ تیرمیذی، آبُو داؤد و ایوب نے ماجا) ।

۳۷۴ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفَّاً مِنْ مَا ، فَادْخَلَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ فَخَلَلَ بِهِ لِحِيَتَهُ وَقَالَ هَذَا أَمْرِنِي رَبِّي - رواه ابو داؤد

۳۷۴ । هر راتِ آنامس را دیدیا جھاٹ آنحضرت ہتھے بحثیت । تینی بلنے، راسُلُّوْلَهُ اس سے سالاٹاٹ آلا ایسی ویسا سالاٹام 'عجز' کر رہا ر سماں دے دیئے تیرمذی کے نیچے داڑھتے اپنے کریمے تا دیے خیلائ کر رہے نیتنے اور بلنے ہے : آماں 'رہ' آماکے اکھپ کرتے نیزہ دیے ہے (آبُو داؤد) ।

بُخَارِیٰ : عجز تے داڑھ خیلائ کر رہا یعنی ہبہ । داڑھ کے نیچے دیک دیے اگلے چوکیے دیے عپرے دیک دیے بے کر رہے نہیں । اٹاٹ داڑھ خیلائ । داڑھ پاتلہ ہلے یونہانوں کے سیما پرست داڑھ کے نیچے چامڈا ڈھویا فری । داڑھ ہن ہلے بیتلرے کے چامڈا دیکھا نا گلے یونہانوں کے سیما پرست داڑھ کے عپری�اگ ڈھویا فری । اسی ڈھرنا نے ہن داڑھ کے نیچے دیک خیلائ کر رہا سوناٹ । ہجڑوں سے سالاٹاٹ آلا ایسی ویسا سالاٹام کے داڑھ میوبارک ہیلے بے ہن ।

۳۷۵ - وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّ لِحِيَتَهُ - رواه الترمذی والدارمي

۳۷۵ । هر راتِ وسماں را دیدیا جھاٹ آنحضرت ہتھے بحثیت । تینی بلنے، راسُلُّوْلَهُ اس سے سالاٹاٹ آلا ایسی ویسا سالاٹام عجز کر رہا ر سماں نیچے داڑھ خیلائ کرنے (تیرمیذی و دارمی) ।

٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي حَيْيَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيهِ حَتَّى انْقَاهُمَا ثُمَّ مَضَمَضَ ثَلَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرَبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحَبْتُ أَنْ أَرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه الترمذى والنسائى

৩৭৭। তাবেয়ী হ্যরত আবু হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহকে উজ্জু করতে দেখেছি। তিনি (প্রথম) নিজের হাত কঙ্গি পর্যন্ত ধূয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। এরপর তিনবার কুলি করলেন। তিনবার নাকে পানি দিলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধূয়ে নিলেন। এরপর একবার মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দুই পাঁগিরা পর্যন্ত ধূইলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উজ্জুর বাকী পানিটুকু নিয়ে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উজ্জু করেছেন তা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই (তিরমিমী ও নাসান্তি)।

ব্যাখ্যা : দাঁড়িয়ে পানি পান করাতে কোন দোষ নেই, এ হাদীস থেকে তা বুক্স যায়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এটা যমযম ও উজ্জুর পানির বৈশিষ্ট্য। অন্য পানি বসে বসেই পান করতে হবে। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু উজ্জুর পানির বরকতের জন্য তা পান করেছেন।

٣٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ حَيْرٍ قَالَ نَحْنُ جُلُوسٌ فَنَنْظَرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ تَوَضَّأَ فَادْخَلَ بَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلَأَ فَمَهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بَيْهِ الْبُسْرَى فَعَلَ هَذَا ثَلَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طَهُورَهُ - رواه الدارمي

৩৭৭। তাবেয়ী হ্যরত আবদে খায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসে বসে হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে দেখছিলাম। তিনি উজ্জু করছিলেন। তিনি ডান হাত ধূবিয়ে দিয়ে পানি উঠিয়ে মুখ ভরে কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তিনি তিনবার একপ করলেন, তারপর বললেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জু (করার পদ্ধতি) দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় তাহলে একপই ছিলো তাঁর উজ্জু (দারেমী)।

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকরীর উদ্দেশ্য ছিলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু করার সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেবার অবস্থা বর্ণনা করা। তাই তিনি এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্ট উজুর অবস্থা সম্বত সকলে জানতেন বলে আর বর্ণনা করেননি।

৩৭৮ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتِشْقَاصَ مِنْ كَفَّيْ وَأَحَدَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا - رواه أبو داؤد والترمذى

৩৭৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

৩৭৯ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنِيهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَابَيْتَينِ وَظَاهِرَهُمَا بِاَبْهَامِيهِ - رواه النساءى

৩৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা ও দুই কান মাসেহ করেছেন। কানের ভিতরাংশ নিজের দুই শাহাদাত আঙুল ও উপরিভাগ বৃক্ষাঙ্গুলী দিয়ে মাসেহ করেছেন (নাসাই)।

৩৮. - وَعَنِ الرُّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذِ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَالْتَّ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغِيَهُ وَأَذْنِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً - وَفِي رِوَايَةِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَادْخَلَ اصْبَعَيْهِ فِي جُحْرِيَ أَذْنِيهِ - رواه أبو داؤد وروى الترمذى الرواية الاولى وأحمد وابن ماجة الثانية .

৩৮০। হযরত রূবাই বিনতে মোআবিজ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মসেহ করলেন সম্মুখ দিক ও পেছনের দিক (অর্থাৎ গোটা মাথা), দুই কানপটি ও দুই কান একবার করে। অপর বর্ণনায় আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করলেন এবং দুই আঙুল দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করালেন (আবু দাউদ)। তিরমিয়ী প্রথম রিওয়ায়াতটি এবং আহমাদ ও ইবনে মাজা দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো মাথা মসেহ করার জন্য যে পানি নিয়েছেন তা দিয়েই কান মাসেহ করেছেন। মাথা ও কান একবার করেই মাসেহ করেছেন। এ বিষয়ে

হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহে শুধু একবারের কথাই রয়েছে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে দুই বা তিনবারও করা যেতে পারে যদি একই পানি দিয়ে হয়। ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাষলের মতও একবারেই।

٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاِ غَيْرِ فَضْلِ يَدِيهِ - رواه الترمذى ورواه مسلم مع زوائد

৩৮১। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজু করতে দেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাসেহ করলেন তাঁর দুই হাতের উদ্ভুত পানি ভিন্ন অন্য পানি দিয়ে (তিরমিয়ী; মুসলিম আরো কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : মাথা মাসেহ করার জন্য পৃথক পানি নেয়াই উভয়। তবে হাত ধোয়ার পর হাতের তালুতে লেগে থাকা পানি দিয়েও মাসেহ করা জায়ে। এর সমর্থনেও হাদীস আছে।

٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ذَكَرَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقِينَ وَقَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رواه ابن ماجة وابو داؤد والترمذى وذكرًا قال حماد لا أدرى الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة أم من قول رسول الله صللي الله عليه وسلم .

৩৮৪। হ্যরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজুর কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, উজুর সময় ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের দুই কোণ কচলালেন এবং বললেন, কান দুইটি মাথারই অংশ (ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)। আবু দাউদ ও তিরমিয়ী একথা ও বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের অধ্যন্তরে রাবী হামাদ বলেছেন, আমি জানি না “কান দুইটি মাথারই অংশ”, এ কথাটা কার, আবু উমামার না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের?

ব্যাখ্যা : হাদীসে “মাক” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কামুস লুগাতে ‘মাক’ বলা হয়েছে নাকের নিকটবর্তী চোখের দুই কোণকে। আর জাওহারী বলেছেন, ‘মাক’ হলো চোখের দুই পাশের দুই কোণ।

তাই সবচেয়ে ভালো উজ্জু করার সময় দুই চোখের দুই প্রান্তের কোণকেই কচলিয়ে ধূয়ে নিতে হবে। তাহলে চোখের ভিতরে ময়লা পিচুটি যা চোখের দুই কোণ দিয়েই বের হয়, কচলিয়ে খোয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাদীসের বর্ণনায় অর্থাৎ ‘কান দুইটি মাথার অংশ’ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, কান মাথার অংশ হিসাবে মাথা মাসেহ করার সাথেই কানও মাসেহ করতে হবে। আর একথাও বুঝা যায়, মাথা মাসেহ করার পর হাতে যে পানি অবশিষ্ট থাকে তা দিয়েই কান মাসেহ করতে হবে। কান মাসেহ করার জন্য পৃথক পানি নেবার প্রয়োজন নেই।

প্রথম হৃকুমের ব্যাপারে চার ইমামই একমত। কিন্তু দ্বিতীয় হৃকুমের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আয়ম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেন, মাথা মাসেহ করার পর যে পানি হাতে থাকবে তা দিয়েই কান মাসেহ করে নিতে হবে, পৃথক পানি নেবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ হাদীসই এই মতের পক্ষে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কান মাসেহ করার জন্য আলাদা পানি নিতে হবে। মাথা মাসেহ করার পর হাতে যে পানি বাকী থাকবে তা দিয়ে কান মাসেহ করা যথেষ্ট নয়। হাদীসের একটি বর্ণনা আছে এই মতের পক্ষে। দুই বর্ণনার ব্যাপারে এমনও হতে পারে, হজ্রুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় মাথা মাসেহের পানি দিয়েই কান মাসেহ করেছেন। কোন কোন সময় হয়তো কোন কারণে হাতের আঙুল ভিজা না থাকলে, শুকিয়ে গেলে তিনি নতুন করে পানি নিয়ে কান মাসেহ করেছেন। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

٣٨٣ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْلِهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ - رواه النسائي
وابن ماجة وروى أبو داؤد معناه .

৩৮৩। হ্যরত আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে উজ্জু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে তিন তিনবার করে (প্রতিটা উজ্জুর অঙ্গ ধূয়ে) দেখালেন, এরপর বললেন : এই হলো উজ্জু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বাড়ালো খারাপ করলো, সীমা লংঘন করলো ও জুলুম করলো (নাসাঈ, ইবনে মাজা) আবু দাউদ অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে উজ্জুর শেষ কথা বলে দেয়া হয়েছে। বেদুইনের অশ্বের জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জুর অঙ্কে তিন তিনবার করে ধূয়ে বলে দিলেন, এটা পরিপূর্ণ উজ্জু। যে এর চেয়ে বেশী করবে সে কোন ভাল কাজ করলো না, বরং ক্ষতির কাজ করলো। এই ক্ষতির বর্ণনা দিতে গিয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা বলেছেন : এক-খারাপ করলো। কারণ সুন্নাত ছেড়ে দিলো। দুই-সুন্নাতের সীমা লংঘন করলো। তিন-হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পদ্ধতির বিপরীত করে নিজের উপর জুলুম করলো।

٣٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُقْفُلِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنِ يَمِينِ الْجَنَّةِ قَالَ أَيْ بْنَى سَلِ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنِ
النَّارِ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي
هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ - رواه احمد وابو داود
وابن ماجة

৩৮৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি তার ছেলেকে এই দোয়া করতে শনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের ডান দিকে সাদা বালাখানাটি চাই এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আমার ছেলে! তুমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, আর জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শনেছি, অচিরেই এই উম্মাতের মধ্যে এমন লোকের জন্য হবে যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করবে (আহমাদ, ইবনে মাজা ও আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলেকে শর্ত দিয়ে দোয়া করতে নিষেধ করার কারণ হলো, আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় কোন শর্ত আরোপ ঠিক নয় এবং বান্দার বন্দেগীর শান নয়। এটা অনেকটা ফয়সালা দিয়ে ফেলার মতো হয়ে যায়। আর জান্নাতের কোন বিশেষ জায়গা চাওয়া বা কোন বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করা একটা অর্থহীন ও অসমীচীন কাজ। তাই তিনি ছেলেকে বললেন, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও। আর জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করো। জান্নাতে আল্লাহ তোমাকে মর্যাদার সে জায়গায় আসীন করা দয়া করে মন্ত্রুর করবেন, দিবেন। এইজন্য পিতা পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ অনুযায়ী দোয়া ও উজ্জুর ব্যাপারে (পবিত্রতা অর্জনে) সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٥ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوُضُوءِ
شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوهُ وَسُوَاسَ الْمَاءِ - رواه الترمذى وابن ماجة
وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْنَادَهُ بِالْقَوْيِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
لَا نَأْلَمُ أَهْدَأْ أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوْيِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .

৩৮৫। হ্যরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ওয়াসওয়াসা দেবার) জন্য উজুর ক্ষেত্রে একটি শয়তান রয়েছে। এই শয়তান হলো ওয়ালাহান। তাই উজু করার সময় পানির ওয়াসওয়াসা হতে সর্তক থাকবে (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)। তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, সনদ দুর্বল। রাবী খারেজা ইবনে মোসহাব মুহান্দিসদের মতে সবল নয়। অথচ তিনি ছাড়া অপর কেউ এ হাদীসকে মাঝক সূত্রে বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : ‘ওয়ালাহান’ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হতে থাকা, হয়রান হওয়া। শয়তানের এই নাম হ্বার কারণ হলো, সে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। মানুষকে দুষ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলে। উজুর সময়ও সে মানুষের মনে পানির পবিত্রতা, উজু হলো কি না এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। এজন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হতে দিও না।

৩৮৬ - وَعَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثُوبِهِ - رواه الترمذى

৩৮৬। হ্যরত মোয়ায় ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি উজু করার পর নিজের কাপড়ের আচল দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছে ফেললেন (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু শেষ করার পর নিজের চাদর বা রুমাল দিয়ে উজুর পানি মুছে ফেলতেন। এভাবে উজুর পানি কাপড়-চোপড় দিয়ে মুছে ফেলা জায়েয়। বস্তুত হ্যরত ওসমান, আনাস, হাসান ইবনে আলীও এ কথাই বর্ণনা করেছেন। হানাফী মাযহাবমতে অহংকারবশে মুছলে মাকরহ হবে। আর অহংকার ছাড়া মুছলে জায়েয়।

ইমাম শাফীয়ীর মাযহাব অনুযায়ী উজু বা গোসলের পর কাপড় দিয়ে গায়ের পানি মোছা ঠিক নয়। মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার হজুরের উজু করার পর

পানি মোছার জন্য ঝুমাল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, পানি মুছেননি, উজুর স্থান হতে পানি টপকিয়ে ফেলেন।

٣٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْقَةٌ يُنْشَفُ بِهَا أَعْضَاءٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لِّيْسَ بِالْقَانِمِ وَأَبُو مُعَاذٍ الرَّاوِيُّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

৩৮৭। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিলো। এই কাপড় দিয়ে উজুর করার পর তিনি তাঁর শরীরের ভিজা অংশগুলো মুছে নিতেন (তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি তেমন সবল নয়। এর একজন বর্ণনাকারী আবু মুয়ায মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল।

ব্যাখ্যা : হযরত ইমাম তিরমিয়ী এই হাদীসকে শুধু দুর্বলই বলেননি, বরং আরো বলেছেন, উজুর পর ভিজা অঙ্গসমূহ কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার সমর্থনে কোন সহাই হাদীস নাই। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে একদল সাহাবা ও তাবেয়ী উজুর পর হাত মুছে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই অনুমতিও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ দ্বারা নয়, বরং তা তাদের নিজস্ব নিজস্ব মত দ্বারা। শাফিয়ী (র) এই মত গ্রহণ করেছেন।

এ কথার জবাবে হানাফী ওলামা বলেন, এটা সাহাবাদের নিজস্ব রায় এ কথা হতে পারে না। কারণ হযরত ওসমান, আনাস, হাসান ইবনে আলীর মতো এতো বড় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী সাহাবাগণ নিজেদের মত অনুযায়ী দীনের ব্যাপারে এমন কথা বলে দেবেন তা ধারণার অতীত। কাজেই তাদের কাজের ভিত্তি হাদীসই ছিলো। তাছাড়া কারো রায় অনুযায়ী আমল করার চেয়ে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা অনেক উত্তম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٨٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرْتَبِينَ وَمَرْتَبِينَ ثَلَثًا ثَلَثًا قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجَةَ .

৩৮৮। তাবেয়ী হ্যরত সাবেত ইবনে আবু সফিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত জাফর সাদেকের পিতা মুহাম্মদ বাকেরকে বললাম, আপনার কাছে কি হ্যরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এক একবার, কখনো দুই দুইবার, আবার কখনো তিনবার করে উজুর অঙগুলো ধোত করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

৩৮৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُورٌ عَلَى نُورٍ .

৩৯০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুইবার করে উজুর অঙ ধুইলেন, এরপর বলেন, এটা হলো নূরের উপর নূর।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো উজুর অঙগুলোকে একবার করে ধুইলে ফরয আদায় হয়ে যায়। আর ফরয একটা নূর। এরপর আর একবার করে ধুইলে সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। আর সুন্নাত ও একটা নূর। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের উপর নূর বলেছেন।

৩৯। - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوئُ الْأَنْبِيَاِ قَبْلِي وَوُضُوئُ إِبْرَاهِيمَ رَوَاهُمَا رَزِينْ وَالنَّوْبِيُّ ضَعَفَ الثَّانِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .

৩৯০। হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তিনবার করে উজুর অঙসমূহ ধোত করেছেন। এরপর বলেছেন, এটা হলো আমার ও আমার আগেকার সব নবীদের উজু এবং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজু। এই দু'টি হাদীস ইমাম রায়ীন বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী “শরহে মুসলিমে দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নবীদের কথা বলার পর হ্যরত ইবরাহীমের নাম উল্লেখ করেছেন। এটাকে আরবী পরিভাষায় ‘তাখসিস বাদা তামীম’ বলা হয়। অর্থাৎ আমভাবে বলার পর খাস করা। ‘সকল নবীদের উজু করার নিয়ম এই ছিলো’ বলার পর হ্যরত ইবরাহীমের নাম উল্লেখ করার কারণ হলো তিনি পাক-পবিত্রতার প্রতি খুব সতর্ক থাকতেন।

٣٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَحَدَنَا يَكْفِيهِ الْوَضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ - رواه الدارمي

৩৯১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য উজ্জু করতেন। আর আমাদের জন্য পর্যন্ত উজ্জু নষ্ট বা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এক উজ্জুই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উজ্জু করা প্রথম প্রথম হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফরয ছিলো। পরে তা রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়চেতা ছিলেন। প্রত্যেক নামাযের সময়ই তিনি তাজা উজ্জু করতেন।

٣٩٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ أَخْذَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنَتُ زَيْدٍ بْنَ الْخَطَابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْفَسِيلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْرَ بِالْوَضُوءِ، لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِالسَّوَافِكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوَضَعَ عَنْهُ الْوَضُوءَ إِلَّا مَنْ حَدَّثَ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ - رواه احمد

৩৯২। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হিবান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ছেলে হযরত ওবায়দুল্লাহকে বললাম আমাকে বলুন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি প্রত্যেক নামাযের জন্য উজ্জু করতেন, চাই উজ্জু থাকুক কিনা থাকুক, আর তিনি কাব থেকে এই আমল অর্জন করেছেন? হযরত ওবায়দুল্লাহ (র) বললেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট হযরত আসমা বিনতে যায়দ ইবনে খান্তাব এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা আবু আমের আল-গাসীল রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীস তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযে উজ্জু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, চাই তাঁর উজ্জু থাকুক কি না থাকুক। একাজ তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়লে তখন প্রত্যেক নামাযে মিসওয়াক করার হুকুম দেয়া হলো, উজ্জু মওকুফ করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত

উজু ছুটে না যায়। হ্যরত ওবায়দুল্লাহ বললেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ধারণা ছিলো, তার মধ্যে প্রত্যেক নামাযে উজু করার শক্তি আছে। তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই আমল করেছেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : ‘আল-গাসীল’ অর্থ যাকে গোসল দেয়া হয়েছে। এটা হানযালার ডাক নাম। ওহোদের মুদ্দে তিনি ফরয গোসল শেষ করে যেতে পারেননি। শহীদ হবার পর ফেরেশতারা তাকে গোসল দিতে হজুর দেখেছেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি তার নাম দিয়েছিলেন ‘আল-গাসীল’।

٣٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السُّرُفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ - رواه احمد وابن ماجة

৩৯৩। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উজু করছিলেন ও পানি বেশী খরচ করছিলেন। তিনি বললেন, হে সাদ! এতো ইসরাফ (অপচয়) কেনো? হ্যরত সাদ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উজুর মধ্যেও কি ইসরাফ আছে? হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ আছে। যদি তুমি স্নোতস্বীনিতেও উজু করো (আহমাদ, ইবনে মাজা)।

٣٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوءِ - رواه الدارقطني

৩৯৪। হ্যরত আবু হোরাইরা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উজু করলো এবং আল্লাহর নাম নিলো (বিসমিল্লাহ পড়ে উজু করলো), সে তার গোটা শরীরকে (গুনাহ হতে) পাক করলো। আর যে ব্যক্তি উজু করলো অথচ আল্লাহর নাম নিলো না, সে শুধু উজুর অঙ্গগুলোকে পাক করলো।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, প্রত্যেক কাজের পূর্বে যেমন বিসমিল্লাহ পড়তে হয়, তেমনি উজুর মতো ইবাদত শুরু করার পূর্বেও বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। এতে বিসমিল্লাহের ফয়লাত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে।

٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَكَ خَاتَمَهُ فِي أَصْبَغِهِ رَوَاهُمَا الدَّارُ قُطْنِيٌّ وَرَوَى
ابْنُ مَاجَةَ الْأَخِيرَةَ .

৩৯৫। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের উজু করার সময় নিজের আঙুলে পরা আংটি নেড়েচড়ে নিতেন (দারু কুতনী উপরের হাদীস দু'টিই বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজা শুধু দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : আংটি যদি ঢিলা হয়, উজুর সময় সহজে ভিতরে পানি ঢুকতে পারে, তবুও নাড়া মোষ্টাহাব। আর যদি আংটি বেশ কষ্ট বা টাইট হয় তাহলে এতে ভালো করে নেড়েচড়ে ভিতরে পানি পৌছাতে হবে। তখন এই নাড়াচাড়া করা জরুরী।

(٥) بَابُ الْفَسْلِ

(গোসল)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ
أَحَدُكُمْ بَيْنَ شَعْبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ .
متفق عليه

৩৯৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দুই হাত দুই পা) মাঝখানে বসে সঙ্গমে রত হলে গোসল করা ফরয, যদি বীর্যপাত নাও হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : স্ত্রীলোকের চার শাখা বলতে কেউ কেউ বুঝেছেন নারীর দুই পা ও লজ্জাস্থানের দুই দিক। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কোন পুরুষ যদি সঙ্গমের খেয়ালে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানে তার লিঙ্গের খোলা মাথা ঢুকিয়ে দেয় তাহলেই তাদের উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে, বীর্য বের হোক বা না হোক।

٣٩٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْمَاءَ مِنَ النَّاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ - قَالَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ مُحَمَّدُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ

هذا منسون و قال ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام . رواه الترمذى ولم أجده في الصحيحين .

۳۹۷ । هرررت آبڑ سائید خودری را دیوالاہ آنہ تے باریت । تینی بلئے، راسلعلہاہ ساللاہ آلا ایہی ویسا لام بلئے، پانیتے پانی پروژن (میں میں) । ایمام مہدیوس-ساللاہ بلئے، ایہ حکوم رہیت (مانسون) । ایونے آکھاں را دیوالاہ آنہ بلئے، ”پانی پانی تے“ ایہ حکوم ہلے سپندوڈے کے جنے (تیرمیثی) । آئی ایہ ہادیس بُخاری و مسلمیم پاہنی ।

بُخاری ۸ ہادیسے بلما ہیوچے، ”پانی پانی تے“ ارداں یعنی سنجمنے بیوی پاتھ ہیو تاہلے ای گوسل کر تے ہو । آر بیوی پاتھ نا ڈٹلے گوسل فری ہو ہو نا । کیسے ار آگے ہادیسے ای بلما ہیوچے لیپے کے ہولما مادھٹوک کلیپے پربے ش کر لے ای گوسل فری ہیو یا ہو، بیوی پاتھ ڈٹوک ہو نا ڈٹوک ।

ایہ دو ہادیسے کے آملنے بُخاری ایمام مہدیوس ساللاہ بلئے، شے کے ہادیسے کے حکوم رہیت (مانسون) । آر هرررت ایونے آکھاں را دیوالاہ آنہ بلئے، ایہ ہادیس تی سپندوڈے کے بُخاری، سنجمنے بُخاری نہ ہو । ارداں سپندوڈے بیوی پاتھ ہلے ای گوسل کر تے ہو । یعنی تاہلے ہادیس تکے مانسون ہولما پروژن نہیں ।

۳۹۸ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَعَطَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْتَحْتَلَمُ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكَ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ - وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سَلَيْمٍ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِظٌ أَيْضًا وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَى أَوْسَقِ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهَ .

۳۹۸ । هرررت ڈسے سالما را دیوالاہ آنہ تے باریت । تینی بلئے، ڈسے سولایم را دیوالاہ آنہ آجورے کاچے آری کر لئے، ہے آلاہار راسل । آلاہ آلا اک کو کوہ بلاتے لجاؤ بودھ کر لئے نا । کلیوکے کے سپندوڈے ہلے تار ڈپر کی گوسل فری ہیو؟ آجورے ساللاہ آلا ایہی ویسا لام ڈسے بلئے، ہاں، یعنی جسے ڈٹے بیو دے دے । آجورے ڈسے ڈسے ہرررت ڈسے سالما را دیوالاہ آنہ لجاؤ نیجوں میں ڈکے فلئے بلئے ایوں بلئے، ہے آلاہار

রাসূল! শ্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়। জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। কি আশ্চর্য! তা না হলে সন্তান তার মতো হয় কি করে (বুখারী ও মুসলিম)? কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় এ কথাগুলো বেশী বলেছেন, “রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, সাধারণত পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা। শ্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের বীর্যের মেটি জয়ী হয় অর্থাৎ যেটি মায়ের রেহেমে আগে পৌছে সন্তান তার মতো হয়।

ব্যাখ্যা ৪ মনে রাখতে হবে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন দিন স্বপ্নদোষ হয়নি। কোন নবীরও এ দোষ হতো না। এটাই নবীদের বৈশিষ্ট্য। শয়তান তাদের কাছে মেতে পারে না।

٣٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغْسَلَ يَدِيهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخْلِلُ بَهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصْبُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثُلَثَ غُرْفَاتٍ بِيَدِيهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءُ عَلَى جَلْدِهِ كُلِّهِ مُتَقْفَعٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ يَبْدِئُ فَيُغْسِلُ يَدِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْأَنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيُغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ .

৩৯৯। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতার জন্য ফরয গোসল করার সময় প্রথমে কজি পর্যন্ত তাঁর দুই হাত ধুইতেন। এরপর নামায়ের উজুর মতো উজু করতেন। অতঃপর আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়া খিলাল করতেন। এরপর মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢালতেন। তারপর সর্ব শরীর পানি দিয়ে ভিজাতেন (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে হাত ডুবিয়ে দেয়ার পূর্বে কজি পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে পানি ঢালতেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন, তারপর উজু করতেন।

ব্যাখ্যা ৪ হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরয গোসল করার নিয়ম বলেছেন। প্রথমে হাত কজি পর্যন্ত ধুয়ে নিয়ে পানির ভাণ্ডে হাত ডুবিয়ে পুরা উজু করে নিতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তবে যে জায়গায় গোসল করলে পানি জমে থাকতোনা সেখানে উজু

করার সময় তিনি পা-ও ধূয়ে নিতেন। আর কাঁচা মাটি বা নীচু জায়গা হ্বার কারণে পানি জমে থাকলে তিনি উজ্জুর সময় পা না ধূয়ে গোসল সেরে ওই জায়গা থেকে সরে গিয়ে পা ধূয়ে নিতেন।

٤ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ قَاتِلْ مَيْمُونَةَ وَضَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلًا فَسَرَّتْهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَّلَهُمَا ثُمَّ صَبَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَّلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ ثُمَّ غَسَّلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَّلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَّلَ قَدَمَيْهِ فَنَاؤْلَتْهُ ثُمَّا قَلْمَ يَا خَدَهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ -
متفق عليه ولفظه للبخاري .

৪০০। হ্যরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমেনীন হ্যরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের জন্য পানি রাখলাম এবং কাপড় টেনে দিয়ে পর্দা করে দিলাম। প্রথমে তিনি নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন। কজি পর্যন্ত হাত ধূয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে তা দিয়ে লঙ্ঘাস্তান ধূইলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষে তা মুছে নিলেন। তারপর নিয়ম মতো হাত ধূইলেন। কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। মুখ্যমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধূইলেন। এরপর মাথার উপর পানি ঢাললেন। সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ডিজালেন। তারপর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে পা ধূইলেন। আমি গায়ের পানি মুছে ফেলার জন্য তাঁকে কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না, দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন (বুখারী ও মুসলিম)। মূল পাঠ বুখারীর।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর কাপড় দিয়ে শরীর মোছা পসন্দ করতেন না। হতে পারে কাজের তাড়া থাকার কারণে তখন তিনি মাইমুনার হাত থেকে কাপড় নেননি অথবা ওই কাপড়ে কোনো সন্দেহ ছিলো। তাই তিনি তখন গা মুছতে তা নেননি। হাত ঝাড়ার অর্থ হলো তিনি শক্তিশালী মানুষের মতো হাত হেলাতে দুলাতে ভিতরে ঢালে গেলেন।

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ حُذْنِي

فَرْصَةٌ مِّنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرَ بِهَا قَالَ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ تَطَهَّرْ بِهَا قَالَ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرْ بِهَا فَاجْتَذَبَتْهَا إِلَى فَقْلَتْ لَهَا تَبَعَّيْ بِهَا أَثْرَ الدَّمْ - متفق عليه

৪০১। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হায়েয়ের গোসল সম্পর্কে জিজেস করলো। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে সে হকুম দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, মিশকের সুগঞ্জিওয়ালা একখণ্ড কাপড় নিয়ে তা দিয়ে ভালোভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলাটি বললো, আমি কিভাবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বললো, আমি তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন : সোবহানাল্লাহ (তাও বুবালে না)! তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তখন আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং চুপে চুপে বললাম, রক্তক্ষরণের পর তা দ্বারা (লজ্জা স্থানের ভিতরের দিক) মুছে নিবে (এতে দুর্গঞ্জ দূর হবে) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আনসার মহিলার প্রশ্নের উত্তরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়তী স্বভাব অনুযায়ী বলে দিলেন, ইশারা-ইঙ্গিতে মিশক মিশ্রিত একখণ্ড কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে। কিন্তু মহিলা ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারছিলো না। আর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লজ্জার ব্যাপার হবার কারণে আর বেশী খুলে বলতেও পারছিলেন না। তাই তাজব হয়ে “সোবহানাল্লাহ” পড়লেন। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই অপ্রতিভ পরিবেশ কাটিয়ে দেবার জন্য মহিলাকে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে গেলেন এবং হজুরের বক্তব্য সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

٤ . ٢ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيْ امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِيْ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْسِنِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِيْنَ - رواه
مسلم

৪০২। হ্যরত উষ্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন এক মহিলা যে, আমার মাথার চুলের বেণী বেশ শক্ত করে বাঁধি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য ফরয গোসলের সময় আমি কি তা খুলে ফেলবো? হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না খুলবে না। তুমি তোমার মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢেলে দিবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তুমি তোমার সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে ও পবিত্রতা লাভ করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুৰূবা গেলো মহিলাদের মাথায় বেণী বাঁধা থাকলে তা খুলতে হবে না। মাথার উপর পানি ঢেলে দেবে। এতে চুলের গোড়া ভিজলেই চলবে। চুলের আগা না ভিজলেও চলবে। তবে পানি যদি চুলের গোড়ায় না পৌছে ও মাথার চামড়া না ভিজে তাহলে বেণী খুলতে হবে। মাথার চামড়া ভিজতে হবে।

**৪ . ৩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِ
وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ - متفق عليه**

৪০৩। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ‘মুদ’ পানি দিয়ে উয়ু করতেন এবং এক ‘ছা’ থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি “মুদ”। এটি মাপার একটি ভাগ, পেয়ালা, বাটি বা পট ধরনের, যাতে প্রায় এক সের জিনিসপত্র ধরে। আর দ্বিতীয় শব্দটি ‘ছা’ সেইরূপ মাপার একটি ভাগ, যা প্রায় চার মুদ। এক মুদ এক সেরের সমান। চার মুদে এক ‘ছা’ অর্থাৎ চার সের।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় এক সের পানি দিয়ে ‘উয়ু’ করতেন। আর চার সের কিংবা তার বেশী পাঁচ সের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আমাদের দেশের মতো দেশ, যেখানে খাল-বিল, নদী-নালা ও পুকুর ভরা পানি। অর্থাৎ পানির কোন অভাব নেই সেখানকার জন্য এই হৃকুম প্রযোজ্য নয়, তবে আমাদের দেশের শহরে বন্দরে পানির অভাব আছে। কাজেই এখানে এই হিসাব চলতে পারে।

**৪ . ৪ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَا وَأَحَدٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعَةً
لِيْ دَعَ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانِ - متفق عليه**

৪০৪। মহিলা তাবিঙ্গ হ্যরত মুআয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে রাখা একটি পাত্র হতে পানি নিয়ে একসাথে (নাপাকির) গোসল করতাম। তিনি খুব তাড়াতাড়ি করে আমার আগে আগে পানি উঠিয়ে নিতেন। আর আমি বলতে থাকতাম, আমার জন্য কিছু রাখুন, আমার জন্য কিছু রাখুন। মুআয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারা উভয়ে নাপাক অবস্থায় থাকতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘এনা’ শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। এর অর্থ পাত্র, যাতে তিনি ‘ছা’ পানি ধরে। এই তিনি ‘ছা’ প্রায় দশ থেকে বার সের পানি। তাই বুরা যায় ছজুরের গোসলে চার থেকে ছয় সের পানি খরচ হতো।

দ্বিতীয় পরিষেব

٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُلَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتَلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرِي أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلٌ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ - رواه الترمذى وابو داؤد وروى الدارمى وابن ماجة إلى قوله لا غسل عليه .

৪০৫। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো, কোন পুরুষ লোক ঘুম থেকে উঠে শুক্রের আদ্রতা পেলো, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। সে কি করবে? ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে গোসল করবে। অপরদিকে কোন পুরুষের শ্বরণ হয়েছে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ কাপড়ে শুক্রের কোন আদ্রতা সে খুঁজে পাচ্ছে না। সে কি করবে? ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজেস করলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি একপ দেখে তার উপর কি গোসল ফরয হবে? ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্ত্রীলোকরাও পুরুষের ন্যায় (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)। দারেমী ও ইবনে মাজা “তাকে গোসল করতে হবে না” পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।”

ব্যাখ্যা : পুরুষের স্বপ্নদোষের কথা ও এর জবাবের পর উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা নারীদের ব্যাপারেও কি স্বপ্নদোষের একই হকুম জিজেস করলে ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, একই হকুম। কারণ প্রাকৃতিকভাবে ও সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ একই ধরনের। কাজেই হকুমও একই হবে।

٤ - وَعَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ الْخَتَانُ وَجَبَ الغُسْلُ فَعَلَتْهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَنَا - رواه الترمذى وابن ماجة

৪০৬। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষের খতনার জায়গা মহিলার খতনার জায়গা অতিক্রম করলেই গোসল করা ফরজ হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছি, তারপর দুজনেই গোসল করেছি (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এতে বুরা গেলো পুরুষের পুরুষাঙ্গ মহিলার শ্বালিসের ভিতরে প্রবেশ করলেই বীর্য বের না হলেও গোসল করা ফরয। পবিত্রতা অর্জনের বেলায় জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হবার কারণেই উদ্ধতের অবগতির জন্য হযরত আয়েশা এই শৃঙ্খ ও লঙ্ঘার ব্যাপারটিও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

৪.৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْفُوا الْبَشْرَةَ - رواه أبو داؤد والترمذি وابن ماجة وقال الترمذি هذا حديث غريب وألحارث ابن وجيه الرأوي وهو شيخ ليس بذلك .

৪০৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরীরের প্রত্যেকটা পশমের গোড়ায় নাপাকী থাকে। সুতরাং শরীরের পশমগুলোকে ভালো করে ধুইবে। চামড়াকে উত্তমভাবে পরিষ্কার করবে (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)। তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। এর রাবী হারেস ইবনে ওজীহ তেমন গ্রহণযোগ্য নন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, উত্তমরূপে জানাবাত অর্থাৎ অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সপ্তমের পর প্রতিটি লোমকূপ অপবিত্র হয়ে যায়। তাই গোসলের সময় সমস্ত শরীরসহ এই লোমকূপগুলোকে পরিচ্ছন্নভাবে ধোত করবে যাতে কোথাও অপবিত্রতা লেগে না থাকে।

৪.৮ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعِلْ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلَثًا . رواه أبو داؤد واحمد والدارمي إلا أنهمما لم يذكرأ فمن ثم عاديت رأسى .

৪০৮। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক নাপাক জায়গা এক চুল পরিমাণও ছেড়ে দেবে এবং তা ধুবে না থাকে এভাবে জাহানামের আধাৰ দেয়া হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি। সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। সেদিন থেকে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করে আসছি। এরূপ তিনবার বললেন (আবু দাউদ, আহমাদ ও দারেমী)। কিন্তু আহমাদ ও দারেমী “সেই হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি” বাক্যটি তিনবার বলেননি।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসটিও পবিত্রতা অর্জনে আগের হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনা। পাক-পবিত্রতা অর্জনে যারা শরীরের পশ্চমের ব্যাপারে অসতর্ক, তাদের জন্য সতর্কবাণী। আর হযরত আলীর মতো এতো পরহেজগার ও বিজ্ঞ আলেম সাহাবী পর্যন্ত বললেন, সেদিন থেকে আমি মাথার সাথে শত্রুতা শুরু করছি। অর্থাৎ চুলের গোড়া যেনো অপবিত্র না থাকে সেজন্য মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বরাবরই মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলতেন। এটাই মাথার সাথে শত্রুতা।

٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْفُسْلِ - رواه الترمذى وابو داود والنسائى وابن ماجة

৪০৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর (নামায ইত্যাদি ইবাদতের জন্য নতুন করে) উয়ু করতেন না (তিরিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের আগে পরিপূর্ণ উয়ু করে নিতেন। গোসল সমাপনের পর আর উয়ু করতেন না। আগের উয়ুই যথেষ্ট। তাছাড়াও ফরয গোসল করার সময় সমস্ত শরীর ধূয়ে ফেলতে হয়। তা ও আবার খুব সতর্কতার সাথে। যাতে শরীরের একটি পশমও ধুইতে বাকী না থাকে। তাই গোসলের সময়ই তো উয়ুর অঙ্গগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধোয়া হয়ে যায়। উয়ুর কোন অংশই ধুইতে বাকী থাকে না।

٤٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ بِجُنْبِهِ بِذَلِكَ وَلَا يَصْبُعُ عَلَيْهِ الْمَاءُ - رواه أبو داود

৪১০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের সময় খিতমী দিয়ে নিজের মাথা ধুইতেন, অথচ তিনি নাপাক। খিতমী দিয়ে ধোয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। মাথায় বারবার পানি ঢালতেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : ‘খিতমী’ এক ধরনের ঘাস। এই ঘাস দিয়ে সেই সময়ের আরবরা মাথা ধুইতে অভ্যন্ত ছিলো। আমাদের দেশে আজকাল যেমন ‘শ্যাম্পু’, সাবান ইত্যাদি দিয়ে মাথা ধোয়া হয়, তৎকালে খিতমী জাতীয় জিনিস দিয়ে মাথা ধোয়া হতো। এতে মাথা পরিষ্কার হতো বেশী। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, ফরয গোসলের সময় হজুর (স) খিতমী দিয়ে মাথা ধুয়ে আর নতুন করে কোন পানি মাথায় দিতেন না। তাই বুৰূবা গেলো ‘খিতমী’ ইত্যাদি গলান পানিতে ঠিকভাবে মাথা ধুইলে ফরয গোসলেও আর মাথা ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

٤١١ - وَعَنْ يَعْلَمِي قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّ اللَّهَ حَسِينٌ سَيِّرْ يُحِبُّ الْعِبَاءَ وَالْتَّسْتَرَ فَإِذَا أَغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَسْتَرْ . رواه أبو داود والنمسائي وفي روايته قال إن الله سيدير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليسترار بشئني .

৪১১। হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (উলঙ্গ) উনুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন। তিনি মিশারে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা বড় লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দাকে বেশী পদচন্দ করেন। তাই তোমাদের কেউ গোসল করতে গেলে সে যেনে পর্দা অবলম্বন করে (আবু দাউদ, নাসাই) নাসাইর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড় পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ গোসল করতে ইচ্ছা করলে সে যেনে কোন কিছু দিয়ে পর্দা করে নেয়।

ব্যাখ্যা : মসজিদে নববী ছিলো হজুরের রাজবাড়ী। হজুরের পার্লামেন্ট। সমস্ত আইন-কানুন, আল্লাহর হকুম-বিধান এখান হতে ঘোষণা দিতেন। কোন সময় শুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার বা ঘোষণা করার প্রয়োজন হলে মসজিদে নববীতে গিয়ে মিশারে উঠে দাঁড়াতেন আর জরুরী ঘোষণা জারী করতেন। এদিনও তিনি খোলা জায়গায় লোকটিকে আভরণহীনভাবে পর্দা না করে গোসল করতে দেখে রাগার্বিত হয়ে গেলেন। সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে মিশারে উঠে নিলজ্জ ও বেপর্দা হতে সাবধান করে দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤١٢ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوْلِ الْاسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَّ عَنْهَا - رواه الترمذى وابو داود والدارمى

৪১২। হয়রত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “বীর্যপাত ঘটলেই গোসল ফরয হয় (নতুবা নয়)” এই হকুম ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। এরপর তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : বলা হয়েছে “বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হয়”, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এই হকুম ছিলো। এরপর এই হকুম রাহিত হয়ে গেছে। এখন হকুম হলো বীর্যপাত হোক আৱ না হোক পুরুষ লিঙ্গের মাথা স্ত্রীলিঙ্গে চুকলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٤١٣ - وَعَنْ عَلَىِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرًا مَوْضِعَ الظُّفَرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَاً كَمَّ - رواه ابن ماجة

৪১৩। হয়রত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, আমি ফরয গোসল করেছি এবং ফজরের নামায পড়েছি। এরপর আমি দেখলাম শরীরে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি এই শুকনা জায়গাটা হাত দিয়ে মুছে নিতে তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো সমস্ত শরীরই পানি দিয়ে ভিজাতে হবে। যদি কোনভাবে কোন সময় কোন জায়গা শুকনা থেকে যায় তবে পরে ওই জায়গাটা ধূয়ে দিলেই চলে। এজন্য আবার গোসল করতে হবে না।

٤١٤ - وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الشُّوْبِ سَبْعَ مَرَاتٍ قَلْمَ بَيْزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَسِّاً وَغَسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الشُّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً - رواه أبو داؤد

৪১৪। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে নামায ফরয ছিলো পঞ্চাশ ওয়াক্ত। নাপাকী হতে পাক হবার জন্য গোসল ছিলো সাতবার। পেশাবের কাপড় ধোয়া ছিলো সাতবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে আবেদন করতে থাকেন বারবার।

ফলে নামায ফরয করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত। নাপাকীর গোসল ফরয করা হয় একবার। পেশাব হতে কাপড় ধোয়া ফরয করা হয় একবার (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজে গমনের পর নামায ফরয হয়েছিলো প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত। এভাবে নাপাকী দূর করার জন্য সাতবার গোসল করা এবং কাপড়ে নাপাকী বা পেশাব লাগলে তাও সাতবার ধোয়ার হ্রকুম ছিলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এতোটা কাজ করা দৃঢ় হয়ে যাবে ভেবে আল্লাহর দরবারে আরাধনা করেন। আল্লাহ এরপর নামায পাঁচ ওয়াক্ত, গোসল ও কাপড় ধোয়া একবার করে ফরয করে দেন। ইমাম শাফেয়ী (র) কাপড় একবার ধোয়াকে ফরয ও তিনবার ধোয়াকে মোস্তাহাব বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে পাক হয়েছে বুঝতে পারা পর্যন্ত ধোয়া ফরয আর তিনবারের কম এ বিশ্বাস জাগায় না।

(٦) بَابُ مُخَالَطَةِ الْجَنْبِ

(নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা)

۔।। প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَنْبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَّتْ فَاتَّبَعَ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَنَّتْ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَلَّتْ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجِسُ . هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقَلَّتْ لَهُ لَقْدَ لَقِينَتِيْ وَأَنَا جَنْبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى .

৪১৫। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা হলো। আমি তখন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে চলতে থাকলাম। তিনি বললেন, আমি চুপিসারে সরে পড়লাম এবং নিজের জায়গায় এসে গোসল করে নিলাম। পুনরায় তাঁর কাছে চলে গেলাম। তিনি তখনে ওই জায়গায় বসা। তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে হে আবু হোরাইরা! তাঁর কাছে ব্যাপারটি আমি বললাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ। মুমিন নাপাক হয় না। এটা বুখারীর বর্ণনা। অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীর কথার পর তার

বৰ্ণনায় এই কথাও আছে, 'আমি উভয়ের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, যখন আমার সাথে আপনার দেখা হলো তখন আমি নাপাক ছিলাম। তাই গোসল না করে আপনার সাথে বসাটা ঠিক মনে করলাম না। বুখারীর আর একটি বৰ্ণনাও এভাবে এসেছে।

ব্যাখ্যা : এই নাজাসাত, নাজাসাতে হৃকমী। এই অবস্থায় গোসল ফরয। তাই জানাবাত অবস্থায় মানুষ প্রকৃতই নাপাক হয়ে যায় না। গোসল করলেই পাক। আকে শ্পর্শ করা, তার খাবার ইত্যাদি খাওয়া নাজায়েয নয়। তার সাথে উঠা-বসা, মেলা-মেশা, হাত মিলানো, কথা বলা ইত্যাদিতে কোন দোষ নেই।

٤١٦ - وَعَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نُمْ - متفق عليه

৪১৬। হ্যরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, রাতে তার জানাবাত হয়ে গেলে তখন তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি উয়ু করবে, তোমার পুরুষাঙ ধুইয়ে ফেলবে, তারপর ঘুমাবে।

ব্যাখ্যা : এই উয়ু করা হলো একজন নাপাক লোকের পরিত্রতা। অর্থাৎ নাপাক লোক উয়ু করে শুইলে পবিত্র লোক শুইলো। এই হাদীস থেকে তাই বুৰা গেলো স্বপ্ন দোষ বা স্ত্রী সঙ্গ করার পর কোন কারণে সাথে সাথে গোসল না করলে কমছে কম উজ্জু করে শুইতে হবে। তবে প্রথমে পুরুষাঙ ধুয়ে নেবে পরে উজ্জু করবে।

٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَمَ تَوَضَّأْ وَضُوءَ لِلصُّلُوةِ - متفق عليه

৪১৭। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় শুইতে অথবা কিছু খেতে ইচ্ছা করলে আগে নামায়ের মতো উয়ু করে নিতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

٤١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْرُدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا -
رواه مسلم

৪১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার স্তৰীর সাথে সঙ্গম করার পর আবারও যদি সঙ্গম করতে চায়, তাহলে সে যেনো উভয়ের মধ্যে উয়ুর মতো উয়ু করে নেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম মালিক (র) বলেন, কোন ব্যক্তি তার স্তৰীর সাথে দুইবার সঙ্গম করতে চাইলে প্রথমবারের পর উয়ু করে নেবে। এতে দুটো উপকার। একটি পবিত্রতা অর্জন করলো। দ্বিতীয় : উয়ুতে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠবে ও দ্বিতীয় বার ভালো মজা লাগবে। উপরের হাদীসে অবশ্য উয়ু করার সাথে সাথে পুরুষাঙ্গ ধূয়ে ফেলারও উল্লেখ আছে। এই উয়ু প্রকৃত উয়ু নয়, বরং পবিত্রতার ভাব মনে আনা। নতুনা গোসল করা ছাড়া তো এই উয়ু দিয়ে কোন ইবাদত করা যাবে না।

৪১৯ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِفُ عَلَى نِسَاءِ بَغْسُلٍ وَاحِدٍ - رواه مسلم

৪২০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্তৰীদের নিকট যেতেন একই গোসলে। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল পবিত্র স্তৰীদের বিছানায় গমন করতেন। আর গোসল করতেন একবার সবশেষে। এখানে উয়ুর কথা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। তবে তিনি দুই বারের মধ্যে আগের হাদীসে উয়ু করার কথা বলেছেন। তাই হয়তো তিনি প্রতিবারের মাঝে উয়ু করে থাকবেন। আবার উয়ু নাও করতে পারেন।

৪২০ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ رواه مسلم وَحدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنْدُكْرَهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعَمَةِ اِنْشَا اللَّهُ تَعَالَى .

৪২০। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর শরণে ঘন্থ থাকতেন (মুসলিম)। হযরত ইবনে আববাসের হাদীস, যা মাসাৰীহুর সংকলক এখানে বর্ণনা করেছেন, আমি কিতাবুল আতয়েমাতে বর্ণনা করবো ইনশায়াল্লাহ।)

ব্যাখ্যা : এখানে এই হাদীস হযরত আয়েশার এই কথা বলার অর্থ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যিকিরি বা শ্রণ হতে গাফিল থাকতেন না। চাই তা নাপাক অবস্থায় হোক অথবা বে-উয়ুতে হোক অথবা

অন্য কোন অবস্থায় থাকলেও। কিন্তু নাপাকী অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٢١ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفَنَةٍ فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنِبُ - رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجة وروى الدارمي نحوه وفي شرح السنّة عنه عن ميمونة بلفظ المصايب .

৪২১। হ্যরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্তৰী একটি গামলা ভরা পানি নিয়ে গোসল করলেন। এই গামলার পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জু করতে চাইলে পবিত্র স্তৰী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম (আমি তো এর থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করেছি)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন (তাতে কি), পানি তো নাপাক হয় না (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। দারেমীও এরপই বর্ণনা করেছেন। আর শারহে সুন্নাহতেও ইবনে আবুস থেকে এবং তারা হ্যরত মায়মুনা হতে মাসাৰীহৰ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুৰো যায়, মেয়েদের গোসল করা ভাষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের গোসল করতে পারে। কিন্তু একই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের গোসল করা ভাষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষকে উজ্জু করতে নিষেধ করেছেন। এই দুইটি বর্ণনার মিলের জন্য বলতে হবে, এই হাদীস দ্বারা 'জায়েহ' বুৰানো হয়েছে। অর্থাৎ করলেও চলে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বুৰানো হয়েছে না করা উত্তম।

٤٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِيُءُ بِيْ قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ - رواه ابن ماجة وروى الترمذی نحوه وفي شرح السنّة بلفظ المصايب .

৪২২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির পর গোসল করতেন। এরপর আমার গোসল করার পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার থেকে গরম অনুভব করতেন (ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিয়ীও এরপই বর্ণনা করেছেন, আর শরহে সুন্নাহ্তেও মাসাবীহুর শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্মার্থ হলো, নাপাক লোকের সাথে মেলামেশা বা নাপাক লোককে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গোসল করার পর হযরত আয়েশার গোসলের আগে তাকে জড়িয়ে ধরে গরম নিতেন।

٤٢٣ - وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرُئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعْنَى الْلَّحْمِ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبَهُ أَوْ يَحْجُزَهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَّيْسَ الْجَنَابَةَ - رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجة نحوه

৪২৩। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হতে বেরিয়ে (উয়ু করার আগে) আমাদেরকে কুরআন মজীদ পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। জানাবাত ছাড়া অন্য কোন জিনিস তাঁকে কুরআন হতে ফিরিয়ে রাখতে পারতো না (আবু দাউদ, নাসাই) ইবনে মাজা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে আমরা দুটি শিক্ষা পাই। একটি হলো উজু ছাড়া কুরআন কারীম পড়াও যায়, আবার পড়ানোও যায়। কিন্তু বেউজু কুরআন শরীফ হাতে স্পর্শ করতে পারবে না। এটা নাজায়েয়। দ্বিতীয়টি হলো, নাপাক অবস্থায় কুরআন মজীদ পড়া নাজায়েয়।

٤٢٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَءُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنِ الْقُرْآنِ - رواه الترمذى

৪২৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তি কুরআন শরীফের কোন অংশ পড়তে পারবে না (তিরমিয়ী)

ব্যাখ্যা : হানাফী ও শাফেয়ীদের মত এটাই। আবার কারো কারে মতে পড়ার নিয়াতে নয়, বরং কোন প্রসঙ্গে যদি কেউ গোটা আয়াত না পড়ে আংশিক পড়ে তাহলে তা জায়েয়। যেমন আল্লাহর প্রশংসা শুনতে শুনতে বলে ফেললো, 'আলহামদু লিল্লাহ'।

٤٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهُوكُمْ هَذِهِ
الْبَيْوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ - رواه أبو
داود

৪২৫। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এসব ঘরের দরজা মসজিদে নববীর দিক হতে ফিরিয়ে দাও। আমি মসজিদকে খতুমতী স্ত্রীলোক ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়ে মনে করি না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ আল্লাহর ঘর। খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতের জায়গা। তাই নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ বা তা অতিক্রম করা নিষেধ, যাদের ঘরের দরজা মসজিদে নববীর দিকে, যাদের আসা-যাওয়া মসজিদ দিয়েই করতে হয় তাদের দরজার মুখ ফিরিয়ে দেবার জন্য হজুর বলে দিয়েছেন।

٤٢٦ - وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ
الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جِنْبٌ - رواه أبو داود والنمسائي

৪২৬। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি আছে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (নাসাই)।

ব্যাখ্যা : ছবি বলতে এখানে কোন প্রাণীর ছবিকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে এর ইঙ্গিত রয়েছে। ছবি সংক্রান্ত সব হাদীস আলোচনা করে ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তেই গ্রহণ করেছেন যে, অপ্রাণীর ছবি অথবা অন্য কোন ছোট ছোট ছবি যা সহজে চেনা যায় না তা ঘরে রাখা জায়েয়। ছবি এমন যায়গায় থাকলে যা সহজে দেখা যায় না অথবা এমন জিনিসে ছবি তৈরী হয়েছে যাতে ছবির লাঞ্ছনা হয় যেমন বালিশ বিছানা, এসব অবস্থায় এর ব্যবহার জায়েয়। স্তুল মূর্তির ব্যবহার একেবারেই নাজায়েয়। ছোট মেয়ের কাপড়ের পুতুল জায়েয়। কুকুর অর্থে শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুরকে বুঝানো হয়েছে। ঘরবাড়ী, ক্ষেত্রের পাহারা বা শিকারের জন্য কুকুর রাখা বা পালা জায়েয়।

٤٢٧ - وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرِبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِفْنَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّنُ بِالْخَلْوَةِ وَالْجِنْبُ إِلَّا أَنْ
يُتَوَضَّأَ - رواه أبو داود

৪২৭। হ্যরত আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন তিনি ব্যক্তি আছে, ফেরেশতা যাদের ধারেকাছেও যান না। (১) কাফেরের মৃতদেহ। (২) খালুক ব্যবহার কারী ও (৩) নাপাক ব্যক্তি উয়ু না করা পর্যন্ত (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : 'জীফা' মৃতকেই বলা হয়। কাফের' প্রকৃতপক্ষে জীবিত হোক আর যা-ই হোক মুর্দাৰ মতোই। কারণ তারা সব সময় 'নাজাস' অপবিত্র। "খালুক" জাফরান দিয়ে তৈরী এক রকম সুগন্ধি। এই সুগন্ধি ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে। পুরুষের জন্য তা নিষেধ। তাই কোন পুরুষ এ সুগন্ধি ব্যবহার করলে ফেরেশতা তাদের কাছে আসেন না। এতে বুৰো গেলো মহিলাদের বিশেষ সাজ-পোশাক পুরুষদের পরতে নিষেধ। নাপাক অবস্থায় বেশী সময় কাটানো ঠিক নয়। গোসল করতে দেরী হলে অবশ্যই উয়ু করে নেবে।

৪২৮ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي
الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّ رَبِيعِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ لَا
يَمْسَسُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ - رواه مالك والدارقطني

৪২৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায়ম রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হায়মের কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে একথাও লিখা ছিলো যে, পবিত্র লোক ছাড়া যেনো কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ না করে (মালিক ও দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা : ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আমর ইবন হায়মকে ইয়েমেন প্রদেশের কোন এক অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। যাবার সময় একটি সংক্ষিপ্ত হিদায়াতনামা তাকে লিখে দিয়েছিলেন। এই হিদায়াতনামায় একথাও লিখা ছিলো, পাক-পবিত্র লোক ছাড়া অন্য কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে।

৪২৯ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ بْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَى أَبْنُ
عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرْ رَجُلٌ فِي سَكَّةٍ مِنَ السَّكَّكِ
فَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَاطِنَطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السَّكَّةِ ضَرَبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيهِ عَلَى الْحَاطِنَطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ

ضَرَبَ ضَرِبَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ اللَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ
أَنْ أَرْدَ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَتَيْتَ لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهْرٍ - رواه ابو داؤد

৪২৯। হযরত নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর এন্টেজ্ঞা করতে গেলে আমিও তার সাথে গেলাম। তিনি এন্টেজ্ঞা করলেন, তারপর তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তি একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলো। এসময় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব বা পায়খানা সেরে বের হলেন। ওই লোকটির সাথে হজুরের দেখা হলো সে সালাম দিলো। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিলেন না। লোকটি যখন অন্য গলির দিকে মোড় নিচ্ছিলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়ামুম করার জন্য দেয়ালে হাত মেরে মুখমণ্ডল মুছে নিলেন। তিনি পুনরায় দেয়ালে হাত মেরে কনুই সমেত দুইহাত মুছলেন। এরপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, তোমাকে সালামের জবাব দিতে পারিনি। আমি বেউজু ছিলাম, এটাই ছিলো বাধা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নাম নেয়া, যিকির করা, মুখস্থ কুরআন পড়া বেউজ্জতে জায়ে হলেও উজ্জুর সাথে করাই অধিক উত্তম। তাই গুরুত্ব দেবার জন্য হজুর মাঝে মাঝে এমন করতেন।

٤٣. وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قَنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
يَبْوُلُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَدَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ أَنِّي كَرِهْتُ
أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ . رواه ابو داؤد وروى النساء إلى قوله حتى
تَوَضَّأَ وَقَالَ فَلَمَا تَوَضَّأَ رَدَ عَلَيْهِ .

৪৩০। হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেশাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু হজুর (পেশাবের পর) যে পর্যন্ত না উজ্জু করলেন তার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি ওজর পেশ করে বললেন, উজ্জু না করা পর্যন্ত আমি আল্লাহর নাম নেয়া ঠিক মনে করিনি (এ কারণেই তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি (আবু দাউদ)। ইমাম নাসাইও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন “যে পর্যন্ত উজ্জু না করলেন” বাক্য পর্যন্ত। ওজর পেশ করার কথা তিনি বলেননি। তার স্থানে বর্ণনা করেছেন, যখন উজ্জু করলেন, তার সালামের উত্তর দিলেন।

ব্যাখ্যা : উজু না করা পর্যন্ত সালামের জবাব দেয়া হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। একথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, উজু ছাঢ়া সালাম দেয়া যায় না, বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর নাম পাক-পবিত্র অবস্থায় নেয়াই উচ্চম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৩১ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ - رواه احمد

৪৩১। উমুল মুমেনীন হ্যরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিছানায় নাপাক অবস্থায় যেতেন, এরপর ঘুমাতেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমাতেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : এই পরিচ্ছেদের তিনি নম্বর হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক হলে উজু করতেন তারপর ঘুমাতেন। এই হাদীসে একথাটি এভাবে উল্লেখ না থাকলেও তিনি ঘুমাতেন উজু করার পরই। মূলত হাদীসটি, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন না বুঝাবার জন্যই উল্লেখ হয়েছে। আর গোসল না করলে তিনি উজু করতেন। তারপর ঘুমাতেন।

৪৩২ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرَغُ بِيَدِهِ الْيَمْنِيِّ عَلَى يَدِهِ الْيَسْرِيِّ سَبْعَ مَرَّاً ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَالَنِيْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِيْ فَقَالَ لَا أُمْ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيْ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْيِضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءُ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ - رواه أبو داؤد

৪৩২। হ্যরত শোবা রাহিমাহল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহ নাপাক হলে গোসল করতেন। প্রথমে নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। তারপর নিজের লজ্জাস্থান ধুইতেন। একদা তিনি কতোবার পানি ঢেলেছেন ভুলে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার স্মরণ নেই। তিনি বললেন, তোমার মার মৃত্যু হোক! স্মরণ রাখতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিলো? তারপর তিনি নামায়ের উজুর মতো উজু করে নিজের সারা শরীরের উপর পানি ঢাললেন এবং বললেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এভাবে পবিত্র হতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নাপাকির গোসল করার সময় হজুর (স) সতর ধোয়ার আগে হাত ধূয়ে নিতেন বলে আগের কিছু হাদীসে উল্লেখ হয়েছে কিন্তু সংখ্যা উল্লেখ নেই। যেগুলোতে সংখ্যা উল্লেখ হয়েছে সেগুলোতে হাত চুবিয়ে ধূয়েছেন বা তিনবার বলা হয়েছে। গোসল অধ্যায়ে একটি বর্ণনা আছে হযরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে। সেখানেও সংখ্যার উল্লেখ নেই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহ আনহু সাতবার হাত ধোয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিশেষ কোন কারণে হয়তো সাতবার হাত ধূয়েছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হাতে পানি ঢালতেন তারপর উজু করতেন। এরপর সমস্ত দেহ পানি দিয়ে ধূয়ে নিতেন।

٤٣٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَكَرَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلْهُ غُسْلًا وَأَحِدًا أَخْرِيًّا قَالَ هَذَا أَزْكِيٌّ وَأَطْبَبُ وَأَطْهَرُ - رواه احمد

وابو داؤد

৪৩৩। হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর নিকট ওর নিকট গোসল করলেন। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবশেষে একবারই কেনো গোসল করলেন না? হজুর (স) বললেন, প্রত্যেকবার গোসল করা হচ্ছে বেশী পবিত্রতা, বেশী আনন্দদায়ক ও বেশী পরিচ্ছন্নতা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আগের একটি হাদীসে আছে, তিনি সকল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে শেষে একবার গোসল করেছেন। আর এই হাদীসে এর বিপরীত। প্রত্যেকবারেই তিনি পৃথক পৃথক গোসল করেছেন। আসলে এতে কোন বিরোধ নেই। কখনো কখনো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে একবারই গোসল করতেন। এটা জায়েয। আবার কখনো কখনো তিনি প্রতিবারই গোসল করতেন। এটাই হলো উত্তম।

٤٣٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرُو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِقَضْلٍ طَهُورٍ لِلْمَرْأَةِ - رَوَاهُ أَبُو داؤدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْتَّرمِذِيُّ وَزَادَ أَوْ قَالَ بِسُورِهَا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৪৩৪। হ্যরত হাকাম ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উজু বা গোসলের থেকে যাওয়া পানি দিয়ে উজু করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিয়ী। তিরমিয়ী এই শব্দগুলো বেশী ব্যবহার করেছেন যে, “তিনি নিষেধ করেছেন যে) মহিলাদের উজুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে”। তিরমিয়ী আরো বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : এক হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের উজু গোসলের পর বেঁচে যাওয়া পানি দিয়ে গোসল করেছেন বলে বলা হয়েছে। অথচ এই হাদীসে এসেছে নিষেধ। কিন্তু এই নিষেধ মাকরহ তানজিহ পর্যায়ের। মহিলাদের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া পানি ব্যবহার করা জায়েয তা বুঝাবার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পানি ব্যবহার করেছেন।

٤٣٥ - وَعَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سَنِينَ كَمَا صَاحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مَسْدَدٌ وَلِيُغْتَرِفَا جَمِيعًا - رواه أبو داؤد والنسائي وأذد أحمد في أوله نهى أن يمتنشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلي - ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سرجس .

৪৩৫। হ্যরত ল্যাইদ হিময়ারী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাক্ষতে পেলাম, যিনি চার বছর পর্যন্ত হজুর কারীমের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোকদের গোসল করতে এবং স্ত্রীলোকদের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করতে। অধ্যন রাবী মুসাদ্দাদ এই কথা বাড়িয়ে বলেছেন, বরং উভয়েই যেনো একই সাথে অঙ্গলী ভরে (আবু দাউদ, নাসায়ী)। ইমাম আহমাদ প্রথম দিকে এই কথা বাড়িয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আমাদের কারো প্রত্যেক দিন চুল আচড়তে ও গোসলের জায়গায় পেশা করতে। ইবনে মাজা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে।

ব্যাখ্যা : আগেই বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করেছেন। তাই এই নিষেধের মর্ম

হলো, এরূপ করা জায়েয হলেও না করা উন্নতি। প্রতিদিন চিরঞ্জী করা বিলাসিতার লক্ষণ। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন পর একদিন চিরঞ্জী করতেন। গোসলখানায পেশাব করে আবার গোসল করলে ছিটা গায়ে লাগার সংস্থাবনা। মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হতে পারে।

(V) بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

(পানির বিধান)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِيُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ مُتَفَقُ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ قَالُوا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَسْتَنَاوُهُ تَنَاؤلًا .

৪৩৬। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে। অতঃপর এতে গোসল করে (বুখারী মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে নাপাক অবস্থায গোসল না করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সে কি করবে হে আবু হোরাইরা? তিনি বললেন, পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে।

ব্যাখ্যা : এখানে যে পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো 'মায়ে কালীল'। অর্থাৎ 'কম পানি'। কারণ 'মায়ে কাসির' অর্থাৎ বেশী পানি প্রবাহিত পানির মতোই এ 'মায়ে কাসির' বা পর্যাপ্ত পানি পেশাব ইত্যাদিতে নাপাক হয় না। ওসব পানিতে নেমে গোসল করা জায়েয।

আবার কেউ কেউ বলেন, 'মায়ে কাসিরেও' অর্থাৎ বেশী পানিতেও পেশাব করা নিষেধ। যদিও বেশী পানি পেশাব ইত্যাদিতে অপবিত্র হয় না। কারণ এতে কেউ পেশাব করলে তার দেখাদেখি সকলে পেশাব করতে শুরু করবে। ফলে পানি ধীরে ধীরে এর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

৪৩৭ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّأْكِدِ - رواه مسلم

৪৩৭। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ব পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘মায়ে রাকেদ’ উল্লেখ করা হয়েছে। রাকেদ হলো চারিদিক দিয়ে ঘেরা। অর্থাৎ বদ্ব পানি। কোন দিকে চলাচল করতে পারে না। ‘মায়ে জারীর’ বিপরীত শব্দ। মায়ে জারী হলো প্রবাহিত পানি। যেমন খাল, বিল, নদী-নালার পানি।

٤٣٨ - وَعَنِ السَّابِقِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ حَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِيْ وَجْعَ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبَتْ مِنْ وُضُونِهِ ثُمَّ قَمَتْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرَتْ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَّلَةِ - متفق عليه

৪৩৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়ায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে হজুর কারীমের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো আমার বোনপুত্র, অসুস্থ। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত দিলেন, আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর তিনি উজু করলেন। আমি তাঁর উজুর পানি পান করলাম। এরপর আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে ‘মোহরে নবুয়াত’ দেখতে লাগলাম, যা তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে দেখতে মশারীর বা পর্দার ঘুন্টির মতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘উজুর পানি’ অর্থ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করার পর যে পানি বেঁচেছিলো তা। হজুরের দুই কাঁধের মাঝখানে বড় বোতামের বা করুতরের ডিমের মতো ছেট আকারের কিছু জায়গা চকচকে, সুন্দর ও ফুলা ছিলো। এটাই ‘মোহরে নবুয়াত’ বা নবুয়তের সীল। অতীতের নবীদের কিতাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নবুয়তের পরিচয়ের কথা ছিলো। অসংখ্য মোজেয়ার সাথে এটাও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোজেয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْوِيهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ

الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ - رواه احمد وابو داود والترمذی والنسانی
والدارمی وابن ماجة وفی أخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ فَانْهُ لَا يَنْجِسُ .

৪৩৯। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাঠে-ময়দানে জমে থাকা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। নানা ধরনের জীব-জন্ম ও হিংস্র পশু এসে তার পানি পান করে। এসব পানি কি পাক পরিত্ব? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি যদি দুই কোল্লা পরিমাণ হয় তাহলে অপবিত্র হয় না (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, দারেমী, ইবনে মাজা)। আবু দাউদের আর এক বর্ণনার শব্দ হলো ওই পানি নাপাক হয় না।

ব্যাখ্যা : বড় মটকাকে 'কোল্লা' বলা হয়। এতে সাধারণত আড়াই মশক পানি ধরে। অতএব দুই কোল্লায় পাঁচ 'মশক' পানি। পাঁচ মশকে প্রায় সোয়া ছয় মণি পানি হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, দুই কোল্লা বা সোয়া ছয় মণি পানিই হলো 'মায়ে কাসির' বেশী পানি। কিন্তু এই হাদীসটির ব্যাপারে মতভেদ আছে বলে ইমাম আবু হানীফা তা অনুসরণ করেন না। অন্য কোন সহীহ হাদীস থেকেও 'মায়ে কাসির' বা বেশী পানির পরিমাণের নির্দিষ্ট সীমা নেই। অতএব তাদের মতে যে পরিমাণ পানি একধারে নাড়া দিলে অপর ধারে নাড়া লাগে না সেটাই বেশী পানি। হানাফী ফিকাহবিদগণ দশ বর্গহাত হাউজের পানিকেই 'বেশী পানি' বলে থাকেন। এই পরিমাণ পানিতে কোন অপবিত্র জিনিস পড়লে পানি নাপাক হয় না যতোক্ষণ তার রং, গন্ধ ও স্বাদ এই তিনটি গুণের একটি নষ্ট না হয়।

**٤٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوْضًا مِنْ بَشِّرٍ
بُضَاعَةً وَهِيَ بَشَرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلِحُومُ الْكَلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْجِسُ شَيْءًَ -** رواه احمد
والترمذی وابو داود والنسانی

৪৪০। হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 'বুদায়া' কৃপের পানি দিয়ে উজ্জু করতে পারি? এই কৃপটিতে হায়েজের নেকঁড়া, মরা কুকুর ও দুর্গন্ধময় আবর্জনা ফেলা হয়। জবাবে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি পাক। কোন জিনিসই পানিকে নাপাক করতে পারে না (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : ‘বিরে বুদাআ’ মদীনার একটি কৃপের নাম। এই কৃপের সাথে নালার স্ন্যোত প্রবহমান ছিলো। নালা দিয়ে অনেক ময়লা নাপাক জিনিস এসে পড়তো। এই কৃপে বেশ পানি ছিলো। তা প্রবহমান ছিলো। প্রবাহ ছিলো তাই যা এসে পড়তো তা আবার চলে যেতো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব জানতেন বলে এই কৃপের পানিকে ‘মায়ে কাসির’ (বেশী পানির) হকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ এই পানি পরিত্র। পানিকে কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।

٤٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ النَّاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَوَضَّأْنَا بِمَا، الْبَحْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ وَالْجُلُّ مَيْتَتُهُ - رواه مالك والترمذى وابو داؤد والنمسائى وابن ماجة والدارمى .

৪৪১। হ্যরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই। সামান্য যিঠা পানি সাথে করে নিয়ে যাই। এই পানি দিয়ে উজু করলে খাবার পানির অভাবে আমরা ত্রুট্য হবো। এ অবস্থায় আমরা কি সাগরের পানি দিয়ে উজু করতে পরিঃ তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, সাগরের পানি পরিত্র। এর মৃত জীবও হালাল (মালিক, তিরমিয়ী, নাসান্দি, ইবনে মাজা ও দারিয়া)।

ব্যাখ্যা ৪ : সাগরের জানোয়ারের মধ্যে মাছ সকল আলেমের মতে হালাল। অন্যান্য জানোয়ারের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ফিকাহ কিতাবে দ্রষ্টব্য।

٤٤٢ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لِيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِيِّ ادَّوْتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيَّدُ قَالَ تَمْرَةٌ طَبِيبَةٌ وَمَا هُوَ طَهُورٌ - رواه ابو داؤد وزاد أَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ أَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَصَحٌّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم

৪৪২। তাবেয়ী হ্যরত আবু যায়দ (র) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ‘জিনের রাতে’ জিজেস করলেন ৪ তোমার ‘মশকে’ কি আছে? তিনি বলেন,

আমি বললাম, ‘নবীয়’। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খেজুর পাক, পানিও পবিত্র (আবু দাউদ)। আহমাদ ও তিরমিয়ী শেষের দিকে বাড়িয়ে বলেছেন, এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে উজু করলেন। তিরমিয়ী বলেন, আবু যায়দ একজন অপরিচিত লোক। সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর ছাত্র আলকামা হতে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বর্ণনা করেন, ‘আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ ‘নাখালা’ নামক স্থানে রাতের বেলা জিনেরা এসে হজুরের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এই রাতই ‘জিনের রাত’ বা ‘লাইলাতুল জিন’ বলে ইতিহাসে খ্যাত।

খেজুরকে দশ-বারো ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যে পানীয় প্রস্তুত হয় তাই ‘নবীয়’। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা বলেন, ‘নবীয়’ দিয়ে উজু করা জায়েয়, যদি তা তরল ও নেশামুক্ত থাকে এবং পানি পাওয়া না যায়।

জিনদের সাথে আলাপের সময় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদকে এক জায়গায় বৃত্তের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন বলেও একটি হাদীস আছে। সুতরাং ‘তাঁর সাথে ছিলাম না’ অর্থ হবে জিনের সাথে আলাপের সময় ছিলাম না। এটাই হলো তিরমিয়ীর আপত্তির জবাব।

٤٤٣ - وَعَنْ كَبِشَةَ بْنِ مَالِكٍ وُكَانَتْ تُحْتَ أَبْنَى فَتَادَةَ أَبَا فَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءٌ فَجَاءَتْ هَرَّةٌ تَشَرَّبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْأَنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبِشَةُ فَرَانِيْ أَنْظِرْ رَبِّيْ فَقَالَ أَتَعْجِبِينَ بِاَبْنَةِ أَخِيْ قَالَتْ فَقَلَتْ نَعَمْ فَقَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجْسِ إِنَّهَا مِنَ الطَّرَفِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ - رواه مالك واحمد والترمذى وابو داؤد والنسانى وابن ماجة والدارمى .

৪৪৩। হ্যরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু কাতাদার (রা)-র পুত্রবধু। আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট ছিলেন। তিনি তার জন্য উজুর পানি ঢাললেন। একটি বিড়াল এলো এবং উজুর পাত্র হতে পানি পান করতে লাগলো। তিনি পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন যে পর্যন্ত পান করা শেষ না হলো। কাবশা বলেন, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি। আমাকে তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের কন্যা! তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে? আমি বললাম, হঁ। তিনি

বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের আশে পাশে বারবার বিচরণকারী বা বিচরণকারিনী (মালিক, আহমদ, তিরমিয়ী, আব দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা, দারিমী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘তাওয়াফীন ও তাওয়াফাত’ বলা হয়েছে বিড়ালকে। অর্থাৎ নর ও নারী বিড়াল। বিড়াল নানাভাবে মানুষের উপকার করে।

হাদীসের মর্ম হলো, বিড়াল তোমাদের ঘরের জীব, সব সময় তোমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। ঘরের সব জায়গায় বিচরণ করে। তাই তাদের ঝুটা নাপাক হলে তোমাদের জীবন চলা কঠিন হয়ে যাবে। হাদীস প্রমাণ করে বিড়ালের ঝুটা পাক। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু ইউসুফের মত। বিড়ালকে অন্য হাদীসে পও বলে আখ্যায়িত করাতে ইমাম আবু হানীফা বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে মাকরুহ বলেছেন।

٤٤ - وَعَنْ دَاؤِدَ بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةِ الْيَوْمِ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَى أَنْ ضَعِيبَهَا فَجَاءَتْ هُرَّةً فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةَ مِنْ صَلَاتِهَا أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهَرَّةُ فَقَاتَلَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لِيْسَتْ بِنَجْسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا - رواه أبو داؤد

888। হ্যরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাবেয়ী (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার মার মৃক্ষিদাতা মনিব একবার তার মাকে কিছু ‘হারিসা’ নিয়ে হ্যরত আয়েশাৰ নিকট পাঠালেন। তার মা বলেন, আমি গিয়ে তাকে নামাযরত পেলাম। তিনি তখন আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন, ‘তা রেখে দাও।’ একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে কিছু খেলো। এরপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামায হতে অবসর হলেন। বিড়ালের খাওয়া স্থান থেকেই তিনি থেলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। ওটা তোমাদের আশেপাশে ঘন ঘন বিচরণকারী। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উজু করতে দেখেছি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : ‘হারিসা’ ফিরনীর মতো এক রকম খাবার। ফিরনী হাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? এইজন্য ইশারা দিয়ে মা আয়েশা বলে দিলেন, ওটা রেখে দাও। বুঝা গেলো এই ধরনের ইশারায় নামায নষ্ট হয় না। এটা আমলে কাসীর বিড়ালের

বুটা নয়, বা উচ্চিষ্ট পানি দিয়ে উজু করা জায়েয়। তবে ভালো পানি কাছে থাকলে তা দিয়ে উজু করাই উত্তম। এর দ্বারা বিড়াল পোষা জায়েয় ও বুৰা গেল।

৪৪৫ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوْضًا بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا - رواه في شرح السنة

৪৪৫। হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি গাধার উচ্চিষ্ট পানি দিয়ে উজু করতে পারি? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, এবং হিংস্র জানোয়ারের উচ্চিষ্ট পানি দিয়েও (শরহস সুন্নাহ)।

ব্যাখ্যা : সব হিংস্র জস্তুর উচ্চিষ্ট পানিও পাক, একথাই এই হাদীস থেকে বুৰা গেলো। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মত। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে এই পানি জায়েয় নয়। কারণ হিংস্র জস্তু ও এর লালা নাপাক। তাই হিংস্র জস্তুর লালা যে পানি নাপাক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মতে এইসব হাদীস সহীহ নয়। যদি সহীহ প্রমাণিতও হয়, তবে এর অর্থ হবে 'মায়ে কাসীর' অর্থাৎ বেশি পানির বড় হাউজ বা পুকুর ইত্যাদি। গাধার পান করা পানিও নাপাক, উভয় সম্পর্কেই হাদীস রয়েছে। তাই ইমাম আয়ম (র) এই হাদীসকে 'মাশকুর' অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বলেন।

৪৪৬ - وَعَنْ أُمِّ هَانِيِّ قَالَتْ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ - رواه النسائي وابن ماجة

৪৪৬। হ্যরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি গামলার পানি দিয়ে গোসল করেছেন যাতে আটার খামীরের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিলো (নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৪৭ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنَّ عُمَرَ حَرَجَ فِي رَكْبِ فِيهِمْ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْعَاصِ هَلْ تَرَدُ حَوْضَكَ السِّبَاعَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّ رَدًّا عَلَى السِّبَاعِ وَتَرَدُ عَلَيْنَا - رواه مالك و زاد رزِّين قال زاد بعض الرواية

فِيْ قَوْلٍ عُمَرَ وَأَنَّىْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا مَا
أَخَذَتْ فِيْ بُطُونِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ .

৪৪৭। হযরত ইয়াহীয়া ইবনে আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাতোব রাদিয়াল্লাহু আনহ এক কাফেলার সাথে বের হলেন। এদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহও ছিলেন। পথ চলতে চলতে তারা একটি হাউজের কাছে পৌছলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, হে হাউজের মালিক! তোমার হাউজে হিংস্র জন্মুরাও কি পানি পান করতে আসে? হযরত উমর ইবনুল খাতোব রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, হে হাউজের মালিক! আমাদেরকে এ খবর দিও না। এই ঘাটে কখনো আমরা আসি আর কখনো আসে জন্মু-জানোয়ার। তাতে অসুবিধা কি (মালিক)?

ইমাম রয়ীন এই হাদিসটিকে আরো বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কোন কোন বর্ণনাকারী হযরত উমরের কথার মধ্যে একথাও উল্লেখ করেছেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তা থেকে জন্মু জানোয়ার পেটে যা নিয়েছে তা তাদের জন্য। আর যা বাকী আছে আমাদের জন্য পাক-পবিত্র ও পানীয়।

٤٤٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُتُّلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرَدُّهَا السَّبَاعُ وَالْكِلَابُ
وَالْحُمُرُ عَنِ الطَّهُورِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلْتِ فِيْ بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ
طَهُورٌ - رواه ابن ماجة

৪৪৮। হযরত আবু সাউদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত কৃপগুলো সম্পর্কে জিজেস করা হলো যে, এসব কৃপে জন্মু-জানোয়ার, কুকুর ও গাধা পানি পান করতে আসে। এগুলোর পানি কি পাক? হজুর (স) বললেন, তাদের পেট যা উঠিয়ে নিয়েছে তা তাদের জন্য। আর যা বাকী আছ তা আমাদের জন্য পাক (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : এই দুইটি হাদিসে জন্মু-জানোয়ারের ঝুটা পানি পাক হবার যে হকুম দেয়া হয়েছে তা সব পানির ব্যাপারে নয়, বরং এই হকুম হলো বড় বড় পুকুর নালা দীঘি, হাউজ সম্পর্কে।

٤٤٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوْ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورثُ الْبَرَصَ - رواه الدارقطني

৪৪৯। হযরত উমর ইবনুল খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কারণ এই পানি শ্঵েত ও কুষ্ট রোগের জন্ম দেয় (দারু কুতনী)।

ব্যাখ্যা : রোদে গরম করা পানির অর্থ হলো কারো কারো মতে এমন পানি যা ইচ্ছাকৃতভাবে রোদে গরম করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে তো বুৰো যায় এতে কোন শর্ত নেই। বরং যেভাবেই রোদে পানি গরম হোক না কেনো, চাই গরম করার জন্য ইচ্ছা করে রোদে রাখা হোক অথবা একখানে পানি রাখা ছিলো, পরে এখানে রোদ এসে পানি গরম হয়ে গেছে। কেউ কেউ এই হাদীসকে জয়ীফ বলেন। আর সহীহ হলেও এটা অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা হজুরের অভিজ্ঞতা বা অনুমান।

(٩) بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ

(অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٥ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرَبَ الْكَلْبُ فِي أَنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلَيَغْتَسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتٍ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ طَهُورٌ أَنَاءٌ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتٍ أَوْ لَهُنْ بِالثُّرَابِ .

৪৫০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পানি পান করলে সে যেনো তা সাতবার ধূয়ে নেয় (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেনো তা সাতবার ধোয়। এর প্রথমবার মাটি দিয়ে।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম মালিক, শাফেয়ী আহমদ ইবনে হাস্বল এই হাদীস অনুযায়ী কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র সাতবার ধোয়ার পক্ষে। ইমাম আবু হানীফার

মতে এই হাদীসে সাতবার ঘোবার কথা বলে সতর্কতা বুঝানো হয়েছে। এরূপ পাত্র তিনবার ধুইলেই পাক হয়ে যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী কুকুরের লালায় এক রকম জীবানু আছে। এই জীবানু মাটিতেই ধ্বংস হয়। তাই হয়ত হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার যাতি দিয়ে পাত্র পরিষ্কার করতে বলেছেন।

٤٥١ - وَعَنْهُ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ
الْبَيْنِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةً وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءِ أَوْ
ذَنْبِيَا مِنْ مَاءِ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُّيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ - رواه البخاري

৪৫১। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিলো। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো। নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সহজতা বিধানকারীরূপে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা বা জটিলতা সৃষ্টিকারী হিসাবে নয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেল পেশাব বা এ ধরনের অপবিত্রতা দূর করার জন্য পানি ঢাললেই ঢেলে অথবা মেঝের উপরের কিছু যাতি ফেলে দিলেই ঢেলবে। অন্য উপায়ে পাক হবে না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম যুফারেরও এই মত। কিন্তু আবু দাউদের এক হাদীস অনুযায়ী যাতি শুকিয়ে গেলেই তা পাক হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতও তাই। এটা মসজিদ হবার কারণেই হজুর (স) তাড়াতাড়ি পাক করার জন্য পানি ঢেলে দিতে বলেছেন।

٤٥٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِيْمَانَ حَنْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ جَاءَ أَعْرَابِيًّا فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهُ مَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
ثُرْمُوهُ دَعْوَةً فَتَرْكُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَنْدَرِ إِنَّمَا
هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمْرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ فَسَنَةَ عَلَيْهِ -
متفق عليه

৪৫২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মসজিদে (নববীতে) ছিলাম। এ সময় এক বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলো। রাসূলের সাথীগণ বলতে লাগলেন, থাম, থাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে পেশাব করা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে বললেন, পেশাব করা ও কোন অপবিত্র জিনিস ফেলার স্থান এসব মসজিদ নয়। বরং তা আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন পড়ার জন্য। অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছেন। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলে সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিলো (বুখারী-মুসলিম)।

৪৫৩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ أَحَدًا نَّا إِذَا أَصَابَ ثُوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحِيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثُوْبَ أَحَدَكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحِيْضَةِ فَلْتَقْرَصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَخْهُ بِمَا إِثْمُ لِتُصَلِّ فِيهِ -

মتفق عليه

৪৫৩। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার কাপড়ে হায়েয়ের রক্ত দেখতে পায়, তাহলে সে কি করবে? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েয়ের রক্ত লেগে গেলে, সে আঙুল দিয়ে তা খুঁটে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে ধূয়ে নিবে। এরপর সে চাইলে এ কাপড় পরে নামায পড়বে।

৪৫৪ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الْثُوبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَتَرُّ الغَسْلُ فِي ثُوْبِهِ - متفق عليه

৫৫৪। হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কাপড়ে লেগে থাকা মনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে মনি ধূয়ে নিতাম। এরপর তিনি নামায পড়বার জন্য বের হতেন। এসময় তার কাপড়ে বীর্ধ ধোবার আলামত থাকতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মনি বা বীর্য নাপাক। ইমাম আবু হানীফা ও মালিকের এই মত।

٤٥٥ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ تُوبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم ويرواية علقة والأسود عن عائشة نحوه وفيه ثم يصلي فيه -

৪৫৫। হযরত আসওয়াদ ও হযরত হাস্মাম (র) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলে দিতাম (মুসলিম)। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আলকামা ও আসওয়াদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে, অতঃপর তিনি সেই কাপড় পরে নামায পড়তেন।

ব্যাখ্যা ৫ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, বীর্য কাপড়ে জমাট বেঁধে শুকিয়ে গেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফেলে দিলেই চলে। আবু হানীফার এই মত। আর যদি তা তরল হয় ও কাপড়ে চুষে যায় তাহলে তা ধূয়ে নিতে হবে।

٤٥٦ - وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ أَتَتْ بَابِنِ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَّا عَلَى تُوبَتِهِ قَدْعًا بِمَاِ قَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسلْهُ -
متفق عليه

৪৫৬। হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি তার একটি শিশু পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন কোলে বসালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। ছজুর পানি আনলেন, পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিলেন, ধুইলেন না (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৬ ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মালিক ধোয়া প্রয়োজন মনে করেছেন। তাদের মত “ধুইলেন না” অর্থ খুব কচলিয়ে ধুইলেন না। অন্য হাদীসে তাদের মতের সমর্থন রয়েছে।

٤٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْأَهَابُ فَقَدْ طَهُرَ - روأه مسلم

৪৫৭। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কাঁচা চামড়া পাকা (প্রক্রিয়াজাত) করায় তা পাক হয়ে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, সকল রকমের চামড়া, চাই মরা হোক, জবেহ করা হোক বা হালাল পশুর হোক অথবা হারাম পশুর, দাবাগত (প্রক্রিয়াজাত) করলে সবই পাক। শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতিক্রম। শূকর যেহেতু নিজেই নাজাসাত। আর মানুষ মর্যাদাশীল প্রাণী। মানুষের চামড়া দাবাগত করাই নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ীর মতে কুকুরের চামড়াও দাবাগত করলে তা পাক হবে না।

٤٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ تُصْدِقُ عَلَىٰ مَوْلَةَ لَمْيَمُونَةَ بِشَاءَ فَمَا تَفَرَّجَ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَا أَخْذُتُمْ أَهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ أَنَّمَا حُرْمَ اكْلُهَا - متفق عليه

৪৫৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক মুজদাসীকে একটি বকরী দান করা হলো। পরে বকরীটি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাবার সময় বলেন, তোমরা বকরীর চামড়াটা খুলে নিয়ে পাকা করলে না কেনো? তাহলে এটা কাজে লাগাতে পারতে। তারা বললো, এটা যে মরা! হজুর (স) বললেন, শুধু এটা খাওয়াই হারাম করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা, গেলো জবেহ করা ছাড়া কোন জানোয়ার মারা গেলে তারা পাকা করা চামড়া, দাঁত, পশম, শিং ইত্যাদি ব্যবহার করে উপকৃত হতো, বেচা-কেনা করতে এবং এসব অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে নিষেধ নেই।

٤٥٩ - وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَأْتَ لَنَا شَاءَ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازَلْنَا نَبْدِ فِيهِ حَتَّىٰ صَارَ شَنَّا - روأه البخاري

৪৫৯। উম্মুল মুমেনীন হ্যরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা এর চামড়াটা পাকা করলাম। এরপর সব সময় এতে 'নবীয়' বানাতে থাকি। শেষে এটা একটা পুরান মশকে পরিণত হয়ে গেল (বুখারী)।

ଡିତୀଯ ପରିଚେଦ

٤٦٠ - عَنْ لَبَابَةَ بُنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَىٰ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَىٰ تَوْبَهِ فَقُلْتُ الْبَسْ تَوْبَا وَأَعْطَنِي أَزَارَكَ حَتَّىٰ أَغْسِلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ رواه ابو داؤد وابن ماجحة وفي روایة لابی داؤد والنسائی عن ابی السمعّ قال يُغسل من بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغَلَامِ .

৪৬০। হযরত লুবাবা বিনতুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলেন। আমি আরয করলাম, আপনি আরেকটি কাপড় পরে নিন। এই কাপড়টি আমাকে দিন। আমি এটা ধূয়ে দেই। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বললেন, মেয়েদের পেশাব ধূইতে হয়। ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয় (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। আবু দাউদ ও নাসাঈর এক বর্ণনায় আবুস সামহ হতে এই শব্দগুলো নকল হয়েছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বালিকাদের পেশাব ধোয়া হয়। আর বালিকদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা ৪ ইমাম তাহাবী (র) বলেন, ছিটিয়ে দেবার অর্থ এখানে হালকাভাবে ধোয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মেয়েদের পেশাব ছড়ায় বেশী, আর পুরুষের পেশাব কম ছড়ায়। আর এইজন্য এই পার্থক্য করা হয়েছে।

٤٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذْيَ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طُهُورٌ. رواه ابو داؤد وابن ماجحة معناه .

৪৬১। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নিজের জুতা দিয়ে অপবিত্র জিনিস মাড়ালে অতঃপর মাটিই এটাকে পাক করে দিবে (আবু দাউদ)। ইবনে মাজাও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসে যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, যেমন কোন ব্যক্তি জুতা পায়ে পরে হেঁটে যেতে কোথাও ময়লা লেগেছে জুতায়। এরপর যখন সে পরিষ্কার

ও পবিত্র জায়গার মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলতে থাকবে মাটির সাথে ঘষা-ঘষিতে ওই ময়লা পরিষ্কার হয়ে জুতা সাফ হয়ে যাবে ।

٤٦٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأٌ أَطْبَلْتُ ذِيلِيْ وَأَمْشَى فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . رواه مالك واحمد والترمذى وابو داؤد والدارمى . وَقَالَ الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلْدِ لَبِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

৪৬২ । হ্যরত উষ্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তাঁকে এক মহিলা এসে বলল, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচে লম্বা করে দেই, আর নাপাক জায়গা অতিক্রম কারী, এখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরের পাক জায়গার মাটি এটাকে পবিত্র করে দেয় (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও দারেমী)। আবু দাউদ ও দারেমী বলেন, প্রশ়্নকারী মহিলা ছিলেন ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন ‘আওফের উষ্মে ওয়ালাদ ।

ব্যাখ্যা ৪ প্রশ্নকারী মহিলার জানার ছিল যে, তার কাপড়ের আঁচল লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে থাকতো । কাজেই আঁচলের কোণা হাঁটার সময় মাটিতে হেঁচড়াতো । ময়লা জায়গা দিয়েও তাকে চলতে হতো । এ অবস্থায় কি হৃকুম? তার কাপড় পবিত্র হবার উপায় কি? এ কথার জবাবেই হ্যরত উষ্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে দিয়েছেন । হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ক্ষেত্রের কথা বলেছেন, “কোন নাপাক জায়গা দিয়ে যাবার সময় কাপড়ের আঁচলে নাজাসাত লাগলে সেই নাজাসাত পরের চলা পথের পাক মাটির সংস্পর্শে এসে তার ডলায় পাক হয়ে যায় ।

٤٦٣ - وَعَنْ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرْبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبِسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا - رواه ابو داؤد والنسائى

৪৬৩ । হ্যরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্মুর চামড়া পরতে ও এর উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন ।

ব্যাখ্যা ৫ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের মর্ম হলো হিংস্র জন্মু জানোয়ার যথা বাঘ, চিতা বাঘ, সিংহ, ভাস্তুক ইত্যাদির চামড়া দিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ বানিয়ে পরিধান করা যাবে না । এর উপর আরোহণ করার অর্থ বিছিয়ে তার

উপর বসা। কারণ এসব অহংকারবোধ ও দুনিয়াদার লোকের স্বভাব সৃষ্টি করে। কাজেই এসব থেকে বিরত থাকা দরকার।

٤٦٤ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْعِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ - رواه احمد وابو داؤد والنسائي وزاد الترمذى والدارمى أن تُفرش .

৪৬৪। হযরত আবুল মালীহ ইবনে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)। কিন্তু তিরমিয়ী ও দারেমীর বর্ণনায় আরো আছে, “এবং তা বিছাতে (বিছানা বা গদী হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো হিংস্র জন্মুর চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ও সমীচীন নয়। ইমাম মালিক (র) এই কথা বলেন। তাঁর ও আবুল মালীহের মতে এসব বিক্রয়লব্দ মূল্যও ভোগ করা জায়েয নয়।

٤٦٥ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْعِ أَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُودِ السِّبَاعِ - رواه الترمذى

৪৬৫। হযরত আবুল মালীহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হিংস্র জন্মুর চামড়ার মূল্য মাকরহ ঘনে করতেন (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : আবুল মালীহের মতেও হিংস্র জন্মুর চামড়া নাপাক। আর নাপাক জিনিস ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। তাই এর মূল্যও জায়েয নয়।

٤٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْرٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا غَصَبٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائي وابن ماجة .

৪৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র এসেছে : তোমরা মরা জীবন্তুর চামড়া বা রগ দ্বারা ফায়দা উঠাবে না (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বনি জুহাইন গোত্রের লোক ছিলেন। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বার্তা দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি চামড়া সংক্রান্ত এই

হকুমটি দিয়েছিলেন। এই হকুম ছিলো পাকা না করা চামড়া সম্পর্কে। পাকা করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয়।

٤٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ - رواه مالك وابو داؤد

৪৬৭। হয়রত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর এর থেকে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন (মালিক ও আবু দাউদ)।

٤٦٨ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ مَرْأَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاءَ لَهُمْ مِثْلَ الْحَمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخْذَتُمْ أَهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْهِرُهَا الْمَاءُ وَالْفَرْظُ - رواه احمد وابو داؤد

৪৬৮। হয়রত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্রের কতক লোক গাধার মতো বড় একটি মৃত ছাগলকে হজুরের কাছ দিয়ে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি এর চামড়া ছিলে নিতে (তাহলে হয়তো তোমাদের কাজে লাগতো)। তারা বললো, এটা তো মৃত (জবেহ করা নয়)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি এবং সলম গাছের পাতা একে পবিত্র করে দিবে।

ব্যাখ্যা : দাবাগাত বা চামড়া পাকানোর কয়েকটি পদ্ধতি আছে। কিন্তু সলম গাছের পাতা ও পানি দিয়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যায়। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে এই দুইটি জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। এতে বুৰা গেলো চামড়ার দাবাগাত ও পবিত্র করা এর উপরই নির্ভরশীল নয়। অন্য পদ্ধতিতে, যেমন রৌদ্র ইত্যাদিতে শুকিয়েও দাবাগাত ও পবিত্র করা যায়।

٤٦٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَإِذَا قَرَبَهُ مُعْلَقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دَبَاغُهَا طَهُورًا - رواه احمد وابو داؤد

৪৬৯। হয়রত সালামা ইবনুল মুহাবিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের সময় একটি

পরিবারের নিকট গেলেন। ওখানে তিনি একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত (জন্মুর) দাবাগাত করা চামড়া। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাকে পাকা করাই হলো এর পবিত্রতা।

তৃতীয় পরিষেব

٤٧ - عَنِ امْرَأةِ مَنْ بَنَىْ عَبْدَ الْأَشْهَلَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتَنِي فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطْرَنَا قَالَتْ فَقَالَ إِلَيْنَا بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطِيبٌ مِنْهَا قُلْتُ بَلِّي قَالَ فَهَذِهِ بَهْذِهِ - رواه أبو داؤد

৪৭০। আবদুল আশহাল বংশের জনেকা রমণী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদের দিকে যাবার আমাদের একটি পৃতিগঙ্কময পথ আছে। সেখানে বৃষ্টি হবার পর আমরা কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবো? তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদের দিকে যাবার জন্য এরপর আর কোন অধিক পবিত্র পথ পড়বে না? আমি বললাম, হাঁ আছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো ওটার বদলা (আরু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসটি পূর্ববর্তী একটি হাদীসের ব্যাখ্যা। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের অর্থ হলো, কোন গান্ধা ও অপবিত্র পথ দিয়ে চলতে যে অপবিত্র জিনিস কাপড়ে-চোপড়ে লাগে তা পরের পবিত্র ও সুন্দর পথে ও পবিত্র মাটি দিয়ে চললে পাক হয়ে যায়। এভাবে খারাপ পথে চলার সময় জুতার নীচে যে অপবিত্র জিনিস লাগবে তা পরের পবিত্র পথে চলতে চলতে পবিত্র হয়ে যাবে।

٤٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ - رواه الترمذى

৪৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। অথচ (মাটির) রাস্তায চলার কারণে উজু করতাম না (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ এর অর্থ হলো, নামায পড়তে রওয়ানা হবার আগে আমরা বাড়ীতে উজু করে নিতাম। মসজিদে আসার সময় পথে খালি পা থাকার কারণে পায়ে অথবা পায়ে জুতা থাকলে জুতায নাজাসাত ও ময়লা লেগে যেতো। এগুলো আমরা আর

ধুইতাম না। এটা শুকনা নাজাসাতের বেলায়। যদি নাজাসাত শুষ্ক হয় তাহলে ধুইতে হবে না। কারণ নাজাসাতের জায়গা পার হয়ে আসার পর পৰিত্র জায়গা দিয়ে হেঁটে আসাতে আগের নাজাসাত ভালো মাটির ঘষায় পাক হয়ে গেছে। আর যদি নাজাসাত ভিন্ন হয় তাহলে সেই নাজাসাত ধুইতে হবে।

٤٧٢ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الْكَلَابُ تُقْبَلُ وَتُدْبَرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ - رواه البخاري

৪৭২। হ্যরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মসজিদে নববীতে কুকুর যাতায়াত করতো। এই কারণে সাহাবাগণ কুকুর হাঁটার জায়গায় কোন পানি ছিটাতেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : সেই যুগে মসজিদের কোন জানালা-দরজা ছিলো না। কাজেই কুকুর মসজিদে সহজেই চুকে পড়তো। কিন্তু কুকুর শুকনা থাকতো। এর গা থেকে অপবিত্র কিছু মসজিদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো না বলে সাহাবায়ে কিরাম এর চলার পথ পানি দিয়ে ধুইয়ে দিতেন না। কিন্তু গা ভিজা থাকলে বা অন্য কোন ভিজা নাজাসাত তার গায়ে লেগে থাকলে, আর মসজিদ পাকা না হয়ে কাঁচা হলে অবশ্যই তারা ধূয়ে নিতেন। ধূয়ে নেয়াই উত্তম। আর এই উত্তম কাজ তারা অবশ্যই ছাড়াতেন না।

٤٧٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْسَ بِبَوْلٍ مَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ أَكِلَ لَحْمُهُ فَلَا يَأْسَ بَبَوْلِهِ - رواه
احمد والدارقطني

৪৭৩। হ্যরত বারাআ ইবনে আয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যার গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব গায়ে লাগলে ক্ষতি নেই। হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে : তিনি বলেন, যে জীব-জন্মের গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে দোষ নেই (আহমাদ, দারুল কুতনী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের দ্বারা হ্যরত ইমাম মালিক, আহমাদ, মোহাম্মদ এবং কোন শাফেয়ী ওলামা বলেন, যে জানোয়ার জবেহ করে তার গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব পাক। গায়ে লাগলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হ্যরত

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও অন্যান্য আলেমদের মতে তা অপবিত্র। তারা বলেন, এই হাদীসের বিপরীত আর একটি হাদীস আছে :

إِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنْ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ .

“পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করো। কারণ অধিকাংশ কবর আয়াব পেশাবের কারণে হয়”। অতএব তার পেশাব গায়ে লাগলেও পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

(٩) بَابُ الْمَسْعَى عَلَى الْخَفْيَنِ

(মোজার উপর মাসেহ করা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٧٤ - عَنْ شَرِيعِ بْنِ هَانِيِّ قَالَ سَأَلَتْ عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَسْعَى
عَلَى الْخَفْيَنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلِيَالِيهِنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلِيَلَةً لِلْمُقْبِمِ - رواه مسلم

৪৭৪। তাবেয়ী হ্যরত ওরাইহ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহকে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজেস করলাম। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্দ্দারণ করে দিয়েছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪. মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা হলো তিন দিন তিন রাত। অর্থাৎ একজন মুসাফির তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত উজ্জু করার সময় পা না ধূয়ে নিজের মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। আর এক দিন এক রাত পর্যন্ত মুকীম নিজের মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। প্রথমে উজ্জু করে মোজা পায়ে দেবার পর যখনই তার আবার উজ্জু করার প্রয়োজন হবে তখনই সে উজ্জু করার সময় পায়ের মোজার উপর মাসেহ করবে। মোজা খুলে পা ধূইতে হবে না।

٤٧٥ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ غَرْزَةً تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلَتْ مَعَهُ أَدَوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ أَخْذَتْ أَهْرِيقَ عَلَى
يَدِيهِ مِنَ الْأَدَوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ذَهَبَ يَخْسِرُ

عَنْ ذِرَاعِيهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجَبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدِيهِ مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ وَالْقَيْ الْجَبَّةَ
عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعِيهِ ثُمَّ مَسَحَ بَنَاصِبَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَتُ
لَا نَزِعَ حَقِيقَةَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتِينِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ
رَكَبَ وَرَكَبَتْ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَيُصَلِّيُّ بَهُمْ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بَهُمْ رَكْعَةً فَلِمَا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَّاخِرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَدَ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلِمَا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْتُ
مَعَهُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْنَا - رواه مسلم

৪৭৫। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুগীরা বলেন, একদিন ফজরের নামাযের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশে বের হলেন। আর আমি একটি পানির পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি বেরিয়ে আসার পর আমি তাঁর দুই হাতের কঙ্গির উপর পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তাঁর দুই হাত ও চেহারা ধুইলেন। তার গায়ে তখন ছিলো একটি পশমী জুব্বা। তিনি তাঁর (জুব্বার হাতা গুটিয়ে) তার হাত দু'টি খুলতে চাইলেন। কিন্তু জুব্বার আস্তিন খুব চিকন ছিলো। তাই জুব্বার ডেতের দিক দিয়েই তাঁর হাত দু'টি বের করলেন। জুব্বাকে নিজের দুই কাঁধের উপর রেখে দিলেন। হাত দুইটি কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর আমি তাঁর মোজাগুলো খুলতে চাইলাম। তিনি বললেন, এগুলো এভাবে থাকতে দাও। এগুলো আমি পবিত্র অবস্থায় (অর্থাৎ উজু করে) পরেছি। তিনি এগুলোর উপর মাসেহ করলেন। এরপর তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করলেন, আমিও আরোহণ করলাম। এরপর আমরা দলের কাছে পৌছে গেলাম। তখন তারা নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নামায পড়াছিলেন এবং এক রাকআত নামায পড়েও ফেলেছিলেন। রাসূল করীমের আগমন টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্থানে স্থির থাকতে ইশারা করলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দুই রাকআতের মধ্যে এক রাকআত নামায পেলেন। তিনি সালাম ফিরালে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত নামায আমরা আদায় করলাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে উজ্জুর কথা বলতে গিয়ে কুলি ও নাকে পানি দেবার কথা উল্লেখ করা হয়নি। হ্যরত মুগীরা সংক্ষেপ করার জন্য তা উল্লেখ করেননি অথবা এ দুটি জিনিস মুখের মধ্যেই শামিল। এই হাদীসে ছয়টি কথা বলা হয়েছে :

(১) ফজরের নামাযের পূর্বে পায়খানায় যাওয়ার অর্থ তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

২) অন্য কেউ উজ্জুর পানি ঢেলে দিলেও দিতে পারে। এতে কোন দোষ নেই।

৩) কোন সর্বোত্তম ব্যক্তিও কিছু কর উভয় লোকের পেছনে নামায পড়তে পারেন। যেমন আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু উজ্জুরের আগমনের কথা টের পেয়ে পেছনে চলে আসতে চাইলেন। উজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে বারণ করলেন এবং তাঁর পেছনেই নামায পড়লেন।

৪) কেউ নামাযের সব রাকয়াত জামায়াতের সাথে না পেলে ইমামের সালাম ফিরাবার পর বাকী রাকয়াত নামায পড়বার জন্য উঠে দাঁড়াবে।

৫) নামাযের সঠিক সময় হয়ে গেলে, ইমাম তখনে উপস্থিত না হলে এবং তার আসার সময় জানা না থাকলে, উপস্থিতদের মধ্য একজন নামায পড়াবে। অনিচ্ছিত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

৬) ইমামের বাসা যদি মসজিদের কাছেধারে হয়, নামাযের সময় ইমামকে জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٧٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَحْصَ الْمُسَافِرِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلِيَلَّةً إِذَا تَطَهَّرَ قَلْبِسَ حَقِيقَةٌ أَنْ يُمْسَحَ
عَلَيْهِمَا - رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني وقال الخطابي هو
صَحِيحُ الْأَسْنَادِ هُكْمًا فِي الْمُنْتَقَى .

৪৭৬। হ্যরত আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত উজ্জু করে মোজা পরার পর এর উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। আসরাম তাঁর সুনানে এবং ইবনে খুয়াইয়া ও দারু কৃতনী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমায খাতাবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। আল-মুনতাকা কিতাবেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٤٧٧ - وَعَنْ صَفَوْانَ بْنِ عَسْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خَفَافَنَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ .
وَلَكِنْ مَنْ غَانِطٌ وَبُولٌ وَتُوَمَ - رواه الترمذى والنسانى

৪৭৭। হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুরের সাথে মুসাফিরীতে কোথাও রওনা হলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত নাপাকীর গোসল ছাড়া, এবনকি পায়খানা-পেশাব ও নিরার পর উজুর সময়ে মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন (তিরমিয়ী ও নাসায়ী)।

٤٧٨ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ وَضَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّ وَأَسْفَلَهُ - رواه أبو داؤد والترمذى
وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث معلم وسائلت أبي زرعة ومحمدًا
يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وكذا ضعفة أبو داؤد

৪৭৮। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাৰুকের যুদ্ধে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজুর পানিৰ ব্যবস্থা কৱলাম। তিনি মোজার উপৰ ও নিম্নাংশ মাসেহ কৱেছিলেন (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)। হযরত ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি দোষযুক্ত। আমি আবু মুরআ ও ইমাম বুখারীকে এ সম্পর্কে জিজেস কৱলে তাৰা বলেছেন, হাদীসটিৰ সনদ সহীহ নয়। এভাবে ইমাম আবু দাউদও হাদীসটিকে জয়ীফ বলেছেন (অর্থাৎ এৰ সনদ মুগীরা পর্যন্ত ধাৰাবাহিকভাৱে নেই মধ্যে রাবী ছুটে গেছে)।

ব্যাখ্যা : হযরত ইমাম মালিক ও হযরত ইমাম শাফেকীৰ মতে মোজার উপৰে
মাসেহ কৱা ওয়াজিব। আৱ মোজার তুলাৰ দিকে মাসেহ কৱা সুন্নাত। হযরত ইমাম
আবু হানীফা ও ইমাম আহমদেৰ মতে মোজার উপৰেৰ দিকই মাসেহ কৱবে। এই
দুই হযরত মোজার উপৰে ও নিচে মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসকে সহীহ মনে কৱেন না।

٤٧٩ - وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى
الْخَفَافِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا - رواه الترمذى وابو داؤد

৪৭৯। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি তঁৰ দু'টো মোজার
উপরিভাগ মাসেহ কৱেছেন (তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)।

٤٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ تَوْضِيْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى
الجَوْرِبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ - رواه احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجة .

৪৮০। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু করলেন এবং জুতার সাথে তিনি 'জওরাব' দু'টোর উপরিভাগও মাসেহ করলেন (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : চামড়ার মোজা সাধারণত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়। আরবী ভাষায় এটাকে বলে "খুফফ"। আর 'জওরাব' শব্দের অর্থ হলো কাপড়ের শক্ত মোজা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী চামড়ার মোজা হলেই এর উপর মাসেহ জায়েয়, নচেৎ ময়।

ত্রৃতীয় পরিষেব্দ

٤٨١ - عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الخَفَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ بِهِذَا أَمْرَنِيْ رَبِّيْ
عَزَّ وَجَلَّ - رواه احمد وابو داؤد .

৪৮১। হযরত মুগীরা ইবন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ মাসেহ করলেন। আমি নিবেদন করালাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, না, বরং তুমি ভুল বুঝেছো। এভাবে করার জন্যই আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি মহান ও প্রতাপশালী (আহমাদ ও আবু দাউদ)।

٤٨٢ - وَعَنْ عَلَىِ إِنْهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفَّاً وَأَوْلَى
بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىِ
ظَاهِرِ حُقْبَيْهِ - رواه أبو داؤد والدارمي معناه .

৪৮২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন যদি মানুষের বুদ্ধি ভিত্তিক হতো, তাহলে বাস্তবিকই মোজার উপরের চেয়ে নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তার মোজার উপরিভাগ মাসেহ করেছেন (আবু দাউদ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য হলো দীনের ব্যাপারে আন্দজ-অনুমান, মতামত ও বুদ্ধি-সুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোন হৃকুম দেয়া যায় না। মোজার উপরের চেয়ে নিচেই বরং খারাপ জিনিস ময়লা, অপবিত্রতা লেগে থাকার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরির ভাগের উপর মাসেহ করেছেন। কাজেই তখন বুদ্ধি ও যুক্তি খাটোবার অবকাশ নেই। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মোজার উপর মাসেহ করেছেন, সেভাবেই উচ্চতকে করতে হবে।

(۱) بَابُ التَّيْمِمِ

(তাইয়াস্মুম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٨٣ . عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلَنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جَعَلْتُ صَفُوفَ الْمَلَائِكَةِ وَجَعَلْتُ لَنَا الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجَعَلْتُ تَرْبَتَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ - رواه مسلم

৪৮৩। হযরত হোয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সব মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের (নামাযের) কাতারকে ফেরেশতাদের সারির মতো মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (২) গোটা পৃথিবীকে বানানো হয়েছে আমাদের নামাযের স্থান। (৩) পৃথিবীর মাটিকে আমাদের জন্য করা হয়েছে পবিত্রকারী (জিনিস), যখন আমরা পানি পাবো না (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চতগণ নানা বিষয়ে অন্যান্য উচ্চতদের তুলনায় সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল হবেন। মর্যাদার ক্ষেত্রে আর কেউ এই উচ্চতের সম মর্যাদার নয়। এই হাদীসসহ আরো অনেক প্রমাণ এ ক্ষেত্রে রয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার তাসবিহ-তাহলিল করেন, ইবাদত-বন্দেগী করেন, সবই করেন সারিবদ্ধ হয়ে। (১) আর এই উচ্চতে মুহাম্মদীও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন, এটা এই উচ্চতের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও এই উচ্চত সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদে দাঁড়ায়। এই সারিবদ্ধতা তথা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা তাদের জন্য মর্যাদার কারণ। (২) আগের সকল নবী-রাসূল ও তাদের সঙ্গী-সাথীগণের নামায পড়তে হতো মসজিদে গিয়ে। এই উচ্চতের জন্য গোটা পৃথিবীই নামাযের জায়গা। যেখানে সময় হবে, মসজিদ না থাকলে সেখানেই নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (৩) তায়ামুমের ব্যবস্থা শুধু এই উম্মতের জন্য দেয়া হয়েছে। পানি পাওয়া না গেলে পাক পবিত্র অর্থাৎ উজু গোসলের জন্য মাটি দিয়ে তাই তায়ামুম করা উজুর বিকল্প ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তাদের মর্যাদা বেশী।

٤٨٤ - وَعَنْ عُمَرَ كَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ أَذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتِنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ - متفق عليه

৪৮৪। হ্যরত ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করার পর তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি পৃথক হয়ে বসে আছে। সে মানুষের সাথে একত্রে নামায পড়েনি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! মানুষের সাথে একত্রে নামায পড়তে তোমাকে কে বিরত রেখেছে? লোকটি বললো, আমার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এদিকে পানি পাচ্ছিলাম না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাটি দিয়ে তোমার তায়ামুম করে নেয়া উচিত ছিলো। আর তোমার জন্য এটাই ছিলো যথেষ্ট (বুখারী-মুসলিম)।

٤٨٥ - وَعَنْ عَمَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَتَيْتَ أَجْنَبَتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَارٌ لِعُمَرَ أَمَا تَذَكَّرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ قَامُوا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَا أَنَا فَتَعْمَكْتُ فَصَلَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِيهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِيهِ - رواه البخاري ول المسلمين نحوه وفيه قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفع ثم تمسح بهما وجهك وكفيك .

৪৮৫। হ্যরত আম্বার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত উমর ইবনুল খান্তাবের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি, পানি পেলাম না। আম্বার রাদিয়াল্লাহু আনহু হ্যরত উমরকে বললো,

আপনার কি মনে নেই? এক সময়ে আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম (উভয়ে নাপাক ছিলাম)? আপনি পানির অভাবে নামায পড়লেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম ও নামায পড়লাম। এরপর আমি ব্যাপারটি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো। একথা বলার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং দুই হাত (উঠিয়ে) ফুঁ দিলেন। এরপর উভয় হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন (বুখারী)। এভাবে ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, যার শেষ শব্দগুলো হলো (হজুর বলেছেন) : তোমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা তোমাদের হাত মাটিতে মারবে তারপর হাতে ফুঁ দেবে, তারপর মুখ ও হাত মাসেহ করবে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হ্যরত উমরের জবাব উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু হাদীসের অন্য বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, ওই লোকটির কথার জবাবে হ্যরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ‘নামায পড়ো না’, অর্থাৎ পানি জা পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো না।

এই হাদীস অনুযায়ী কেউ কেউ বলেন, মুখ, হাত উভয়টি মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারা যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে দুই কাজের জন্য দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে। এই মতের সমর্থনেও হাদীস রয়েছে।

٤٨٦ - وَعَنْ أَبِي الْجَهْيِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّنْمَةِ قَالَ مَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْوَلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْدُ عَلَى حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بَعْصًا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَ عَلَى . وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي الصَّحِيفَتِينِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلِكِنْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ .

৪৮৬। হ্যরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের কোন জবাব দিলেন না। পরে তিনি একটি দেয়ালের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে নিজের লাঠি দিয়ে ঝোঁচা মারলেন। দেয়ালের উপর হাত মেরে নিজের চেহারা ও দুই হাত মাসেহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন। মিশকাত সংকলক বলেন, আমি এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমে এবং হুমাইদীর গ্রন্থেও পাইনি। তবে তিনি এটি শারহস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান।

ব্যাখ্যা ৪ এখানে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লাঠি দিয়ে দেয়ালে খৌচা মেরেছেন মাটি বের করার জন্য। কারণ বালু মাটি দিয়ে তায়ামুম করা বেশী ভালো। হাদীস থারা আরো প্রমাণিত হলো যে, পাক পবিত্র হয়েই আল্লাহর যিকির করা উচিত। এখানে এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দেয়ালে হাত মেরে দুইবার মাসেহ করেছেন। একবার মুখ ও আর একবার কনুই পর্যন্ত হাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٨٧ - عَنْ أَبِي ذِرَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّعِيدَ
الْطَّيِّبَ وَضُوءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
فَلِيَسْمِعْ بَشَرَةً فَإِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ . رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى
نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَشَرَ سِنِينَ .

৪৮৭। হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাক-পবিত্র মাটি মুসলমানকে পাক পবিত্র করে, যদি দশ বছরও সে পানি না পায়। পানি যখন পাবে তখন সে যেনেো তার গায়ে পানি লাগায়। এটাই তার জন্য উত্তম (আহমাদ, তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)। নাসায়ী “যদি দশ বছর ও পানি না পায়” পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ গায়ে পানি লাগানোর অর্থ হলো তখন গোসল করবে। এই হাদীসকে দলীল বানিয়েই হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এক তায়ামুমে যত ওয়াক্তের যত নামায পড়তে চায় পড়তে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ভিন্ন তায়ামুম করতে হবে।

٤٨٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَبْرَ قَشْجَهُ فِي
رَأْسِهِ فَاحْتَلَمْ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمِ مَا
نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ قَتَلُوهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا
لَمْ يَعْلَمُوْنَ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَبَيَّمَ وَيُعَصِّبَ

عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدَهِ . رواه أبو داود
ورواه ابن ماجة عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس .

৪৮৮। হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কিছু লোক সফরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লাগলো এবং তা তার মাথা আহত করে দিলো। তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথী ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ অবস্থায় কি আমার জন্য তায়ামুম করার সুযোগ আছে? তারা বললেন, এই অবস্থায় তুমি যখন পানি ব্যবহার করতে পারছো, তোমার তায়ামুম করার ফোন অবকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। লোকটি গোসল করলো। ফলে সে মারা গেলো। আমরা সফর হতে ফিরে এসে নবী করীমের নিকট গেলাম। তাঁর কাছে সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ তাদেরকে মেরে ফেলুন। তারা যখন জানে না জিজ্ঞেস করলো না কেনো? ‘কারণ’ “না জানার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞেস করা”। তার জন্য তায়ামুম করাই যথেষ্ট ছিলো। সে মাথার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসেহ করা তারপর নিজের সমস্ত শরীর ধূয়ে নিতে পারতো (আবু দাউদ)। ইবনে মাজা এই বর্ণনাটিকে আতা ইবন আবু রাবাহ হতে, তিনি হ্যরত ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুৰা গেলো কোন বিষয়ে না জেনে বুঝে কোন রায় দেয়া ঠিক নয়। এরপ করলে পাছে বিপদেরও সম্ভাবনা থাকে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে রাগ করেছেন। “তাদেরকে আল্লাহ মেরে ফেলুন” বলে খেদ উক্তি করেছেন। কুরআনে আছে :

فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا

“পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ামুম করবে” সূরা নিসা : ৪৩;
সূরা মাইদা : ৬।

আর এইখানে পানি ছিলো। তাই তারা আহত ব্যক্তিকে তায়ামুমের অনুমতি দেননি। কিন্তু ব্যাপারটা তা ছিলো না। এ সময় তায়ামুমই যথেষ্ট ছিলো। সাথে সাথে শরীরের অন্যান্য অঙ্কত স্থান ধূয়ে ফেলার কথাও হাদীসে বলা হয়েছে। এটা করাই হ্যরত ইমাম শাফেয়ীর মত। কিন্তু ইমাম আয়ম আবু হানীফা এই হাদীসটিকে জয়ীফ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এই অবস্থায় শুধু তায়ামুম করাই যথেষ্ট।

٤٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ
الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا فَتَيَمُ صَعِيدًا طَيْبًا فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي

الْوَقْتُ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَلَمْ يُعْدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعْدْ أَصْبَتَ السُّنْنَةَ وَأَجْزَأْتُكَ صَلَاتِكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ - رواه أبو داؤد والدارمي وروى النسائي نحوه وقد روی وأبو داؤد أيضاً عن عطاء بن يساري مرسلاً .

৪৮৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই লোক সফরে রওনা হলো। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলো। তাদের কাছে পানি ছিল না। তাই তারা দুজনেই তায়াশুম করে নামায পড়ে নিলো। নামাযের ওয়াক্তের মধ্যেই তারা পানি পেয়ে গেলো। তাই তাদের একজন উজ্জু করে আবার নামায পড়ে নিলো। দ্বিতীয়জন তা করলো না। এরপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি নামায পড়েনি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাতের উপর আয়ল করেছো। তোমার জন্য এই নামাযই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উজ্জু করে নামায আবার পড়েছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিতীয় সওয়াব (আবু দাউদ, দারেমী)। আর নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ এই হাদীস আত্ম ইবনে ইয়াসার (র) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ যে ব্যক্তি নামাযের সময় থাকতে পানি পেয়ে যাবার পর নামায আর পড়েনি তাকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উপর থেকে নামাযের ফরজিয়ত আদায় হয়ে গেছে। ফরয়ের সওয়াব তুমি পাবে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েছে তার উদ্দেশ বললেন, তোমার জন্য দ্বিতীয় সওয়াব। প্রথম নামায ফরয়। এখানে ফরয়ের সওয়াব পাবে। আর দ্বিতীয় নামায নফল। অতএব দ্বিতীয়বারের জন্য নফলের সওয়াব পাবে। এইসব অবস্থায় তায়াশুম করে নামায একবার পড়ে ফেলার পর নামাযের সময় থাকতেই পানি পাওয়া গেলে অধিকাংশ ইমামের মত হলো এই নামায যথেষ্ট। আবার উজ্জু করে নামায পড়তে হবে না। কিন্তু ইমায় আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের মতে তায়াশুম করে নামায পড়ার পর পানি পাওয়া গেলে উজ্জু করে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৯. - عَنْ أَبِي الْجَهْبِيرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَدِ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَثْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوْجْهِهِ وَيَدِيهِ ثُمَّ رَدَ عَلَيْهِ
السَّلَامَ - متفق عليه

৪৯০। হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাল নামক কুয়ার দিক হতে আসলেন। তখন একজন লোক তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সালাম দিলো। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি আগে এগিয়ে একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন (বুখারী, মুসলিম)।

٤٩١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُوَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفَهِمُ الصَّعِيدَ
ثُمَّ مَسَحُوا بِوْجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفَهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً
أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَابِقِ وَالْأَبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ -

رواه أبو داود

৪৯১। হযরত আখ্যার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থানকালে পানি না থাকার কারণে ফজরের নামাযের সময় মাটি দিয়ে মাসেহ করলেন। তারা তাদের হাতকে মাটিতে মারলেন। তারপর একবার তাদের চেহারা মাসেহ করলেন। আবার মাটিতে হাত মারলেন। পূর্ণ হাত বাহ্মূল পর্যন্ত এবং হাতের ভিতর দিকে বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কিরাম হাতের পাতা থেকে শুরু করে বগল পর্যন্ত মাসেহ করেছেন। কারণ কুরআনে পাকে তায়ামুম করার ব্যাপারে শুধু হাত উল্লেখ হয়েছে, যা গোটা হাতকে বুঝায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যেসব হাদীস বর্ণিত তার কোনটিতে হাত বাহ্মূল পর্যন্ত (যেমন আশ্মারের এই হাদীস), আর কোনটিতে কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার কথা রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবমতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। পক্ষান্তরে মালেকী ও হাবলী মাযহাবে বাহ্মূল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। তায়ামুম উজুর বদলে করতে হয়। তাই উজু যেহেতু কনুই পর্যন্ত, মাসেহও কনুই পর্যন্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বগল পর্যন্ত মাসেহ করার এই হাদীসটি কোন সাহাবীই অঙ্গ করেননি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কনুই পর্যন্ত তাইয়ামুম

করেছেন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হতে পারে ছজুর সান্দ্রাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্দ্রাম প্রথমে বগল পর্যন্ত মাসেহ করেছেন, পরে আর করেননি।

তায়াস্তুরের মাসনূন পদ্ধতি : হানাফী মাযহাব অনুসারে তাইয়াস্তুম করার সময় প্রথমে দুই হাত ধূলাবালি মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মেরে, হাত উঠিয়ে তা আবার ঝোড়ে নেবে। তারপর মুখ মাসেহ করবে। এভাবে আবার হাত মেরে বাম হাতের ছোট আঙুল, আনামিকা ও মধ্যমা আঙুলকে আলাদাভাবে একত্র করে রাখবে, তর্জনী ও বুড়া আঙুল পৃথক রাখবে। এরপর প্রথম তিন আঙুলের পেট ও হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের পিঠের দিক আঙুলসমূহের মাথা হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এরপর তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক কনুই হতে আঙুলের মাথা পর্যন্ত মাসেহ করবে। তারপর একই নিয়মে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মাসেহ করবে। এসব বিষয়ে ফিকাহের কিতাবে বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(۱۱) بَابُ النَّفْسِ الْمَسْنُونِ

(গোসলের সূন্নাত নিয়ম)

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٩٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - متفق عليه

৪৯২। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দ্রাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্দ্রাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ জুমআর নামায পড়তে আসলে সে যেনো (এর আগে) গোসল করে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : জুমআরের গোসল করা সকল আলেমের মতে মুস্তাহাব। জুমআর দিনের মর্যাদার জন্য এ গোসল। কিন্তু হ্যরত ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় জুমআর নামাযের জন্য গোসল করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

٤٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ - متفق عليه

৪৯৩। হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দ্রাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্দ্রাম ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক প্রাঙ্গবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘ওয়াজিব’-এর অর্থ এই নয় যে, কেউ গোসল না করে জুমআর নামায পড়লে গুনাহগার হবে। বরং এর অর্থ হলো জুমআর দিন গোসল না করা সমীচীন নয়।

٤٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ -
متفق عليه

৪৯৪। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাত দিনের মধ্যে অন্তত এক দিন গোসল করা ওয়াজিব। এতে তার মাথা ও শরীর ধূয়ে নিবে (বুখারী ও মুসলিম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٩٥ - عَنْ سَمْرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ - رواه
احمد وابو داؤد والترمذی والنسائی والدارمی .

৪৯৫। হ্যরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর দিন যে ব্যক্তি শুধু উজ্জু করেছে, সে ফরয কাজ আদায় করেছে, আর এটা তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি (জুমআর দিন) গোসল করেছে তার গোসল তার জন্য খুবই উত্তম (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে বুঝা গেলো জুমআর গোসল ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। এই মুস্তাহাব কাজটির প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য ও এর প্রতি আর্কণ সৃষ্টি করার লক্ষ্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের হাদীসসমূহে তাকীদ দিয়েছেন। এই হাদীস অনুযায়ী হানাফী ইমামগণ জুমআর গোসলকে মোস্তাহাব মনে করেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাসের ঘতে প্রথম দিকে মসজিদগুলো খুব ঘোট ছিলো। এই কারণে মানুষ ঘামে ভিজে যেতো। গায়ে গন্ধ হতো। এই গন্ধ হতে বাঁচার জন্য গোসল ওয়াজিব ছিলো। পরে তা মুস্তাহাব হয়েছে।

জুমআর দিনের গোসল করা জুমআর জন্যই, যেমন প্রথম হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। তাই যার উপর জুমআর নামায ফরয নয় তার জন্য জুমআর গোসলও

দরকার নেই। আবার কেউ বলেন, এটা জুমআর দিনের মর্যাদার জন্য। কাজেই যার উপর জুমআ ফরয নয় তারও গোসল করা উচ্চম।

٤٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلِيغْتَسِلْ . رواه ابن ماجة وأزاد أحمد والترمذى وأبو داؤد . وَمَنْ حَمَلَهُ فَلَيَتَوَضَّأْ .

৪৯৬। হ্যরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিল সে নিজেও যেনো গোসল করে(ইবনে মাজা)। আর আহমাদ, তিরমিয়ী ও আবু দাউদের বর্ণনায় আরো আছে : যে লোক মৃত ব্যক্তিকে বহন করেছে সে যেনো উজ্জু করে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দুইটি জিনিস। প্রথম, কোন লোক মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে, গোসলের পর সে নিজে গোসল করে নেবে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবার সময় তার গায়ে কোন ছিটাফোটা লেগে যেতে পারে। তাই পবিত্রতা অর্জনের জন্য এই গোসল করা মুস্তাহব। আর এক সহীহ হাদীসে আছে : 'তোমরা মুরদাকে গোসল করালে গোসল করা তোমাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় নয়।' দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই হাদীস থেকে জানা গেলো তা হলো, যে ব্যক্তি কোন লাশ বহন করবে সে যেনো উজ্জু করে নেয়।

٤٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجَمْعَةِ وَمِنَ الْحَجَاجَةِ وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ - رواه أبو داؤد

৪৯৭। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কারণে গোসল করতেন : (১) নাপাকীর কারণে, (২) জুমআর দিনে, (৩) রক্তমোক্ষণ করানোর পর ও (৪) মুর্দা গোসল দেবার পর (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই চার কারণে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার জন্য বলেছেন। এর প্রথম কারণ অর্থাৎ নাপাকীর কারণে গোসল করা তো ফরয। বাকী তিনটি কারণে গোসল করা মুস্তাহব। রক্ত মোক্ষণ করানোর কারণে, শরীর থেকে রক্ত বের হয়। তাই গোসল করার কথা বলা হয়েছে। মুর্দা গোসল দেবার পরও এই কারণেই গোসলের কথা বলা হয়েছে।

٤٩٨ - وَعَنْ قَبِيسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَامِرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاِ وَسِدِرٍ - رواه الترمذى وأبو داؤد والنمساني .

৪৯৮। হ্যরত কায়েস ইবন আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বরই পাতা মিথিত পানি দিয়ে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন (তিরিয়া, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ব্যাখ্যা : ইসলাম গ্রহণের সময় নাপাক থাকলে তো গোসল করা ফরয। তা না হলে গোসল করা মুস্তাহাব। বরই পাতা পানিতে দিলে পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

তৃতীয় পরিষ্কেদ

৪৯৯ - عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ أَنْ أَنَّاسًا مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْفَسْلَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأْخْبُرُكُمْ كَيْفَ بَدَءَ الْفَسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقْرَابَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ أَذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَاخَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هُذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلَيَمَسُّوا أَحَدُكُمْ أَفْضَلُ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكَفُوا الْعَمَلَ وَوَسِعَ مَسْجِدُهُمْ وَدَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ - رواه أبو داود

৪৯৯। হ্যরত ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের কতক লোক এসে জিজেস করলো, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমআর দিনের গোসলকে ওয়াজির মনে করেন? তিনি বললেন, না। তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তার জন্য তা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো না তার জন্য তা ফরয নয় (গুনাহ হবে না)। জুমআর গোসল কিভাবে শুরু হলো আমি তোমাদেরকে বলছি। লোকেরা গরীব ছিলো। পশ্চমের মোটা কাপড় পড়তো। পিঠে বোৰা বহনের মতো কঠিন পরিশ্রম করতো। তাদের মসজিদ ছিলো ছোট ও নীচু

চালার খেজুর ডালের ছাপরা। এভাবে এক গরমের দিনে রাস্তাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দিকে গেলেন। মানুষ পশমের কাপড় পড়ে ঘামে ভিজে গিয়েছিলো। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। এতে পরম্পর পরম্পরের দুর্গন্ধে কষ্ট পাচ্ছিলো। রাস্তাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গন্ধ পাচ্ছিলেন। (তখন) তিনি বললেন, হে লোকসকল! যখন এই দিনে তোমরা মসজিদে আসবে, গোসল করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেনে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো ভালো তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। ইবনে আবুবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদ দান করলেন। তারা পশম ছাড়া অন্য কাপড়-চোপড় পরতে থাকেন। তাদের পরিশ্রম ও দিন মজুরীর অবসান ঘটে। তাদের মসজিদও প্রশংস্ত হয়। তাদের পরম্পর পরম্পরকে কষ্ট দেবার মতো দুর্গন্ধ ঘামও দূর হয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের জীবন যাপন খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। অর্থাত্ব ও পরিশ্রমে জরাজীর্ণ ছিলো তারা। সম্পদশালী মুমিনের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। শারীরিক পরিশ্রম ছিলো অপরিসীম। তাই ছোট ছোট ও খেজুরের ডালের তৈরী মসজিদে জুমার নামায পড়তে হতো। অর্থাত্বে ভালো কাপড়-চোপড় পরতে পারতো না। গরমের দিনেও পশমের তৈরী পোশাক পড়তে হতো। ঘামে ভিজে থাকতো শরীর। ঘামের ভ্যাপসা গন্ধ শরীর থেকে বেরিয়ে আসতো। জুমার দিন ঠাসা ঠাসা হয়ে বসার কারণে তা আরো বেশী হতো। এইজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার কথা বলেছেন। কারণ আরবের লোকেরা গোসল করতো খুব কম।

হযরত ইবনে আবুবাসের কথার অর্থ ছিলো তাই। গোসল এসব কারণে প্রথম ফরয ছিলো। পরে গোসল ফরয থাকেন। আল্লাহ মুসলমানদের অবস্থা ভালো করে দিলেন। তারা ভালো কাপড়-চোপড় পরার সামর্থ্যবান হলেন। কায়িক পরিশ্রম কমে গেলে। মসজিদ সম্প্রসারিত হলো। মসজিদে নববী প্রথমে দৈর্ঘ্যে ষাট হাত ও প্রস্ত্রে ষাট হাত ছিলো। পরে হজুরের সময়েই তা বেড়ে এক শত বাই এক শত হাত হয়ে গিয়েছিলো। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা হলো। জুমআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব হয়ে গেল।

(۱۵) بَابُ الْحِيْصِ

(হায়েয)

মেয়েদের মাসিক খতু হওয়াকে হায়েয বলা হয়। প্রাণবয়স্ক হবার এটা একটা প্রমাণ। কোন রোগ ছাড়া মেয়েদের জরায়ু হতে রক্ত বের হলে হায়েয বলে আর রোগের কারণে হলে ইসতিহায়া বলে। হায়েযের কম সময় হলো তিন দিন। আর

সর্বোচ্চ সময় হলো দশ দিন। আৱ বেশী-কম হলে বুৰুতে হবে হায়েয নয়, বৱং ইষ্টিহায। রোগেৱ কাৱণে ইষ্টিহায হয়। আল্লাহ তাআলা কুৱানে এ সম্পর্কে বলেছেন :

بَسْتَلُوكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ .

“হে রাসূল! তাৱা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস কৱে। তাদেৱে বলে দিন, এটা অপবিত্রতা। তাই তোমৱা স্ত্ৰীদেৱ হায়েয অবস্থায তাদেৱ থেকে দূৰে থাকবে এবং তাদেৱ নিকটে যাবে না, যে পৰ্যন্ত তাৱা পৰিত্ব না হবে” (সূৱা বাকারা : ২২২)।

প্ৰথম পৱিত্ৰিষ্ঠেদ

٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ
لَمْ يُؤْكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَأَلْتُكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَلَا يَهُودَ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ
فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يُدَعَّ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ
أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُودَ تَقُولُونَ كَذَّا
وَكَذَّا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغْيِيرُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
ظَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبْنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي أَثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ
عَلَيْهِمَا - روأه مسلم

৫০০। হ্যৱত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহৰ্দীদেৱ
কোন মহিলাৱ মাসিক হলে তাৱা শধু তাদেৱ সাথে একত্ৰে খাওয়াই বৰু কৱে দিতো
না, বৱং তাদেৱকে একত্ৰে ঘৱেও স্থান দিতো না। নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামেৱ সাহাবীগণ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কৱলেন। আল্লাহ তাআলা তখন
এই আয়াত অবতীৰ্ণ কৱলেন, “আৱ তাৱা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস
কৱে.... আয়াতেৱ শেষ পৰ্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছু করতে পারবে। এই খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌছলে তারা বললো, এই ব্যক্তি আমাদের সব কিছুতেই বিরোধিতা না করে ছাড়তে চায় না। এরপর উসায়দ ইবনে হৃদায়ের এবং আবরাদ ইবনে বিশ্র রাদিয়াল্লাহ আনহৰ্মা আসলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদীরা এসব কথা বলে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি? একথা শুনে হজুরের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাতে আমাদের ধারণা হলো, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। তারপর তারা বের হয়ে গেলেন। এ সময়ই তাদের সামনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু দুধ হাদিয়া আসলো। হজুর পেছনে পেছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরে ডেকে আনলেন। তাদেরে দুধ খেতে দিলেন। এতে তারা বুঝলেন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে রাগ করেননি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হায়েয সম্পর্কে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো শরীয়াতের বিধান। আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন পাকের আয়াতে এই কথাই আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন।

٥٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَاءِ وَأَحَدٍ وَكَلَّا تَأْتِي جُنْبَ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزَرُ فَيُبَارِسْنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ - متفق عليه

৫০১। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে লুঙ্গী বেঁধে দিতাম। তিনি আমার গায়ে লাগতেন অথচ তখন আমি হায়েয অবস্থায়। তিনি এতেকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা মসজিদ থেকে বের করে দিতেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি দিয়ে তাঁর মাথা ধূয়ে দিতাম (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো খাতুমতী স্ত্রীর সাথে শুধু সঙ্গম করা নিষেধ। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তার শরীরের সাথে শরীর লাগানো নিষেধ নয়। এতেকাফ অবস্থায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন। বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা ধূয়ে দিতেন। এতে এতেকাফে কোন ঝুঁটি হতো না।

٥٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنْوَلْهُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيْ فَيَشْرَبُ وَأَتَعْرَقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ

ثُمَّ أَنَّا وَلِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِي - رواه
مسلم

৫০২। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পান করতাম হায়ে অবস্থায়। এরপর এই পাত্র আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পানি পান করতেন। কখনও আমি হাড়ের গোশত খেতাম হায়ে অবস্থায়। এরপর আমি এই হাড় হজুরকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে তা খেতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কারণে এই কাজ করতেন। একে তো তিনি হ্যরত আয়েশাকে খুবই ভালোবাসতেন। দ্বিতীয়ত, ইয়াহুদীদের ধারণা পাল্টাবার জন্য, ইয়াহুদীদের অনুসৃত নীতির বিরোধিতা ও তাদের মত ভুল বুঝাবার জন্য তিনি এই কাজ করতেন। ইয়াহুদীরা ঝতুমতী মহিলাদের স্পর্শ তো দূরের কথা, তাদেরকে এক ঘরে রাখতো না। মোটকথা ঝতুমতী স্ত্রীর সাথে খাবার-দাবার, উঠা-বসা, ধরা-ছোয়া সবই করা যায়। এতে কোন অসুবিধা নেই। শুধু সঙ্গম ও সঙ্গমের জন্য উভেজিত হবার কাজ করবে না।

৫ . ৩ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرِيْ
وَآنَا حَائِصٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ - متفق عليه

৫০৩। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, অথচ আমি তখন হায়ে অবস্থায়।

ব্যাখ্যা ৫ : এই হাদীসের মর্মও আগের হাদীসগুলোর মতোই। এতে বুঝা যায়, বাহ্যিক ও প্রকাশ্যভাবে ঝতুমতী মহিলারা পরিত্রৈ থাকে। তাদেরে ঘরে রাখলে, এমনকি এক বিছানায় শুইলেও কোন দোষ নেই। সে তখন এমন কোন অসূচি হয়ে যায় না যে, তার গায়ে স্পর্শ লাগলে কোন বিপদ হবে। হায়েয়ের রক্তস্নাবের কারণে শরীয়তের দিক দিয়ে তার উপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ হয় মাত্র। তাই সে 'হকমান' নাপাক। সে যদি প্রকাশ্য দিক দিয়ে নাপাক হতো তাহলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গ্লাসে পরিত্যক্ত পানি ও একই হাড়ের গোশত খেতেন না। উম্মতের শিক্ষার জন্য বারবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কর্মনীতির একুশ প্রকাশ্য বিরোধিতা করার বথা বলেছেন।

٤٠٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأوِيلِنِي الْخُمْرَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ أَنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنْ حِيْضَتِكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ - رواه مسلم

৫০৪। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে চাটাই এনে আমাকে দাও (অর্থাৎ মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে হাত দিয়ে উঠিয়ে নাও)। আমি বললাম, আমি তো হায়েয অবস্থায়। তিনি বললেন, তোমার হাতে হায়েয লেগে নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ ঝতুমতী মহিলাদের জন্য নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। কিন্তু মসজিদের বাইরে হতে মসজিদ থেকে কিছু উঠিয়ে আনতে নিষেধ নেই। আর হায়েযের কোন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হাতে নাপাকী বয়ে আনে না। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।

٤٠٥ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مِرْطِ بَعْضَهُ عَلَىٰ وَبَعْضَهُ عَلَيْهِ وَآتَا حَائِضَ - متفق عليه

৫০৫। হযরত মাইমুনা' রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদরে নামায পড়তেন। এর একটি অংশ আমার শরীরের উপর থাকতো আর অন্য অংশ তাঁর শরীরের উপর থাকতো। অথচ তখন আমি হায়েয অবস্থায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৫ হায়েয অবস্থায় যে নাপাক হয় তা হলো 'হৃকমী নাপাকী'। এর দ্বারা ঝতুমতী মহিলার সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায় না। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো নামাযীর পরনের কাপড়ের একাংশ নাপাক জিনিসের উপর থাকলে তার নামায হয় না অথচ ঝতুমতী নারীর শরীরের উপর নামাযীর কাপড় পড়ে থাকলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى وفى روايتهما

فَصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَكِيمٍ بْنِ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ

৫০৬। হয়রত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক ঝাতুমতী অবস্থায় সঙ্গম করেছে অথবা কোন স্ত্রীলোকের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করেছে অথবা কোন গণকের কাছে গিয়েছে, সে লোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি অবিশ্঵াস করেছে (তিরমিয়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)। কিন্তু শেষের দু'জন ইবনে মাজা ও দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়েছে, সে যা বলেছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, সে কুফরী করেছে। তিরমিয়ী এই সনদের সমালোচনা করে বলেছেন : হাদীসটি আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আবু তামীমা, তাঁর থেকে হাকীম অসরাম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না। আবু তামীমার বিষ্টতা সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ব্যাখ্যা : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের অর্থ হলো, যদি কোন ব্যক্তি নিজে মনগড়াভাবে হালাল জেনে, জায়েয মনে করে ঝাতুমতী স্ত্রীর সাথে অথবা তার মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে গিয়ে অদৃশ্য সম্পর্কে কথা শুনে তা বিশ্বাস করে ও সত্য বলে মনে করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

৫.৭ - وَعَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحْلُّ لِيْ مِنْ امْرٍ أَتَىْ وَهِيَ حَانِصٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْأَزَارِ وَالْتَّعْقُفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ - رَوَاهُ رَبِيعٌ وَقَالَ مُحِيُّ السُّنْنَةِ اسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ۖ

৫০৭। হয়রত মোয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হায়ে অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কাজ করা হালাল? তিনি বললেন, কাপড়ের উপর যা করতে চাও করো, তা হালাল। তবে এটুকু থেকেও বিরত থাকা বেশ উত্তম (রযীন)। ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেন, এই হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালি নয়।

ব্যাখ্যা : মেয়েদের মাসিক অবস্থায় কাপড়ের উপরে উপরে মাখামাথি করা জায়েয। তবে এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কারণ এসব করতে করতে আবার আসক্তি বেড়ে গেলে সঙ্গমেও লিঙ্গ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। তাই বিপদে পতিত হবার আশংকার কাছে না যাওয়াই মুত্তাকীর কাজ।

৫.৮ - وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسانى والدارمى وابن ماجة .

৫০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, : রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায সঙ্গমে লিঙ্গ হয়, তাহলে সে যেনো অর্ধেক দীনার দান করে দেয় (তিরিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, দারেমী ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : দীনার হলো এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা। এর ওজন হলো সাড়ে চার মাশা। বারো মাশায এক তোলা। হাদীস বিশারদদের মতে হাদীসটি 'মরফু' হাদীস নয়, বরং ঘওকুফ হাদীস। ইয়াম আবু হানীফা ও ইয়াম শাফেয়ীর মতে এই অপকর্মের প্রকৃত কাফ্ফারা হলো তওবা করা। ইয়াম শাফেয়ী এর সাথে এক বা অর্ধেক দীনার দান-সদকা করাকে উত্তম বলে মনে করেন। হালাল মনে করে কেউ সঙ্গম করলে কাফের হয়ে যাবে।

৫.৯ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ - رواه الترمذى

৫০৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হায়েযের রক্ত লাল থাকার সময় (সঙ্গম করলে) এক দীনার ও হায়েযের রক্ত পীত বর্ণ ধারণ করার পর (সঙ্গম করলে) অর্ধেক দীনার সদকা দিতে হবে (তিরিয়ী)।

ব্যাখ্যা : মহিলাদের ঝর্তুমতী হবার প্রথম অবস্থায রক্তের রং থাকে লাল। হায়েযের এটা প্রাথমিক অবস্থা, অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থা। এ অবস্থায সঙ্গমে অপরাধ অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই এক দিরহাম সদকা। আর শেষের দিকে রক্ত পীত বর্ণ ধারণ করে। এসময়টা অপেক্ষাকৃত হালকা। এ সময়ে তাই অর্ধেক দীনার সদকার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫.১ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحْلُ لِيْ مِنْ امْرَاتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَدُّدٌ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانِكَ بِأَعْلَاهَا - رواه مالك
والدارمي مرسلا

৫১০। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলেন ও
বললেন, আমার স্ত্রীর সাথে তার হায়েয অবস্থায আমার কি কি কাজ করা হালাল?
ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পরনের পায়জামা মজবুত করে
বাঁধবে। তারপর কাপড়ের উপর দিয়ে যা খুশী করবে (মালিক ও দারেমী, মুরসাল
হাদীস হিসাবে)।

৫১। وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَذَا حَضَرْتُ نَزَّلْتُ عَنِ الْمَثَابِ
فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطَّهُ - رواه
ابو داؤد

৫১। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
যখন ঝুকুমতী হতাম, বিছানা হতে সরে চাটাইতে নেমে আসতাম। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের কাছে আসতেন না এবং আমরাও
পাক পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে যেতাম না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : বাহু দৃষ্টিতে এই হাদীসটি এর আগে উল্লেখিত সব হাদীসের
বিপরীত। ওইসব হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের সাথে তাদের হায়েয অবস্থায মেলামেশা করতেন। এক বিছানায
শুইতেন। আদর সোহাগ করতেন। তাই মুহাদ্দিসগণ বলেন, প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয অবস্থায স্ত্রীদের সংস্পর্শ পরিহার করে
চলতেন। তারপর মেলামেশা ইত্যাদির অনুমতি দেন। ইয়াহুদী জাতির মেয়েদের
মতো মুসলিম পরিবারের মেয়েরাও যেনে অচুতরূপে পরিগণিত না হয়। তাই তিনি
এই অনুমতি দান করেছেন।

(۱۳) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

(রক্তপ্রদর রোগিনী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

৫১২ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَي النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أُمْرَأَ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ

الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا انْمَا ذَلِكَ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَفْبَلْتُ حَيْضَتُكِ فَدَعَى
الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتَ فَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلَّى - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

৫১২। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন এমন স্ত্রীলোক যে, সব সময় ইস্তেহায়া রোগে আক্রান্ত। কোন সময়ই পাক হই না। তাই আমি কি নামায ছেড়ে দেবো? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। এটা একটি শিরা জনিত রোগ, হায়েয়ের রক্ত নয়। তোমার যখন হায়েয়ের সময় হবে নামায ছেড়ে দেবে। আর যখন হায়েয়ের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তোমার শরীর হতে তুমি হায়েয়ের রক্ত ধূয়ে ফেলবে। অর্থাৎ গোসল করবে তারপর নামায পড়তে থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ মেয়েদের মাসিকের সময় সর্বনিম্ন তিনিদিন, সর্বোচ্চ ১০ দিন। ৩ দিনের কম ও ১০ দিনের বেশী রক্তস্নাব হলে তা-ই ইস্তেহায়া বা রোগ, মাসিকের রক্ত নয় বুঝতে হবে। ঠিক একইভাবে সন্তান প্রসবের পর রক্তস্নাবের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই। সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন। এই চল্লিশ দিনের পর যদি রক্তস্নাব হয় তাহলে তাই ইস্তেহায়া বা রোগ। মেয়েদেরকে এই ইস্তেহায়ার সময় অবশ্যই নামায পড়তে হবে।

ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইস্তেহায়া রোগে ভোগতেন। সব সময়ই রক্তস্নাব হতো। কোন সময়ই পাক হতে পারতেন না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, তোমার অভ্যেস মতো হায়েয়-নিফাসের সময় শেষ হবার পরই গোসল করে নামায পড়বে। প্রত্যেক নামাযের সময়ই উজু করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫১৩ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ فَاطِمَةَ بْنِتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ
تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ
دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - رواه أبو داود والنسائي

৫১৩। তাবেয়ী হযরত উরওয়া ইবন জুবাইর (র) বর্ণিত। তিনি ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা সব সময়

এন্তেহায়ায় আক্রান্ত থাকতেন। তাই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, যখন হায়েয়ের রক্ত আসবে তখন তা কালো আসবে। এ রক্ত সহজে চিনা যায়। এই রক্ত দেখলে নামায পড়বে না। আর হায়েয়ের রং অন্য রকম হলে উজু করবে ও নামায পড়বে। কারণ এটা রগবিশেষের রক্ত (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই হাদীস অনুসারে নতুন হায়েয়েস্ত নারীর রক্তের রং অনুযায়ী তার হায়েয়ের মুদ্দত ঠিক করবে। যতো দিন রক্ত কালো হবে হায়েয়ের সময় বৃৰূতে হবে। রক্তের রং কালো না হলে ইন্তেহায়া।

ইমাম আবু হানীফার মতে এই হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। এর দুইটি সূত্রের একটি মুরসাল। আর অপর সূত্রে এটা মুদতারাব। অন্যান্য সহীহ হাদীস অনুসারে তার মত হলো, প্রথম হায়েয়েই যে নারী ইন্তেহায়ায় শিকার হয় সে দশ দিনই তার হায়েয়ের মুদ্দত মনে করবে। অভ্যন্ত নারীর তার অভ্যাস অনুযায়ী যতোদিন স্বাব হয় ততো দিনকেই হায়েয়ের মুদ্দত হিসাবে ধরে নিবে।

٥١٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَأْقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا لِتَنْظَرَ عَدَدَ الْلَّيَالِيِّ وَالْأَيَامِ الَّتِيْ كَانَتْ تُحِينْصُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الْذِيْ أَصَابَهَا فَلَقْتَرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بَشَوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ - رواه مالك وابو داود والدارمى وروى النساءى معناه

৫১৪। হ্যরত উষ্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক মহিলার ঝুতুস্বাব হতে লাগলো। হ্যরত উষ্মে সালামা তার ব্যাপারটি সম্পর্কে হজুরকে জিজ্ঞেস করলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার দেখতে হবে এই অবস্থা হবার আগের মাসে তার মাসিক কতো দিন হয়েছে। সেই হিসাবে সে এই কয়দিন নামায ছেড়ে দেবে। সেই সময় শেষ হবার পর সে গোসল করবে। এরপর কাপড়ের টুকরো দিয়ে লেংটি বাধবে। তারপর নামায পড়বে (মালিক, আবু দাউদ, দারেমী এবং নাসায়ীও এই অর্থে)।

ব্যাখ্যা : লেংটি বাঁধা হলো রক্ত প্রবাহিত হবার পথ রোধ করার জন্য। কিন্তু লেংটি বাঁধার পরও যদি রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তবে নামায ছেড়ে দেবে না, বরং নামায পড়বে। এটা ইন্তেহায়ার রক্ত।

٥١٥ - وَعَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ جَدُّ عَدَى أَسْمُهُ دِينَارٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامًا أَفْرَانِهَا التِّيْ كَانَتْ تُحِيطُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتَصَلِّيَ - رواه الترمذى وابو داود

৫১৫। হযরত আদী ইবনে সাবিত (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে, ইয়াহইয়া ইবন মুজেন বলেন, আদীর দাদার নাম দীনার। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি মোস্তাহাজা শ্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন। সে হায়েমথন্ত অবস্থায় নামায ছেড়ে দেবে। মেয়াদশেষে গোসল করবে। প্রত্যেক নামাযের সময় উজু করবে। রোয়া রাখবে ও নামায আদায় করবে (তিরিমিশী ও আবু দাউদ)।

٥١٦ - وَعَنْ حَمْنَةَ بْنِتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حِينَضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأَخْبَرْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أَخْتِي زَيْنَبَ بْنَتِ جَحْشٍ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنِي أَسْتَحَاضُ حِينَضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعْتِنِي الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ قَالَ أَنْعَتْ لَكَ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ بَذْهَبُ الدِّمْعِ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلْجُمُنِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْمَا أَئْجُ ثَجَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامُرُكِ بِأَمْرِنِي إِيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزًا عَنْكِ مِنَ الْأَخْرِ وَكَنْ قَوْنِتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهُ أَنْمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيلُضِي سَتَّةَ أَيَّامًا أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامًا فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَأَسْتَقْنَاتَ فَصَلِّيْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومَيْ فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِيْكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلْيَ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيلُضُ النِّسَاءَ وَكَمَا يَطْهُرُنَّ مِيقَاتَ حِينَضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ وَكَنْ قَوْنِتِ عَلَى أَنْ تُوَحِّرِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُومِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا أَعْجَبُ الْأَمْرِينَ إِلَىٰ - رواه احمد
وابو داود والترمذی

৫১৬। হযরত হামনা বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাংঘাতিকভাবে এন্টেহায়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অবস্থার কথা বলতে ও প্রতিবিধান জানতে আসলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে পেলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইন্টেহায়ার শুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ কারণে আমি নামায-রোয়া ঠিকঘৰতো করতে পারছি না। তিনি বললেন, আমি তোমাকে শুধুমাত্র তুলা দিতে উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দেবে। হামনা বললেন, তা তো এদিয়ে থামবে না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে পটি বেঁধে নিবে। তিনি বলেন, তা এর চেয়েও অধিক। হজুর বললেন, তাহলে তুমি পটির নীচে কাপড়ের লেঙ্গট বেঁধে নেবে। তিনি বললেন, হজুর। এটা আরো অধিক শুরুতর। আমি পানির স্রোতের ন্যায় রক্ষক্ষরণ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে আমি দুইটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর যে কোন একটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি যদি দুটোই করতে পারো তাহলে তুমই অধিক বুঝবে (তুমি কোনটি অবলম্বন করবে)। এরপর তিনি তাকে বললেন, চিন্তা করবে না। এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার একটি অনিষ্ট সাধন বৈ কিছু নয়।

. প্রথম নির্দেশ, তুমি তোমার এই সময়ের ছয় দিন কি সাত দিন হায়েয হিসাবে ধরবে। আসলটা আল্লাহর জানা আছে। এরপর গোসল করবে। শেষে যখন তুমি মনে করবে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গেছো, মাসের বাকী তেইশ রাত-দিন অধিবা চক্রিশ রাত-দিন নামায পড়তে থাকবে। রোয়াও রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতি মাসে তুমি এভাবে হিসাব করে চলবে যেভাবে অন্যান্য মেয়েরা তাদের হায়েযের সময়কে ‘হায়ে’ ও তোহরের সময়কে তোহর গণ্য করে।

দ্বিতীয় নির্দেশ, আর তুমি যদি করতে সক্ষম হও যেনোহরকে পিছিয়ে দিতে ও আসরকে এগিয়ে আনতে এবং এরপর গোসল করতে। এরপর যেনোহর ও আসরকে পরপর আদায় করবে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে নিতে ও ইশাকে এগিয়ে আনতে। এরপর গোসল করবে। তারপর উভয় নামাযকে একত্রে আদায় করবে। তুমি যদি পারো এই নিয়মে করতে, তাহলে তা-ই করবে। হামনা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর শেষ নির্দেশটাই আমার নিকট তোমার জন্য অধিক পছন্দনীয় (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : ইন্দেহায়ার রক্ত রোগ হিসাবে তো হতে পারেই। এরপরও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজকে শয়তানের অনিষ্ট সাধন বলেছেন। কারণ শয়তান এসব সময়ে তাদেরকে সন্দেহে ফেলতে ও ইবাদত-বন্দেগী হতে ফিরিয়ে রাখতে ও ত্রুটির সৃষ্টি করতে সুযোগ পায়। এই সুযোগ ব্যবহার করে তারা নামায-রোয়ায় বাধা সৃষ্টির বীজ বপন করে। ইন্দেহায়ার কারণ হিসাবে এই কথা বলার পর পশ্চাকারিনীকে সবশেষে দুইটি কাজ করার নির্দেশ দিলেন, যা করলে শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে।

একটি হলো, হায়েয ধরবে ছয় দিন কি সাত দিন। এতে মনে হয় হামনার হায়েযের অভ্যাস ছিলো ছয় কি সাত দিন। তাই এ সময়কে হায়েযের সময় ধরে মাসের বাকী ২৩/২৪ দিন পরিত্র হিসাবে প্রত্যেকবার উজ্জু করে নামায পড়তে যেমন অন্যান্য মেয়েরা করে।

আর দ্বিতীয়টি হলো যেনেহরের নামাযের শেষ ও আসরের নামাযের প্রথম ওয়াকে গোসল করে উভয় নামায পরপর পড়া। ঠিক একইভাবে গোসল সেরে মাগরিব ও ইশার নামায পরপর পড়া। ফজরের নামায গোসল করে পড়বে ও রোয়া রাখবে।

তৃতীয় পরিষেদ

٥١٧ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَسْتَحْيِنْتُ مَنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مَرْكَنِ فَادَأْ رَأْتُ صُفَادَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلَتَغْتَسِلْ لِلظَّهِيرَةِ وَالعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّعُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا اشْتَدَ عَلَيْهَا الغُسلُ أَمْرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

৫১৭। হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফাতিমা বিনতে আবু হোবাইশের এত দিন ধরে ইন্দেহায়া হচ্ছে। সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায পড়ছে না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোবহানাল্লাহ পড়ে আশ্চর্য হলেন ও বললেন, নামায না পড়া তো

শয়তানের প্ররোচনা। তার উচিং একটি গামলায় পানি ভরে শুভে বসে যাওয়া। পানি হলুদ বর্ণ ধারণ করলে অন্য পানি দ্বারা গোসল করে যোহর ও আসরের নামায আদায় করা। মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্য এভাবে একবার গোসল করবে। ফজরের জন্য পৃথক একবার গোসল করবে। এর জন্য মাঝখানে উজ্জ্বল করে নেবে (আবু দাউদ)। বর্ণনাকরী বলেন, মুজাহিদ (র) হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা কঠিন হয়ে পড়লে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক গোসলে দুই নামায একত্র করে পড়তে হ্রস্ব দ্বিলেন।

ব্যাখ্যা : মোস্তাহায়া মহিলার জন্য গোসল করা ফরয নয়। তবে গোসল করলে শরীরের রক্ত চলাচলের মাত্রা কমে যায়। এই কারণে রক্তস্নাব কমানোর জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযে অথবা দুই নামাযের মধ্যে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। রক্তস্নাবের মাত্রা কমানোর জন্য প্রথমে পানির গামলায় বসারও নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে পানির শীতলতায় স্নাবের ধারা কমে যায়।

হ্যরত ফাতেমা প্রথমে নিজেই হজুরের আদেশে প্রতি নামাযের জন্য গোসল করতেন। তার পক্ষে তা কষ্টকর হয়ে পড়লে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই নামাযের জন্য একবার গোসলের পরামর্শ দেন।

প্রথম থে সমাপ্ত

مشکوٰۃِ نصیحا

میشکاتُل ماساَبیت

ہادیس سِنکلن ایتھاسےِ شرطِ عپہار

میشکات شریف

۱

আল্লামা ওলীউকীল আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব-আল-উমরী আত তাবরিয়ী